স্তোত্র-রত্নমালা।

(বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ সহ)

'পরিণতি' অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবের অবস্থা

প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা—

শ্রীসারদাপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ

কর্ত্তৃক অনূদিত ও

৺কাশীধাম ৫৯/১৪৬ মণিকর্ণিকা ঘাট হইতে

তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত।

—o—

প্রাপ্তিস্থান—

কলিকাতা, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে গুরুদাস লাইব্রেরী ও

মনোমোহন লাইব্রেরী এবং ৺কাশীধাম

গ্রন্থকারের নিকট।

১৩২৫ সাল।

মূল্য উৎকৃষ্ট বাঁধাই ৸৹ আনা মাত্র।

স্তোত্ররত্নমালা।

গণেশাষ্টকম্‌।

শ্রী শ্রীগণেশায় নমঃ।

যতোঽনন্তশক্তেরনন্তাশ্চ জীবা যতোনির্গুণাদপ্রমেয়াগুণাস্তে।
যতোভাতি সর্ব্বং ত্রিধাভেদভিন্নং সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ ॥১

যতশ্চাবিরাসীজ্জগৎ সর্ব্বমেতত্তথাব্জাসনো বিশ্বগো-বিশ্বগোপ্তা।
তথেন্দ্রাদয়োদেব-সংঘা-মনুষ্যাঃ সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ ॥২

গণেশাষ্টক।

যে অনন্তশক্তিশালী (পুরুষ) হইতে অনন্ত জীব সম্ভূত হইয়াছে, যে নির্গুণ (পরমাত্মা) হইতে সমস্ত অপ্রমেয় গুণরাশি প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাঁহা হইতে গুণত্রয়ে (সত্বরজঃ তমঃ গুণে) বিভক্ত সমস্ত বিশ্ব বিসৃষ্ট হইয়াছে সেই গণপতিকে সর্ব্বদা প্রণাম করি ও ভজনা করি ॥১

এই সম্পূর্ণ জগৎ যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহা হইতে [illegible]ব্যাপী বিশ্বরক্ষক কমলাসন (ব্রহ্মা) উৎপন্ন হইয়াছেন এবং ইন্দ্রাদি দেবসমূহ ও মনুষ্য নিচয় যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সেই গণপতিকে সর্ব্বদা প্রণাম করি ও ভজনা করি ॥২

যতোবহ্নিভানূ-ভবোভূর্জ্জলঞ্চ যতঃ সাগরাশ্চন্দ্রমাব্যোমবায়ুঃ।
যতঃ স্থাবরাজঙ্গমাবৃক্ষসংঘাঃ সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ ॥৩

যতো দানবাঃ কিন্নরাযক্ষসংঘা যতশ্চারণাবারণাঃ শ্বাপদাশ্চ।
যতঃ পক্ষিকীটা যতো বীরুধশ্চ সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ ॥৪

যতোবুদ্ধিরজ্ঞাননাশো মুমুক্ষো র্যতঃ সম্পদোভক্তসংতোষিকাঃ স্যুঃ।
যতো বিঘ্ননাশো যতঃ কার্য্যসিদ্ধিঃ সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ ॥৫

যতঃ পুত্রসম্পদ্যতো বাঞ্ছিতার্থো যতোঽভক্তবিঘ্নাস্তথানেকরূপাঃ।
যতঃ শোকমোহৌ যতঃ কাম এব সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ ॥৬

যাঁহা হইতে অগ্নি, সূর্য্য, শিব, পৃথিবী এবং জল উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহা হইতে সমস্ত সাগর, চন্দ্র, আকাশ এবং বায়ু উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহা হইতে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থ এবং বৃক্ষসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে সেই গণপতিকে সর্ব্বদা প্রণাম করি ও ভজনা করি ॥৩

যাঁহা হইতে দানব, কিন্নর এবং যক্ষসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহা হইতে চারণ (দেবযোনি বিশেষ) বারণ (হস্তী) ও শ্বাপদগণ উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাঁহা হইতে পক্ষী, কীট ও লতামণ্ডলী উৎপন্ন হইয়াছে সেই গণপতিকে সর্ব্বদা প্রণাম করি ও ভজনা করি ॥৪

যাঁহা হইতে বুদ্ধির বিকাশ হয় এবং মুমুক্ষুর (মুক্তিলাভেচ্ছুর) অজ্ঞান নাশ হয়, যাঁহা হইতে ভক্তজনের সন্তোষকর সম্পৎলাভ ঘটে এবং যাঁহা হইতে বিঘ্ন বিনাশ হইয়া সমস্ত কার্য্য সিদ্ধি হয় সেই গণপতিকে সর্ব্বদা প্রণাম করি ও ভজনা করি ॥৫

যাঁহা হইতে পুত্র, সম্পত্তি এবং বাঞ্ছিত অর্থের লাভ হয় এবং

যতোঽনন্তশক্তিঃ সশেষো বভূব ধরাধারণেঽনেকরূপে চ শক্তঃ।
যতোঽনেকধা স্বর্গলোকা হি নানা সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ॥
যতো বেদবাচোঽতিকুণ্ঠামনোভিঃ সদা নেতি নেতীতি যত্তাগৃণন্তি
পরব্রহ্মরূপং চিদানন্দভূতং সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ॥৮

গুর্ব্বষ্টকস্তোত্রম্।

শরীরং সুরূপং সদা রোগমুক্তং
যশশ্চারু চিত্রং ধনং মেরুতুল্যম্।
গুরোরঙ্‌ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥১

অভক্তজনের অনেক প্রকার বিঘ্ন উৎপন্ন হয়, এবং যাঁহা হইতে শোক মোহ ও কামনার উদয় হয়, সেই গণপতিকে সর্ব্বদা প্রণাম করি ও ভজনা করি॥৬

যাঁহা হইতে অসীমশক্তি অনন্তদেব পৃথিবী ধারণে অনেক প্রকার শক্তি লাভ করিয়াছেন এবং যাঁহা হইতে অনেক প্রকারে স্বর্গাদি নানা লোক সৃষ্ট হইয়াছে সেই গণপতিকে সর্ব্বদা প্রণাম করি ও ভজনা করি॥৭

যাঁহা হইতে বেদবাক্যসমূহ মনের সহিত অতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া সাবধানে নেতি, নেতি (জগৎ ব্রহ্ম নহে,) বলিয়া নির্দ্দেশ করে সেই চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম গণপতিকে প্রণাম করি ও ভজনা করি॥৮

গুর্ব্বষ্টক স্তোত্র।

নিত্য সুস্থ ও সুরূপ শরীর, বিচিত্র সুযশ এবং মেরুপর্ব্বত তুল্য ধন লাভ হইলেও (তৎকালে) গুরুর পাদপদ্মে যদি চিত্ত লগ্ন না

কলত্রং ধনং পুত্রপৌত্রাদি সর্ব্বং
গৃহং বান্ধবাঃ সর্ব্বমেতদ্ধি ভূয়াৎ।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥২

ষড়ঙ্গাদিবেদো মুখে শাস্ত্রবিদ্যা
কবিত্বাদি গদ্যং সুপদ্যং করোতি।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৩

বিদেশেষু মান্যঃ স্বদেশেষু ধন্যঃ
সদাচারবৃত্তেষু মত্তো ন চান্যঃ
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৪

হয় তাহা হইলে কি লাভ হইল? কি লাভ হইল? অর্থাৎ কিছুই লাভ হইল না। সমস্ত বিফল হইল ॥১

পত্নী, ও ধন-পুত্র-পৌত্রাদি সমস্ত এবং গৃহ, স্বজন এ সকল লাভ হইলেও (তৎকালে) গুরুর পাদপদ্মে যদি চিত্ত লগ্ন না হয়, তাহা হইলে কি লাভ হইল? কি লাভ হইল? অর্থাৎ কিছুই লাভ হইল না ॥২

ষড়ঙ্গাদি বেদ, সমস্ত শাস্ত্রবিদ্যা এবং কবিত্ব (গদ্য, পদ্য,) মুখাগ্রে থাকিলেও (তৎকালে) গুরুর পাদপদ্মে যদি চিত্ত লগ্ন না হয়, তাহা হইলে কি লাভ হইল? কি লাভ হইল ॥৩

বিদেশে মাননীয়, স্বদেশে প্রশংসনীয় এবং সমস্ত সদাচার

ক্ষমামণ্ডলেঽশেষভূপালবৃন্দৈঃ
সদা সেবিতং যস্য পাদারবিন্দম্।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৫

যশশ্চেদ্ গতং দিক্ষু দানপ্রতাপা-
জ্জগদ্‌বস্তু সর্ব্বং করে যৎপ্রসাদাৎ।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৬

ন ভোগে ন যোগে ন বা বাজিমেধে
ন কান্তাসুখে নৈব বিত্তেষু চিত্তম্।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৭

কার্য্যে রত হইলেও (তৎকালে) গুরুর পাদপদ্মে যদি চিত্ত লগ্ন না হয় তাহা হইলে কি লাভ হইল? কি লাভ হইল? ৪।

পৃথিবী মণ্ডলে অশেষ ভূপালবৃন্দ সর্ব্বদা যাঁহার পাদারবিন্দ সেবা করে, তাঁহারও চিত্ত যদি গুরুর পাদপদ্মে লগ্ন না হয় তবে (তাঁহার) কি লাভ হইল, কি লাভ হইল? ৫।

দান প্রভাবে চতুর্দ্দিকে যশ বিস্তারিত হইলেও যাঁহার প্রসাদে সমস্ত জগৎবস্তু করতলগত হয়, সেই গুরুর পাদপদ্মে যদি চিত্ত লগ্ন না হয়, তাহা হইলে কি লাভ হইল, কি লাভ হইল? ৬।

ভোগে, যোগে, অশ্বমেধাদি যাগে, পত্নীসুখে বা ধনে চিত্ত আসক্ত না হইলেও (তৎকালে) যদি গুরুর পাদপদ্মে চিত্ত লগ্ন না হয়, তাহা হইলে কি লাভ হইল, কি লাভ হইল? ৭।

অরণ্যে ন বা স্বস্য গেহে ন কার্য্যে
ন দেহে মনো বর্ত্ততে মেত্বনর্ঘে
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৮

অনর্ঘ্যাণি রত্নানি ভুক্তানি সম্যক্
সমালঙ্গিতা কামিনী যামিনীষু।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৯

গুরোরষ্টকং যঃ পঠেৎ পুণ্যদেহী
যতির্ভূপতির্ব্রহ্মচারী চ গেহী।
লভেদ্বাঞ্ছিতার্থং পদং ব্রহ্মসংজ্ঞং
গুরোরুক্তবাক্যে মনো যস্য লগ্নম্ ॥১০

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং গুর্ব্বষ্টকং সমাপ্তম্।

অরণ্যবাসে ইচ্ছা নাই, গৃহবাসে প্রীতি নাই, কার্য্যে আসক্তি নাই, আদৃত দেহেও আস্থা নাই কিন্তু এই অবস্থায়ও যদি গুরুর পাদপদ্মে চিত্ত লগ্ন না হয়, তাহা হইলে কি লাভ হইল, কি লাভ হইল? ৮।

অমূল্য রত্ন সকল সম্যক্ ভোগ করিয়া এবং যামিনীতে কামিনী আলিঙ্গন করিয়াও যদি গুরুর পাদপদ্মে চিত্ত লগ্ন না হয়, তাহা হইলে কি লাভ হইল, কি লাভ হইল? ৯।

যে পুণ্যাত্মা, সন্ন্যাসী, ভূপতি, ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থ গুর্ব্বষ্টক (স্তোত্র) পাঠ করেন, এবং গুরূক্ত বাক্যে যাঁহার চিত্ত লগ্ন থাকে, তিনি বাঞ্ছিতার্থ ব্রহ্মপদ লাভ করেন। ১০।

ইতি—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিত গুর্ব্বষ্টকস্তোত্রানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীগণেশ প্রাতঃস্মরণস্তোত্রম্ ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

প্রাতঃ স্মরামি গণনাথমনাথবন্ধুং
সিন্দূরপূর-পরিশোভিত গণ্ডযুগ্মম্ ।
উদ্দণ্ডবিঘ্নপরিখণ্ডনচণ্ডদণ্ড-
মাখণ্ডলাদিসুর-নায়কবৃন্দ-বন্দ্যম্ ॥ ১

প্রাতর্নমামি চতুরাননবন্দ্যমান-
মিচ্ছানুকূলমখিলঞ্চ বরং দদানম্ ।
তং তুন্দিলং দ্বিরসনাধিপ-যজ্ঞসূত্রং
পুত্রং বিলাসচতুরং শিবয়োঃ শিবায় ॥ ২

প্রাতর্ভজাম্যভয়দং খলু ভক্তশোক-
দাবানলং গণবিভুং বরকুঞ্জরাস্যম্
অজ্ঞান-কানন-বিনাশন হব্যবাহ-
মুৎসাহবর্দ্ধনমহং সুতমীশ্বরস্য ॥ ৩

গণপতির প্রাতঃস্মরণ স্তোত্র ।

প্রাতঃকালে অনাথবন্ধু গণপতির স্মরণ করি। তাঁহার গণ্ড-যুগল সিন্দূরপ্রবাহে পরিশোভিত, তিনি প্রবল বিঘ্নের পরিখণ্ডনের (নাশের) প্রচণ্ড দণ্ডস্বরূপ এবং ইন্দ্র প্রভৃতি দেবনায়কগণ কর্ত্তৃক বন্দিত। ১।

প্রাতঃকালে চতুরানন (ব্রহ্মা) কর্ত্তৃক বন্দ্যমান, ঈপ্সিত বরদাতা, স্থূলোদর, নাগযজ্ঞোপবীত ধারক, শিবদুর্গার বিলাস-নিপুণ পুত্রকে মঙ্গলের নিমিত্ত প্রণাম করি। ২।

প্রাতঃকালে অভয়দাতা, ভক্তের শোকের দাবাগ্নি স্বরূপ,* শিবের পুত্র গজানন গণপতিকে ভজনা করি। তিনি অজ্ঞান বনের বিনাশক অগ্নি স্বরূপ এবং উৎসাহবর্দ্ধক। ৩।

---

* বনাগ্নি যেরূপ বনকে ভস্ম করে তদ্রূপ তিনি শোক নাশ করেন।

শ্রীশিব-প্রাতঃস্মরণস্তোত্রম্

প্রাতঃ স্মরামি ভবভীতিহরং সুরেশং
গঙ্গাধরং বৃষভবাহনমম্বিকেশম্।
খট্টাঙ্গশূলবরদাভয়হস্তমীশং
সংসার-রোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্ ॥ ১

প্রাতর্নমামি গিরিশং গিরিজার্দ্ধদেহং
সর্গস্থিতিপ্রলয়কারণমাদিদেবম্।
বিশ্বেশ্বরং বিজিতবিশ্বমনোভিরামং
সংসার-রোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্ ॥ ২

প্রাতর্ভজামি শিবমেকমনন্তমাদ্যং
বেদান্তবেদ্যমনঘং পুরুষং মহান্তম্।
নামাদিভেদরহিতং ষড়ভাবশূন্যং
সংসার-রোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্ ॥ ৩

শিবের প্রাতঃস্মরণ স্তোত্র।

প্রাতঃকালে, ভবভয়হারক,* দেবেশ, গঙ্গাধর, বৃষবাহন অম্বিকা-পতি, খট্টাঙ্গ, শূল, বর ও অভয় হস্ত, সংসার রোগনাশন অদ্বিতীয় ঔষধ (শিবকে) স্মরণ করি।

প্রাতঃকালে গিরিশ, অর্দ্ধ নারীশ্বর, উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়-কারণ, আদিদেব, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বজয়কারী, মনোভিরাম, সংসার-রোগনাশন অদ্বিতীয় ঔষধ (শিবকে) প্রণাম করি (২)।

প্রাতঃকালে অদ্বিতীয় অনন্ত আদ্য, বেদান্তবেদ্য নিষ্পাপ মহা-পুরুষ, নামাদি ভেদশূন্য ও ষট্‌প্রকার অভাবশূন্য † সংসার রোগ-নাশন অদ্বিতীয় ঔষধ শিবকে ভজনা করি (৩)।

* ভবভয়হারক—ভব = সংসার অথবা উৎপত্তি (জন্ম)।

† নামাদি—নাম, রূপ, গুণ প্রভৃতি হীন অর্থাৎ নিরুপাধি, নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্ম। অভাব। প্রাগভাব ধ্বংসাভাব প্রভৃতি।

চণ্ডীপ্রাতঃস্মরণস্তোত্রম্ ।

প্রাতঃ স্মরামি শরদিন্দুকরোজ্জ্বলাভাং
সদ্রত্নবন্মকরকুণ্ডল-হার-ভূষাম্ ।
দিব্যায়ুধোর্জ্জিত-সুনীল-সহস্রহস্তাং
রক্তোৎপলাভচরণাং ভবতীং পরেশাম্ ॥ ১

প্রাতর্নমামি মহিষাসুর-চণ্ডমুণ্ড-
শুম্ভাসুরপ্রমুখ-দৈত্য-বিনাশদক্ষাম্ ।
ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রমুনি মোহন-শীললীলাং
চণ্ডীং সমস্তসুরমূর্ত্তিমনেকরূপাম্ ॥ ২

চণ্ডীর প্রাতঃস্মরণস্তোত্র ।

প্রাতঃকালে শরচ্চন্দ্রের কৌমুদীতুল্য উজ্জ্বল দীপ্তিমতী, উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত মকর-কুণ্ডল * এবং হারে ভূষিতা, স্বর্গীয় অস্ত্রের তেজে বিক্রান্তা, সুনীলবর্ণা, সহস্র-হস্তবিশিষ্টা এবং রক্তপদ্মবৎ লোহিত চরণাভাশালিনী পরমেশ্বরীকে স্মরণ করি (১)।

প্রাতঃকালে, মহিষাসুর-চণ্ডমুণ্ড-শুম্ভাসুর প্রভৃতি দৈত্য বিনাশে দক্ষা, লীলাক্রমে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র ও মুনিগণের মোহনকারিণী, সমস্তদেবমূর্ত্তিস্বরূপা এবং বহুরূপা চণ্ডীকে প্রণাম করি (২)।

* মকরকুণ্ডল—মকরচিহ্নিত কুণ্ডলধারিণী; হাঙ্গরমুখ বলয় প্রভৃতির ন্যায় মকর চিহ্নিত কুণ্ডল ভূষিতা।

প্রাতর্ভজামি ভজতামভিলাষদাত্রীং
ধাত্রীং সমস্ত-জগতাং দুরিতাপহন্ত্রীম্।
সংসার-বন্ধনবিমোচন-হেতুভূতাং
মায়াং পরাং সমধিগম্য পরস্য বিষ্ণোঃ ॥৩

শ্রীবিষ্ণুপ্রাতঃস্মরণস্তোত্রম্।

প্রাতঃ স্মরামি ভবভীতিমহার্ত্তিশান্ত্যৈ
নারায়ণং গরুড়বাহনমব্জনাভম্।
গ্রাহাভিভূত-বরবারণ-মুক্তিহেতুং
চক্রায়ুধং তরুণ-বারিজপত্রনেত্রম্ ॥ ১

প্রাতঃকালে ভজনকারীর অভিলাষদায়িনী ও পালনকারিণী এবং সমস্ত জগতের দুর্গতিনাশিনী, সংসারবন্ধনের হেতুভূতা, পরম বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠ মায়াস্বরূপা (ভগবতী) দেবীকে ভজনা করি (৩)।

বিষ্ণুস্তোত্র।

জন্মভয়রূপমহাদুঃখ (পীড়া) শান্তির নিমিত্ত প্রাতঃকালে গরুড়বাহন, পদ্মনাভ (যাহার নাভিতে কমল আছে) কুম্ভীরাভিভূত গজের মুক্তিহেতু, চক্রায়ুধধারী, তরুণ পদ্মপলাশলোচন নারায়ণকে স্মরণ করি (১)।

প্রাতর্নমামি মনসা বচসা চ মূর্দ্ধ্না
পাদারবিন্দযুগলং পরমস্য পুংসঃ।
নারায়ণস্য নরকার্ণবতারণস্য
পারায়ণ-প্রবণ-বিপ্রপরায়ণস্য ॥ ২

প্রাতর্ভজামি ভজতামভয়ঙ্করং তং
প্রাক্সর্ব্বজন্ম-কৃতপাপভয়াপহত্যৈ।
যো গ্রাহবক্ত্র-পতিতাঙ্ঘ্রি-গজেন্দ্রঘোর-
শোকপ্রণাশনকরো ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥ ৩

সূর্য্যস্তোত্রাণি।

প্রাতঃ স্মরামি খলু তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
রূপং হি মণ্ডলমৃচোঽথ তনুর্যজূংষি।
সামানি যস্য কিরণাঃ প্রভবাদিহেতুং
ব্রহ্মাহরাত্মকমলক্ষ্যমচিন্তনীয়ম্ ॥ ১

প্রাতঃকালে বাক্য মন ও মস্তক দ্বারা পরমপুরুষ, নরক সমুদ্র-তারণ, সংসারতরণেচ্ছু ব্রাহ্মণের প্রধান অবলম্বন নারায়ণের পাদ-পদ্মযুগলে প্রণাম করি (২)।

যিনি ভজনাকারীর পক্ষে অভয়কর (মনোরম), এবং কুম্ভীরা-ক্রান্ত গজেন্দ্রের ঘোর শোকবিনাশন, আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পাপ-ভয় বিনাশের নিমিত্ত, প্রাতঃকালে সেই শঙ্খচক্রধারী নারায়ণকে ভজনা করি (৩)।

শ্রীসূর্য্যপ্রাতঃস্মরণ স্তোত্র।

প্রাতঃকালে সূর্য্যদেবের সেই বরণীয় রূপ চিন্তা করি, ঋগ্বেদ সমূহ যাঁহার মণ্ডল (সূর্য্যমণ্ডল) যজুর্বেদ সকল শরীর এবং

প্রাতর্নমামি তরণিং তনুবাঙ্মনোভিঃ
ব্রহ্মেন্দ্রপূর্ব্বকসুরৈর্নুতমর্চ্চিতঞ্চ।
বৃষ্টিপ্রমোচন-বিনিগ্রহ-হেতুভূতং
ত্রৈলোক্যপালনপরং ত্রিগুণাত্মকঞ্চ॥ ২
প্রাতর্ভজামি সবিতারমনন্তশক্তিং
পাপৌঘ-শত্রুভয়-রোগহরং পরঞ্চ।
তং সর্ব্বলোক-কলনাত্মক-কালমূর্ত্তিং
গোকণ্ঠবন্ধন-বিমোচনমাদিদেবম্॥ ৩

সামবেদ কিরণ সমূহ, তিনি উৎপত্তি আদির হেতু, ব্রহ্মা ও হর স্বরূপ, অলক্ষ্য এবং অচিন্তনীয় (চিন্তাতীত) ॥১

প্রাতঃকালে শরীর, বাক্য, মন দ্বারা সূর্য্যকে প্রণাম করি। তিনি ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ দ্বারা অর্চ্চিত, তিনি বৃষ্টির মোচন ও নিগ্রহের নিদানস্বরূপ, ত্রিভুবন-পালন-পরায়ণ এবং ত্রিগুণাত্মক। (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ত্রিগুণস্বরূপ) ॥২

প্রাতঃকালে অনন্তশক্তি, পাপসমূহ নাশক, শত্রুভয়নাশক এবং রোগনাশন-প্রধান সেই সর্ব্বলোক-বিনাশক কালমূর্ত্তিস্বরূপ সূর্য্যদেবকে ভজনা করি। তিনি গোকণ্ঠ-রজ্জু-বিমোচনের হেতু * এবং আদিদেব ॥৩

* প্রাতঃকাল হইলে গরুর কণ্ঠরজ্জু মুক্ত করিবার বিধান আছে।

প্রাতঃস্মরণস্তোত্রম্।

প্রাতঃ স্মরামি হৃদি সংস্ফুরদাত্মতত্ত্বং
সচ্চিৎসুখং পরমহংসগতিং তুরীয়ম।
যৎ স্বপ্ন-জাগর-সুষুপ্তমবৈতি নিত্যং
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমহং ন চ ভূতসজ্ঘঃ॥ ১

প্রাতর্ভজামি মনসো বচসামগম্যং
বাচো বিভান্তি নিখিলা যদনুগ্রহেণ।
যন্নেতি নেতি বচনৈর্নিগমা অবোচং-
স্তং দেবদেবমজমচ্যুতমাহুরগ্র্যম্॥ ২

শঙ্করাচার্য্যকৃত প্রাতঃস্মরণস্তোত্র।

প্রাতঃকালে হৃদয়ে দীপ্তিমৎ (প্রকাশমান) সচ্চিদানন্দ, পরমহংসগণের গতি, তুরীয় (জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিনের অতীত চতুর্থ অবস্থা অর্থাৎ ব্রহ্ম), আত্মতত্ত্ব স্মরণ করি। যে ব্রহ্ম সতত স্বপ্ন জাগরণ ও সুষুপ্তি লাভ করে আমি সেই নিষ্কল (কলারহিত= অংশ রহিত অর্থাৎ নিত্যপূর্ণ স্বরূপ) ব্রহ্ম। জীব-নিচয় নহি॥১

প্রাতঃকালে মন ও বাক্যের অগম্য পুরুষকে ভজনা করি। নিখিল বাক্য যাঁহার অনুগ্রহে প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং বেদ সমূহ তন্ন তন্ন (ইহা নহে, ইহা নহে) করিয়া যাঁহার নির্দ্দেশ করিয়াছে, সেই দেবদেব পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক জন্মরহিত, অচ্যুত (চ্যুতিহীন) এবং অগ্র্য (সকলের আদি) বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন॥২

প্রাতর্নমামি তমসঃ পরমর্কবর্ণং
পূর্ণং সনাতনপদং পুরুষোত্তমাখ্যম ।
যস্মিন্নিদং জগদশেষমশেষমূর্ত্তৌ
রজ্জ্বাং ভুজঙ্গম ইব প্রতিভাসিতং বৈ ॥ ৩

ভগবৎ প্রাতঃস্মরণস্তোত্রম্ ।

ওঁ প্রাতঃস্মরামি ফণিরাজতনৌ শয়ানং
নাগামরাসুরনরাদি-জগন্নিদানম ।
বেদৈঃ সহাগমৈরুপগীয়মানং
কান্তার-কেতনবতাং পরমং নিধানম্ ॥ ১

প্রাতঃকালে তমের (অন্ধকারের) অতীত অরুণ বর্ণ, পূর্ণ, পুরুষোত্তম নামক সনাতন (ব্রহ্মপদ) পদে প্রণাম করি, সেই অনন্তমূর্ত্তি ব্রহ্মে এই অশেষ জগৎ রজ্জুতে সর্পের ন্যায় প্রতিভাসিত ॥৩

ভগবৎ প্রাতস্মরণস্তোত্র ।

প্রাতঃকালে সর্পরাজশরীরে শয়ান, সর্প-দেবতা-অসুরমনুষ্যাদি-ময় জগতের নিদান, আগম ও নিগম (তন্ত্র ও বেদ) দ্বারা উপগীত, বনবাসী ও গৃহবাসীদিগের আশ্রয়স্বরূপ নারায়ণকে স্মরণ করি ॥ ১

ভবসাগর-বারিপারং
দেবর্ষিসিদ্ধনিবহৈ-র্বিহিতোপহারম্।
নবকদম্ব-মদাপহারং
সৌন্দর্য্যরাশি-জলরাশি-সুতাবিহারম্॥ ২

প্রাতর্নমামি শরদম্বরকান্তিকান্তং
পাদারবিন্দ-মকরন্দজুষাং ভবান্তম্।
নানাবতার-হৃত ভূমিভরং কৃতান্তং
পাথোজ-কম্বু-রথপাদকরং প্রশান্তম্॥ ৩

প্রাতঃকালে ভবসিন্ধুজলপারকারী, দেবর্ষি ও সিদ্ধসমূহ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত (তাহারা উপহার প্রদান করে), গর্ব্বিত দানব সমূহের গর্ব্বনাশক, লক্ষ্মীবিহারকারী নারায়ণকে ভজনা করি। (লক্ষ্মী সমুদ্রতনয়া বলিয়া কথিত)॥২

প্রাতঃকালে শারদাকাশ শোভাতুল্য রমণীয়াকার, পাদপদ্মের মকরন্দ (মধু) সেবিগণের জন্মনাশক, নানা (দশ) অবতার দ্বারা ভূমিভারহারী, কৃতান্তস্বরূপ, (অন্তকারক) শঙ্খ-চক্র-পদ্মহস্ত প্রশান্ত নারায়ণকে প্রণাম করি॥৩

১।

স্তবপঞ্চকম্।

নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায় নমস্তেচিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমোব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়।১

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্ ॥২

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং পাবনংপাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্ ॥৩

স্তবপঞ্চকম্।

তুমি সর্ব্বলোকের আশ্রয় এবং সৎস্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি, তুমি বিশ্বরূপ এবং জ্ঞানস্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি। তুমি অদ্বিতীয় (স্বরূপ) এবং মুক্তিদাতা তোমাকে নমস্কার করি, তুমি সর্ব্বব্যাপী এবং নিগুর্ণ (গুণাতীত) ব্রহ্ম তোমাকে নমস্কার করি ॥১

তুমিই সকলের আশ্রয় স্থান, তুমি একমাত্র বরণীয়, তুমি একমাত্র জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালক এবং সংহারক, তুমি পরাৎপর, নিশ্চল এবং অদ্বৈত ॥২

তুমি ভয় সমূহেরও ভয় এবং ভীষণেরও ভীষণ, তুমি সমস্ত প্রাণীর গতি এবং পাবনগণেরও পাবন (পবিত্রতাকারক), অত্যুচ্চ পদেরও তুমি নিয়ন্তা, তুমি শ্রেষ্ঠগণের শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষকগণের রক্ষক ॥৩

পরেশ প্রভো! সর্ব্বরূপাবিনাশিন্ন-নির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর! ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব জগদ্ভাসকাধীশ! পায়াদপায়াৎ ॥৪

ত্বদেকংস্মরাম স্বদেকংভজাম স্বদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥৫

ইতি তন্ত্রোক্তস্তবপঞ্চকং সমাপ্তম্।

বেদসার শিবস্তোত্রম্।

পশূনাং পতিং পাপনাশং পরেশং
গজেন্দ্রস্য কৃত্তিং বসানং বরেণ্যম
জটাজূটমধ্যে স্ফুরদ্গাঙ্গবারিং
মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরারিম্ ॥১

হে পরমেশ! হে প্রভো। হে সর্ব্বময়, হে অবিনাশিন্, হে অনির্দ্দেশ্য, হে ইন্দ্রিয়গণের অতীত (পুরুষ), হে সত্যস্বরূপ, অচিন্ত্য, অক্ষর, সর্ব্বব্যাপক অব্যক্তস্বরূপ, জগৎ-প্রকাশক এবং সকলের অধীশ্বর, আমাকে ধ্বংস (বিনাশ) হইতে রক্ষা কর। ৪

এই জগতের একমাত্র সাক্ষিস্বরূপ তুমি। আমি তোমাকে স্মরণ করি, তোমারই ভজনা করি এবং তোমাকেই নমস্কার করি; তুমি সৎস্বরূপ, সকলের আশ্রয়, অবলম্বনরহিত, সংসার-সমুদ্রের একমাত্র তরণি এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর আমি তোমার শরণ লইলাম ॥৫

ইতি স্তবপঞ্চকানুবাদ সমাপ্ত।

বেদসার শিবস্তোত্র (শঙ্করাচার্য্য)।

যিনি জীবগণের পতি, পাপনাশক, পরমেশ্বর, গজচর্ম্মবসান, ও বরণীয়, যাঁহার জটাজূট মধ্যে গঙ্গাবারি প্রবাহিত সেই অদ্বিতীয় মদনারি মহাদেবকে স্মরণ করি ॥১

মহেশং সুরেশং সুরারাতিনাশং
বিভুং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভূষম্।
বিরূপাক্ষমিন্দ্বর্কবহ্নি-ত্রিনেত্রং
সদানন্দমীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্ত্রম্॥ ২

গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং
গবেন্দ্রাধিরূঢ়ং গুণাতীতরূপম্।
ভবং ভাস্বরং ভস্মনা ভূষিতাঙ্গং
ভবানীকলত্রং ভজে পঞ্চবক্ত্রম্॥ ৩

শিবাকান্ত শম্ভো শশাঙ্কার্দ্ধমৌলে
মহেশান শূলিন্ জটাজূটধারিন্।
ত্বমেকো জগদ্ব্যাপকো বিশ্বরূপ
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ॥ ৪

যিনি মহেশ্বর, দেবগণের ঈশ্বর ও তাঁহাদের শত্রুনাশক, যিনি বিভু, বিশ্বনাথ, বিভূতি (ভস্ম) ভূষিতাঙ্গ, বিরূপাক্ষ, যিনি চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি এই ত্রিনেত্র ধারণ করিয়াছেন এবং যিনি প্রভু সদানন্দ-স্বরূপ পঞ্চবক্ত্র (পঞ্চবদন) তাঁহাকে পূজা করি ॥২

গিরীশ গণদেবের ঈশ্বর, নীলকণ্ঠ, বৃষভারূঢ় গুণাতীতরূপ, ভব, দীপ্তিমান্, ভস্মভূষিতাঙ্গ ভবানীপতি পঞ্চাননকে ভজনা করি ॥৩

হে শিবানীপতে, হে শম্ভো, হে মস্তকে চন্দ্রকলাধারিন্, হে মহেশ্বর, হে শূলিন্ হে জটাজূটধারিন্! তুমি একমাত্র জগদ্ব্যাপক, বিশ্বরূপ এবং পূর্ণরূপ। প্রভো! তুমি প্রসন্ন হও ॥৪

পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাদ্যং
নিরীহং নিরাকার-মোঙ্কারবেদ্যম্।
যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং
তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বম্॥ ৫

ন ভূমির্ন চাপো ন বহ্নির্ন বায়ু-
র্ন চাকাশমাস্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা।
ন গ্রীষ্মো ন শীতং ন দেশো ন বেষো
ন যস্যাস্তি মূর্ত্তিস্ত্রিমূর্ত্তিং তমীড়ে॥ ৬

অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং
শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাম্।
তুরীয়ং তমঃপারমাদ্যন্তহীনং
প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনম॥ ৭

যিনি অদ্বিতীয়, পরমাত্মা, জগদ্বীজ, আদ্য, নিরীহ (চেষ্টাহীন), নিরাকার ওঙ্কারবেদ্য এবং যাঁহা হইতে এই বিশ্ব জন্মিয়াছে, যাঁহা দ্বারা পালিত হইতেছে এবং অন্তে যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইবে সেই ঈশ্বরকে (শিবকে) ভজনা করি॥৫

যিনি ভূমি নহেন. জল নহেন, অগ্নি, বায়ু বা আকাশ নহেন এবং যাঁহার নিদ্রা, তন্দ্রা (নিদ্রাবৎ ক্লান্তি, গ্রীষ্ম, শীত, দেশ, বেশ কিছু নাই বা কোন মূর্ত্তি নাই, সেই ত্রিমূর্ত্তিধারীকে (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-মূর্ত্তিধারীকে) পূজা করি॥৬

যিনি জন্মরহিত, শাশ্বত (নিত্য) সকল কারণের কারণ, যিনি

নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে
নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ত্তে ।
নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য
নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥৮
প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ
মহাদেব শম্ভো মহেশ ত্রিনেত্র ।
শিবাকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে
ত্বদন্যোবরেণ্যো ন মান্যো ন গণ্যঃ ॥৯
শম্ভো মহেশ করুণাময় শূলপাণে
গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্ ।
কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেক-
স্ত্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোঽসি ॥১০

কেবল শিব (মঙ্গলস্বরূপ), সমস্ত দীপ্তিকারিগণের প্রকাশক এবং তুরীয় (জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অতীত) যিনি তমঃর (অন্ধকারের) পার, আদ্যন্তহীন, পরম পাবন (পবিত্রতা-কারক) ও অদ্বৈত তাঁহার শরণ লইলাম ॥৭

হে বিভো, হে বিশ্বমূর্ত্তে তোমাকে বারংবার প্রণাম করি। হে চিদানন্দমূর্ত্তে ! তোমাকে বারংবার প্রণাম করি। হে তপস্যা ও যোগগম্য ! তোমাকে বারংবার প্রণাম করি। হে বেদজ্ঞানগম্য ! তোমাকে বারংবার প্রণাম করি ॥৮

হে প্রভো, হে শূলপাণে, হে বিভো, হে বিশ্বনাথ, হে মহাদেব, হে শম্ভো, হে মহেশ, হে ত্রিনেত্র, হে শিবাকান্ত, হে শান্ত, হে মদনারে, হে ত্রিপুরারে, তোমা ভিন্ন আর কেহ বরণীয়, মাননীয় বা গণনীয় নাই ॥৯

হে শম্ভো, হে মহেশ, হে করুণাময়, হে শূলপাণে, হে গৌরী-

শিবাষ্টকং স্তোত্রম্।

প্রভুং প্রাণনাথং বিভুং বিশ্বনাথং জগন্নাথ নাথং সদানন্দভাজম্
ভবদ্ভব্যভূতেশ্বরং ভূতনাথং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥১

গলে রুণ্ডমালং তনৌ সর্পজালং মহাকালকালং গণেশাধিপালম।
জটাজূট-গঙ্গোত্তরঙ্গৈর্বিশালং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥২

মুদামাকরং মণ্ডনং মণ্ডয়ন্তং মহামণ্ডনং ভস্মভূষাধরং তম্।
অনাদিং হ্যপারং মহামোহমারং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥৩

তটাধোনিবাসং মহাট্টাট্টহাসং মহাপাপনাশং সদা সুপ্রকাশম্।
গিরীশং গণেশং সুরেশং মহেশং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥৪

শিবাষ্টক স্তোত্র।

যিনি সকলের প্রভু, প্রাণনাথ, বিভু, বিশ্বনাথ, জগন্নাথ ও সর্ব্বজীবের নাথ, সর্ব্বদা আনন্দ-ভাজন, বর্ত্তমান-অতীত ও ভবিষ্যৎ এই তিনের ঈশ্বর অর্থাৎ ত্রিকালজ্ঞ ও ভূতনাথ সেই মঙ্গলময় শঙ্কর—শম্ভু ঈশানকে পূজা করি ॥১

যাঁহার গলদেশে অক্ষমালা, গাত্র সর্পজালে বেষ্টিত, যিনি মহাকালেরও কাল ও গণদেবতাগণের অধিপতি, যাঁহার জটাজূট গঙ্গার উন্নত তরঙ্গে শোভিত সেই মঙ্গলময় শঙ্কর শম্ভু ঈশানকে পূজা করি ॥২

আনন্দের আকর, গাত্রস্থিত ভূষাকেও অলংকারী অর্থাৎ যিনি গাত্রে ভূষা পরিধান করাতে ভূষণ সকলও ভূষিত হইয়াছে, যিনি মহাভূষণ স্বরূপ, ভস্মভূষাধারী, অনাদি, অপার এবং মহামোহনাশক সেই মঙ্গলময় শঙ্কর শম্ভু ঈশানকে পূজা করি ॥৩

(পর্ব্বত) তটের নিম্নস্থলবাসী, মহাট্টাট্টহাস, মহাপাপনাশক

গিরীন্দ্রাত্মজা-সংগৃহীতার্দ্ধ-দেহং গিরৌ সংস্থিতং সর্ব্বদা-সন্নগেহম্।
চতুর্ব্বক্ত্রমুখ্যৈঃ সদা বন্দ্যমানং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ৫
কপালং ত্রিশূলং করাভ্যাং দধানং পদাম্ভোজনম্রায় কামং দদানম্।
বলীবর্দ্দযানং সুরাণাং প্রধানং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ৬
শরচ্চন্দ্রগাত্রং গণানন্দপাত্রং ত্রিনেত্রং পবিত্রং ধনেশস্য মিত্রম্।
অপর্ণাকলত্রং চারিত্রৈর্বিচিত্রং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥৭
হরং সর্পহারং চিতাভূবিহারং ভবং বেদসারং সদা নির্বিকারম্।
শ্মশানে বসন্তং মনোজং দহন্তং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ৮

সর্ব্বদা স্বপ্রকাশ, গিরীশ, গণদেবসমূহের ঈশ্বর, দেবেশ, মহেশ, মঙ্গলময় শঙ্কর শম্ভু ঈশানকে পূজা করি॥৪

যাঁহার অর্দ্ধাঙ্গে পার্ব্বতী শোভিত, যিনি পর্ব্বতে অবস্থিত ও সর্ব্বদা গৃহে নিবিষ্ট, এবং যিনি ব্রহ্মাদি দেবতাগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা বন্দ্যমান সেই মঙ্গলময় শঙ্কর শম্ভু ঈশানকে পূজা করি॥৫

যাঁহার হস্তদ্বয়ে নরকপাল ও ত্রিশূল, যিনি পাদপদ্মে নত মানবকে সর্ব্ব-অভীষ্ট দান করেন, যিনি বৃষভবাহন ও সর্ব্বদেবগণের প্রধান সেই মঙ্গলময় শঙ্কর শম্ভু ঈশানকে পূজা করি॥৬

যাঁহার গাত্রদীপ্তি শরচ্চন্দ্রের ন্যায় (শুভ্র) যিনি গণদেবগণের (প্রমথগণের) আনন্দপাত্র, যিনি ত্রিনেত্র, পবিত্র, কুবেরমিত্র, অপর্ণাপতি এবং বিচিত্র চরিত্রবান্ সেই মঙ্গলময় শঙ্কর শম্ভু ঈশানকে পূজা করি॥৭

যিনি সর্পহারে ভূষিত, চিতাভূমি যাঁহার বিহারস্থান, যিনি হর, ভব, বেদান্তসার, সর্ব্বদা নির্ব্বিকার, শ্মশানবাসী ও মদনভস্মকারী সেই মঙ্গলময় শঙ্কর শম্ভু ঈশানকে পূজা করি॥৮

স্তবং যঃ প্রভাতে নরঃ শূলপাণেঃ পঠেৎ সর্ব্বদা ভর্গভাবানুরক্তঃ।
স পুত্রং ধনং ধান্যমিত্রং কলত্রং সমগ্রং সমাসাদ্য মোক্ষং প্রয়াতি ॥ ৯

ইতি শ্রীশিবাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শিবাষ্টক-স্তোত্রম্।

প্রভুমীশ মনীশ-মশেষগুণং গুণহীন-মহীশগরাভরণম্।
রণনির্জ্জিত-দুর্জ্জয়-দৈত্যপুরং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্ ॥ ১

গিরিরাজ-সুতান্বিত-বামতনুং তনুনিন্দিত-রাজিত-কোটিবিধুম্।
বিধিবিষ্ণু-শিরস্তুত-পাদযুগং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্ ॥ ২

যে শিবভাবানুরাগী মানব প্রভাতকালে শূলপাণির (শিবের) এই স্তব পাঠ করে, সে ধন, ধান্য, পুত্র, মিত্র, কলত্র সমস্ত লাভ করিয়া পরিণামে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ইতি শিবাষ্টক স্তোত্র সমাপ্ত।

শিবাষ্টক-স্তোত্র।

যিনি সকলের প্রভু ও ঈশ্বর এবং যাহার উপর অন্য ঈশ্বর নাই, যিনি অশেষগুণশালী, নির্গুণ, এবং পৃথিবীর ঈশ্বর, যাঁহার গরল আভরণ, এবং যিনি রণে অজেয় দৈত্যপুর জয় করিয়াছেন সেই মঙ্গলের কল্প-বৃক্ষ স্বরূপ শিবকে প্রণাম করি (১)।

যাঁহার বামতনুতে গিরিরাজ-কন্যা পার্ব্বতী বিরাজিত এবং যাঁহার দেহকান্তি বিরাজিত কোটি চন্দ্রকেও নিন্দা দান করে, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু মস্তকদ্বারা যাঁহার পাদপদ্মযুগলের স্তুতি করে সেই মঙ্গলের কল্প-বৃক্ষ স্বরূপ শিবকে প্রণাম করি ॥২

শশলাঞ্ছিত-রঞ্জিত-সম্মুকুটং কটিলম্বিত সুন্দর-কৃত্তিপটম্।
সুরশৈবলিনী-কৃত-পূতজটং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্ ॥ ৩

নয়নত্রয়-ভূষিত চারুমুখং মুখপদ্ম-পরাজিত-কোটিবিধুম্।
বিধুখণ্ড-বিমণ্ডিত-ভালতটং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম ॥ ৪

বৃষরাজ-নিকেতন-মাদিগুরুং গরলাশন-মাজি-বিষাণধরম্।
প্রথমাধিপ-সেবক-রঞ্জনকং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্। ৫

মকরধ্বজ-মত্ত-মতঙ্গহবং করিচর্ম্মগ-নাগ-বিবোধকরং।
বরদাভয়-শূলবিষাণ-ধরং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্ ॥৬

চন্দ্র দ্বারা (চন্দ্র ভালে থাকিয়া) যাহার মুকুট রঞ্জিত হইয়াছে, যাঁহার কটিতটে বিলম্বিত সুন্দর চর্ম্মবসন, সুর শৈবলিনী (দেব-নদী অর্থাৎ গঙ্গা) যাহার জটাজাল পবিত্র করিয়াছে সেই মঙ্গলের কল্প বৃক্ষ স্বরূপ শিবকে প্রণাম করি ॥৩

যাহার সুন্দর আনন নয়নত্রয়-ভূষিত এবং মুখপদ্মের শোভায় কোটি চন্দ্রও পরাজিত হইয়াছে এবং চন্দ্রের কলা যাঁহার ভাল-দেশে বিভূষিত সেই মঙ্গলের কল্প-বৃক্ষ স্বরূপ শিবকে প্রণাম করি ॥৪

যিনি বৃষভবাহন, সকলের আদিগুরু এবং গরলাশন যিনি যুদ্ধে শৃঙ্গ (অস্ত্র) ধারণ করিয়াছেন, যিনি প্রমথগণের অধিপতি এবং সেবকরঞ্জন সেই মঙ্গলের কল্প-বৃক্ষস্বরূপ শিবকে প্রণাম করি ॥৫

যিনি কন্দর্পরূপ মত্ত করীর সংহারক, (অর্থাৎ মদমত্ত মাতঙ্গ-

জগদুদ্ভব-পালন-নাশকরং ত্রিদিবেশ-শিরোমণি-ঘৃষ্টপদম্ ।
প্রিয়মানব-সাধুজনৈক-গতিং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥৭
স্ফুরদদ্ভুত কীকসমাল্যধরং হৃদয়স্থ-তমো-বিনাশকরং ।
ভজতোঽখিল-দুঃখসমৃদ্ধিহরং প্রণমামি শিব-শিবকল্পতরুম্ ॥৮
ইতি শিবাষ্টকং সমাপ্তম্ ।

শিবাপরাধ-ক্ষমাপন-স্তোত্রম্ ।

আদৌ কর্ম্মপ্রসঙ্গাৎ কলয়তি কলুষং মাতৃকুক্ষৌ স্থিতং মাং
বিণ্মূত্রামেধ্য-মধ্যে ক্কথয়তি নিতরাং জাঠরো জাতবেদাঃ ।
যদ্‌যদ্বৈ তত্র দুঃখং ব্যথয়তি সততং শক্যতে কেন বক্তুং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥১

বৎ মদনের নিহন্তা) হস্তিচর্ম্মগত সর্পের বিবোধকর (হস্তিচর্ম্ম পরিধান করিয়া সর্পদ্বারা তাহা বেষ্টন করিয়াছেন, এবং যাঁহার সংস্পর্শে সর্পগণও বিবোধিত হইয়াছে এবং বর, অভয় শূল ও শৃঙ্গধর সেই মঙ্গলের কল্প-বৃক্ষ স্বরূপ শিবকে প্রণাম করি ॥৬

যিনি জগতের সৃষ্টিস্থিতি এবং বিনাশকর্ত্তা, যাঁহার পাদপদ্ম দেব-রাজের শিরোরত্ন দ্বারা ঘর্ষিত (দেবরাজ মস্তকদ্বারা যাঁহার পাদপদ্মে প্রণাম করেন) যিনি প্রিয়মানব (ভক্ত) এবং সাধুজনের একমাত্র গতি সেই মঙ্গলের কল্প-বৃক্ষ স্বরূপ শিবকে প্রণাম করি ॥৭

যিনি উজ্জ্বল অদ্ভুত অস্থিমালা ধারণ করিয়াছেন, যিনি হৃদয়ের অন্ধকার দূর করেন এবং ভজনাকারীর সমস্ত সম্পদ্বিপদ্ নাশ করেন মঙ্গলের কল্প-বৃক্ষস্বরূপ সেই শিবকে প্রণাম করি ॥

ইতি শিবাষ্টক সমাপ্ত ।

শিবাপরাধক্ষমাপনস্তোত্র ।

প্রথমে (পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে) কর্ম্মে আসক্তি হেতু (কুকর্ম্ম-পরম্পরা আচরিত হওয়ায়) পাপ সকল মাতৃজঠরে অবস্থিতি

বাল্যে দুঃখাতিরেকান্মল-লুলিতবপুঃ স্তন্যপানে পিপাসা
নো শক্তশ্চেন্দ্রিয়েভ্যো ভব গুণজনিতা জন্তবো মাং তুদন্তি।
নানা-রোগোত্থদুঃখাদ্-রুদনপরবশঃ শঙ্করং ন স্মরামি
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ২
প্রৌঢোঽহং যৌবনস্থো বিষয় বিষধরৈঃ পঞ্চভির্মর্মসন্ধৌ
দষ্টো নষ্টো বিবেকঃ সুত-ধন-যুবতী-স্বাদসৌখ্যে নিষণ্ণঃ।
শৈবে চিন্তাবিহীনং মম হৃদয়মহো মানগর্ব্বাধিরূঢং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৩

কালে আমাকে ক্লেশ দিয়াছে এবং মাতার জঠরাগ্নি বিষ্ঠামূত্র মধ্যে আমাকে সিদ্ধ করিয়াছে। সেই গর্ভবাস কালে যে সকল দুঃখ সতত যন্ত্রণা দান করে তাহা কাহার বর্ণনা করিবার শক্তি আছে? অতএব হে শিব, হে শিব হে মঙ্গলময় শিব, হে শ্রীমহাদেব শম্ভো! আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ১

শৈশবে দুঃখের আতিশয্যে করিয়া, আমার মলযুক্ত দেহ ছিল, তখন স্তন্যপানে অত্যন্ত আসক্তি ছিল এবং ইন্দ্রিয়গণের উপর শক্তি ছিল না, এ নিমিত্ত জগতের কীট পতঙ্গাদি জন্তুরা আমাকে পীড়া দিয়াছে। আমি তৎকালে নানারোগ জনিত দুঃখে রোদন পরবশ হইয়া শঙ্করকে স্মরণ করি নাই, অতএব, হে শিব হে শিব হে মঙ্গলময় শিব, হে শ্রীমহাদেব শম্ভো! আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ২

আমি প্রৌঢ ও যৌবন অবস্থায় পঞ্চবিষয়রূপ * সর্পদ্বারা

* রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দ এই পঞ্চ বিষয়, ইহারা অযথা সেবিত হইয়া সর্প দংশনের তুল্য যন্ত্রণা দান করে।

বার্দ্ধক্যে চেন্দ্রিয়াণাং বিষয়গতমতেশ্চাধিদৈবাদিতাপৈঃ
পাপৈ রোগৈর্ব্বিয়োগৈ স্তনবসিতবপুঃ প্রৌঢ়িহীনঞ্চ দীনম্।
মিথ্যা-মোহা-ভিলাষৈ-র্ভ্রমতি মম মনো ধূর্জটের্ধ্যানশূন্যং
ক্ষন্তব্যো মেঽপবাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥৪

নো শক্যং স্মার্ত্তকর্ম্ম প্রতিপদগহনং প্রত্যবায়াকুলাখ্যং
শ্রৌতে বার্ত্তা কথং মে দ্বিজকুলাবহিতে ব্রহ্মমার্গে স্মবারে।
জ্ঞাতো ধর্ম্মো বিচারৈঃ শ্রবণমননয়োঃ কিং নিদিধ্যাসিতব্যং
ক্ষন্তব্যো মেঽপবাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥৫

মর্ম্মসন্ধি স্থলে দষ্ট হইয়াছি, তাহাতে করিয়া আমার বিবেক নষ্ট হইয়াছে, তখন আমি পুত্র-ধন-যুবতী-সম্ভোগ-সুখে রত ছিলাম এবং আমার মানস শিব চিন্তা বিহীন হইয়া কেবল অভিমান ও গর্ব্বে অধিরূঢ় ছিল। অতএব হে শিব, হে শিব, হে মঙ্গলময় শিব, হে শ্রীমহাদেব শম্ভো! আমার অপরাধ ক্ষমা কর॥ ৩

বার্দ্ধক্যে ইন্দ্রিয়বিষয়াকৃষ্ট-চিত্ত আমি, এক্ষণে, আধিদৈবাদি তাপত্রয়, পাপ, রোগ, স্বজনবিয়োগ এত দুঃখেও আমার দেহ অবসান না হইয়া প্রৌঢ়-হীন ও দীন হইয়াছে, (এখনও) আমার মন ধূর্জ্জটির ধ্যানশূন্য হইয়া মিথ্যা মোহাভিলাষে ভ্রমণ করিতেছে, অতএব হে শিব হে শিব হে মঙ্গলময় শিব হে শ্রীমহাদেব শম্ভো! আমার অপরাধ ক্ষমা কর॥৪

হে মদনারে! প্রতিপদে দুর্বোধ এবং প্রত্যবায়-সঙ্কুল অর্থাৎ অকরণে পাপ আছে এরূপ বিঘ্নসঙ্কুল স্মৃতি-উপদিষ্ট

স্নাত্বা প্রত্যূষকালে স্নপন-বিধি-বিধৌ নাহৃতং গাঙ্গতোয়ং
পূজার্থং বা কদাচিদ্‌বহুতরগহনাৎ খণ্ডবিল্বীদলানি।
নানীতা পদ্মমালা সরসি বিকসিতা গন্ধপুষ্পে ত্বদর্থং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥৬

দুগ্ধৈর্মধ্বাজ্যযুক্তৈ-র্দধিসিতসহিতৈঃ স্নাপিতং নৈব লিঙ্গং
নো লিপ্তং চন্দনাদ্যৈঃ কনকবিরচিতং পূজিতং ন প্রসূনৈঃ।
ধূপৈঃ কর্পূরদীপৈ-র্বিবিধরসযুতৈ-র্নৈব ভক্ষ্যোপহারৈঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৭

কর্ম্ম করিবার আমার শক্তি নাই, আর ব্রাহ্মণকুলোচিত ব্রহ্মমার্গ স্বরূপ বেদবিহিত কর্ম্মের ত কথাই নাই। আমি ধর্ম্ম ও বিচারহীন, আমার শ্রবণ মননে অভিনিবেশ কোথায়? অতএব হে শিব হে শিব হে মঙ্গলময় শিব হে শ্রীমহাদেব শম্ভো! আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥৫

আমি যথাবিধি প্রাতঃকালে স্নান করিয়া বিধানানুসারে তোমার পূজার নিমিত্ত গঙ্গাজল আহরণ করি নাই, গহন বন হইতে খণ্ড বিল্বপত্র চয়ন করি নাই, এবং সরোবরে বিকসিত পদ্ম সমূহ ও গন্ধ পুষ্প আনয়ন করি নাই, অতএব হে শিব হে শিব হে মঙ্গলময় শিব হে শ্রীমহাদেব শম্ভো। আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥৬

আমি কোনও দিবস দুগ্ধ মধু ঘৃত দধি শর্করা (পঞ্চ মৃত) সহ শিবলিঙ্গকে স্নান করাই নাই বা চন্দন লিপ্ত করি নাই আমি

ধ্যাত্বা চিত্তে স্মরারিং প্রচুরতরধনং নৈব দত্তং দ্বিজেভ্যো
হব্যং তে লক্ষসংখ্যৈ-র্হুতবহ-বদনে নার্পিতং বীজমন্ত্রৈঃ।
নো তপ্তং গাঙ্গ্যতীরে ব্রত-জপ-নিয়মৈ রুদ্রজাপ্যৈ র্ন বেদৈঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥৮
স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময়মরুৎ-কুণ্ডলে সূক্ষ্মমার্গে
শান্তে স্বান্তপ্রলীনে প্রকটিতবিভবে জ্যোতিরূপে পরাখ্যে।
লিঙ্গং তদ্ব্রহ্মবাচ্যং সকলতনুগতং শঙ্করং ন স্মরামি
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৯

স্বর্ণনির্ম্মিত পুষ্প (স্বর্ণচম্পকাদি), ধূপ, কর্পূর, দীপ, এবং বিবিধরস-সমন্বিত নৈবেদ্য দ্বারাও তোমার পূজা করি নাই, অতএব হে শিব, হে শিব, হে মঙ্গলময় শিব, হে শ্রীমহাদেব শম্ভো! আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥৭

আমি চিত্তে মদনান্তক শিবকে ধ্যান করত কোনও দিন ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধন দান করি নাই। (কোনও দিন) তোমার বীজ মন্ত্রে অগ্নিতে লক্ষ সংখ্যক আহুতি দান করি নাই, গঙ্গাতীরে বসিয়া ব্রত জপ নিয়ম এবং রুদ্রসূক্ত জপ দ্বারা তপস্যাও করি নাই; অতএব হে শিব হে শিব হে মঙ্গলময় শিব হে শ্রীমহাদেব শম্ভো আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥৮

আমি প্রণবময় বায়ু-কুম্ভিত-সূক্ষ্মপথে অর্থাৎ প্রণবমন্ত্রে বায়ু কুম্ভক করিয়া শান্ত হৃৎপদ্মাসনে লীন এবং প্রকটিত ঐশ্বর্য্য (অণিমাদি ঐশ্বর্য্য দ্বারা ব্যক্ত) বিশিষ্ট জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মে অবস্থান

নগ্নো নিঃসঙ্গশুদ্ধ-স্ত্রিগুণ-বিরহিতো ধ্বস্ত-মোহান্ধকারো

নাসাগ্রে ন্যস্তদৃষ্টি-র্বিদিত ভবগুণো নৈব দৃষ্টঃ কদাচিৎ।

উন্মন্যাবস্থয়াত্মাং বিগতকলিমলং শঙ্করং ন স্মরামি

ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো।।১০

চন্দ্রোদ্ভাসিত-শেখরে স্মর হরে গঙ্গাধরে শঙ্করে

সর্পৈর্ভূষিত-কণ্ঠ কর্ণ-বিবরে নেত্রোত্থ বৈশ্বানরে।

দন্তিত্বক্-কৃত-সুন্দরাম্বরধরে ত্রৈলোক্যসারে হরে

মোক্ষার্থং কুরু চিত্ত-বৃত্তি-মচলামন্যৈস্তু কিং কর্ম্মভিঃ ॥১১

করিয়া সর্ব্বদেহগত ব্রহ্মবাচ্য শিবলিঙ্গ স্মরণ করি নাই, অতএব হে শিব হে শিব হে মঙ্গলময় শিব, হে শ্রীমহাদেব শম্ভো। আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥৯

আমি কোনও দিন উলঙ্গ (১ নিঃসঙ্গ হেতুশুদ্ধ (২ ত্রিগুণ বিরহিত (৩) মোহান্ধকারবিমুক্ত, নাসাগ্রে ন্যস্তদৃষ্টি, সংসার গুণ বিদিত তুমি, তোমাকে দৃষ্টি করি নাই। আমি উন্মনা হইয়া কলিকলুষবিহীন শঙ্করকে স্মরণ করি নাই। অতএব হে শিব হে শিব হে মঙ্গলময় শিব হে শ্রীমহাদেব শম্ভো। আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥১০

* চন্দ্র যাঁহার মস্তক আলোকিত করিয়াছে, যিনি মদন ভস্ম করিয়াছেন ও গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছেন, সর্প সমূহ দ্বারা যাঁহার কণ্ঠ ও কর্ণবিবর ভূষিত এবং নেত্রে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত, এবং হস্তী-

---

(১) উলঙ্গ—দিগম্বর। (২) নিঃসঙ্গ—সঙ্গরহিত, পাপপুণ্য বা কর্ম্মের সঙ্গহীন। (৩) ত্রিগুণ বিরহিত—সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের অতীত।

কিং বাহনেন ধনেন বাজি-করিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং
কিং বা পুত্র-কলত্র-মিত্র-পশুভির্দ্দেহেন গেহেন কিম্।
জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং সপদি রে ত্যাজ্যং মনো দূরতঃ
স্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীপার্ব্বতীবল্লভম্ ॥১২
আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুন র্ন দিবসাঃ কালো জগদ্ভক্ষকঃ।
লক্ষ্মীস্তোয়-তরঙ্গভঙ্গ-চপলা বিদ্যুচ্চলং জীবিতং
তস্মান্মাং শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা ॥১৩
শান্তং পদ্মাসনস্থং শশধরমুকুটং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং
শূলং বজ্রঞ্চ খড়্গং পরশুমপি বরং দক্ষিণাঙ্গে বহন্তম্।
নাগং পাশঞ্চ ঘণ্টাং ডমরুকসহিতং চাঙ্কুশং বামভাগে
নানালঙ্কারদীপ্তং স্ফটিকমণিনিভং পার্ব্বতীশং ভজামি ॥১৪

ত্বকের বসনে যিনি ভূষিত সেই ত্রিভুবনসার মঙ্গলময় হরে মোক্ষের নিমিত্ত চিত্তবৃত্তিকে স্থির কর। অন্য কর্ম্মের কি প্রয়োজন ॥১১

বাহন, ধন, হস্তী, অশ্ব, অধিগত রাজ্য, পুত্র, কলত্র, মিত্র, পশু, দেহ, গৃহ এ সকলে কি হইবে? মন! এ সকল ক্ষণভঙ্গুর জানিয়া দূরে ত্যাগ কর, কেবল আত্মার (হিতের) নিমিত্ত গুরু-বাক্যানুসারে পার্ব্বতীবল্লভের (চরণ) স্মরণ কর ॥ ১২

আয়ু প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে যাইতেছে, যৌবন ক্ষয় হইতেছে, গত দিবস আর ফিরিয়া আসিবে না, কাল জগৎ নাশ করিতেছে, লক্ষ্মী জলের তরঙ্গ-ভঙ্গের ন্যায় চঞ্চল, জীবনও বিদ্যুতের ন্যায় চপল (অস্থায়ী)। অতএব হে আশ্রয়দাতঃ (মহেশ্বর) এক্ষণে, শরণাগত আমি, আমাকে রক্ষা কর ॥ ১৩

শান্ত, পদ্মাসনে আসীন, চন্দ্রমুকুটধারক, পঞ্চবদন, ত্রিনয়ন,

বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণং
বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিম্ ।
বন্দে সূর্য্যশশাঙ্কবহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম্ ॥১৫

গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং
খট্টাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে ।
গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্দ্ধনি
সোঽয়ং সর্ব্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং সর্ব্বদা ॥১৬

দক্ষিণহস্তে শূল, বজ্র, খড়্গ, কুঠার এবং বরধারী, বামহস্তে নাগ পাশ ঘণ্টা ডমরু সহিত অঙ্কুশধারী, নানা অলঙ্কারে ভূষিত, স্ফটিক-মণি-তুল্য (স্বচ্ছ) পার্ব্বতীপতিকে ভজনা করি ॥ ১৪

যিনি দেব উমাপতি, ও দেবগুরু তাঁহাকে প্রণাম করি ; যিনি জগতের নিদান (আদি কারণ) তাঁহাকে বন্দনা করি ; যিনি সর্প-ভূষণ, মৃগধর এবং পশুপতি তাঁহাকে পূজা করি ; সূর্য্য, চন্দ্র ও বহ্নি যাঁহার ত্রিনয়ন তাঁহাকে বন্দনা করি ; যিনি মুকুন্দপ্রিয় তাঁহাকে বন্দনা করি এবং যিনি ভক্তের আশ্রয়দাতা ও বরদায়ক সেই মঙ্গলময় শিব শঙ্করকে প্রণাম করি ॥ ১৫

যাঁহার গাত্র ভস্ম দ্বারা শুভ্রবর্ণ, যাঁহার হাস্য শুভ্র, হস্তে শুভ্র নরকপাল ও শুভ্র খট্টাঙ্গ, যাঁহার বৃষভ শুভ্র, কর্ণে শুভ্র কুণ্ডল, গঙ্গার ফেনে যাঁহার জটা শুভ্র, এবং যে পশুপতির মস্তকে শুভ্র চন্দ্র, সেই সর্ব্বশুভ্র শিব সর্ব্বদা বিভব ও পাপক্ষয় দান করুন ॥ ১৬

করচরণকৃতং বাক্কায়জং কর্ম্মজং বা
শ্রবণ-নয়নজং বা মানসং বাপরাধম্।
বিহিত-মবিহিতং বা সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্ব
জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥১৭

রাবণ-কৃত-শিবতাণ্ডব-স্তোত্রম্।

জটাটবী-গলজ্জল-প্রবাহ-প্লাবিত-স্থলে
গলেঽবলম্ব্য লম্বিতাং ভুজঙ্গ-তুঙ্গ-মালিকাম্.
ডমড্-ডমড্-ডমড্ ডমন্নিনাদ-বড্ ডমর্বয়ং
চকার চণ্ডতাণ্ডবং তনোতু নঃ শিবঃ শিবম্ ॥১

আমার হস্তপদকৃত, বাক্য শরীর বা কর্ম্ম-জনিত বা চক্ষু কর্ণ-জাত বা মানস অপরাধ অথবা আমার বিহিত (কৃত) বা অবিহিত (পরে যাহা কৃত হইবে) সে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর। হে করুণা-সাগর! হে শ্রীমহাদেব শম্ভো! আপনার জয় হউক॥ ১৭

ইতি শ্রীশিবাপরাধক্ষমাপণ স্তোত্র সমাপ্ত।

শিবতাণ্ডবস্তোত্র।

যিনি জটারণ্য হইতে বিগলিত জলপ্রবাহ প্লাবিত গলদেশে (শিবের জটা হইতে গঙ্গা প্রবাহিত হইয়া গলদেশে পতিত হইয়াছে —সেই গলদেশ সর্পমালায় ভূষিত) প্রলম্বিত উন্নত ভুজঙ্গমালা

জটাকটাহসম্ভ্রমভ্রমন্নিলিম্পনির্ঝরী-
বিলোলবীচিবল্লরীবিরাজমানমূর্দ্ধনি।
ধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বলল্ললাটপট্টপাবকে
কিশোরচন্দ্রশেখরে রতিঃ প্রতিক্ষণং মম ॥২

ধরাধরেন্দ্রনন্দিনীবিলাসবন্ধুবন্ধুর-
স্ফুরদ্দিগন্তসন্ততি-প্রমোদমানমানসে।
কৃপাকটাক্ষধোরণীনিরুদ্ধদুর্দ্ধরাপদি
ক্বচিদ্দিগম্বরে মনো বিনোদমেতু বস্তুনি ॥৩

জটাভুজঙ্গপিঙ্গলস্ফুরৎফণামণিপ্রভা-
কদম্বকুঙ্কুমদ্রবপ্রলিপ্তদিগ্বধূমুখে।
মদান্ধসিন্ধুরাস্থুরত্বগুত্তরীয়মেদুরে
মনো বিনোদমদ্ভুতং বিভর্ত্তু ভূতভর্ত্তরি ॥৪

পরিধান করিয়া ডমরু দ্বারা ডমড্ ডমড্ ডমড্ ডমড্ ধ্বনি করত তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছিলেন সেই শিব আমাদের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥১

জটারূপ কটাহ হইতে বেগে বহমান গঙ্গার চঞ্চল তরঙ্গমালায় যাঁহার মস্তক শোভিত এবং যাঁহার ললাট স্থল হইতে ধগদ্ ধগদ্ শব্দে অগ্নি জ্বলিতেছে সেই কিশোর চন্দ্রশেখরে (মস্তকে চন্দ্রের নূতন কলা আছে) আমার প্রতিক্ষণ রতি হউক ॥ ২

পার্ব্বতীসহ ক্রীড়াবিশেষে (পার্ব্বতীর) সুন্দর দীপ্তিমৎ কটাক্ষ-পংক্তিতে যাঁহার মানস প্রমোদিত এবং যিনি কৃপা কটাক্ষ দ্বারা (ভক্তের) মহাবিপদ্‌কে দূর করেন, সেই দিগম্বর বস্তুতে আমার চিত্ত আনন্দলাভ করুক ॥ ৩

নৃত্য কালে জটাস্থিত সর্পের পিঙ্গলবর্ণে এবং তাহাদের

সহস্রলোচন-প্রভৃত্যশেষলেখশেখর-
প্রসূনধূলিধোরণী-বিধূসরাঙ্ঘ্রি পীঠভূঃ।
ভুজঙ্গরাজমালয়া নিবদ্ধজাটজূটকঃ
শ্রিয়ৈ চিরায় জায়তাং চকোরবন্ধুশেখরঃ ॥৫

ললাটচত্বরজ্বলদ্ধনঞ্জয়স্ফুলিঙ্গভা-
নিপীতপঞ্চসায়কং নমন্নিলিম্পনায়কম্
সুধাময়ূখলেখয়া বিরাজমানশেখরং
মহঃ কপালিসম্পদে সরিজ্জটালমস্তু নঃ ॥৬

বিস্তারিত ফণার মণিপ্রভাসমূহে যিনি দিগ্বধূর (চারিদিকের) মুখ কুঙ্কুমদ্রব-রাগে প্রলিপ্ত করেন (অর্থাৎ শিব নৃত্য করিতে থাকিলে জটাস্থিত সর্পগণ সঞ্চালিত হইয়া ফণা বিস্তার করে ; সেই ফণার উপরিস্থিত মণির প্রভায় চারিদিক্ যেন কুঙ্কুমদ্রবে রঞ্জিত হইয়া উঠে) এবং মদান্ধ সিন্ধুরাসুর বধ করিয়া তদীয় ত্বকে যিনি সুন্দর উত্তরীয় ধারণ করিয়াছেন, সেই ভূতভাবন শিবে আমার মন অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করুক ॥ ৪

ইন্দ্রপ্রমুখ অশেষ দেবগণের শিরোমুকুটস্থিত পুষ্পরজঃ সমূহে যাঁহার পাদপদ্মাক্রান্ত পৃথ্বী ধূসরবর্ণ হইয়াছে, এবং সর্পমালায় যিনি জটাজূট বদ্ধ করিয়াছেন সেই চন্দ্রশেখর শিব আমার চির মঙ্গলের নিমিত্ত কল্পিত হউন অর্থাৎ চিরমঙ্গল-বিধান করুন। ৫

যাঁহার ললাটস্থলের প্রজ্বলিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গে মদন নিপীত অর্থাৎ ভস্মীভূত হইয়াছে, দেবনায়কগণ অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্রাদি যাঁরা

করালভালপট্টিকাধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বল-
দ্ধনঞ্জয়াহুতীকৃত-প্রচণ্ডপঞ্চসায়কে।
ধরাধরেন্দ্রনন্দিনীকুচাগ্রচিত্রপত্রক-
প্রকল্পনৈকশিল্পিনি ত্রিলোচনে মতির্মম ॥৭

নবীনমেঘমণ্ডলীনিরুদ্ধদুর্দ্ধরস্ফুরৎ-
কুহূনিশীথিনীতমঃ প্রবন্ধবদ্ধকন্ধরঃ।
নিলিম্পনির্ঝরীধরস্তনোতু কৃত্তিসুন্দরঃ
কলানিধানবন্ধুরঃ শ্রিয়ং জগদ্ধুরন্ধরঃ ॥৮

যিনি নমস্কৃত, যাঁহার মস্তক সুধারশ্মি অর্থাৎ চন্দ্ররেখা দ্বারা শোভিত এবং যাঁহার জটামধ্যে গঙ্গা প্রবাহিত, সেই কপালী জ্যোতিঃস্বরূপ মহাদেব আমাদের সম্পদের নিমিত্ত কল্পিত হউন অর্থাৎ সম্পদ্বিধান করুন ॥ ৬

যাঁহার ভয়ানক ভালপট্টের (ভালদেশের) ধগদ্ ধগদ্ শব্দে প্রজ্বলিত অগ্নিতে কন্দর্প আহুতীকৃত হইয়াছে (ভস্ম হইয়াছে) এবং যিনি পার্ব্বতীর কুচাগ্রে পত্র রচনার মুখ্য চিত্রকর সেই ত্রিনেত্র শিবে আমার রতি হউক ॥ ৭

নবীন মেঘমণ্ডলী-নিরুদ্ধ নিবিড় অমাবস্যা রাত্রির অন্ধকার পরম্পরা দ্বারা যাঁহার গ্রীবাদেশ নিবদ্ধ (অর্থাৎ অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রিতে নবীন মেঘমণ্ডলী উদিত হইয়া অন্ধকারকে রুদ্ধ করিয়া যেরূপ ঘন অন্ধকার হয়, সে অন্ধকারকেও যাঁহার নীলগ্রীবা তিরস্কার করে এরূপ শিব) এবং যিনি গঙ্গাধর, মৃগচর্ম্ম পরিধানে মনোহর, চন্দ্রমাভূষিত এবং জগতের ভার ধারণ কর্ত্তা, সেই শিব আমাদের শ্রীবিস্তার করুন ।৮

বিডম্বিকণ্ঠকন্দলীরুচিপ্রবন্ধকন্ধরম্‌।
স্মরচ্ছিদং পুরচ্ছিদং ভবচ্ছিদং মখচ্ছিদং
গজচ্ছিদান্ধকচ্ছিদং তমন্তকচ্ছিদং ভজে ॥৯
অখর্ব্বসর্ব্বমঙ্গলাকলাকদম্বমঞ্জরী-
রসপ্রবাহমাধুরী-বিজৃম্ভণামধুব্রতম্‌।
স্মরান্তকং পুরান্তকং ভবান্তকং মখান্তকং
গজান্তকান্ধকান্তকং তমন্তকান্তকং ভজে ॥১০
জয়ত্বদভ্রবিভ্রম-ভ্রমদ্ভুজঙ্গমশ্বসদ্‌-
বিনির্গমক্রমস্ফুরৎকরালভালহব্যবাট্‌।
ধিমিদ্ধিমিদ্ধিমিধ্বনন্মৃদঙ্গতুঙ্গমঙ্গল-
ধ্বনিক্রমপ্রবর্ত্তিত-প্রচণ্ডতাণ্ডবঃ শিবঃ ॥১১

প্রস্ফুটিত নীলপদ্মনিচয়ের নীলিমা-অনুকৃত কণ্ঠরূপ গুল্মের কান্তি দ্বারা নিবদ্ধগ্রীব, কামদেব ভস্মকারী, ত্রিপুরাসুরসংহারক (সংসারে) উৎপত্তিহারক, যজ্ঞনাশক (দক্ষযজ্ঞনাশক) গজাসুর এবং অন্ধকাসুরনাশক এবং অন্তক (যমভয়, নাশক শিবকে ভজন করি ॥ ৯

মঙ্গলময় সম্পূর্ণ কলাবিদ্যা মঞ্জরীর রস প্রবাহের মাধুর্য্য বিকাশের মধুব্রত (অর্থাৎ ভ্রমর যেরূপ কুসুমের মাধুর্য্য বিকাশ করে তদ্রূপ যিনি কলাবিদ্যা-মঞ্জরীর মাধুর্য্য বিকাশ করিয়াছেন) কন্দর্প-সংহারক, ত্রিপুরান্তক, জন্মনাশক, যজ্ঞনাশক, গজাসুরনাশক এবং অন্ধকাসুরনাশক কালান্তক শিবকে ভজনা করি। ১০

নর্ত্তন হেতু অত্যন্ত ত্বরায় ভ্রমণকারী ভুজঙ্গমের নিশ্বাস নির্গম

দৃষদ্বিচিত্রতল্পয়োর্ভুজঙ্গমৌক্তিকস্রজো-
গরিষ্ঠরত্নলোষ্টয়োঃ সুহৃদ্বিপক্ষপক্ষয়োঃ।
তৃণারবিন্দচক্ষুষোঃ প্রজামহীমহেন্দ্রয়োঃ
সমপ্রবৃত্তিকং কদা সদাশিবং ভজাম্যহম্ ॥১২

কদা নিলিম্পনির্ঝরীনিকুঞ্জকোটরে বসন্
বিমুক্তদুর্গতিঃ সদা শিরঃস্থমঞ্জলিং বহন্।
বিলোললোললোচনাললামভাললগ্নকঃ
শিবেতি মন্ত্রমুচ্চরন্ কদা সুখী ভবাম্যহম্ ॥১৩

নিলিম্পনাথনাগরীকদম্বমৌলিমল্লিকা-
নিগুম্ফনির্ভরক্ষরন্মধূষ্ণিকামনোহরঃ।
তনোতু নো মনোমুদং বিনোদিনীমহর্নিশং
পরশ্রিয়ঃ পরং পদং তদঙ্গজত্বিষাং চয়ঃ ॥১৪

ক্রমে যাঁহার ভয়ানক কপালস্থিত অগ্নি প্রদীপ্ত হইতেছে এবং ধিমিং ধিমিং, ধিমিং শব্দকারী মৃদঙ্গের উচ্চ মঙ্গল ধ্বনি ক্রমে যিনি প্রচণ্ড নৃত্যে প্রবৃত্ত সেই শিবের জয় হউক ॥ ১১

প্রস্তর ও বিচিত্র পুষ্পশয্যা, সর্প ও মতির মালা, সর্ব্বপ্রধান রত্ন ও মৃত্তিকা, তৃণ এবং কমলনেত্রা কামিনী, মিত্র ও শত্রুপক্ষ, প্রজা ও পৃথিবীর চক্রবর্ত্তী রাজা এই সকলে যাঁহার সমদর্শন, সেই মহাদেবকে কবে ভজনা করিব ॥ ১২

কতদিনে সুরসরিৎ (গঙ্গা)-কূলে তৃণ-লতাদি রচিত নিকুঞ্জে বাস করত দুর্ম্মতি বিমুক্ত হইয়া সর্ব্বদা মস্তকে অঞ্জলি ধারণপূর্ব্বক, অতি চঞ্চলনেত্রা রমণীগণের ললামভূতা (প্রধান স্বরূপা) পার্ব্বতী মস্তকে অদৃষ্টের ন্যায় লগ্ন শিব এই মন্ত্র উচ্চারণ করত সুখী হইব ? ১৩

সুরাঙ্গনা সমূহ মস্তক পরিহিত মল্লিকাগুচ্ছভারে নির্গত পরাগ

প্রচণ্ডবাড়বানলপ্রভাশুভপ্রচারিণী-
মহাষ্টসিদ্ধিকামিনীজনাবহূতজল্পনা ।
বিমুক্তবামলোচনা-বিবাহকালিকধ্বনিঃ
শিবেতি মন্ত্রভূষণা জগজ্জয়ায় জায়তাম্ ॥১৫
ইমং হি নিত্যমেবমুক্তমুত্তমোত্তমং স্তবং
পঠন্ স্মরন্ ব্রুবন্নরো বিশুদ্ধিমেতি সন্ততম্ ।
হরে গুরৌ সুভক্তিমাশু যাতি নান্যথা গতিং
বিমোহনং হি দেহিনাং সুশঙ্করস্য চিন্তনম্ ॥১৬
পূজাবসানসময়ে দশবক্ত্রগীতং
যঃ শম্ভুপূজনমিদং পঠতি প্রদোষে ।
তস্য স্থিরাং রথগজেন্দ্রতুরঙ্গযুক্তাং
লক্ষ্মীং সদৈব সুমুখীং প্রদদাতি শম্ভুঃ ॥১৭

ইতি শ্রীরাবণবিরচিতং শিবতাণ্ডব-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

সংস্পর্শে মনোহর, পরম শোভার পরম আস্পদ তাঁহার অঙ্গজ্যোতিঃ সমূহ আমাদের দিবারাত্র মনের আনন্দ বিস্তার করুক ॥ ১৪

প্রচণ্ড বাড়বানল (সমুদ্রাগ্নি) দীপ্তির ন্যায় শুভপ্রচারী অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিযুক্ত, স্ত্রীজনদ্বারা উচ্চারিত শিব রবে পার্ব্বতীর বিবাহকালীন মঙ্গলধ্বনি জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত হউক ॥ ১৫

এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট (দশানন) কথিত স্তব পাঠ করিলে, স্মরণ করিলে এবং বলিলে মনুষ্য সর্ব্বদা বিশুদ্ধি লাভ করে, গুরু শিবে উত্তম ভক্তি লাভ করে, এবং মন্দগতি লাভ হয় না। সুশঙ্করের চিন্তন প্রাণিগণের চিত্তবিমোহন ॥ ১৬

যে সন্ধ্যাকালে পূজাবসান সময়ে রাবণগীত এই শিব পূজন পাঠ করে, শম্ভু মহাদেব নিয়ত তাহার অচঞ্চল রথ গজ অশ্বযুক্ত সুমুখী লক্ষ্মী দান করেন ॥১৭

ইতি রাবণরচিত শিব-তাণ্ডব-স্তোত্র ॥

শিবনামাবল্যষ্টকম্ ।

হে চন্দ্রচূড়, মদনান্তক শূলপাণে
স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো।
ভূতেশ ভীত-ভয়সূদন মামনাথং
সংসার দুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥১

হে পার্ব্বতীহৃদয়বল্লভ চন্দ্রমৌলে
ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশজাপ।
হে বামদেব ভবরুদ্র পিণাকপাণে
সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥২

হে নীলকণ্ঠ বৃষভধ্বজ পঞ্চবক্ত্র-
লোকেশ শেষবলয় প্রমথেশ সর্ব্ব।
হে ধূর্জ্জটে পশুপতে গিরিজাপতে মাং
সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥৩

শিবনামাবল্যষ্টক স্তোত্র

হে চন্দ্রচূড়, হে মদনান্তক, হে শূলপাণে, হে স্থাণো, (অচল), হে গিরীশ, হে গিরিজাপতে, হে মহেশ্বর, হে শম্ভো, হে ভূতপতে, হে ভীতভয়নাশক, হে জগদীশ সংসাররূপ দুঃখারণ্য হইতে অনাথ আমি, আমাকে রক্ষা কর ॥ ১

হে পার্ব্বতী-হৃদয়বল্লভ, হে চন্দ্রমৌলে (মস্তকে চন্দ্র ধারণ করিয়াছ) হে ভূতাধিপতে, হে প্রমথনাথ হে পর্ব্বতে জপকারিন্* হে বামদেব, হে ভব, হে রুদ্র, হে পিণাকপাণি সংসাররূপ দুঃখারণ্য হইতে জগদীশ্বর আমাকে রক্ষা কর। ২

হে নীলকণ্ঠ, হে বৃষধ্বজ, হে পঞ্চানন, হে লোকেশ, হে শেষ

হে বিশ্বনাথ শিবশঙ্কর দেবদেব
গঙ্গাধর প্রমথ-নায়ক-নন্দিকেশ।
বাণেশ্বরান্ধকরিপো হর লোকনাথ
সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥৪
বারাণসীপুরপতে মণিকর্ণিকেশ
বীরেশ দক্ষ-মখ-কাল বিভো গণেশ।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বহৃদয়ৈকনিবাস নাথ
সংসারদুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥৫
শ্রীমন্মহেশ্বর কৃপাময় হে দয়ালো
হে ব্যোমকেশ শিতিকণ্ঠ গণাধিনাথ ॥
ভস্মাঙ্গরাগ-নৃকপাল-কলাপমাল
সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥৬

(সর্প) বলয়ে ভূষিত, হে প্রমথগণের ঈশ্বর, হে সর্ব্ব, হে ধূর্জটে, হে পশুপতে, হে গিরিজাপতে, হে জগদীশ্বর আমাকে সংসাররূপ দুঃখারণ্য হইতে রক্ষা কর ॥ ৩

হে বিশ্বনাথ, হে শিব, হে শঙ্কর, হে দেবদেব, হে গঙ্গাধর, হে প্রমথ নায়ক (নেতা), হে নন্দিকেশ্বর, হে বাণেশ্বর, হে অন্ধকরিপো (অন্ধকাসুর ঘাতিন্), হে হর, হে লোকনাথ, হে জগদীশ্বর, সংসার রূপ দুঃখারণ্য হইতে আমাকে রক্ষা কর । ৪

হে বারাণসী-নগরীপতে, হে মণিকর্ণিকেশ্বর, হে বীরেশ্বর, হে দক্ষযজ্ঞের কালস্বরূপ, হে বিভো, হে গণদেবের ঈশ্বর, হে সর্ব্বজ্ঞ, হে সর্ব্বহৃদয়ে একমাত্র বাসিন্, হে নাথ, হে জগদীশ্বর সংসার রূপ দুঃখারণ্য হইতে আমাকে রক্ষা কর ॥৫

হে শ্রীমন্ মহেশ্বর, কৃপাময়, হে দয়ালো হে ব্যোমকেশ, হে

কৈলাস-শৈল-বিনিবাস বৃষাকপে
হে মৃত্যুঞ্জয় ত্রিনয়ন ত্রিজগন্নিবাস ।
নারায়ণপ্রিয় মদাপহ শক্তিনাথ
সংসার-দুঃখ গহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥৭
বিশ্বেশ বিশ্ব-ভব-নাশিত বিশ্বরূপ
বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈক-গুণাভিবেশ ।
হে বিশ্ববন্দ্য করুণাময় দীনবন্ধো
সংসারদুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥৮
গৌরীবিলাস ভুবনায় মহেশ্বরায়
পঞ্চাননায় শরণাগত-কল্পকায় ।
সর্ব্বায় সর্বজগতামধিপায় তস্মৈ
দারিদ্র্য-দুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥৯

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিত শিবনামাবল্যষ্টক সম্পূর্ণ

শিতিকণ্ঠ, হে গণদেবতার অধিপতে, হে ভস্মদ্বারা অঙ্গরাগ কারিন হে নৃমুণ্ডাস্থির মালাধারিন্ হে জগদীশ্বর আমাকে সংসাররূপ দুঃখারণ্য হইতে রক্ষা কর ॥ ৬

হে কৈলাশ শৈলে বাস কারিন্, হে বৃষাকপে, হে মৃত্যুঞ্জয়, হে ত্রিনয়ন, হে ত্রিজগন্নিবাস, হে নারায়ণ প্রিয়, হে মত্ততা নাশিন হে শক্তিনাথ সংসাররূপ দুঃখারণ্য হইতে আমাকে রক্ষা কর ॥ ৭

হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বের জন্মনাশিন্, হে বিশ্বরূপ, হে বিশ্বাত্মক (বিশ্বময়), হে ত্রিভুবনের গুণের একমাত্র আশ্রয়, হে বিশ্বপূজিত, হে করুণাময়, হে দীনবন্ধো, হে জগদীশ্বর সংসাররূপ দুঃখারণ্য হইতে আমাকে রক্ষা কর ॥৮

যিনি গৌরীর বিলাসস্থল যিনি মাহেশ্বর পঞ্চবদন শরণাগতের কল্পবৃক্ষ স্বরূপ, সর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বজগতের অধিপতি সেই দরিদ্রতা-দুঃখ-নাশক শিবকে প্রণাম করি ॥৯

করচরণ-কৃতং বাক্কায়জং কর্ম্মজং বা
শ্রবণ-নয়নজং বা মানসং বাপরাধম্।
বিহিত-মবিহিতং বা সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্ব
জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥৫

ইতি শ্রীশিবমানসপূজনস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

বিশ্বনাথাষ্টক স্তোত্রম্।

গঙ্গাতরঙ্গ-রমণীয়-জটা-কলাপং
গৌরীনিরন্তর-বিভূষিত-বাম-ভাগম্।
নারায়ণ-প্রিয়-মনঙ্গ-মদাপহারং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥১

আমি হস্ত পদ বাক্য শরীর বা কর্ম্মদ্বারা অথবা কর্ণ নয়ন দ্বারা বা মনে যে সমস্ত অপরাধ করিয়াছি, আমার বিহিত বা অবিহিত অর্থাৎ যাহা করিয়াছি এবং পরে যাহা করিব সে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর। হে করুণাসিন্ধো হে শ্রীমহাদেব শম্ভো! তোমার জয় হউক। তোমার জয় হউক ॥৫

বিশ্বনাথাষ্টক।

গঙ্গার তরঙ্গ মালায় যাঁহার জটা সমূহ রমণীয় হইয়াছে, গৌরী দ্বারা যাঁহার বামভাগ নিরন্তর বিভূষিত, যিনি নারায়ণপ্রিয় ও মদন-দর্পহারী, সেই বারাণসীপুরপতি বিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥১

বাচামগোচর-মনেক-গুণস্বরূপং
বাগীশবিষ্ণু-সুরসেবিত-পাদপীঠম্।
বামেন বিগ্রহবরেণ কলত্রবন্তং
বারাণসী-পুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥২

ভূতাধিপং ভুজগভূষণ-ভূষিতাঙ্গং
ব্যাঘ্রাজিনাম্বরধরং জটিলং ত্রিনেত্রম্।
পাশাঙ্কুশাভয়-বরপ্রদ-শূলপাণিং
বারাণসী-পুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৩

শীতাংশু-শোভিত-কিরীট-বিরাজমানং
ভালেক্ষণানল-বিশোষিত-পঞ্চবাণম্।
নাগাধিপারচিত-ভাস্বর-কর্ণপূরং
বারাণসী-পুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম ॥৪

যিনি বাক্য সমূহের অগোচর ও নানা গুণস্বরূপ, ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং দেবতাগণ যাহার পাদপদ্ম সেবা করেন, যাঁহার বামাঙ্গে পত্নী পার্ব্বতী আছেন, সেই বারাণসীপুরপতি বিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥২

যিনি প্রমথগণের অধিপ, সর্পভূষিত দেহ ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিত, জটামণ্ডিত, এবং ত্রিনেত্র, পাশ অঙ্কুশ অভয় বর প্রদাতা ও শূলপাণি, সেই বারণসীপুর বিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥৩

যিনি চন্দ্র এবং কিরীটে শোভিত, যাঁহার ললাটস্থিত নেত্রাগ্নিতে মদন ভস্মীভূত হইয়াছে, নাগরাজ অনন্তে যাঁহার কর্ণবলয় রচিত হইয়াছে, সেই বারাণসীপুরপতি বিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥৪

পঞ্চাননং দুরিত-মত্ত-মতঙ্গজানাং
নাগান্তকং দনুজ-পুঙ্গব-পন্নগানাম্।
দাবানলং মরণশোকজরাটবীনাং
বারাণসী-পুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৫

তেজোময়ং সগুণ-নির্গুণমদ্বিতীয়-
মানন্দ-কন্দ-মপরাজিতমপ্রমেয়ম্।
নাগাত্মকং সকল-নিষ্কল-মাত্মরূপং
বারাণসী-পুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৬

আশাং বিহায় পরিহৃত্য পরস্য নিন্দাং
পাপে রতিঞ্চ সুনিবার্য্য মনঃ সমাধৌ।
আদায় হৃৎকমলমধ্যগতং পরেশং
বারাণসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৭

যিনি পাপরূপ প্রমত্ত হস্তীর সিংহ-স্বরূপ, দৈত্যরূপ সর্পগণের পক্ষে নাগান্তক গরুড়-স্বরূপ এবং মৃত্যুশোক ও জরারূপ বনের দাবাগ্নিস্বরূপ সেই বারাণসীপুরপতি বিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥৫

যিনি তেজোময়, সগুণ ও নির্গুণ, অদ্বিতীয় এবং আনন্দ-রাশি-স্বরূপ, যিনি অপরাজিত, অপ্রমেয় এবং সর্পভূষিতদেহ, যিনি কলাবিশিষ্ট, কলাহীন এবং আত্মস্বরূপ সেই বারাণসীপুরপতি বিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥৬

আশা (কামনা) পরিত্যাগ করিয়া, পরের নিন্দা এবং পাপে

কলা—অংশ। দাবাগ্নি—বনাগ্নি; বনে কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ হইয়া অগ্নি উৎপন্ন হয়।

রাগাদিদোষরহিতং স্বজনানুরাগং
বৈরাগ্যশান্তি-নিলয়ং গিরিজাসহায়ম্ ।
মাধুর্য্য-ধৈর্য্য-সুভগং গরলাভিরামং
বারাণসী-পুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম ॥৮

বারাণসীপুরপতেঃ স্তবনং শিবস্য
ব্যাখ্যাতমষ্টকমিদং পঠতে মনুষ্যঃ ।
বিদ্যাং শ্রিয়ং বিপুল-সৌখ্যমনন্তকীর্ত্তিং
সংপ্রাপ্য দেহ-বিলয়ে লভতে চ মোক্ষম্ ॥৯

বিশ্বনাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেচ্ছিবসন্নিধৌ।
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ॥১০

ইতি শ্রীব্যাস কৃতং বিশ্বনাথাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

আসক্তি পরিহার করিয়া, সমাধিতে মনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া হৃৎকমলমধ্যস্থিত পরমেশ্বরকে ধ্যান করত বারাণসীপুরপতি বিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥৭

রাগদ্বেষাদি দোষ (১) রহিত, ভক্তগণের উপর অনুরক্ত, বৈরাগ্য এবং শান্তির নিলয়, গিরিজাসহায় মাধুর্য্য-ধৈর্য্য-পরিপূর্ণ এবং গরলশোভায় মনোহর, বারাণসীপুরপতি বিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥৮

বারাণসীপুরপতি শিবের এই ব্যাখ্যাত স্তবাষ্টক যে মনুষ্য পাঠ করে সে বিদ্যা, শ্রী, বিপুল সুখ এবং অসীম খ্যাতি লাভ করিয়া দেহান্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ॥৯

যে শিবের সন্নিধানে এই বিশ্বনাথাষ্টক স্তোত্র পাঠ করে, সে শিবলোকে যাইয়া শিবের সহিত আনন্দ ভোগ করে ॥১০

---

(১) রাগ দ্বেষ—প্রিয় বস্তুতে অনুরাগ এবং অপ্রিয় বস্তুতে দ্বেষ, ইহা বর্জ্জিত।

পশুপত্যষ্টকং স্তোত্রম্।

পশুপতিং দ্যুপতিং ধরণীপতিং ভুজগলোকপতিং চ সতীপতিম্
প্রণত-ভক্তজনার্ত্তিহরং পরং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম্ ॥১
ন জনকো জননী ন চ সোদরো ন তনয়ো নচ ভূরিবলং কুলম্।
অবতি কোঽপি ন কালবশগতং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম্ ॥২
মুরজ-ডিণ্ডিম-বাদ্যবিলক্ষণং মধুর-পঞ্চম-নাদ-বিশারদম্।
প্রমথ-ভূত-গণৈরপি সেবিতং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম্ ॥৩

পশুপত্যষ্টক স্তোত্র।

যিনি প্রাণিগণের অধিপতি, যিনি স্বর্গের পৃথিবীর এবং পাতালের পতি, যিনি সতীপতি এবং প্রণত ও ভক্তজনের পীড়াহর পরমেশ্বর, হে মানবগণ! সেই গিরিজাপতিকে ভজনা কর ॥১

পিতা মাতা বা সহোদর অথবা পুত্র অথবা প্রভূত সৈন্য (লোকজন) কেহই কালবশগত জীবকে (মৃত্যুকালে) রক্ষা করিতে পারিবে না; অতএব মানবগণ! সেই গিরিজাপতিকে ভজনা কর ॥২

যিনি মুরজ ডিণ্ডিম বাদ্যাদিতে নিপুণ এবং মধুর পঞ্চমনাদ-বিশারদ, যিনি প্রমথ এবং ভূতগণসেবিত, হে মানবগণ! সেই গিরিজাপতিকে ভজনা কর ॥৩

শরণদং সুখদং শরণান্বিতং শিব শিবেতি শিবেতি নতং নৃণাম্।
অভয়দং করুণাবরুণালয়ং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম্ ॥৪
নর-শিরো-রচিতং মণিকুণ্ডলং ভুজগহারমুদং বৃষভধ্বজম্।
চিতি-রজো-ধবলীকৃত বিগ্রহং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম্ ॥৫
মখবিনাশকরং শশিশেখরং সতত-মধ্বরভাজিফলপ্রদম্।
প্রলয়-দগ্ধ-সুরাসুর-মানবং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম্ ॥৬
মদমপাস্য চিরং হৃদি সংস্থিতং মরণ-জন্ম-জরাভয়-পীড়িতম্।
জগদুদীক্ষ্য সমীপভয়াকুলং ভজতরে মনুজা গিরিজাপতিম্ ॥৭

যিনি সর্ব্বজীবের আশ্রয়দাতা, ও সুখদাতা যিনি শিব শিব বলিয়া প্রণত শরণান্বিতের অভয় দাতা, হে মানবগণ সেই করুণাসাগর গিরিজাপতিকে ভজনা কর ॥৪

যিনি মনুষ্য-মস্তকরচিত মণিকুণ্ডল ধারণ করেন, সর্পহার পরিয়া যিনি আনন্দিত হন এবং যিনি বৃষধ্বজ, এবং চিতাভস্মে যাঁহার তনু ধবলিত, হে মানবগণ, সেই গিরিজাপতিকে ভজনা কর ॥৫

যিনি (দক্ষের) যজ্ঞবিনাশক, শশিশেখর এবং যজ্ঞকারিগণের ঈপ্সিত ফলদায়ক, এবং যাঁহাতে প্রলয়কালে সুরাসুর মানবাদি লয় প্রাপ্ত হয়, হে মানবগণ ! সেই গিরিজাপতিকে ভজনা কর ॥৬

জন্মজন্মান্তরের হৃদয়নিবদ্ধ অহংকার দূর করিয়া সংসারকে জন্মমৃত্যুজরাপীড়িত এবং (মৃত্যুভয়ে) আসন্ন ভয়াকুল দেখিয়া হে মানবগণ ! গিরিজাপতিকে ভজনা কর ॥৭

হরি-বিরিঞ্চি-সুরাধিপ-পূজিতং যম-গণেশ-ধনেশ-নমস্কৃতম্।
ত্রিনয়নং ভুবন-ত্রিতয়াধিপং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম্ ॥৮
পশুপতে-রিদমষ্টকমদ্ভুতং বিরচিতং পৃথিবীপতি-সূরিণা।
পঠতি সংশৃণুতে মনুজঃ সদা শিবপুরীং বসতে লভতে মুদম ॥৯
ইতি শ্রীপশুপত্যষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শিবপ্রদোষস্তোত্রাষ্টকম্।

সত্যং ব্রবীমি পরলোকহিতংব্রবীমি
সারংব্রবীম্যুপনিষদ্দৃহৃদয়ং ব্রবীমি
সংসার-মূল্বণ-মসারমবাপ্য জন্তোঃ
সারোঽয়মীশ্বর-পদাম্বুরুহস্য সেবা ॥১

হরি, বিরিঞ্চি (ব্রহ্মা) ইন্দ্র যাঁহাকে পূজা করেন, যম বরুণ কুবের যাঁহাকে নমস্কার করেন, হে মানবগণ! সেই ত্রিলোচন ভুবনত্রয়াধিপতি গিরিজাপতিকে ভজনা কর ॥৮

পৃথিবীপতি কবি-রচিত পশুপতির এই বিচিত্র স্তোত্রাষ্টক যে মানব পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন, তিনি নিত্য-আনন্দ লাভ করিয়া শিবপুরীতে বাস করেন ॥৯

শিব প্রদোষাষ্টক।

সত্য বলিতেছি, পরলোকহিতকর কথা বলিতেছি, সার কথা বলিতেছি, উপনিষদের হৃদয় বলিতেছি, অসার অথচ প্রবল সংসারাপন্ন প্রাণিগণের ঈশ্বর পাদপদ্ম সেবা মাত্র সার বস্তু ॥১

যে নার্চ্চয়ন্তি গিরিশং সময়ে প্রদোষে
যে নার্চ্চিতং শিবমপি প্রণমন্তিচান্যে।
এতৎকথাং শ্রুতিপুটৈর্ন পিবন্তি মূঢ়া স্তে
জন্ম জন্মসু ভবন্তি নরা দরিদ্রাঃ ॥২
যে বৈ প্রদোষ-সময়ে পরমেশ্বরস্য
কুর্বন্ত্যনন্য-মনসোঽঙ্ঘ্রি-সরোজ-পূজাম্।
নিত্যং প্রবৃদ্ধ-ধনধান্যকলত্রপুত্র-
সৌভাগ্য-সম্পদধিকাস্ত ইহৈব লোকে ॥৩
কৈলাসশৈলভুবনে ত্রিজগজ্জনিত্রীং
গৌরীং নিবেশ্য কনকাচিত-রত্নপীঠে।
নৃত্যং বিধাতুমভিবাঞ্ছতি শূলপাণৌ
দেবাঃ প্রদোষ-সময়ে নু ভজন্তিসর্ব্বে ॥৪

যাহারা সন্ধ্যাকালে গিরীশ মহাদেবকে অর্চ্চনা না করে এবং যাহারা একজনকে শিবকে অর্চ্চনা করিতে দেখিয়া তখনও প্রণাম না করে এবং যে মূঢ়গণ কর্ণপুটে এই শিব কথা পান না করে তাহারা জন্মজন্মান্তরে দরিদ্র হইয়া থাকে ॥২

যাহারা সন্ধ্যাকালে অনন্যচিত্তে পরমেশ্বরের পাদপদ্ম পূজা করে, তাহাদের নিত্য ধন, ধান্য, কলত্র, পুত্র, সৌভাগ্য, সম্পত্তি অধিক বর্দ্ধিত হয় ॥৩

কৈলাশ পর্ব্বতে শূলপাণি, ত্রিজগজ্জননী গৌরীকে স্বর্ণখচিত রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইয়া নৃত্য করিতে ইচ্ছা করিলে সমস্ত দেবগণ তাঁহাকে ভজনা করিয়াছিলেন ॥৪

বাগ্দেবী-ধৃত-বল্লকী শতমখো বেণুং দধৎপদ্মজ
স্তালোন্নিদ্রকরো রমাভগবতী গেয়প্রয়োগান্বিতা।
বিষ্ণুঃ সান্দ্র-মৃদঙ্গ-বাদন-পটুর্দেবাঃ সমন্তাৎস্থিতাঃ
সেবন্তে তমনু প্রদোষসময়ে দেবং মৃড়ানীপতিম্‌ ॥৫

গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-পতগো-রগ-সিদ্ধ-সাধ্য
-বিদ্যাধরা-মরবরাপ্সরসাংগণাশ্চ।
যেঽন্যে ত্রিলোকনিলয়াঃ সহভূতবর্গাঃ
প্রাপ্তে প্রদোষসময়ে হরপার্শ্বসংস্থাঃ ॥৬

অতঃ প্রদোষে শিব এক এব
পূজ্যোঽথ-নান্যে হরিপদ্মজাদ্যাঃ।
তস্মিন্মহেশে বিধিনেজ্যমানে
সর্ব্বেপ্রসীদন্তি সুরাধিনাথাঃ ॥৭

বাগ্দেবী বীণাবাদন করিয়াছিলেন, ইন্দ্র বেণুবাদন করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা উত্তেজক তান ধরিয়াছিলেন, লক্ষ্মী গান আরম্ভ করিয়াছিলেন, বিষ্ণু মৃদঙ্গ বাদনে রত হইয়াছিলেন এবং চতুর্দ্দিকে দেবতাগণ অবস্থিত হইয়া সন্ধ্যাকালে মৃড়ানীপতি দেব মহেশ্বরের সেবা করিয়াছিলেন ॥৫

গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পতঙ্গ, সর্প, সিদ্ধ, সাধ্য, বিদ্যাধর অমরবর এবং অপ্সরোগণ এবং ত্রিভুবনস্থ সমস্ত ভূতবর্গ সন্ধ্যা আগমনে মহাদেবের পার্শ্বে অবস্থিত হইয়াছিলেন ॥৬

অতএব সন্ধ্যাকালে শিব একমাত্র পূজ্য, হরি কিংবা ব্রহ্মাদি দেবতাগণ অর্চ্চনীয় নহেন। বিধানপূর্ব্বক মহাদেব পূজিত হইলে সমস্ত সুরাধিনাথগণ সন্তুষ্ট হন ॥৭

এষ তে তনয়ঃ পূর্ব্বজন্মনি ব্রাহ্মণোত্তমঃ ।
প্রতিগ্রহৈর্বয়ো নিন্যে ন দানাদ্যৈঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥৮
অতো দারিদ্র্যমাপন্নঃ পুত্রস্তে দ্বিজভামিনি ।
তদ্দোষ-পরিহারার্থং শরণং যাতু শঙ্করম্ ॥৯
ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে প্রদোষস্তোত্রাষ্টকং সম্পূর্ণম্

কালভৈরবাষ্টকম্ ।

দেবরাজ-সেব্যমান-পাবনাঙ্ঘ্রি পঙ্কজং
ব্যালযজ্ঞ-সূত্র-মিন্দুশেখরং কৃপাকরম্ ।
নারদাদি-যোগিবৃন্দ-বন্দিতং দিগম্বরং
কাশিকা-পুরাধিনাথং কালভৈরবং ভজে ॥১

তোমার পুত্র ব্রাহ্মণোত্তম পূর্ব্বজন্মে প্রতিগ্রহ করিয়া চিরকাল কাটাইয়া ছিলেন, দানাদি স্বকর্ম্ম আচরণ করেন নাই ॥৮

সেই নিমিত্ত হে দ্বিজভামিনি! তোমার পুত্র দারিদ্র্য আপন্ন হইয়াছেন, সেই দারিদ্র্য দোষ পরিহারের নিমিত্ত শঙ্করের শরণাগত হউন ॥৯

কালভৈরবাষ্টক ।

ইন্দ্র কর্ত্তৃক যাঁহার পবিত্র পাদপদ্ম সেবিত হয়, সর্পদ্বারা যাঁহার যজ্ঞসূত্র রচিত হইয়াছে চন্দ্র যাঁহার মস্তকে শোভা পায়, যিনি কৃপাময়, নারদাদি-যোগিবৃন্দ-বন্দিত এবং দিগম্বর সেই কাশীপুরপতি কালভৈরবের ভজনা করি ॥১

ভানুকোটি-ভাস্বরং ভবাব্ধিতারকং পরং
নীলকণ্ঠ-মীপ্সিতার্থদায়কং ত্রিলোচনম্।
কালকাল-মম্বুজাক্ষ-মক্ষশূল-মক্ষরং
কাশিকাপুরাধিনাথ-কালভৈরবম্ ভজে ॥২

শূলটঙ্কপাশদণ্ড-পাণি-মাদিকারণং
শ্যামকায়-মাদিদেব-মক্ষরং নিরাময়ম্।
ভীমবিক্রমং প্রভুং বিচিত্রতাণ্ডবপ্রিয়ং
কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥৩

ভুক্তিমুক্তিদায়কং প্রশস্তচারুবিগ্রহং
ভক্তবৎসলং স্থিতং সমস্তলোকবিগ্রহম্।
বিণিক্বণ-ন্মনোজ্ঞ-হেম-কিঙ্কিণী-লসৎকটিং
কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥৪

যিনি কোটিসূর্য্য সদৃশ দীপ্তিমান্ যিনি ভবসমুদ্রের শ্রেষ্ঠতারক যিনি (সর্পবিষভক্ষণে) নীলকণ্ঠ, অভিলষিত অর্থদায়ক, ত্রিলোচন কালেরও কাল, পদ্মনেত্র, অক্ষমালা ও শূলধারী এবং অবিনশ্বর সেই কাশীপুরপতি কালভৈরবের ভজনা করি ॥২

যাঁহার হস্তে শূল, টঙ্ক, পাশ ও দণ্ড, যিনি জগতের আদিকারণ, কৃষ্ণবর্ণ-দেহ, আদিদেব ও অক্ষর, ব্যাধিহীন, যাঁহার ভয়ানক বিক্রম, যিনি সকলের প্রভু এবং বিচিত্র তাণ্ডবনৃত্য-প্রিয় সেই কাশীপুরপতি কালভৈরবের ভজনা করি ॥৩

যিনি ভোগমোক্ষদায়ক, যিনি বৃহৎ ও সুন্দর দেহ বিশিষ্ট, যিনি ভক্তবৎসলরূপে অবস্থিত, এবং সর্ব্বলোকমূর্ত্তি-স্বরূপ, যাঁহার

ধর্ম্মসেতুপালকং ত্বধর্ম্মমার্গনাশকং
কর্ম্মপাশমোচকং সুশর্ম্মদায়কং বিভুম্।
স্বর্ণবর্ণ-শেষ পাশ শোভিতাঙ্গ-মণ্ডলং
কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥৫

রত্নপাদুকা-প্রভাভিরাম-পাদযুগ্মকং
নিত্যমদ্বিতীয়মিষ্টদৈবতং নিরঞ্জনম্।
মৃত্যুদর্পনাশনং করালদংষ্ট্রমোক্ষণং
কাশিকাপুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥

অট্টহাস-ভিন্নপদ্মজাণ্ড-কোষসন্ততিং
দৃষ্টিপাত-নষ্টপাপ-জাল মুগ্রশাসনম্।
অষ্টসিদ্ধিদায়কং কপালমালিকন্ধরং
কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥৭

কটিদেশে রমণীয় উজ্জ্বল স্বর্ণ কিঙ্কিণী ধ্বনিত হইতেছে, সেই কাশীপুরপতি কালভৈরবের ভজনা করি ॥-

যিনি ধর্ম্মসেতুর রক্ষক এবং অধর্ম্মপথনাশক, যিনি কর্ম্ম পাশমোচক এবং উৎকৃষ্ট সুখদাতা ও বিভু, যাঁহার অঙ্গ মণ্ডলে স্বর্ণবর্ণ শেষ পাশ শোভা পাইতেছে সেই কাশীপুরপতি কাল-ভৈরবের ভজন করি ॥৫

যাঁহার পাদযুগল রত্ননির্ম্মিত-পাদুকা-প্রভাতে রমণীয়, যিনি নিত্য অদ্বিতীয়, অভীষ্টদেবতা ও নিরঞ্জন (মলিনতা বিমুক্ত—নির্ম্মল) যিনি মৃত্যুর দর্পনাশ করেন ও (মৃত্যুর) ভয়ানক দংষ্ট্রা হইতে মুক্ত করেন সেই কাশীপুরপতি কালভৈরবের ভজনা করি।.

যাঁহার অট্টহাস্যে ব্রহ্মাণ্ডকোষ সমূহ ভিন্ন হইয়াছে, যাঁহার

ভূতসঙ্ঘনাশকং বিশালকীর্ত্তিদায়কং

কাশিবাসি-লোক-পুণ্যপাপ-শোধকং বিভুম।

নীতিমার্গকোবিদং পুরাতনং জগৎপতিং

কাশিকাপুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥৮

কালভৈরবাষ্টকং পঠন্তি যে মনোহরং

জ্ঞানমুক্তিসাধনং বিচিত্রপুণ্যবর্দ্ধনং।

শোক-মোহ-দৈন্য-লোভ-কোপতাপ-নাশনং

তে প্রয়ান্তি কালভৈরবাঙ্ঘ্রি-সন্নিধিং ধ্রুবম্ ॥৯

দৃষ্টিপাত মাত্র সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, যিনি উগ্রশাসন, অষ্টসিদ্ধিদায়ক এবং গলদেশে কপাল মালাধারী, সেই কাশীপুরপতি কালভৈরবের ভজনা করি ॥৭

যিনি সমস্ত প্রাণীনাশক, বিশালকীর্ত্তিদায়ক, কাশীবাসিলোকের পুণ্য পাপের শোধক ও বিভু, যিনি নীতিমার্গে পণ্ডিত, পুরাতন ও জগৎপতি সেই কাশীপুরপতি কালভৈরবের ভজনা করি ॥৮

যাহারা কালভৈরবের জ্ঞান মুক্তির উপায়, বিচিত্র পুণ্যবর্দ্ধন, শোক, মোহ, দৈন্য, লোভ, কোপ, তাপনাশন (এই) মনোহর স্তবাষ্টক পাঠ করে, তাহারা নিশ্চয় কালভৈরবের পাদপদ্ম সন্নিধানে গমন করে ॥৯

শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্।

মহিম্নঃ পারং তে পরমবিদুষো যদ্যসদৃশী
স্তুতির্ব্রহ্মাদীনামপি তদবসন্না-স্ত্বয়ি গিরঃ।
অথাবাচ্যঃ সর্ব্বঃ স্বমতি-পরিণামাবধি গৃণন্
মমাপ্যেষ স্তোত্রে হর নিরপবাদঃ পরিকরঃ ॥১॥
অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্‌মনসয়ো
রতদ্ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি।
স কস্য স্তোতব্যঃ কতিবিধগুণঃ কস্য বিষয়ঃ
পদে ত্বর্ব্বাচীনে পততি ন মনঃ কস্য ন বচঃ ॥২॥

শিবমহিম্ন-স্তোত্র।

হে হর! তোমার অপার মহিমার চরম পার না জানিয়া স্তব করিলে, যদি তাহা তোমার অযোগ্য হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মাদির স্তুতিবাদও তোমার পক্ষে অযোগ্য হইয়াছে (কারণ তাঁহারাও তোমার মহিমার পার বিদিত নহেন) তবে যদি সকলে নিজ বুদ্ধির সীমানুসারে স্তব করিলে অনিন্দনীয় হয়, তাহা হইলে তোমার স্তবে আমারও আরম্ভ নিন্দনীয় নহে ॥১

হে ভগবন্! তোমার মহিমা বাক্য ও মনের অতীত। বেদও যে মহিমাকে তন্ন-তন্নরূপে (ঈশ্বর-ঘট নহেন, ঈশ্বর-পট নহেন এইরূপ নিষেধমুখে) নির্দ্দেশ করিয়া—অর্থাৎ নিশ্চয়রূপে কহিতে না পারিয়া—শঙ্কিতভাবে বর্ণনা করে, সেই মহিমার কে স্তব করিতে পারে? কিন্তু তোমার প্রকাশিত আধুনিকরূপে—অর্থাৎ

মধুস্ফীতা বাচঃ পরমমমৃতং নির্ম্মিতবত
স্তব ব্রহ্মন্ কিং বাগপি সুরগুরোর্বিস্ময়পদং।
মম ত্বেতাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ
পুনামীত্যর্থেঽস্মিন্ পুরমথন বুদ্ধির্ব্যবসিতা ॥৩॥
তবৈশ্বর্য্যং যত্তজ্জগদুদয়-রক্ষা-প্রলয়কৃৎ
ত্রয়ীবস্তু.ব্যস্তং তিসৃষু গুণ-ভিন্নাসু তনুষু।
অভব্যানামস্মিন্ বরদ রমণীয়ামরমণীং
বিহন্তুং ব্যাক্রোশীং বিদধত ইহৈকে জড়ধিয়ঃ ॥৪॥

তুমি ভক্তের উপর অনুগ্রহ করিয়া যে বৃষধ্বজাদিরূপ ধারণ কর—সেইরূপে কাহার মন ও বাক্য পতিত (মুগ্ধ) না হয় ॥২

তুমি যখন অতি মধুর এবং অমৃতময় বেদবাক্য বিভাবন করিয়াছ, তখন ব্রহ্মার স্তুতি-বাক্য তোমার পক্ষে কি বিস্ময়কর (মুগ্ধকারী) হইতে পারে ? হে ত্রিপুরান্তক ! আমি কিন্তু তোমার গুণ-কথন পুণ্যদ্বারা আমার বাক্যকে পবিত্র করিবার অভিপ্রায়ে তোমার স্তুতি করণে বুদ্ধিকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছি ॥৩

হে ঈপ্সিত বরদাতঃ ! তোমার যে ঐশ্বর্য্য জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকে, যে ঐশ্বর্য্য বেদত্রয়ের প্রতিপাদ্য বস্তু এবং যে ঐশ্বর্য্য সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণে বিভক্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব মূর্ত্তিতে প্রকটিত আছে, এই জগতে কতিপয় মূঢ়বুদ্ধি লোক সেই ঐশ্বর্য্য খণ্ডন করিবার নিমিত্ত পরস্পর মিলিত হইয়া নিন্দাবাদ করিয়া থাকে। ঐরূপ নিন্দাবাদ ভ্রান্তিক্রমে অভব্যদিগের মনোহর বোধ হয়, কিন্তু তাহা প্রকৃতপক্ষে (সাধুদিগের) অমনোহর ॥৪

কিমীহঃ কিংকায়ঃ স খলু কিমুপায়স্ত্রিভুবনং
কিমাধারো ধাতা সৃজতি কিমুপাদান ইতি চ।
অতর্কৈশ্বর্য্যে ত্বয্যনবসর-দুঃস্থোহতধিয়ঃ
কুতর্কোহয়ং কাংশ্চিন্মুখরয়তি মোহায় জগতঃ ॥৫॥
অজন্মানো লোকাঃ কিমবয়ববন্তোহপি জগতা
মধিষ্ঠাতারং কিং ভববিধিরনাদৃত্য ভবতি।
অনীশো বা কুর্য্যাদ্ ভুবনজননে কঃ পরিকরো *
যতো মন্দাস্ত্বাং প্রত্যমরবর সংশেরত ইমে ॥৬॥

(নিন্দাবাদ প্রকার স্পষ্টতঃ উক্ত হইতেছে)। সেই ধাতা (সৃষ্টিকর্ত্তা) কোথায় অবস্থান করিয়া কি কার্য্য (প্রয়োজন) বশতঃ কি দেহ ধরিয়া কি উপায় (যন্ত্রাদি) দ্বারা এবং কি উপাদানে ত্রিভুবন সৃষ্টি করেন। এইরূপ কুতর্ক, তর্কাতীত-ঐশ্বর্য্য তুমি, তোমাতে অবসর বা স্থানপ্রাপ্ত হয় না, কিন্তু জগতের মোহের নিমিত্ত কতিপয় মূঢ়বুদ্ধি লোককে বাচাল করে। (অর্থাৎ মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিরা জগতের মোহের নিমিত্ত এইরূপ কুতর্ক সৃষ্টি করে) ॥৫

দেহধারী হইয়াও কি জীবগণ উৎপত্তিহীন হইতে পারে? জগতের ক্ষিত্যাদির উৎপত্তি ক্রিয়া কি জগৎকর্ত্তাকে অপেক্ষা না করিয়া (জগৎকর্ত্তা ব্যতিরেকে) হইতে পারে? আর ঈশ্বরাতিরিক্ত যদি কেহ রচয়িতা হয় তাহা হইলে (নিজদেহ রচনাতে ও যে অক্ষম তাহার) বিশ্ব উৎপাদনে তাঁহার কি সামগ্রী?

---

* পরিকরম্ ইতি পাঠান্তরম্।

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যা-দৃজুকুটিল-নানা-পথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥৭॥

(ঈশ্বর অতিরিক্ত অপর কেহ কি বিশ্বউৎপাদনে উদ্যোগ করিতে পারে—ইহা পাঠান্তর)। অতএব, হে অমরশ্রেষ্ঠ! যাহারা তোমার প্রতি (তোমার জগৎকর্তৃত্বে) সন্দেহভাবাপন্ন তাহারা মন্দাত্মা (মূঢ় বুদ্ধি)॥৬

বেদত্রয়, সাংখ্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, পশুপতিমত অর্থাৎ তন্ত্র এবং বৈষ্ণবশাস্ত্র রুচিভেদে এই সকল বিভিন্ন ধর্ম্মমার্গে অবস্থিত এবং ইহা (নিজের ধর্ম্ম) শ্রেষ্ঠ, ইহা পথ্য এইরূপে (বিতর্ককারী) ঋজুকুটিল পথগামী জনগণের নদী সকলের সমুদ্রের ন্যায় তুমি একমাত্র গম্য।

তাৎপর্য্য—বেদত্রয় (সাম ঋক্ যজু) সাংখ্য, যোগ তন্ত্র ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রভৃতি নানা ধর্ম্ম আছে। বিভিন্ন রুচি বশতঃ লোকে এই সকল বিভিন্ন ধর্ম্ম অবলম্বন করে এবং সকলেই নিজের ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ও আশ্রয়ণীয় ইহা চিন্তা করে ও কহিয়া থাকে; ইহাদের পথ কাহারও সরল, কাহারও বা কুটিল হইতে পারে, কিন্তু যে যেরূপ পথেই গমন করুক না কেন, ভিন্ন ভিন্ন ঋজু কুটিল পথগামী নদী সমূহ যেরূপ স্বয়ং অথবা পরংপরা ক্রমে একমাত্র সমুদ্রে আসিয়া পতিত হয়, তদ্রূপ তাহারা সকলে তোমাতে আসিয়াই পৌছিবে॥৭

মহোক্ষঃ খট্বাঙ্গং পরশুরজিনং ভস্ম ফণিনঃ
কপালঞ্চেতীয়ত্তব বরদ তন্ত্রোপকরণম্।
সুরাস্তাস্তামৃদ্ধিং দধতি তু ভবদ্ভ্রূ-প্রণিহিতাং
ন হি স্বাত্মারামং বিষয়-মৃগতৃষ্ণাভ্রময়তি ॥৮॥

ধ্রুবং কশ্চিৎ সর্ব্বং সকল-মপরস্ত্বধ্রুবমিদং
পরো ধ্রৌব্যাধ্রৌব্যে জগতি গদতি ব্যস্তবিষয়ে।
সমস্তেঽপ্যেতস্মিন্ পুরমথন তৈর্বিস্মিত ইব
স্তুবঞ্জিহ্রেমিত্বাং ন খলু ননু ধৃষ্টা মুখরতা ॥৯॥

হে অভীষ্ট বর দাতঃ! মহাবৃষভ, ত্রিশূল, কুঠার, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, ভস্ম, সর্প এবং নরকপাল এইগুলি তোমার কুটুম্বভরণের উপায় (উপকরণ) কিন্তু তাহা হইলেও তোমার কটাক্ষপাতে দেবতাগণ দিব্য ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। বিষয়রূপ মৃগতৃষ্ণা স্বাত্মা-রামকে (স্বকীয় আত্মাতে যিনি রমণ করেন তাঁহাকে) ভ্রান্ত করিতে পারে না (এ নিমিত্ত তোমার ঐশ্বর্য্য নাই) ॥৮

কেহ (সাংখ্য পাতঞ্জলবাদিগণ) বলেন এই সমস্ত জগৎ নিত্য (জন্মনিধনরহিত) কেহ (বৌদ্ধগণ) বলেন জগৎ অনিত্য, অপর কেহ কেহ (নৈয়ায়িকগণ) বলেন ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত বিষয়ে কতকগুলি অনিত্য হে ত্রিপুরনাশন! আমি ইহাদের কথায় চমৎকৃত হইয়া তোমার স্তব করিতে লজ্জিত হইতেছি না, (কারণ) আমার বাচালতা নির্লজ্জতার কারণ ॥৯

তবৈশ্বর্য্যং যত্নাদ্যদুপরি বিরিঞ্চির্হরিরধঃ
পরিচ্ছেত্তুং যাতাবনল-মনলস্কন্ধবপুষঃ।
ততো ভক্তিশ্রদ্ধাভরগুরু গৃণদ্ভ্যাং গিরিশ যৎ
স্বয়ং তস্থে তাভ্যাং তব কিমনুবৃত্তির্ন ফলতি ॥১০
অযত্নাদাসাদ্য ত্রিভুবন-মবৈরব্যতিকরং
দশাস্যো যদ্‌বাহূনভৃত রণকণ্ডূ-পরবশান্।
শিরঃ পদ্মশ্রেণীরচিত-চরণাম্ভোরুহবলেঃ
স্থিরায়াস্ত্বদ্ভক্তে-স্ত্রিপুরহর বিস্ফূর্জ্জিতমিদম্ ॥১১
অমুষ্য ত্বৎসেবা-সমধিগতসারং ভুজবনং
বলাৎ কৈলাসেহপি ত্বদধিবসতৌ বিক্রময়তঃ।
অলভ্যা পাতালেহপ্যলস-চলিতাঙ্গুষ্ঠ-শিরসি
প্রতিষ্ঠা ত্বয্যাসীদ্ধ্রুবমুপচিতো মুহ্যতি খলঃ ॥১২

তেজঃপুঞ্জমূর্ত্তি তুমি, তোমার ঐশ্বর্য্যের (স্থূলমূর্ত্তির) নির্ণয় করিতে ব্রহ্মা অত্যন্ত যত্নে ঊর্দ্ধদিকে এবং বিষ্ণু নিম্ন দিকে গমন করিয়াও অবধারণ করিতে পারেন নাই, তাহার পর অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত সনির্ব্বন্ধ স্তব করাতে তোমার ঐশ্বর্য্য স্বয়ং প্রকাশ পাইয়াছিলেন, অতএব তোমার সেবায় কি ফল না লাভ হয়? ১০

হে ত্রিপুরহর! রাবণ যে অনায়াসে নিষ্কণ্টক (শত্রুতারূপ-বিপত্তিহীন) ত্রিভুবন লাভ করিয়া রণকণ্ডূবশ বাহু সকল ধারণ করিয়াছিল * তাহা নিজ মস্তকরূপ পদ্ম সমূহ তোমার পাদপদ্মে ভক্তিসহ বলি দিবার প্রভাব ফলেই হইয়াছিল ॥১১

হে ভগবন্! তোমার সেবায় লব্ধবল বাহু সকল প্রাপ্ত হইয়া

---

* রাবণের পরাক্রম দর্শনে কেহ তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইত না একারণ তাহার রণকণ্ডূর নিবৃত্তি হয় নাই।

যদৃদ্ধিং সুত্রাম্ণো বরদ পরমোচ্চৈ-রপি সতী
মধশ্চক্রে বাণঃ পরিজন-বিধেয়-ত্রিভুবনঃ।
ন তচ্চিত্রং তস্মিন্ বরিবসিতরি ত্বচ্চরণয়ো
র্ন কস্যা উন্নত্যৈ ভবতি শিরসস্ত্বয্যবনতিঃ ॥১৩
অকাণ্ডব্রহ্মাণ্ড-ক্ষয়চকিত-দেবাসুর-কৃপা
বিধেয়স্যাসীদ্ যস্ত্রিনয়ন বিষং সংহৃতবতঃ।
স কল্মাষঃ কণ্ঠে তব ন কুরুতে ন শ্রিয়মহো
বিকারোঽপি শ্লাঘ্যো ভুবন-ভয়-ভঙ্গ-ব্যসনিনঃ ॥১৪

(বাহুবল লভিয়া, রাবণ) তোমারই আবাস কৈলাসে বলপূর্ব্বক বিক্রম প্রকাশ করায় * তোমার অলসভাবে পদাঙ্গুষ্ঠ কম্পন-ফলে কৈলাশ পাতালমধ্যে কিঞ্চিৎ প্রবিষ্ট হইলে রাবণের পাতালেও অলভ্য খ্যাতি লাভ হইয়াছিল। খল সমৃদ্ধ হইলে নিশ্চয়ই মোহ প্রাপ্ত হয় (হিতাহিত বিবেক শূন্য হয়) ॥১২

বাণ (বলিসুত) যে ত্রিভুবন ভৃত্যাধীন করিয়া ইন্দ্রের অতি মহতী সমৃদ্ধিকেও (ঐশ্বর্য্য) অবজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা তোমার সেবক বলিয়া তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় হয় নাই। কারণ তোমার চরণে মস্তক অবনত হইলে তাহার কি উন্নতি না হইয়া থাকে ? ১৩

হে ত্রিনয়ন! অসময়ে ব্রহ্মাণ্ডধ্বংসভয়ে † ভীত দেবাসুর

---

* কৈলাস উৎপাটন করিয়া লঙ্কায় আনিতে প্রয়াস পাইয়াছিল।
† সমুদ্রমন্থনে পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল।

অসিদ্ধার্থা নৈব ক্বচিদপি সদেবাসুরনরে
নিবর্ত্তন্তে নিত্যং জগতি জয়িনো যস্য বিশিখাঃ।
স পশ্যন্নীশ ত্বামিতরসুর-সাধারণ-মভূৎ
স্মরঃ স্মর্ত্তব্যাত্মা নহি বশিষু পথ্যঃ পরিভবঃ ॥১৫
মহী-পাদাঘাতাদ্-ব্রজতি সহসা সংশয়পদং
পদং বিষ্ণোর্ভ্রাম্যদ্ভুজ-পরিঘ-রুগ্‌ণ-গ্রহগণং।
মুহুর্দ্যৌর্দৌস্থ্যং যাত্যনিভৃত-জটা-তাড়িততটা
জগদ্রক্ষায়ৈ ত্বং নটসি নমু বামৈব বিভুতা ॥১৬

গণের উপর কৃপাপরবশ হইয়া তুমি যে বিষপান করিয়াছ, তাহাতে তোমার কণ্ঠের কালিমাতে কি অপূর্ব্ব শোভা হয় নাই? হায়! বিশ্বের ভয়ভঞ্জনে রত (পরমেশ্বরের) বিকারও প্রশংসনীয় হইয়া থাকে ॥১৪

দেবাসুর-নর-পরিব্যপ্ত জগতে যে কামদেবের নিত্য-জয়ী বাণ-সকল কখনও ব্যর্থ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয় না, সেই কামদেব তোমাকে সাধারণ দেবতাবোধে দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। জিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ মহানুভব ব্যক্তির অবমাননা কখনও হিতকর হয় না ॥১৫

তুমি জগৎ রক্ষা করিবার নিমিত্ত ত্রিপুরাসুর প্রভৃতি বধ করত তাণ্ডব নৃত্য কর, পৃথিবী কিন্তু তোমার পাদাঘাতে থাকে কি যায় এইরূপ সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে, তোমার ঘূর্ণ্যমান মুদগরাকৃতি হস্তে চন্দ্রতারকাদি গ্রহযুক্ত অন্তরীক্ষ পীড়িত হইয়া সংশয়াপন্ন

বিয়দ্ব্যাপী তারাগণ-গুণিত-ফেনোদ্গমরুচিঃ
প্রবাহো বারাং যঃ পৃষত-লঘুদৃষ্টঃ শিরসি তে।
জগদ্দ্বীপাকারং জলধিবলয়ং তেন কৃতমি
ত্যনেনৈবোন্নেয়ং ধৃতমহিম দিব্যং তব বপুঃ ॥১৭
রথঃ ক্ষোণী যন্তা শতধৃতিরগেন্দ্রো ধনুরথো
রথাঙ্গে চন্দ্রার্কৌ রথচরণপাণিঃ শর ইতি।
দিধক্ষোস্তে কোঽয়ং ত্রিপুরতৃণ-মাড়ম্বরবিধি
র্বিধেয়ৈঃ ক্রীড়ন্ত্যো ন খলু পরতন্ত্রাঃ প্রভুধিয়ঃ ॥১৮

(থাকে কি যায় এইরূপ) হয় এবং তোমার অসংবৃত (মুক্ত) জটাজূটে স্বর্গপ্রান্ত পুনঃ পুনঃ তাড়িত হওয়ায়, স্বর্গ দুস্থতা লাভ করে (সংশয়াস্পদ হয়) এইরূপে তোমার প্রভুতা অনুকূল আচরিত হইলেও প্রতিকূল হইয়া উঠে (অর্থাৎ তোমার বিভুতা দুর্জ্ঞেয়) ॥১৬

তারা সমূহে যাহার ফেনোদ্গমশোভা সম্যক বর্দ্ধিত হয়, সেই আকাশব্যাপী গঙ্গাজলপ্রবাহ তোমার মস্তকে বিন্দু অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর দৃষ্ট হয়। সেই জলই জগতকে সমুদ্রবেষ্টিত করিয়া দ্বীপাকার করিয়াছে, অতএব ইহাতেই তোমার দিব্য শরীরের মহত্ত্ব অনুমিত হয় ॥১৭

তুমি তৃণতুল্য ত্রিপুরাসুরকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইলে তোমার এত আড়ম্বরের প্রয়োজন কেন? কারণ তখন পৃথিবী তোমার রথ হইয়াছিল, ব্রহ্মা সারথি হইয়াছিলেন, সুমেরু ধনু হইয়াছিল, চন্দ্রসূর্য্য চক্র হইয়াছিল এবং চক্রধর বিষ্ণু শর হইয়াছিলেন। পরমেশ্বরের মতি স্বাধীন (নিজের অধীন) পদার্থ লইয়া ক্রীড়া করিতে কখনও পরাধীন হয় না ॥১৮

হরিস্তে সাহস্রং কমলবলিমাধায় পদয়ো
র্যদেকোনে তস্মিন্-নিজমুদহরন্নেত্রকমলম্।
গতো ভক্ত্যুদ্রেকঃ পরিণতিমসৌ চক্রবপুষা
ত্রয়াণাং রক্ষায়ৈ ত্রিপুরহর জাগর্ত্তি জগতাম্ ॥১৯
ক্রতৌ সুপ্তে জাগ্রৎ ত্বমসি ফলযোগে ক্রতুমতাং
ক্ব কর্ম্ম প্রধ্বস্তং ফলতি পুরুষারাধনমৃতে
অতস্ত্বাং সংপ্রেক্ষ্য ক্রতুষু ফলদান-প্রতিভুবং
শ্রুতৌ শ্রদ্ধাং বদ্ধা কৃতপরিকরঃ কর্ম্মসু জনঃ ॥২০

হে ত্রিপুরহর! বিষ্ণু তোমার পদে সহস্রসংখ্যক কমলের উপহার দিতে যাইয়া একটী পদ্ম ন্যূন হইলে নিজের কমলনেত্র যে উৎপাটন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন সেই ভক্তির প্রকর্ষ চক্ররূপে পরিণত হইয়া ত্রিভুবনের রক্ষার নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে ॥১৯

সমাধানান্তে যজ্ঞ ধ্বংস (শেষ) হইলে যজ্ঞকারিগণের ফলদান-বিষয়ে তুমি জাগ্রৎ থাক। কর্ম্ম নষ্ট হইলে ঈশ্বরারাধনা ব্যতিরেকে কিরূপে তাহা ফলদায়ক হয়? অতএব যজ্ঞাদি কর্ম্মে তোমাকে ফলদানের প্রতিভূ (জামিন) জানিয়া লোকে বেদবাক্যে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া বেদোক্ত কর্ম্মে দৃঢ়চেষ্ট হয়।

তাৎপর্য্য—যজ্ঞ সম্পাদন মাত্রই ফলদান করে না, সমাপনান্তে যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়, তখন নষ্ট কর্ম্ম (যজ্ঞ) আর ফলদান করিতে পারেনা, কিন্তু ফলদাতা তুমি সর্ব্বসময়ে বর্ত্তমান থাকায়

ক্রিয়াদক্ষো দক্ষঃ ক্রতুপতি-রধীশস্তনুভৃতা
মৃষীণামার্ত্বিজ্যং শরণদ সদস্যাঃ সুরগণাঃ
ক্রতুভ্রংশস্ত্বত্তঃ ক্রতুফলবিধান-ব্যসনিনো
ধ্রুবং কর্ত্তুঃ শ্রদ্ধাবিধুর-মভিচারায় হি মখাঃ ॥২১

প্রজানাথং নাথ প্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরং
গতং রোহিদ্ভূতাং রিরময়িষু মৃষ্যস্য বপুষা।
ধনুষ্পাণের্যাতং দিবমপি সপত্রাকৃতমমুং
ত্রসন্তং তেঽদ্যাপি ত্যজতি ন মৃগব্যাধরভসঃ ॥২২

লোকে যজ্ঞেশ্বর তোমাকে নষ্ট কর্ম্মের প্রতিভূস্বরূপ জানিয়া তোমার আরাধনা করিয়া যজ্ঞ ফল লাভ করে কারণ তুমিই যজ্ঞফলদাতা চৈতন্যময় পুরুষ। কর্ম্ম অনুসারে ফললাভ হইলেও সে ফলের বিধায়ক অর্থাৎ দাতা তুমি এ নিমিত্ত তোমার আরাধনার প্রয়োজন। যজ্ঞ যে তোমা ব্যতীত সুফল দিতে সমর্থ নহে পর শ্লোকে তাহাই বিশদভাবে কথিত হইয়াছে ॥২০

হে শরণদায়ক! যজ্ঞ ক্রিয়া নিপুণ প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞকর্ত্তা মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ পুরোহিত (উক্ত যজ্ঞে ঋষিগণের পৌরহিত্য ছিল) দেবগণ সদস্য, এইরূপ যজ্ঞতেও যজ্ঞফলদানকর্ত্তা তোমা হইতে যজ্ঞ নাশ হইয়াছিল। (কারণ) যজ্ঞ শ্রদ্ধাশূন্য হইলে তাহা যজ্ঞকর্ত্তার নাশের নিমিত্ত হইয়া থাকে ॥২১

হে নাথ! ব্রহ্মা কামবশে নিজ কন্যাতে বলপূর্ব্বক উপগত হইতে ইচ্ছুক হইলে সে (ভয়ে) মৃগীরূপ ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু ব্রহ্মা মৃগরূপ ধরিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলে তুমি ধনুষ্পাণি

স্বলাবণ্যাশংসা ধৃতধনুষমহ্নায় তৃণবৎ
পুরঃ প্লুষ্টং দৃষ্ট্বা পুরমথন পুষ্পায়ুধমপি।
যদি স্ত্রৈণং দেবী যমনিরত দেহার্দ্ধঘটনা-
দবৈতি ত্বামদ্ধা বত বরদ মুগ্ধা যুবতয়ঃ॥ ২৩

শ্মশানেষ্বাক্রীড়া স্মরহর পিশাচাঃ সহচরা
শ্চিতাভস্ম-লেপঃ স্রগপি নৃকরোটীপরিকরঃ।
অমঙ্গল্যং শীলং তব ভবতু নামৈবমখিলং
তথাপি স্মর্ত্তৄণাং বরদ পরমং মঙ্গলমসি॥২৪

হইয়া তাহাকে বাণবিদ্ধ করিলে, তখন ব্রহ্মা ভয়ে আকাশে যাইয়া মৃগশিরা নক্ষত্র ধারণ করিয়াও অদ্যপি তোমার বাণভয় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই॥২২

হে ত্রিপুরহর, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ! দেবী পার্ব্বতী নিজ সৌন্দর্য্যে তোমাকে বশীভূত করিবে এই আশা করিয়া পুষ্পধন্বা কামদেবকে তৎক্ষণাৎ স্বীয় সমক্ষে ভস্মীভূত হইতে দেখিয়াও (যদি তোমার) অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিতে তোমাকে স্ত্রৈণ মনে করে, তাহা হইলে হে বরদাতঃ! হায়! যুবতিরা বাস্তবিকই বড় নির্ব্বোধ॥২৩

হে স্মরহর (মদনান্তক)! তোমার শ্মশানে বিহার, পিশাচ সহচর, চিতাভস্ম অনুলেপন, নরকপাল (নরশিরোঽস্থি) মালা; এইরূপে তোমার চরিত অমঙ্গলজনক হইলেও হে বরদাতঃ! তুমি স্মরণকারিগণের পক্ষে পরম মঙ্গলময় হও (অর্থাৎ তাহাদের পরম মঙ্গল বিধান কর॥২৪

মনঃ প্রত্যক্‌চিত্তে সবিধমবধায়াত্তমরুতঃ
প্রহৃষ্যদ্রোমাণঃ প্রমদসলিলোৎসঙ্গিত-দৃশঃ।
যদালোক্যাহ্লাদং হ্রদইব নিমজ্জ্যামৃতময়ে
দধত্যন্তস্তত্ত্বং কিমপি যমিনস্তৎ কিল ভবান্॥২৫
ত্বমর্কস্ত্বং সোমস্ত্বমসি পবনস্ত্বং হুতবহ
স্ত্বমাপস্ত্বং ব্যোম ত্বমুধরণিরাত্মা ত্বমিতি চ।
পরিচ্ছিন্নামেবং ত্বয়ি পরিণতা বিভ্রতু গিরং
ন বিদ্মস্তৎ তত্ত্বং বয়মিহ তু যৎত্বং ন ভবসি॥২৬
ত্রয়ীং তিস্রো বৃত্তীস্ত্রিভুবনমথো ত্রীনপি স্বরা
নকারাদ্যৈর্বর্ণৈস্ত্রিভিরভিদধত্তীর্ণবিকৃতি।
তুরীয়ন্তে ধাম ধ্বনিভি-ররুন্ধানমণুভিঃ
সমস্তং ব্যস্তং ত্বাং শরণদ গৃণাত্যোমিতি পদম॥২৭

সংযমী যোগীগণ পূরকাদি বহুপ্রকারে প্রাণায়াম করিয়া অন্তর্মুখ (বহির্মুখ প্রতিনিবৃত্ত) মনকে চিত্তে নিরোধ পূর্ব্বক পুলকিতাঙ্গ ও আনন্দাশ্রুপূর্ণ নেত্র হইয়া হৃদয়ে যে অনির্ব্বচনীয় পদার্থ দর্শন করত অমৃতময় হ্রদে নিমজ্জিতের ন্যায় আনন্দলাভ করেন সে পদার্থ তুমি॥২৫

তুমি সূর্য্য, তুমি চন্দ্র, তুমি বায়ু, তুমি অগ্নি, তুমি জল, তুমি আকাশ, তুমি ক্ষিতি, তুমি আত্মা, অর্থাৎ যজমান (অষ্টমূর্ত্তি); পরিপকবুদ্ধি ব্যক্তিরা অসীম তুমি, তোমার বিষয়ে এইরূপ সীমা-বোধক বাক্য বলিয়া থাকেন, কিন্তু জগতে তুমি যাহা নহ সে যে কি বস্তু তাহা আমরা জানি না (পরিপকবুদ্ধি ব্যক্তিরা—বিদ্রূপোক্তি—অপরিপকবুদ্ধি ব্যক্তি ইহা ভাবার্থ)॥২৬

হে শরণদ (আর্ত্তভয়হারক) ওম্ এই পদটী (অক্ষর) তিন

ভবঃ সর্ব্বোরুদ্রঃ পশুপতিরথোগ্রঃ সহমহাং
স্তথা ভীমেশানাবিতি যদভিধানাষ্টকমিদং।
অমুষ্মিন্ প্রত্যেকং প্রবিচরতি দেব শ্রুতিরপি
প্রিয়ায়াস্মৈ ধাম্নে প্রবিহিত-নমস্যোঽস্মি ভবতে ॥২৮
নমোনেদিষ্ঠায় প্রিয়দব দবিষ্ঠায় চ নমো
নমঃ ক্ষোদিষ্ঠায় স্মরহর মহিষ্ঠায় চ নমঃ।
নমোবর্ষিষ্ঠায় ত্রিনয়ন যবিষ্ঠায় চ নমো
নমঃ সর্ব্বস্মৈ তে তদিদমিতি সর্ব্বায় চ নমঃ ॥২৯

অক্ষরে (ঋক, যজু, সাম) বেদত্রয় (জাগত স্বপ্ন সুষুপ্তি) তিন অবস্থা (ভূর্ভুবঃস্বঃ) তিন ভুবন (ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর) তিন দেবতা প্রতিপাদন করিয়া ব্যষ্টি সমষ্টিরূপে (পৃথক্ প্রপঞ্চস্বরূপে এবং সর্ব্বাত্মকরূপে) তোমার স্তব করে এবং উহা সূক্ষ্মধ্বনি ও উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিৎ তিনস্বরে কিঞ্চিৎ উচ্চারণ করত তোমার সর্ব্ববিকার বর্জ্জিত, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির অতীত চতুর্থ অবস্থা—অখণ্ড চৈতন্য স্বরূপেরও স্তব করে ॥২৭

হে দেব তোমার ভব, সর্ব্ব, রুদ্র, পশুপতি উগ্র মহাদেব, ভীম, ও ঈশান এই যে আটটী নাম ইহাদের এক একটীতেই বেদ (পুরাণাদিশাস্ত্র) তোমাকে বুঝাইবার নিমিত্ত বর্ত্তমান আছে। আমি তোমার প্রীতিরনিমিত্ত সেই অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ তোমাকে বাঙ্‌মনোদেহে প্রণিপাত করি ॥২৮

হে নির্জ্জনারণ্যপ্রিয়! তুমি অতি নিকটে (ভক্তের হৃদয়ে) বর্ত্তমান আছ তোমাকে নমস্কার, এবং তুমি অতিদূরে (অভক্তের

বহলরজসে বিশ্বোৎপত্তৌ ভবায় নমোনমঃ
প্রবলতমসে তৎসংহারে হরায় নমো নমঃ।
জনসুখকৃতে সত্ত্বোদ্রিক্তৌ মৃড়ায় নমো নমঃ
প্রমহসিপদে নিস্ত্রৈগুণ্যে শিবায় নমো নমঃ ॥৩০

কৃশপরিণতি চেতঃ ক্লেশবশ্যং ক চেদং
ক চ তব গুণ-সীমোল্লঙ্ঘিনী শশ্বদৃদ্ধিঃ।
ইতি চকিত-মমন্দীকৃত্য মাং ভক্তিরাধাদ্
বরদ চরণয়োস্তে বাক্যপুষ্পোপহারম্ ॥৩১

বহুদূরে) বর্ত্তমান আছ তোমাকে নমস্কার। হে স্মরহর ! তুমি ক্ষুদ্রতম (নিরাকাররূপে অতিসূক্ষ্ম) তোমাকে নমস্কার। তুমি মহত্তম (সর্ব্বাত্মকরূপে বিশ্বরূপ) তোমাকে নমস্কার। হে ত্রিনয়ন ! তুমি বৃদ্ধতম (পুরাতন সকলের আদি) তোমাকে নমস্কার এবং তুমি যুবতম (প্রলয়ের পরেও বর্ত্তমান থাকিবে) তোমাকে নমস্কার। এবং তুমি প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ সর্ব্ববস্তুর অধিষ্ঠান সর্ব্বস্বরূপ তোমাকে নমস্কার ॥২৯

তুমি বিশ্বের উৎপত্তির জন্য রজোগুণবহুল ব্রহ্মমূর্ত্তি ধারণ কর তোমাকে নমস্কার, তুমি বিশ্ব সংহারের নিমিত্ত তমোগুণ-প্রবল হরমূর্ত্তি ধারণ কর তোমাকে নমস্কার, তুমি লোক সুখের (পালনের নিমিত্ত) সত্ত্বগুণাধিক বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারণ কর তোমাকে নমস্কার, এবং তুমি (অমৃতের নিমিত্ত) ত্রিগুণের অতীত মায়াবর্জ্জিত জ্যোতির্ময় শিবমূর্ত্তি ধারণ কর তোমাকে নমস্কার ॥৩০

আমার রাগদ্বেষাদির বশীভূত অল্পবিষয়ক জ্ঞান কোথায় আর

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥৩২

কুসুমদশননামা সর্ব্বগন্ধর্ব্বরাজঃ
শিশুশশধর-মৌলের্দেবদেবস্য দাসঃ।
স গুরুনিজমহিম্নো ভ্রষ্ট এবাস্য রোষাৎ-
স্তবনমিদমকার্ষীদ্-দিব্যদিব্যং মহিম্নঃ ॥৩৩

তোমার অপার গুণবিশিষ্ট নিত্য মহিমাই বা কোথায়? আমি এইহেতু ভীত, কিন্তু হে বরদ! ভক্তি আমাকে বলপূর্ব্বক তোমার চরণে স্তব বাক্যের পুষ্পোপহার অর্পণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে ॥৩১

হে ঈশ্বর! নীলগিরিসম যদি মসী (কালি) হয়, সমুদ্র যদি মস্যাধার হয়, কল্পতরুশাখা যদি লেখনী (কলম) হয়, পৃথিবী যদি পত্র হয় এবং সরস্বতী চিরকাল ধরিয়া লিখিতে থাকেন তাহা হইলেও হে ঈশ্বর! তোমার গুণ লিখিয়া শেষ করিতে পারেন না ॥৩২

চন্দ্রশেখর মহাদেবের দাস পুষ্পদন্তনামে গন্ধর্ব্বরাজ মহাদেবের ক্রোধে নিজের মহামহিমাচ্যুত হইয়া তাঁহার মহিমায় এই অত্যুত্তম (সর্ব্বোৎকৃষ্ট) স্তব করিল ॥৩৩

সুরবর-মণিপূজ্যং স্বর্গমোক্ষৈকহেতুং
পঠতি যদি মনুষ্যঃ প্রাঞ্জলির্নান্যচেতাঃ।
ব্রজতি শিবসমীপং কিন্নরৈঃ স্তূয়মানঃ
স্তবনমিদ মমোঘং পুষ্পদন্তপ্রণীতম্ ॥৩৪

শ্রীপুষ্পদন্তমুখপঙ্কজ-নির্গতেন
স্তোত্রেণ কিল্বিষহরেণ হরপ্রিয়েণ
কণ্ঠস্থিতেন পঠিতেন গৃহস্থিতেন
সুপ্রীণিতো ভবতি ভূতপতির্মহেশঃ ॥৩৫

ইতি শ্রীপুষ্পদন্তবিরচিতো মহিম্নঃ স্তবঃ সমাপ্ত ॥

তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশোঽসি মহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ ॥

যে মনুষ্য দেবগণ-পূজিত স্বর্গ ও মুক্তির হেতু পুষ্প-দন্ত প্রণীত এই অব্যর্থ স্তবগুলি যুক্তকরে অনন্যচিত্তে পাঠ করে, সে কিন্নরগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া শিবসমীপে গমন করে ॥৩৪

শ্রীপুষ্পদন্তের মুখপদ্ম হইতে নির্গত পাপহর শিবপ্রিয় এই স্তব সমাহিত হইয়া পাঠ করিলে বা কণ্ঠস্থ করিলে ভূতপতি মহেশ্বর তাহার উপর অতিশয় প্রীত হন ॥৩৫

হে মহেশ্বর ! তুমি কিরূপ আমি তোমার তত্ত্ব জানি না, হে মহাদেব ! তুমি যেরূপ হও আমি সেইরূপ তোমাকে নমস্কার করি ॥৩৬

ইতি শিব মহিম্ন স্তব সমাপ্ত।

শ্রীবিষ্ণোর্নামাষ্টকস্তোত্রম্।

অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনম্।
হংসং নারায়ণঞ্চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভম্ ॥ ১
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং পাপং তস্য ন বিদ্যতে।
শত্রুসৈন্যং ক্ষয়ং যাতি দুঃস্বপ্নঃ সুস্বপ্নো ভবেৎ ॥ ২
গঙ্গায়াং মরণঞ্চৈব দৃঢ়া ভক্তিশ্চ কেশবে।
ব্রহ্মবিদ্যা-প্রবোধশ্চ তস্মান্নিত্যং পঠেন্নরঃ ॥ ৩

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণে শ্রীবিষ্ণোর্নামাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্।

শ্রীবিষ্ণোঃ ষোড়শনামস্তোত্রম্।

ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনম্।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্ ॥ ১

বিষ্ণুরনামাষ্টক স্তোত্র।

অচ্যুত, কেশব, বিষ্ণু, হরি, সত্য জনার্দ্দন, হংস, নারায়ণ এই আটটি মঙ্গলজনক নাম যে নিত্য ত্রি-সন্ধ্যা পাঠ করে, তাহার পাপ থাকে না, তাহার শত্রুদল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং সে দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলেও তাহা সুস্বপ্ন হইয়া থাকে। ২ তাহার গঙ্গায় মৃত্যু হয়। কেশবে দৃঢ় ভক্তি হয় এবং শাস্ত্রবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইয়া থাকে। অতএব মনুষ্যের ইহা নিত্য পঠনীয়। ৩

শ্রীবিষ্ণুর ষোড়শনাম স্তোত্র।

ঔষধ সেবনে বিষ্ণু, ভোজনে জনার্দ্দন, শয়নকালে পদ্মনাভ (যাহার নাভি হইতে পদ্ম উত্থিত হইয়াছে, অর্থাৎ হরি) এবং

যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমম্।
নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে॥ ২
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদনম্।
কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনম্॥ ৩
জলমধ্যে বরাহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনম্।
গমনে বামনঞ্চৈব সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্॥ ৪
ষোড়শৈতানি নামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ৫

ইতি শ্রীবিষ্ণোঃ ষোড়শনামস্তোত্রং সমাপ্তম্॥

বিবাহকালে প্রজাপতি চিন্তা করিবে॥১ যুদ্ধের সময় চক্রধর দেব, প্রবাসে ত্রিবিক্রম, তনুত্যাগ কালে নারায়ণ এবং প্রিয় মিলন সময়ে শ্রীধর চিন্তা করিবে॥২ দুঃস্বপ্ন দর্শন হইলে গোবিন্দের স্মরণ করিবে সংকটের সময় মধুসূদন স্মরণ করিবে, বনে নরসিংহ এবং অগ্নিভয়ে জলশায়ী (বিষ্ণু) স্মরণ করিবে॥৩ জলমধ্যে বরাহ, পর্ব্বতে রঘুনন্দন (রামচন্দ্র) গমনকালে বামন এবং সর্ব্ব কার্য্যে মাধবের স্মরণ করিবে॥৪

যে প্রাতঃকালে উঠিয়া এই ষোড়শ নাম পাঠ করে, সে সর্ব্ব পাপ মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়॥৫

শ্রীবিষ্ণোরষ্টাবিংশতি-নাম-স্তোত্রম্।

অর্জ্জুন উবাচ।

কিং নু নামসহস্রাণি জপ্যন্তে চ পুনঃ পুনঃ।
যানি নামানি দিব্যানি তানি চাচক্ষ্ব কেশব ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ।

মৎস্যং কূর্ম্মং বরাহঞ্চ বামনঞ্চ জনার্দ্দনম্।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং মাধবং মধুসূদনম্ ॥ ২
পদ্মনাভং সহস্রাক্ষমুপেন্দ্রং বনমালিনম্।
গোবর্দ্ধনং হৃষীকেশং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩
বিশ্বরূপং বাসুদেবং রামং নারায়ণং হরিম্।
দামোদরং শ্রীধরঞ্চ বেদাঙ্গং গরুড়ধ্বজম্।
অনন্তং কৃষ্ণগোপালং জপতো নাস্তি পাতকম্ ॥ ৪

শ্রীবিষ্ণুর অষ্টাবিংশতি নাম স্তোত্র।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন হে কেশব! ভক্তগণ পুনঃ পুনঃ যে নামাবলী জপ করিয়া থাকেন এবং যে নামনিচয় অত্যন্ত মনোহর আপনি তাহা আমাকে বর্ণন করুন ॥১

শ্রীভগবান্ বলিলেন। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন, জনার্দ্দন, গোবিন্দ, পুণ্ডরীকাক্ষ, মাধব, মধুসূদন ॥২ পদ্মনাভ, সহস্রাক্ষ, উপেন্দ্র, বনমালী, গোবর্দ্ধন, হৃষীকেশ, বৈকুণ্ঠ, পুরুষোত্তম ॥৩ বিশ্বরূপ, বাসুদেব, রাম, নারায়ণ, হরি, দামোদর, শ্রীধর, বেদাঙ্গ,

ধেনুকোটিপ্রদানস্য হয়মেধশতস্য চ।
কন্যাদানসহস্রাণাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥ ৫
অমায়াং বা পৌর্ণমাস্যামেকাদশ্যাং তথৈব চ।
সন্ধ্যাকালে স্মরন্নিত্যং প্রাতঃকালে তথৈব চ॥ ৬
মধ্যাহ্নে চ জপন্নিত্যং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৭

ইতি শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিষ্ণোরষ্টাবিংশতিনামস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

বিষ্ণোঃ শতনামস্তোত্রম্।

নারদ উবাচ।

ওঁ বাসুদেবং হৃষীকেশং বামনং জলশায়িনম্।
জনার্দ্দনং হরিং কৃষ্ণং শ্রীপতিং গরুড়ধ্বজম্॥ ১
বারাহং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহং নরকান্তকম্।
অব্যক্তং শাশ্বতং বিষ্ণুমনন্তমজমব্যয়ম্॥ ২

গরুড়ধ্বজ।৪ অনন্ত কৃষ্ণ গোপাল এই কয় (২৮) নাম জপ করিলে পাপ থাকিতে পায় না, মানব কোটী গোদান, শত অশ্বমেধ।৫ এবং সহস্র কন্যা দানের ফললাভ করে।

মানব সতত (এই নাম) অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশী।৬ এবং সন্ধ্যাকালে ও প্রাতঃকালে স্মরণ করিলে এবং মধ্যাহ্নে জপ করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়।৭

শ্রীবিষ্ণুর শতনাম স্তোত্র।

নারদ বলিলেন। বাসুদেব, হৃষীকেশ, বামন, জলশায়ী, জনার্দ্দন, হরি, কৃষ্ণ, শ্রীপতি, গরুড়ধ্বজ,।১ বারাহ, পুণ্ডরীকাক্ষ, (শ্বেত পদ্মের ন্যায় নেত্র) নৃসিংহ, নরকান্তক, অব্যক্ত শাশ্বত

নারায়ণং গদাধ্যক্ষং গোবিন্দং কীর্ত্তিভাজনম্।
গোবর্দ্ধনোদ্ধরং দেবং ভূধরং ভুবনেশ্বরম্॥ ৩
বেত্তারং যজ্ঞপুরুষং যজ্ঞেশং যজ্ঞবাহকম্।
চক্রপাণিং গদাপাণিং শঙ্খপাণিং নরোত্তমম্॥ ৪
বৈকুণ্ঠং দুষ্টদমনং ভূগর্ভং পীতবাসসম্।
ত্রিবিক্রমং ত্রিকালজ্ঞং ত্রিমূর্ত্তিং নন্দনন্দনম্॥ ৫
রামং রামং হয়গ্রীবং ভীমং রৌদ্রং ভবোদ্ভবম্।
শ্রীনাথং শ্রীধরং শ্রীশং মঙ্গলং মঙ্গলায়ুধম্॥ ৬
দামোদরং দমোপেতং কেশবং কেশিসূদনম্।
বরেণ্যং বরদং বিষ্ণুং মানদং বসুদেবজম্॥ ৭
হিরণ্যরেতসং দীপ্তং পুরাণং পুরুযোত্তমম্।
সকলং নিষ্কলং শুদ্ধং নিগুর্ণং গুণশাশ্বতম্॥৮

(নিত্য) বিষ্ণু অনন্ত অজ (জন্মরহিত) অব্যয়।২। নারায়ণ গদাধ্যক্ষ, গোবিন্দ, কীর্ত্তিভাজন, গোবর্দ্ধনধর দেব ভূধর ভুবনেশ্বর।৩। বেত্তা (যিনি সকল জানেন) যজ্ঞপুরুষ, যজ্ঞেশ, যজ্ঞবাহক, চক্রপাণি, গদাপাণি, শঙ্খপাণি, নরোত্তম।৪। বৈকুণ্ঠ দুষ্টদমন, ভূগর্ভ, পীতবাস। ত্রিবিক্রম (স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালে যাঁহার তিন পদ আছে) ত্রিকালজ্ঞ (বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ এই তিনকালজ্ঞ) ত্রিমূর্ত্তি (ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর) নন্দনন্দন।৫। রাম, রাম (বলরাম) হয়গ্রীব, ভীম, রৌদ্র, ভবোদ্ভব, শ্রীপতি, শ্রীধর শ্রীশ, মঙ্গল, মঙ্গলায়ুধ।৬। দামোদর, দমোপেত, কেশব, কেশিসূদন, বরেণ্য, বরদ, বিষ্ণু মানদ বসুদেবজ।৭। হিরণ্যরেতা দীপ্ত পুরাণ পুরুষোত্তম সকল, (কলা সহিত অবস্থিত) নিষ্কল (কলা-অংশহীন)

হিরণ্যতনুসঙ্কাশং সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্।
মেঘশ্যামং চতুর্ব্বাহুং কুশলং কমলেক্ষণম্॥ ৯
জ্যোতীরূপমরূপঞ্চ স্বরূপং রূপসংস্থিতম্।
সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বরূপস্থং সর্ব্বেশং সর্ব্বতোমুখম্ ১০
জ্ঞানং কূটস্থমচলং জ্ঞানদং পরমং প্রভুম্।
যোগীশং যোগনিষ্ণাতং যোগিনং যোগরূপিণম্॥ ১১
ঈশ্বরং সর্ব্বভূতেশং বন্দে ভূতময়ং বিভুম্।
ইতি নামশতং দিব্যং বৈষ্ণবং খলু পাপহম্॥ ১২
ব্যাসেন কথিতং পূর্ব্বং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় স ভবেৎ বৈষ্ণবো নরঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ১৩

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুশতনামস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শুদ্ধ, নির্গুণ, গুণশাশ্বত ॥৮ হিরণ্যতনুসংকাশ, সূর্য্যাযুতসমপ্রভ, মেঘশ্যাম, চতুর্ব্বাহু, কুশল, কমলেক্ষণ।॥৯ জ্যোতিরূপ, অরূপ স্বরূপ, রূপসংস্থিত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বরূপস্থ, সর্ব্বেশ, সর্ব্বতোমুখ। ১০। জ্ঞান কূটস্থ অচল, জ্ঞানদ, পরমপ্রভু, যোগীশ যোগনিষ্ণাত যোগী, যোগরূপী। ১১ সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, ভূতময়, প্রভুকে বন্দনা করি, বিষ্ণুর এই দিব্য শতনাম নিশ্চিত পাপনাশক। ১২। পূর্ব্বকালে ব্যাসদেবকথিত সর্ব্বপাপপ্রণাশন (এই শত নাম) যে প্রাতঃকালে উঠিয়া পাঠ করে সে বৈষ্ণব হয় (বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ)। ১৩। মানব (ইহা পাঠ করিলে) সর্ব্বপাপ হইতে বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া বিষ্ণুর সাযুজ্য (মুক্তি) লাভ করে, সহস্র চান্দ্রায়ণ (ব্রত), শত কন্যাদান। ১৪। সহস্র লক্ষ গো-দান ফল লাভ করিয়া মুক্তিভাগী হইয়া থাকে, এবং পবিত্র অযুত অশ্বমেধ যজ্ঞফল লাভ করে।

শ্রীমদচ্যুতাষ্টকম্ ।

অচ্যুতাচ্যুত হরে পরমাত্মন্ রামকৃষ্ণপুরুষোত্তমবিষ্ণো ।
বাসুদেব ভগবন্ননিরুদ্ধ শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥১
বিশ্বমঙ্গল বিভো জগদীশ নন্দনন্দন নৃসিংহ নরেন্দ্র ।
মুক্তিদায়ক মুকুন্দ মুরারে শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥২
রামচন্দ্র রঘুনায়ক দেব দীননাথ দুরিতক্ষয়কারিন্ ।
যাদবেন্দ্র যদুভূষণ যজ্ঞ শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম ॥৩
দেবকীতনয় দুঃখদবাগ্নে রাধিকারমণ রম্যসুমূর্ত্তে ।
দুঃখমোচন দয়ার্ণব নাথ শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥৪

শ্রীমৎ অচ্যুতাষ্টক ।

হে অব্যয়, হে অচ্যুত, হে হরে, হে পরমাত্মন্ হে রাম হে কৃষ্ণ হে পুরুষোত্তম বিষ্ণো হে বাসুদেব হে ভগবন্ হে অনিরুদ্ধ হে শ্রীপতে আমার অশেষ দুঃখ নাশ কর ।১।

হে বিশ্বমঙ্গল বিভো, জগদীশ, নন্দনন্দন, নৃসিংহ, নরেন্দ্র, মুক্তিদায়ক, মুকুন্দ, মুরারে, শ্রীপতে আমার অশেষ দুঃখ নাশ কর । ২ ।

হে রামচন্দ্র, হে রঘুনায়ক, হে দেব, হে দীননাথ, হে দুরিতক্ষয়-কারিন্, হে যাদবেন্দ্র, হে যদুভূষণ, হে যজ্ঞ, (যজ্ঞবরাহরূপ-ধারিন্) শ্রীপতে আমার অশেষ দুঃখ নাশ কর । ৩ ।

হে দেবকীতনয়, হে দুঃখবনের দাহক অগ্নিস্বরূপ, হে রাধিকা-রমণ, হে রম্য, হে সুমূর্ত্তে, হে দুঃখমোচন, হে দয়ারসাগর, হে নাথ, হে শ্রীপতে আমার অশেষ দুঃখ নাশ কর । ৪ ।

গোপিকাবদনচন্দ্রচকোর নিত্য নির্গুণ নিরঞ্জনজিষ্ণো।
পূর্ণরূপ জয় শঙ্কর সর্ব্ব শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥৫
গোকুলেশ গিরিধারণ ধীর যমুনাচ্ছতটখেলনবীর।
নারদাদিমুনিবন্দিতপাদ শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥৬
দ্বারকাধিপ দুস্তরগুণাব্ধে প্রাণনাথ পরিপূর্ণ ভবারে।
জ্ঞানগম্য গুণসাগর ব্রহ্মন্ শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥৭
দুষ্টনির্দলন দেব দয়ালো পদ্মনাভ ধরণীধর ধর্ম্মিন্।
রাবণান্তক রমেশ মুরারে শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥৮

হে গোপীগণের বদন-চন্দ্রের চকোর স্বরূপ, হে নিত্য নির্গুণ নিরঞ্জন জয়িন্, হে পূর্ণরূপ, হে জয়শীল কল্যাণকর সর্ব্বস্বরূপ শ্রীপতে আমার অশেষ দুঃখ নাশ কর। ৫।

হে গোকুলেশ্বর, হে গিরিধারণে ধীর, হে যমুনা-নির্ম্মল-তট-খেলন বীর, নারদাদিমুনি তোমার পাদপদ্ম বন্দনা করেন, হে শ্রীপতে আমার অশেষ দুঃখ নাশ কর। ৬।

হে দ্বারকার অধীশ্বর, হে দুস্তর গুণসমুদ্র (অপার মহিম) হে প্রাণনাথ, হে পূর্ণস্বরূপ, হে প্রাণিগণের উৎপত্তি-নাশক, হে জ্ঞানের গম্য, গুণসাগর ব্রহ্মন্ শ্রীপতে আমার অশেষ দুঃখ নাশ কর। ৭।

হে দুষ্টের নির্দ্দলনকারিন্, হে দেব, হে দয়ালো, হে পদ্মনাভ হে ধরণীধর, হে ধর্ম্মিন্, হে রাবণান্তক, রমাপতে মুরারে শ্রীপতে আমার অশেষ দুঃখ নাশ কর। ৮।

অচ্যুতাষ্টকমিদং রমণীয়ং নির্ম্মিতং ভবভয়ং বিনিহন্তুম্ :
যঃ পঠেদ্বিষয়াবৃত্তি-নিবৃত্তির্জন্ম-দুঃখমখিলং স জহাতি ॥৯

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং অচ্যুতাষ্টকং-সমাপ্তম্।

শ্রীহরিনামাষ্টকম্।

শ্রীকেশবাচ্যুত মুকুন্দ রথাঙ্গপাণে
　গোবিন্দ মাধব জনার্দ্দন দানবারে।
নারায়ণামরপতে ত্রিজগন্নিবাস
　জিহ্বে জপেতি সততং মধুরাক্ষরাণি ॥ ১

শ্রীদেবদেব মধুসূদন শার্ঙ্গপাণে
　দামোদরার্ণব-নিকেতন কৈটভারে।
বিশ্বম্ভরাভবণ-ভূষিত ভূমিপাল
　জিহ্বে জপেতি সততং মধুরাক্ষরাণি ॥ ২

যে বিষয়-ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া ভবভয় নাশ করিবার নিমিত্ত এই রমণীয় অচ্যুতাষ্টক পাঠ করে সে জন্মের অখিল দুঃখ দূর করে। ৯।

ইতি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বিরচিত অচ্যুতাষ্টক স্তোত্র সমাপ্ত।

হরিনামাষ্টক।

হে শ্রীকেশব, অচ্যুত, মুকুন্দ, চক্রপাণি, গোবিন্দ, মাধব, জনার্দ্দন, দানবারি, নারায়ণ, দেবপতি, ত্রিভুবন-নিবাস! আমার রসনা সর্ব্বদা এই মধুরাক্ষরময় নামগুলি জপ কর। ১।

শ্রীদেবদেব, মধুসূদন, শার্ঙ্গধর, দামোদর, সমুদ্রাবাস কৈটভারে

শ্রীপদ্মলোচন গদাধর পদ্মনাভ -
পদ্মেশ পদ্মপদ পাবন পদ্মপাণে।
পীতাম্বরাম্বররুচে রুচিরাবতার
জিহ্বে জপেতি সততং মধুরাক্ষরাণি ॥ ৩

শ্রীকান্ত কৌস্তুভধরার্ত্তিহরাব্জপাণে
বিষ্ণু ত্রিবিক্রম মহাধর ধর্ম্মসেতো।
বৈকুণ্ঠবাস বসুধাধিপ বাসুদেব
জিহ্বে জপেতি সততং মধুরাক্ষরাণি ॥৪

শ্রীনারসিংহ নরকান্তক কান্তমূর্ত্তে
লক্ষ্মীপতে গরুড়বাহন শেষশায়িন্।
কেশিপ্রণাশন সুকেশ কিরীট-মৌলে
জিহ্বে জপেতি সততং মধুরাক্ষরাণি ॥৫

বিশ্বম্ভর, অলঙ্কারভূষিত ভূমিপাল! আমার রসনা সর্ব্বদা এই মধুরাক্ষরময় নামগুলি জপ কর। ২।

শ্রীপদ্মলোচন, গদাধর, পদ্মনাভ, পরমেশ, পদ্মচরণ, পাবন, পদ্মহস্ত, পীতাম্বর, আকাশ-কান্তি, রুচিরাবতার! আমার রসনা সর্ব্বদা এই মধুরাক্ষরময় নামগুলি জপ কর। ৩।

শ্রীকান্ত, কৌস্তুভধর, আর্ত্তিহর, পদ্মহস্ত, বিষ্ণু, ত্রিবিক্রম, মহীধর, ধর্ম্মসেতু বৈকুণ্ঠবাস, পৃথিবীপতি, বাসুদেব! আমার রসনা সর্ব্বদা এই মধুরাক্ষরময় নামগুলি জপ কর। ৪।

শ্রীনারসিংহ, নরকান্তক, সুন্দরমূর্ত্তি, লক্ষ্মীপতে, গরুড়বাহন, শেষশায়িন্, কেশিনাশন, সুকেশ, মস্তকে কিরীটধারিন্! আমার রসনা সর্ব্বদা এই মধুরাক্ষরময় নামগুলি জপ কর। ৫।

শ্রীবৎসলাঞ্ছন সুরর্ষভ শঙ্খপাণে
কল্পান্ত-বারিধি-বিহার হরে মুরারে।
যজ্ঞেশ যজ্ঞময় যজ্ঞভুগাদিদেব
জিহ্বে জপেতি সততং মধুরাক্ষরাণি ॥৬
শ্রীরাম রাবণরিপো রঘুবংশকেতো
সীতাপতে দশরথাত্মজ রাজসিংহ ॥
সুগ্রীবমিত্র মৃগবেধন চাপপাণে
জিহ্বে জপেতি সততং মধুরাক্ষরাণি ॥৭
শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিবর যাদব রাধিকেশ
গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ কংসবিনাশ শৌরে।
গোপাল বেণুধর পাণ্ডুসুতৈকবন্ধো
জিহ্বে জপেতি সততং মধুরাক্ষরাণি ॥৮

শ্রীবৎসলাঞ্ছন, দেবশ্রেষ্ঠ, শঙ্খপাণে, প্রলয়বারি-বিহারিন্, হরে, মুরারে, যজ্ঞেশ, যজ্ঞময়, যজ্ঞভুক্, আদিদেব! আমার রসনা সর্ব্বদা এই মধুরাক্ষরময় নামগুলি জপ কর ॥ ৬

শ্রীরাম, রাবণরিপো, রঘুবংশধ্বজ, সীতাপতে, দশরথসুত, রাজসিংহ, সুগ্রীবমিত্র, মৃগবেধন, ধনুর্হস্ত! আমার রসনা সর্ব্বদা এই মধুরাক্ষরময় নামগুলি জপ কর ॥ ৭

শ্রীকৃষ্ণ, বৃষ্ণিবংশতিলক, যাদব, রাধিকেশ, গোবর্দ্ধন ধারণ, কংসনাশিন্, শৌরে, গোপাল, বেণুধর, পাণ্ডুপুত্রের প্রধান বন্ধু! আমার জিহ্বা সর্ব্বদা এই মধুরাক্ষরময় নামগুলি জপ কর ॥ ৮

ইত্যষ্টকং ভগবতঃ সততং নরো যো
নামাঙ্কিতং পঠতি নিত্যমনন্যচেতাঃ।
বিষ্ণোঃ পরং পদমুপৈতি পুনর্ন জাতু
মাতুঃ পয়োধর-রসং পিবতীহ সত্যম্॥৯

ইতি শ্রীপরমহংস-স্বামি-ব্রহ্মানন্দ-কৃতং শ্রীহরিনামাষ্টক-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥

শ্রীহরিশরণাষ্টকম্।

ধ্যেয়ং বদন্তি শিবমেব হি কেচিদন্যে
শক্তিং গণেশমপরে তু দিবাকরং বৈ।
রূপৈস্তু তৈরপি বিভাসি যতস্ত্বমেব
তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম শঙ্খপাণে॥ ১

ভগবানের নামাঙ্কিত এই স্তবাষ্টক যে মনুষ্য নিত্য অনন্যচিত্তে সর্ব্বদা পাঠ করে সে বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয়, আর কখনও মাতৃস্তনরস পান করে না॥ ৯

শ্রীহরি শরণাষ্টক।

কেহ কেহ বলেন শিবের ধ্যান করাই কর্ত্তব্য, কেহ বলেন শক্তির ধ্যান করা উচিত, অপর কেহ কেহ গণেশকে ধ্যান করিতে কহেন এবং কেহ কেহ বা সূর্য্যের ধ্যান করাই বিহিত বলেন, কিন্তু হে শঙ্খপাণি তুমি যখন সেই (চারি) রূপেই বিরাজমান তখন তোমারই শরণ লইলাম॥ ১

নো সোদরো ন জনকো জননী ন জায়া
নৈবাত্মজো ন চ কুলং বিপুলং বলং বা।
সংদৃশ্যতে ন কিল কোঽপি সহায়কো মে
তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম শঙ্খপাণে॥ ২

নোপাসিতা মদমপাস্য ময়া মহান্ত-
স্তীর্থানি চাস্তিকধিয়া নহি সেবিতানি।
দেবার্চ্চনঞ্চ বিধিবন্ন কৃতং কদাপি
তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম শঙ্খপাণে॥ ৩

দুর্ব্বাসনা মম সদা পরিকর্ষয়ন্তি
চিত্তং শরীরমপি রোগগণা দহন্তি।
সঞ্জীবনঞ্চ পরহস্তগতং সদৈব
তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম শঙ্খপাণে॥ ৪

আমার সহোদর, জনক, জননী জায়া পুত্র, কুল, বিপুল বল অথবা কোন সহায় নাই অতএব, হে শঙ্খপাণি আমি তোমার শরণ লইলাম॥ ২

আমি অহঙ্কার পরিহার পূর্ব্বক মহতের উপাসনা করি নাই, আস্তিক বুদ্ধিতে তীর্থাদি সেবা করি নাই, কিংবা কোনও দিন বিধিপূর্ব্বক দেবপূজাও করি নাই, এ নিমিত্ত, হে শঙ্খপাণি তোমার শরণ লইলাম॥ ৩

দুর্ব্বাসনা সর্ব্বদা আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে, ব্যাধি-সমূহ দেহকে দগ্ধ করিতেছে এবং জীবন সর্ব্বদা পরহস্তগত, অতএব হে শঙ্খপাণি তোমার শরণ লইলাম॥ ৪

পূর্ব্বং কৃতানি দুরিতানি ময়া তু যানি
স্মৃত্বাখিলানি হৃদয়ং পরিকম্পতে মে।
খ্যাতা চ তে পতিতপাবনতা তু যস্মাৎ
তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম শঙ্খপাণে ॥ ৫

দুঃখং জরাজননজং বিবিধাশ্চ রোগাঃ
কাক-শ্ব-শূকর-জনির্নিরয়ে চ পাতঃ।
তে বিস্মৃতেঃ ফলমিদং বিততং হি লোকে
তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম শঙ্খপাণে ॥ ৬

নীচোঽপি পাপকলিতোঽপি বিনিন্দিতোঽপি
ব্রূয়াৎ তবাহমিতি যস্তু কিলৈকবারম্।
তস্মৈ দদাসি নিজলোকমিতি ব্রতং তে
তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম শঙ্খপাণে ॥ ৭

আমি পূর্ব্বে যে সকল পাপ করিয়াছি সে সমস্ত স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় পরিকম্পিত হইতেছে। কিন্তু তুমি যখন পতিত-পাবন বলিয়া খ্যাত তখন হে শঙ্খপাণি আমি তোমারই শরণ লইলাম ॥ ৫

জরা, জন্মজনিত দুঃখ, বিবিধ রোগ, কাক-কুকুর-শূকর প্রভৃতি যোনিতে জন্ম ও নরকে পতন এইগুলি তোমাকে বিস্মরণের ফল বলিয়া লোকে কথিত আছে, অতএব হে শঙ্খপাণি আমি তোমার শরণ লইলাম ॥ ৬

অধম, পাপগ্রস্ত এবং বিশেষরূপে নিন্দিত লোকও যদি একবার "নাথ! আমি তোমার" এই কথা বলে, তাহা হইলে তুমি তাহাকে

বেদেষু ধর্ম্মবচনেষু তথাগমেষু
রামায়ণেঽপি চ পুরাণকদম্বকে বা।
সর্ব্বত্র সর্ব্ববিধিনা গদিতস্ত্বমেব
তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম শঙ্খপাণে ॥ ৮

ইতি শ্রীপরমহংস-স্বামি-ব্রহ্মানন্দ-বিরচিতং শ্রীহরিশরণাষ্টক-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

হরিনামমালা-স্তোত্রম্।

গোবিন্দং গোকুলানন্দং গোপীশং গোপনায়কম্।
গোবর্দ্ধনোদ্ধরং ধীরং তং বন্দে গোমতীপ্রিয়ম্ ॥ ১
নারায়ণং নিরাকারং নরবীরং নরোত্তমম্।
নৃসিংহং নাগনাথঞ্চ তং বন্দে নরকান্তকম্ ॥ ২

নিজলোকে স্থান দাও. যখন ইহা তোমার ব্রত, তখন হে শঙ্খপাণি আমি তোমারই শরণ লইলাম ॥ ৭

সমস্ত বেদে, ধর্ম্মশাস্ত্রে তন্ত্রে, রামায়ণে ও পুরাণসমূহে সকল শাস্ত্রে সর্ব্ববিধানে তোমারই কীর্ত্তন হইয়াছে অতএব আমি তোমার শরণ লইলাম ॥ ৮

ইতি শ্রীপরমহংসস্বামী ব্রহ্মানন্দ বিরচিত শ্রীহরিনামাষ্টক স্তোত্র সমাপ্ত।

হরিনামমালা স্তোত্র।

যিনি গোবিন্দ, গোকুলানন্দ, গোপীশ, গোপনায়ক গোবর্দ্ধনধর এবং ধীর সেই গোমতীপ্রিয় হরিকে প্রণাম করি ।১

যিনি নারায়ণ, নিরাকার, নরবীর, নরোত্তম, নৃসিংহ এবং নাগনাথ সেই নরকান্তক হরিকে প্রণাম করি ।২

পীতাম্বরং পদ্মনাভং পদ্মাক্ষং পুরুষোত্তমম্।
পবিত্রং পরমানন্দং তং বন্দে পরমেশ্বরম্॥ ৩
রাঘবং রামচন্দ্রঞ্চ রাবণারিং রমাপতিম্।
রাজীবলোচনং রামং তং বন্দে রঘুনন্দনম্॥ ৪
বামনং বিশ্বরূপঞ্চ বাসুদেবঞ্চ বিঠ্‌ঠলম্।
বিশ্বেশ্বরং বিভুং ধ্যেয়ং তং বন্দে দেববল্লভম্॥ ৫
দামোদরং দিব্যসিংহং দয়ালুং দীননায়কম্।
দৈত্যারিং দেবদেবেশং তং বন্দে দেবকাসুতম্॥ ৬
মুরারিং মাধবং মৎস্যং মুকুন্দং মুষ্টিমর্দ্দনম্।
মঞ্জুকেশং মহাবাহুং তং বন্দে মধুসূদনম্॥ ৭
কেশবং কমলাকান্তং কামেশং কৌস্তভপ্রিয়ম্।
কৌমোদকীধরং কৃষ্ণং তং বন্দে কৌরবান্তকম্॥ ৮

যিনি পীতাম্বর, পদ্মনাভ, পদ্মপলাশলোচন, পুরুষোত্তম, পবিত্র এবং পরমানন্দ সেই পরমেশ্বরকে প্রণাম করি।৩

যিনি রাঘব, রামচন্দ্র, রাবণারি, রমাপতি, রাজীব-(পদ্ম) লোচন এবং রাম সেই রঘুনন্দনকে প্রণাম করি।৪

যিনি বামন বিশ্বরূপ বাসুদেব, বিঠ্‌ঠল, বিশ্বেশ্বর বিভু সেই সদাধ্যেয় দেবপ্রিয় হরিকে প্রণাম করি।৫

যিনি দামোদর, দিব্য সিংহ, দয়ালু, দীননায়ক, দৈত্যারি এবং দেবদেবেশ সেই দেবকীসুত হরিকে প্রণাম করি।৬

যিনি মুরারি মাধব, মৎস্য মুকুন্দ, মুষ্টি (অসুর) মর্দ্দন মঞ্জুকেশ এবং মহাবাহু সেই মধুসূদনকে প্রণাম করি।৭

যিনি কেশব কমলাকান্ত, কামেশ, কৌস্তভপ্রিয়, কৌমোদকী-

ভূধরং ভুবনানন্দং ভূতেশং ভূতনায়কম্।
ভাবগম্যং ভুজঙ্গেশং তং বন্দে ভবনাশনম্॥ ৯

জনার্দ্দনং জগন্নাথং জগজ্জাড্যবিনাশকম্।
জামদগ্ন্যং বরং জ্যোতিস্তং বন্দে জলশায়িনম্॥ ১০

চতুর্ভুজং চিদানন্দং চানূরমল্লমর্দ্দনম্।
চরাচরগতং দেবং তং বন্দে চক্রধারিণম্॥ ১১

শ্রিয়ঃ করং শ্রিয়ো নাথং শ্রীধরং শ্রীবরপ্রদম্।
শ্রীবৎসলধরং সৌম্যং তং বন্দে শ্রীসুরেশ্বরম্॥ ১২

যোগীশ্বরং যজ্ঞপতিং যশোদানন্দদায়কম্।
যমুনাজলকল্লোলং তং বন্দে যদুনায়কম্॥ ১৩

(গদা) ধর এবং কৃষ্ণ সেই কৌরবান্তক হরিকে প্রণাম করি।৮

যিনি ভূধর (পর্ব্বতধারী) ভুবনানন্দ, ভূতেশ, ভূতনায়ক, ভাবগম্য, ভুজঙ্গেশ, সেই ভগবান হরিকে প্রণাম করি।৯

যিনি জনার্দ্দন জগন্নাথ, জগতের জড়তা বিনাশক, জামদগ্ন্য, এবং বরণীয় জ্যোতিঃশালী সেই জলাশায়ী হরিকে প্রণাম করি।১০

যিনি চতুর্ভুজ, চিদানন্দ, চানূরমল্ল-(অসুর) মর্দ্দন এবং চরাচর গতি ও দেব সেই চক্রধারী হরিকে প্রণাম করি।১১

যিনি শ্রীকর, শ্রীনাথ, শ্রীধর, শ্রীবরদাতা, শ্রীবৎসচিহ্নধর এবং সৌম্য (সুন্দর) সেই সুরেশ্বর হরিকে প্রণাম করি।১২

যিনি যোগীশ্বর, যজ্ঞপতি, যশোদার আনন্দদায়ক, এবং যমুনা-জলবিহারী সেই যদুনায়ক হরিকে প্রণাম করি।১৩

শালগ্রামশিলারূপং শঙ্খ-চক্রোপশোভিতম্।
সুরাসুরৈঃ সদাসেব্যং তং বন্দে সাধুবল্লভম্॥ ১৪
ত্রিবিক্রমং তপোমূর্ত্তিং ত্রিবিধাঘৌঘনাশনম্।
ত্রিস্থলং তীর্থরাজেন্দ্রং তং বন্দে তুলসীপ্রিয়ম্॥ ১৫
অনন্তমাদিপুরুষমচ্যুতঞ্চ বরপ্রদম্।
আনন্দঞ্চ সদানন্দং তং বন্দে চাঘনাশনম্॥ ১৬
লীলয়া ধৃতভূভারং লোকসত্ত্বৈকবন্দিতম্।
লোকেশ্বরঞ্চ শ্রীকান্তং তং বন্দে লক্ষ্মণপ্রিয়ম্॥ ১৭
হরিঞ্চ হরিণাক্ষঞ্চ হরিনাথং হরিপ্রিয়ম্।
হলায়ুধসহায়ঞ্চ তং বন্দে হনুমৎপতিম্॥ ১৮

যিনি শালগ্রামশিলামূর্ত্তি, শঙ্খচক্র-উপশোভিত এবং সর্ব্বদা সুরাসুরসেব্য সেই সাধুবল্লভ হরিকে প্রণাম করি।১৪

যিনি ত্রিবিক্রম, তপোমূর্ত্তি, ত্রিবিধ পাপনাশক ত্রিস্থলবাসী, তীর্থরাজেন্দ্র (শ্রেষ্ঠ) সেই তুলসীপ্রিয় হরিকে প্রণাম করি।১৫

যিনি অনন্ত, আদিপুরুষ, অচ্যুত, বরপ্রদ, আনন্দস্বরূপ এবং সদানন্দ সেই অঘ (পাপ) নাশক হরিকে প্রণাম করি।১৬

যিনি লীলাক্রমে ভূভার ধারণ করেন, যিনি সাত্ত্বিক লোকসমূহ কর্ত্তৃক পূজিত ও লোকেশ্বর, শ্রীকান্ত সেই লক্ষ্মণপ্রিয় হরিকে প্রণাম করি॥১৭

যিনি হরি, হরিণনয়ন, হরিনাথ, হরিপ্রিয় এবং হলায়ুধসহায় (বলভদ্র) সেই হনুমানপ্রিয় হরিকে প্রণাম করি।১৮

হরিনামকৃতা মালা পবিত্রা পাপনাশিনী।
বলিরাজেন্দ্রেণ চোক্তা কণ্ঠে ধার্য্যা প্রযত্নতঃ॥ ১৯

ইতি শ্রীবলিরাজেন্দ্রোক্তং শ্রীহরিনামমালাস্তোত্রং সমাপ্তম্।

মুকুন্দমালা-স্তোত্রম্।

বন্দে মুকুন্দমরবিন্দদলায়তাক্ষং
কুন্দেন্দুশঙ্খদশনং শিশু-গোপবেশং।
ইন্দ্রাদিদেবগণবন্দিতপাদপীঠং
বৃন্দাবনালয়মহং বসুদেবসূনুম্॥১

এই পাপনাশন, পবিত্র, বলিরাজকথিত হরিনামমালা যত্ন সহকারে সতত-কণ্ঠে ধারণীয়।

ইতি বলিরাজ কথিত হরিনামমালা স্তোত্র সমাপ্ত।

শ্রীমুকুন্দমালা স্তোত্র।

পদ্মপত্রের তুল্য যাঁহার আয়ত লোচন (পদ্মপলাশলোচন) যাঁহার দন্তরাজী কুন্দকুসুম, চন্দ্র এবং শঙ্খের ন্যায় শুভ্র, যিনি গোপ-বালকবেশে বিভূষিত; ইন্দ্রাদি দেবগণ যাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করেন সেই বৃন্দাবন নিলয় (বাসী) বসুদেবপুত্র (বাসুদেবকে) বন্দনা করি।১

শ্রীবল্লভেতি বরদেতি দয়াপরেতি
ভক্তিপ্রিয়েতি ভবলুণ্ঠন-কোবিদেতি।
নাথেতি নাগশয়নেতি জগন্নিবাসে-
ত্যালাপিনং প্রতিদিনং কুরু মাং মুকুন্দ ॥২
জয়তু জয়তু দেবো দেবকীনন্দনোঽয়ং
জয়তু জয়তু কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশ-প্রদীপঃ।
জয়তু জয়তু মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তু জয়তু পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥৩
মুকুন্দ মূর্দ্ধ্না প্রণিপত্য যাচে ভবন্তমেকান্তমিয়ন্তমর্থম্।
অবিস্মৃতিস্ত্বচ্চরণারবিন্দে ভবে ভবে মেঽস্তু তব প্রসাদাৎ ॥৪

হে মুকুন্দ! আমাকে সতত শ্রীবল্লভ বরদ দয়াপর, ভক্তিপ্রিয় সংসার-নাশন, পণ্ডিত, নাথ, শেষশায়ী জগন্নিবাস এই সকল নাম আলাপী (উচ্চারণকারী) কর অর্থাৎ আমি যেন তোমাব এই সকল নাম নিরন্তর উচ্চারণ করি।২

এই দেবকীর আনন্দবর্দ্ধন (কুমার) দেবের জয় হউক, বৃষ্ণি-বংশের উজ্জ্বল দীপস্বরূপ কৃষ্ণের জয় হউক, মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ কোমলাঙ্গ ভগবানের জয় হউক, পৃথিবীর ভারহারী মুকুন্দের জয় হউক।৩

হে মুকুন্দ! আমি মস্তক দ্বারা আপনাকে প্রণাম করিয়া একান্তচিত্তে এই প্রার্থনা করি, যেন তোমার অনুগ্রহে জন্মে জন্মে তোমার চরণারবিন্দে আমার অবিস্মৃতি হয় (স্মরণ থাকে)।৪

শ্রীগোবিন্দ-পদাম্ভোজমধু ধত্তেঽদ্ভুতং গুণম্।
যৎপায়িনো ন মুহ্যন্তি মুহ্যন্তি যদপায়িনঃ ॥৫

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যারামামৃদুতনুলতানন্দনে নাপি রন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্ ॥৬

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ॥৭

শ্রীগোবিন্দ পাদপদ্মের মধুর এই অদ্ভুত গুণ যে সেই মধুপানকারীরা মোহপ্রাপ্ত হয় না কিন্তু অপায়ীগণ মোহ প্রাপ্ত হয়। [মধু-(মদ্য) পায়িগণ মোহ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু গোবিন্দ পাদপদ্ম মধুপায়িগণ মোহ প্রাপ্ত হয় না কিন্তু পান না করিলে মোহ প্রাপ্ত হয়] ॥৫

হে হরে! দ্বন্দ্বনিবারক (রাগদ্বেষ শীতোষ্ণাদি—দ্বন্দ্ব) তোমার চরণদ্বন্দ্ব অতি ভয়ানক কুম্ভীপাকাদি নরক অপনয়নের নিমিত্ত বন্দনা করিতেছি না, কিংবা কোমলাঙ্গী সুন্দরী রমণের নিমিত্ত বন্দনা করিতেছি না. আমি জন্ম জন্মান্তরে হৃদয়মন্দিরে যেন তোমাকে ভাবনা করি ॥৬

হে ভগবন্! আমার ধর্ম্মে কিংবা ধনরাশিতে কিংবা ঈপ্সিত বিষয়ভোগে অভিলাষ নাই, সে সকল পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুরূপ যাহা হইবার তাহা হইবে; এই আমার অন্তরের বিশিষ্ট প্রার্থনা যেন জন্মজন্মান্তরে তোমার পাদপদ্মে আমার অচলা ভক্তি হয়। ৭।

দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো ·
নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্।
অবধীরিতশারদারবিন্দৌ
চরণৌ তে মরণেঽপি বিচিন্তয়ামি ॥৮

সরসিজনয়নে সশঙ্খচক্রে
মুরভিদি মা বিরমেহ চিত্ত রন্তুম্।
সুখতরমপরং ন জাতু জানে
হরিচরণস্মরণামৃতেন তুল্যম্ ॥৯

মা ভৈ র্মন্দমনো বিচিন্ত্য বহুধা যামীশ্চিরং যাতনা
নৈবামী প্রভবন্তি পাপ-রিপবঃ স্বামী ননু শ্রীধরঃ
আলস্যং ব্যপনীয় ভক্তিসুলভং ধ্যায়স্ব নারায়ণং
লোকস্য ব্যসনাপনোদনকরো দাসস্য কিং ন ক্ষমঃ ॥১০

হে নরকান্তক! আমার স্বর্গে বা পৃথিবীতে বা নরকে যেখানে বাস হউক, আমি যেন তোমার শারদপদ্ম-বিনিন্দিত চরণ-যুগল (যে চরণপদ্ম শরৎকালের পদ্মকেও নিন্দা দেয়) মৃত্যুকালে চিন্তা করি। ৮।

হে চিত্ত! পদ্মের ন্যায় যাঁহার নয়ন সেই শঙ্খচক্রধারী মুরারিতে (মুরারিচিন্তায়) প্রীতিলাভ করিতে বিরত হইও না। কারণ অপর সুখ হরিচরণ স্মরণের তুল্য নহে ইহা জানিয়াছি। ৯।

হে মূঢ় মন! অনেক প্রকার দীর্ঘকালিক যাতনা স্মরণ করিয়া ভয় করিও না, কারণ শ্রীধর যখন প্রভু তখন পাপরূপী শত্রুগণ প্রভাব স্থাপন করিতে পারিবে না।

(মন) তুমি আলস্য পরিহার করিয়া ভক্তিসুলভ নারায়ণকে ধ্যান

ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতানাং
সুতদুহিতৃকলত্রত্রাণভারাবৃতানাম্।
বিষমবিষয়তোয়ে মজ্জতামপ্লবানাং
ভবতু শরণমেকো বিষ্ণুপোতো নরাণাম্॥ ১১

রজসি নিপতিতানাং মোহজালবৃতানাং
জননমরণদোলাদুর্গসংসর্গগানাম্।
শরণমশরণানামেক এবাতুরাণাং
কুশলপথনিযুক্তশ্চক্রপাণি নরাণাম্॥ ১২

অপরাধসহস্রসঙ্কুলং পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে! কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু॥ ১৩

কর, সর্ব্বলোকের বিপন্মোচক, হরি দাসের বিপন্মোচন করিতে কি শক্ত নহেন? ১০।

সংসারসমুদ্রে পতিত রাগদ্বেষাদিরূপ বায়ুতে আহত, পুত্র-কন্যা-কলত্র-পালন-ভারে আক্রান্ত বিষম বিষয়রূপ জলে নিমগ্ন শরণহীন মনুষ্যগণের তরণীরূপ একমাত্র বিষ্ণুপদ শরণ হউক॥ ১২

ধূলায় (রজোগুণে) নিপতিত, মোহজালে আবৃত, জন্ম-মৃত্যুরূপ দোলা দুর্গস্থিত নিরাশ্রয় কাতর মনুষ্যগণের চক্রপাণি (বিষ্ণু) একমাত্র শরণ ও কুশলদাতা হউন। ১৩।

হে হরে! আমি সহস্র অপরাধে অপরাধী ভীষণ ভবসমুদ্রে পতিত ও গতিহীন তুমি শরণাগত আমাকে কৃপা করিয়া চরণে স্থান দাও। (নিজের নিকট রাখ)।

মা মে স্ত্রীত্বং মা চ মে স্যাৎ কুভাবো
মা মূর্খত্বং মা কুদেশেষু জন্ম।
মিথ্যাদৃষ্টি র্মাচ মে স্যাৎ কদাচিৎ
জাতৌ জাতৌ বিষ্ণুভক্তো ভবেয়ম্ ॥১৪
কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতঃ স্বভাবাৎ।
করোমি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়ৈব সমর্পয়ামি ॥১৫
যৎ কৃতং যৎ করিষ্যামি তৎ সর্ব্বং ন ময়া কৃতম্।
ত্বয়া কৃতন্তু ফলভুক্ ত্বমেব মধুসূদন ॥ ১৬
ভব-জলধিমগাধং দুস্তরং নিস্তরেয়ং
কথমহমিতি চেতো মাস্ম গাঃ কাতরত্বম্।
সরসিজদৃশি দেবে তাবকী ভক্তিরেকা
নরকভিদি নিষণ্ণা তারয়িষ্যত্যবশ্যম্ ॥ ১৭

হে ভগবন্! আমি যেন স্ত্রীলোক হইয়া জন্মগ্রহণ না করি, আমার যেন কুভাব না হয়, বা মূর্খ না হই অথবা মন্দদেশে জন্ম না হয়, আমার মিথ্যা দৃষ্টি না হয় (বিষয়ানুরাগ) আমি জন্মে জন্মে যেন বিষ্ণুভক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করি। ১৪।

আমি শরীর বাক্য মন ইন্দ্রিয় বুদ্ধি আত্মা বা কর্ম্মানুযায়ী স্বভাববশে যাহা কিছু আচরণ করি সে সমস্ত পরম নারায়ণে সমর্পণ করিতেছি। ১৫।

যাহা কিছু করিয়াছি বা যাহা কিছু আচরণ করিব তাহা আমার কৃত নহে (মৎ কৃত যেন না হয়); হে মধুসূদন তোমার কৃত কর্ম্মের তুমিই ফলভোক্তা হও। ১৬।

হে চিত্ত! দুস্তর অগাধ ভবসমুদ্র কিরূপে উত্তীর্ণ হইবে, ইহা

তৃষ্ণাতোয়ে মদন-পবনোদ্ধূত-মোহোর্ম্মি-মালে
দারাবর্ত্তে তনয়-সহজ গ্রাহসঙ্ঘাকুলে চ।
সংসারাখ্যে মহতি জলধৌ মজ্জতাং ন স্ত্রিধামন্
পাদাম্ভোজে বরদ ভবতো ভক্তিভাবং প্রদেহি ॥১৮

পৃথ্বীরেণুরণুঃ পয়াংসি কণিকাঃ ফল্গুঃ স্ফুলিঙ্গো লঘু-
স্তেজো নিঃশ্বসনং মরুত্তনুতরং রন্ধ্রং সুসূক্ষ্মং নভঃ।
ক্ষুদ্রা রুদ্রপিতামহপ্রভৃতয়ঃ কীটাঃ সমস্তাঃ সুরা
দৃষ্টা যত্র স তারকো বিজয়তে শ্রীপাদ-ধূলীকণঃ ॥১৯

ভাবিয়া কাতর হইও না, পদ্মপলাশলোচন নরকান্তক নারায়ণে স্থির ভক্তি রাখিলে তিনি অবশ্য তরাইবেন। ১৭।

বিপুল সংসার-সমুদ্র—বিষয় তৃষ্ণা যাহার জল, কাম বায়ু তাড়িত মোহ যাহার তরঙ্গমালা, পত্নী যাহার আবর্ত্ত (ঘূর্ণি) এবং পুত্র ভ্রাতাদি জলজন্তু (কুম্ভীর হাঙ্গর) সেই সমুদ্রে নিমগ্ন আমি, হে ত্রিলোকব্যাপক বরদাতঃ! তোমার পাদপদ্মে আমার ভক্তিভাব দাও। (তাহাই উদ্ধারের পথ)। ১৮।

যাঁহার বিরাট দেহে পৃথিবী ক্ষুদ্র রেণুর তুল্য সমস্ত সলিল (সমুদ্র) জলকণিকা, তেজ অতিলঘু অগ্নিস্ফুলিঙ্গতুল্য বায়ু নিশ্বাসের তুল্য, এবং আকাশ যাঁহার দেহের অতি সূক্ষ্ম রন্ধ্র তুল্য এবং রুদ্র, পিতামহ (ব্রহ্মা) আদি সমস্ত দেবগণ কীটস্বরূপ দৃষ্ট হয় সেই নারায়ণের জগদুদ্ধারক শ্রীপাদধূলিকণা বিজয়যুক্ত হউক ॥ ১৯

আম্নায়াভ্যসনান্যরণ্যরুদিতং কৃচ্ছ্রব্রতান্যন্বহং
মেদশ্ছেদপদানি পূর্ত্তবিধয়ঃ সর্ব্বং হুতং ভস্মনি।
তীর্থানামবগাহনানি চ গজস্নানং বিনা যৎপদ-
দ্বন্দ্বাম্ভোরুহ-সংস্তুতিং বিজয়তে দেবঃ স নারায়ণঃ ॥২০

আনন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ রাম
নারায়ণানন্ত নিরাময়েতি।
বক্তুং সমর্থোঽপি ন বক্তি কশ্চিৎ
অহো জনানাং ব্যসনানি মোক্ষে ॥২১

ক্ষীরসাগর-তরঙ্গ-শীকরা-সার-তারকিত-চারুমূর্ত্তয়ে।
ভোগি-ভোগ-শয়নীয়-শায়িনে মাধবায় মধুবিদ্বিষে নমঃ ॥২২

ইতি শ্রীকুলশেখরেণ রাজ্ঞা বিরচিতা শ্রীমুকুন্দমালা সম্পূর্ণা।

যাঁহার পাদপদ্ম যুগলের স্তুতি বিনা বেদাভ্যাস অরণ্যে রোদনতুল্য এবং কৃচ্ছ্র ব্রত (কষ্ট সাধ্য) চান্দ্রায়ণাদি শরীর শোধক মাংস-চ্ছেদের তুল্য এবং খাতাদিপূর্ত্তকার্য্য সমূহ ভস্মেঘৃতাহুতি ও তীর্থ-স্নান গজস্নানের তুল্য সেই নারায়ণের জয় হউক ॥ ২০

মনুষ্য আনন্দ, গোবিন্দ, মুকুন্দ, রাম, নারায়ণ, অনন্ত এবং নিরাময় নাম বলিতে সমর্থ হইয়াও বলে না, হায় মনুষ্যগণের মুক্তিলাভে এইরূপ ব্যসন ॥ ২১

ক্ষীর-সমুদ্রের তরঙ্গের জলকণা যাঁহার দেহে তারকার ন্যায় শোভিত সেই অনন্তের ফণাশয্যায় সুখে শয়নকারী চারুমূর্ত্তি মধুসূদন মাধবকে প্রণাম করি ॥ ২২

ষট্পদীস্তোত্রম্ ।

অবিনয়মপনয় বিষ্ণো, দময় মনঃ শময় বিষয়মৃগতৃষ্ণাম্ ।
ভূতদয়াং বিস্তারয়, তারয় সংসারসাগরতঃ ॥ ১
দিব্যধুনীমকরন্দে, পরিমলপরিভোগসচ্চিদানন্দে ।
শ্রীপতিপদারবিন্দে ভবভয়খেদচ্ছিদে বন্দে ॥ ২
সত্যপি ভেদাপগমে, নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্ ।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ, ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥ ৩
উদ্ধৃতনগ নগভিদনুজ, দনুজকুলামিত্র মিত্রশশিদৃষ্টে ।
দৃষ্টে ভবতি প্রভবতি, ন ভবতি কিং ভব তিরস্কারঃ ॥ ৪

ষট্পদী ।

হে বিষ্ণো আমার অবিনয় (ঔদ্ধত্য) অপনয়ন করিয়া মনকে দমন করত বিষয় মৃগতৃষ্ণার নিবৃত্তি করিয়া জীবদয়া বিস্তার করাইয়া এ সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার কর । ১ ।

গঙ্গা যে পাদপদ্মের মধু, এবং সচ্চিদানন্দ, যে পাদপদ্মের সুরভি ঘ্রাণ আমি ভবভয়নাশক সেই শ্রীপতি পাদপদ্ম বন্দনা করি ।। ২

হে নাথ, তোমাতে আমাতে প্রভেদ গত হইলেও আমি তোমারই থাকিব, তুমি আমার নহ, কারণ সমুদ্রেরই তরঙ্গ হইয়া থাকে, তরঙ্গের সমুদ্র কখনও নহে ॥ ৩

গোবর্দ্ধন উদ্ধারী ইন্দ্রের অবরজ (উপেন্দ্র) দানবকুল-রিপু, চন্দ্র-সূর্য্য-নেত্র সর্ব্বপ্রভু তোমাকে দর্শন হইলে ভব তিরস্কার (যন্ত্রণা) রহিত হয় কি ? ৪ ।

মৎস্যাদিভিরবতারৈরবতারবতাঽবতা সদা বসুধাম্।
পরমেশ্বর পরিপাল্যো, ভবতা ভবতাপভীতোঽহম্ ॥ ৫

দামোদর গুণমন্দির, সুন্দরবদনারবিন্দ গোবিন্দ।
ভবজলধিমথনমন্দর, পরমং দরমপনয় ত্বং মে ॥ ৬

নারায়ণ করুণাময়, শরণং করবাণি তাবকৌ চরণৌ।
ইতি ষট্পদী মদীয়ে, বদনসরোজে সদা বসতু ॥ ৭

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং ষট্পদীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতস্তোত্রম্।

হে দেব হে দয়িত হে জগদেকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশো মে ॥ ১ ॥

মৎস্যাদি অবতারে অবতীর্ণ পরমেশ্বর তুমি সমস্ত বসুধা পালন করিতেছ অতএব ভবতাপভীত আমি আমাকে রক্ষা কর। ৫।

হে দামোদর, সর্ব্বগুণ-নিকেতন সুন্দর পদ্মবদন গোবিন্দ, সংসার সমুদ্রের মন্থন-দণ্ড মন্দর-পর্ব্বত স্বরূপ, তুমি আমার পরমভয় দূর কর। ৬।

হে নারায়ণ হে করুণাময় তোমার চরণ দুইখানি আশ্রয় করিলাম এই ষট্পদী (স্তোত্র বা ভ্রমর) সর্ব্বদা আমার মুখপদ্মে বাস করুক। ৭।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতস্তোত্র।

হে দেব, হে কান্ত, হে জগতের একমাত্র বন্ধু হে কৃষ্ণ, হে চপল

অংসালম্বিত বামকুণ্ডলভরং মন্দোন্নত-ভ্রূলতং

কিঞ্চিৎকুঞ্চিত-কোমলাধর-পুটং সাচিপ্রসারেক্ষণম্।

আলোলাঙ্গুলিপল্লবৈ র্ম্মুরলিকামাপূরয়ন্তং মুদা ॥

মূলে কল্পতরোস্ত্রিভঙ্গললিতং জানে জগন্মোহনম্ ॥ ২ ॥

হে গোপালক হে কৃপাজলনিধে হে সিন্ধুকন্যাপতে

হে কংসান্তক হে গজেন্দ্রকরুণাপারীণ হে মাধব।

হে রামানুজ হে জগত্রয়গুরো হে পুণ্ডরীকাক্ষ মাং

হে গোপীজন-নাথ পালয় পরং জানামি ন ত্বাং বিনা ॥ ৩

কস্তূরীতিলকং ললাটফলকে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং

নাসাগ্রে নবমৌক্তিকং করতলে বেণুং করে কঙ্কণম্।

সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনঞ্চ কলয়ন্ কণ্ঠে চ মুক্তাবলিঃ

গোপস্ত্রীপরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপাল-চূড়ামণিঃ ॥ ৪

হে একমাত্র করুণার সমুদ্র, হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম (রঞ্জন) হায় কবে আমার নয়ন গোচর হইবে ॥ ১

যাঁহার স্কন্ধদেশে চারুকুঞ্চিত কেশজাল পড়িয়াছে, যাঁহার ঈষৎ উন্নত ভ্রূলতা, অল্প-কুঞ্চিত কোমল অধরোষ্ঠ, যিনি বক্রকটাক্ষ করিতেছেন, হর্ষে মুরলিকা বাদনে যাঁহার অঙ্গুলিপল্লব চঞ্চল, কল্পতরুর মূলে সেই ললিত ত্রিভঙ্গকে জগন্মোহন বলিয়া জানি ॥ ২

হে গোপালক, হে কৃপাসিন্ধো, হে লক্ষ্মীপতে, হে কংসান্তক, হে গজেন্দ্রকরুণাপারক, হে মাধব, হে বলরামানুজ, হে জগত্রয়-গুরো, হে পুণ্ডরীকাক্ষ, হে গোপীজননাথ আমাকে রক্ষা কর, তোমা বিনা আর কাহাকেও জানি না। ৩।

ললাটদেশে কস্তূরীতিলক, বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণি, নাসিকাগ্রে

লোকানুন্মদয়ন্ শ্রুতিং মুখরয়ন্ ক্ষৌণীরুহান্ হর্ষয়ন্
শৈলান্ বিদ্রবয়ন্ মৃগান্ বিবশয়ন্ গোবৃন্দমানন্দয়ন্।
গোপান্ সম্ভ্রময়ন্ মুনীন্ মুকুলয়ন্ সপ্তস্বরান্ জৃম্ভয়ন্
ওঙ্কারার্থমুদীরয়ন্ বিজয়তে বংশীনিনাদঃ শিশোঃ ॥ ৫ ॥
সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবতে ভো স্নান তুভ্যং নমো
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারংস্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীবিল্বমঙ্গল-কৃতং শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতস্তোত্রং সমাপ্তম্।

উজ্জ্বলমুক্তা, করতলে বেণু করে কঙ্কণ সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দন এবং গলদেশে মুক্তার মালা পরিয়া যিনি শোভিত, গোপবধূ-পরিবেষ্টিত সেই গোপালচূড়ামণির জয় হউক। ৪

লোকগণকে উন্মত্ত করিয়া, বেদকে মুখরিত করিয়া, পর্ব্বত-নিচয়কে পুলকিত করিয়া শৈলকে বিগলিত করিয়া, পশুকে বিবশ করিয়া, গো-বৃন্দকে আনন্দিত করিয়া, গোপজনকে ত্বরান্বিত করিয়া, মুনিদিগকে আহ্লাদিত করিয়া, বীণাস্বরকে বিজৃম্ভিত করিয়া, প্রণবার্থ প্রকাশ করিয়া, গোপশিশুর বংশীধ্বনি বিজয়যুক্ত হউক। ৫।

সন্ধ্যাবন্দন তোমার ভাল হউক, স্নান তোমাকে নমস্কার করি, দেবগণ এবং পিতৃগণ আমি তর্পণ করিতে পারিব না। তোমরা ক্ষমা কর, আমি যেখানে সেখানে বসিয়া কংসারি যাদব-কুলতিলককে স্মরণ করিয়া সমস্ত পাপ ক্ষয় করিব ইহাই আমার যথেষ্ট। আমার আর কিছু প্রয়োজন নাই। ৬।

ভগবচ্ছরণ-স্তোত্রম্।

সচ্চিদানন্দরূপায় ভক্তানুগ্রহকারিণে।
মায়ানির্ম্মিত-বিশ্বায় মহেশায় নমোনমঃ ॥ ১ ॥

রোগা হরন্তি সততং প্রবলাঃ শরীরং
কামাদয়োঽপ্যনুদিনং প্রদহন্তি চিত্তম্।
মৃত্যুশ্চ নৃত্যতি সদা কলয়ন্দিনানি
তস্মাত্ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ২ ॥

দেহো বিনশ্যতি সদা পরিণামশীল-
শ্চিত্তং চ খিদ্যতি সদা বিষয়ানুরাগি।
বুদ্ধিঃ সদা হি রমতে বিষয়েষু নান্ত
স্তস্মাত্ত্বমদ্য শরণং মমদীনবন্ধো ॥ ৩ ॥

ভগবানের শরণ-স্তোত্র।

যিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, ভক্তের অনুগ্রহকারী, যিনি নিজ মায়ায় বিশ্ব রচনা করিয়াছেন এবং যিনি মহেশ্বর তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। ১।

প্রবল ব্যাধিসমূহ সর্ব্বদা দেহকে জীর্ণ করিতেছে, কাম, ক্রোধাদি রিপু নিরন্তর চিত্তকে দগ্ধ করিতেছে, মৃত্যু দিন হরণ করিয়া নৃত্য করিতেছে. অতএব হে দীনবন্ধো, অদ্য তোমার শরণ লইলাম। ২।

পরিণতিশীল দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে, বিষয়ানুরক্ত চিত্ত ক্ষীণ হইতেছে, বুদ্ধি সর্ব্বদা বিষয়ানুধ্যানে আনন্দলাভ করিতেছে তাহার শেষ নাই অতএব হে দীনবন্ধো, অদ্য তোমার শরণ লইলাম। ৩।

ক্রোয়ুর্বিনশ্যতি যথামঘটস্থ-তোয়ং
বিদ্যুৎপ্রভেব চপলাবত যৌবনশ্রীঃ।
বৃদ্ধা প্রধাবতি যথা মৃগরাজপত্নী
তস্মাত্ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ৪ ।

আয়াদ্ব্যয়ো মম ভবত্যধিকো বিনীতেঃ
কামাদয়ো হি বলিনো নিবলাঃ শমাদ্যাঃ।
মৃত্যুর্যদা তুদতি মাং বত কিং বদেয়ং
তস্মাত্ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ৫ ॥

তপ্তং তপো নহি কদাপি ময়েহ তন্বা
বাণ্যা তথা নহি কদাপি তপশ্চ তপ্তম্।
মিথ্যাভিভাষণ-পরেণ ন মানসং হি
তস্মাত্ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ৬ ॥

অপক (কাঁচা) ঘটস্থ জলের ন্যায় (যেরূপ জল চুয়াইতে থাকে) আয়ু নাশ পাইতেছে, বিদ্যুৎ-দীপ্তির ন্যায় যৌবনশ্রী চঞ্চলা, জরা সিংহীর ন্যায় ধাবিত হইয়া আসিতেছে অতএব হে দীনবন্ধো, অদ্য তোমার শরণ লইলাম ॥ ৪

আমার পুণ্যের আয় অপেক্ষা পাপের ব্যয় অধিক আমার কাম ক্রোধাদি বলবান্ এবং শম দম প্রভৃতি বলহীন মৃত্যু যখন আমাকে ক্লেশ দিবে তখন তাহাকে আমি কি বলিব; অতএব হে দীনবন্ধো, অদ্য তোমার শরণ লইলাম ।। ৫

আমি সংসারে কখনও তপস্যাচরণ করিলাম না, শরীর অথবা বাক্যদ্বারাও তপ অনুষ্ঠান করিলাম না, আমার মনে মিথ্যা কথা

শুষ্কং মনো মম সদা নহি যাতি সৌম্যং
চক্ষুশ্চ মে ন তব পশ্যতি বিশ্বরূপম্।
বাচা তথৈব ন বদেন্মম সৌম্যবাণীং
তস্মাত্ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো॥ ৭॥

সত্ত্বং ন মে মনসি যাতি রজস্তমোভ্যাং
বিদ্ধেতথা কথমহো শুভকর্ম্মবার্ত্তা।
সাক্ষাৎপরংপরতয়া সুখসাধনং হি
তস্মাত্ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো॥ ৮॥

পূজা কৃতা নহি কদাপি ময়া ত্বদীয়া
মন্ত্রং ত্বদীয়মপি মে ন জপেদ্রসজ্ঞা।
চিত্তং ন মে স্মরতি তে চরণৌ হ্যবাপ্য
তস্মাত্ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো॥ ৯॥

বলিবার বাসনা প্রবল। অতএব হে দীনবন্ধো অদ্য তোমার শরণ লইলাম॥ ৬

আমার শুষ্কচিত্ত প্রফুল্লতা ধারণ করিতেছে না, আমার চক্ষু তোমার বিশ্বরূপ দর্শন করে না, আমার বাণী শোভন বাক্য (অর্থাৎ হরি কথা) বলে না, অতএব হে দীনবন্ধো অদ্য তোমার শরণ লইলাম॥ ৭

হায় যে সত্ত্বগুণ প্রত্যক্ষ এবং পরম্পরায় সুখলাভের উপায় আমার রজস্তমঃ অভিহতচিত্তে সেই সত্ত্বগুণের উদয় হয় না, সুতরাং পুণ্য কর্ম্মের ত কথাই নাই, অতএব হে দীনবন্ধো অদ্য আমি তোমার শরণ লইলাম॥৮

আমি কোনও দিন আপনার পূজা করি নাই, আমার রসনা

ষজ্ঞো ন মেঽস্তি হুতিদান-দয়াদিযুক্তো
জ্ঞানস্য সাধনগণো ন বিবেকমুখ্যঃ
জ্ঞানং ক্ব সাধনগণেন বিনা ক্ব মোক্ষ
স্তস্মাত্ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো॥ ১০॥

সংসঙ্গতির্হি বিদিতা তবভক্তিহেতুঃ
সাপ্যদ্য নাস্তি বত পণ্ডিতমানিনো 'মে।
তামন্তরেণ নহি সা ক্ব চ বোধবার্ত্তা
তস্মাত্ত্বমদ্যশরণং মম দীনবন্ধো॥ ১১॥

দৃষ্টির্নভূতবিষয়া সমতাভিধানা
বৈষম্যমেব তদিয়ং বিষমীকরোতি।
শান্তিঃ কুতো মম ভবেৎসমতা ন চেৎ স্যাৎ
তস্মাত্ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো॥ ১২॥

আপনার মন্ত্র জপ করে নাই এবং আমার চিত্তও আপনার চরণ আশ্রয় করিয়া সে চরণ চিন্তা করে নাই অতএব হে দীনবন্ধো অদ্য আমি আপনার শরণ লইলাম॥ ৯

আমার আহুতি দান, দয়াদি সংযুক্ত কোন যজ্ঞানুষ্ঠান হয় নাই আমার বিবেক প্রভৃতি জ্ঞানের উপায় অর্জ্জিত হয় নাই। হায়! জ্ঞানই বা কোথায় আর সাধন (ভজন) বিনা মোক্ষই বা কোথায় অতএব হে দীনবন্ধো অদ্য তোমার শরণ লইলাম॥ ১০

সৎ-সংসর্গ আপনার ভক্তিলাভের উপায় বলিয়া পরিজ্ঞাত পণ্ডিতাভিমানী আমি, আমার সেই সৎসঙ্গ নাই। সৎসঙ্গ ভিন্ন ভক্তি নাই, তবে আমার জ্ঞানের কথাই বা কোথায় অতএব হে দীনবন্ধো অদ্য আমি তোমার শরণ লইলাম॥ ১১

আমার সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি নাই। বিষমতা আমার দৃষ্টির বিষয়

মৈত্রী সমেষু ন চ মেঽস্তি কদাপি নাথ
দীনে তথা ন করুণা মুদিতা চ পুণ্যে।
পাপেঽনুপেক্ষণবতো মম মুৎকথং স্যাৎ
তস্মাত্ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো॥ ১৩॥

নেত্রাদিকং মম বহির্বিষয়েষু সক্তং
নান্তর্মুখং ভবতি তামবিহায় তস্য।
কান্তর্মুখত্বমপহায় সুখস্য বার্ত্তা
তস্মাত্ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো॥ ১৪।

ত্যক্তং গৃহাদ্যপি ময়া ভবতাপশান্ত্যৈ
নাসীদসৌ হৃতহৃদো মম মায়য়া তে।
সা চাধুনা কিমু বিধাস্যতি নেতি জানে
তস্মাত্ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো॥ ১৫॥

সমতা বিনা কিরূপে শান্তি লাভ হইবে অতএব হে দীনবন্ধো অদ্য আমি তোমার শরণ লইলাম! ১২।

সমতায় (সমদর্শনে) আমার কখনও প্রীতি নাই, দরিদ্রের উপর আমার দয়া নাই এবং পুণ্যে হর্ষ (আসক্তি) নাই। পাপে যখন আমার উপেক্ষা নাই তখন পুণ্যে আমার আসক্তি কিরূপে হইবে, অতএব হে দীনবন্ধো অদ্য আমি তোমার শরণ লইলাম॥১৩

আমার চক্ষুরাদি বহির্বিষয়ে আসক্ত, বিষয় ত্যাগ না করিলে তাহার (চক্ষুরাদির) অন্তর্মুখ বৃত্তি হয় না। এবং অন্তর্মুখত্ব ভিন্ন সুখের-বার্ত্তা কোথায়? অতএব হে দীনবন্ধো অদ্য আমি তোমার শরণ লইলাম॥ ১৪

আমি সংসার-তাপ-শান্তির নিমিত্ত গৃহাদিও ত্যাগ করিলাম

প্রাপ্তা ধনং গৃহ-কুটুম্ব-গজাশ্বদারা
রাজ্যং যদৈহিক-মথেন্দ্রপুরশ্চ নাথ।
সর্ব্বং বিনশ্বরমিদং ন ফলায় কস্মৈ
তস্মাত্ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো॥ ১৬॥

প্রাণান্নিরুধ্য বিধিনা ন কৃতো হি যোগো
যোগং বিনাস্তি মনসঃ স্থিরতা কুতো মে।
তাং বৈ বিনা মম ন চেতসি শান্তিবার্ত্তা
তস্মাত্ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো॥ ১৭॥

কিন্তু তোমার মায়াতে হত চিত্ত আমি, আমার শান্তিলাভ হইল না, সেই মায়া আর কি ঘটাইবে তাহাও জানি না, অতএব হে দীনবন্ধো আমি অদ্য তোমার শরণ লইলাম॥১৫

আমি, ধন, গৃহ, কুটুম্ব, হস্তী অশ্ব, পত্নী রাজ্য এবং ইন্দ্রনগরী ও লাভ করিলাম। কিন্তু হে নাথ, এ সমস্তই বিনাশশীল, কোনও ফলদায়ক নহে, অতএব হে দীনবন্ধো অদ্য আমি তোমার শরণ লইলাম।। ১৬

আমি বিধিপূর্ব্বক প্রাণাদিবায়ু নিরোধ করিয়া যোগ করি নাই যোগ বিনা আমার মনের স্থিরতা নাই এবং স্থিরতা বিনা আমার চিত্তে শান্তির বার্ত্তাও নাই অতএব হে দীনবন্ধো অদ্য আমি তোমার শরণ লইলাম।। ১৭

জ্ঞানং যথা মম ভবেৎ কৃপয়া গুরূণাং
সেবাং তথা ন বিধিনাকরবং হি তেষাম্।
সেবাপি সাধনতয়া বিদিতাস্তি চিত্তে
তস্মাত্ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো॥ ১৮॥

তীর্থাদিসেবনমহো বিধিনা হি নাথ
নাকারি যেন মনসো মম শোধনং স্যাৎ।
শুদ্ধিং বিনা ন মনসোঽবগমাপবর্গৌ
তস্মাত্ত্বমস্ত শরণং মম দীনবন্ধো॥ ১৯॥

বেদান্তশীলনমপি প্রমিতিং করোতি
ব্রহ্মাত্মনঃ প্রমিতিসাধনসংযুতস্য।
নৈবাস্তি সাধনলবো ময়ি নাথ তস্যা-
স্তস্মাত্ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো॥ ২০॥

গুরুগণের কৃপায় যেরূপে জ্ঞানলাভ হয় আমি বিধিপূর্ব্বক সেই গুরুগণের সেরূপ সেবা করি নাই,সেবাও পরিত্রাণের উপায় বলিয়া চিত্তে বিদিত, অতএব হে দীনবন্ধো আমি অদ্য তোমার শরণ লইলাম॥১৮

হে নাথ! আমি বিধিপূর্ব্বক তীর্থাদি সেবা করি নাই—তাহা হইলেও আমার চিত্ত শুদ্ধ হইতে পারিত, হায়! চিত্তশুদ্ধি বিনা মনের জ্ঞান ও মুক্তি হয় না। অতএব হে দানবন্ধো অদ্য আমি তোমার শরণ লইলাম॥ ১৯॥

ব্রহ্মনিষ্ঠচিত্ত এবং প্রমাণ (ধর্ম্মশাস্ত্র) শাস্ত্রের সাধনযুক্ত

"গোবিন্দ শঙ্কর হরে গিরিজেশ মেশ
শম্ভোজনার্দ্দন গিরীশ মুকুন্দ সাম্ব।
নান্যাগতির্ম্ম কথং চ ন বাং বিহায়
তস্মাত্ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ২১ ॥

এতৎ স্তবং ভগবদাশ্রয়ণাভিধানং
যে মানবা প্রতিদিনং প্রণতাঃ পঠন্তি
তে মানবা ভবরতিং পরিভূয় শান্তিং
গচ্ছন্তি কিং চ পরমাত্মনি ভক্তিমদ্ধা ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীমন্মৌক্তিক রামোদাসীন-শিষ্য ব্রহ্মানন্দবিরচিতং ভগবচ্ছরণ-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

হইলে বেদান্ত-অনুশীলনও তাহার নিশ্চয় জ্ঞান উৎপাদন করে; আমার সাধনের কণামাত্র নাই, অতএব হে দীনবন্ধো অদ্য আমি তোমার শরণ লইলাম ॥ ২০ ॥

হে গোবিন্দ হে শঙ্কর, হে হরে, হে গিরিজাপতে. হে রমেশ, হে শম্ভো, হে জনার্দ্দন, হে গিরীশ, হে মুকুন্দ, হে সাম্ব (শিব) আপনাদের (দুই পুরুষ ভিন্ন) ভিন্ন আমার কোনও উপায় নাই; অতএব হে প্রভো! কৃপা করিয়া আমার গতি করুন ॥ ২১ ॥

যে মনুষ্যগণ ভগবচ্ছরণ নামক এই স্তব প্রতিদিন প্রণত হইয়া পাঠ করেন, তাঁহারা সংসার-আসক্তি পরাভূত করিয়া শান্তিলাভ করেন এবং পরমাত্মপদে নিত্যভক্তি লাভ করেন ॥ ২২ ॥

শ্রীমধুসূদনস্তোত্রম্ ।

ওমিতি জ্ঞানমাত্রেণ রাগাজীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ।
কালনিদ্রাং প্রপন্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ১
ন গতি-র্বিদ্যতে নাথ! ত্বমেব শরণং মম।
পাপপঙ্কে নিমগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ২ ॥
মোহিতো মোহজালেন পুত্রদারগৃহাদিষু
তৃষ্ণয়া পীড্যমানোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৩ ॥
ভক্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ দুঃখশোকাতুরং প্রভো।
অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৪ ॥

মধুসূদন-স্তোত্র ।

ওম্ এই জ্ঞানমাত্র বৃদ্ধেরও বিষয়ানুরাগ জীর্ণ হয়, আমি কাল-নিদ্রায় (মোহনিদ্রায়) অভিভূত হইয়াছি ; হে মধুসূদন আমাকে রক্ষা কর ॥ ১ ॥

হে নাথ! আমার কোনও গতি নাই সে নিমিত্ত তোমার শরণ লইলাম; আমি পাপরূপ পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছি। মধুসূদন! আমাকে রক্ষা কর ॥ ২ ॥

আমি পুত্র পত্নী গৃহাদিতে (মমতাকৃষ্ট হইয়া) মোহজালে বদ্ধ হইয়াছি এবং বিষয়তৃষ্ণায় পীড়িত হইতেছি। হে মধুসূদন, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৩ ॥

আমি ভক্তিহীন দীন, দুঃখশোকাতুর নিরাশ্রয় এবং অনাথ হে প্রভো মধুসূদন! আমাকে পরিত্রাণ কর ॥ ৪ ॥

গতাগতেন শ্রান্তোঽস্মি দীর্ঘসংসারবর্ত্মসু।
যেন ভূয়ো ন গচ্ছামি ত্রাহি মাং মধুসূদন॥ ৫
বহবো হি ময়া দৃষ্টা যোনিদ্বারং পৃথক্ পৃথক্।
গর্ভবাসে মহদ্দুঃখং ত্রাহি মাং মধুসূদন॥ ৬॥
তেন দেব প্রপন্নোঽস্মি ত্রাণার্থে ত্বৎপরায়ণঃ
দুঃখার্ণবপরিত্রাণাৎ ত্রাহিমাং মধুসূদন॥ ৭॥
বাচা যত্র প্রতিজ্ঞাতং কর্ম্মণা নোপপাদিতম্
তৎপাপার্ণব-মগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন॥ ৮॥
সুকৃতং ন কৃতং কিঞ্চিদ্দুষ্কৃতঞ্চ কৃতং ময়া।
সংসারঘোরে মগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন॥ ৯॥

দীর্ঘ সংসারমার্গে আমি পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছি আর যেন আমি (সংসার পথে) আগমন না করি আমাকে পরিত্রাণ কর॥ ৫॥

আমি মনুষ্য পশ্বাদি বহু দেহ ধারণ করিয়া পৃথক পৃথক নানা যোনিতে উৎপন্ন হইয়াছি, এবং গর্ভবাসে বিপুল দুঃখ হইয়াছে অতএব হে মধুসূদন আমাকে পরিত্রাণ কর॥ ৬॥

সেইনিমিত্ত দেব! ত্বদ্গতচিত্ত হইয়া পরিত্রাণের নিমিত্ত তোমার আশ্রয় লইলাম। হে মধুসূদন! দুঃখরূপ সমুদ্র হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া আমার পরিত্রাণ কর॥ ৭॥

আমি বাক্য দ্বারা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কার্য্যে তাহা সম্পাদিত করি নাই সে নিমিত্ত পাপরূপ সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছি। হে মধুসূদন আমাকে পরিত্রাণ কর॥ ৮॥

আমি সুকৃত (পুণ্য) কিছুমাত্র করি নাই কিন্তু দুষ্কৃত (পাপ)

দেহান্তরসহস্রেষু চান্যোঽন্য ভ্রামিতো ময়া।
তির্য্যক্‌ত্বং মানুষত্বঞ্চ ত্রাহি মাং মধুসূদন॥ ১০ ॥
বাচয়ামি যথোন্মত্তঃ প্রলপামি তবাগ্রতঃ।
জরামরণভীতোঽস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন॥ ১১
যত্র যত্র চ জাতোঽস্মি স্ত্রীষু বা পুরুষেষু চ।
তত্র তত্রাচলাভক্তি স্ত্রাহিমাং মধুসূদন॥ ১২
গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে দ্বাদশাক্ষরচিন্তকাঃ॥ ১৩

অনুষ্ঠান করিয়াছি; অতএব ঘোর সংসারে মগ্ন হইয়াছি; হে মধুসূদন, আমাকে রক্ষা কর॥ ৯॥

আমি সহস্র সহস্র দেহে ভ্রমণ করিয়া কখন তির্য্যক্‌ত্ব (পশ্বাদি দেহ) কখন মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছি। হে মধুসূদন (এ প্রকার দুঃখ হইতে) আমাকে পরিত্রাণ কর॥ ১০॥

আমি জরা মরণ ভয়ে ভীত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় তোমার নিকটে প্রলাপ বাক্য সকল বলিয়াছি হে মধুসূদন! আমাকে (জরা মরণাদি দুঃখ হইতে) পরিত্রাণ কর॥ ১১॥

আমি যে কোনও স্থানে স্ত্রীদেহে বা পুরুষদেহে জন্মলাভ করি না কেন সকল দেহেতেই তোমার উপর অচলা ভক্তি থাকুক এবং হে মধুসূদন! তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর॥ ১২॥

চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহগণ অবধি বারংবার যাতায়াত করিয়া থাকে কিন্তু তোমার দ্বাদশ অক্ষর চিন্তকেরা অদ্যাপি সংসারে পুনরাগমন করে নাই॥ ১৩॥

উর্দ্ধপাতালমর্ত্ত্যেষু ব্যাপ্তং লোকজগত্রয়ম।
দ্বাদশাক্ষরাৎপরং নাস্তি বাসুদেবেন ভাষিতম্॥ ১৪
দ্বাদশাক্ষরং মহামন্ত্রং সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
গর্ভবাসনিবাসেন শুকেন পরিভাষিতম্॥ ১৫
দ্বাদশাক্ষরং নিরাহারো যঃ পঠেদ্ধরিবাসরে।
স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবং স্থানং যত্র যোগেশ্বরো হরিঃ॥ ১৬
ইতি শ্রীশুকদেববিরচিতং মধুসূদনস্তোত্রং সমাপ্তম্।

শ্রীকৃষ্ণাষ্টকম্।

শ্রিয়াশ্লিষ্টো বিষ্ণুঃ স্থিরচরগুরুর্ব্বেদবিষয়ো
ধিয়াং সাক্ষী শুদ্ধো-হরিরসুরহন্তাব্জনয়নঃ।
গদী শঙ্খী চক্রী বিমলবনমালা স্থিররুচিঃ
শরণ্যো-লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষি-বিষয়ঃ॥ ১

তুমি (উর্দ্ধ) স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই ত্রিলোক ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছ, দ্বাদশ অক্ষর অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র নাই (স্বয়ং) বাসুদেব এই কথা বলিযাছেন॥ ১৪॥

শুকদেব গর্ভবাসে অবস্থানকালে কহিয়াছেন যে দ্বাদশাক্ষর মহামন্ত্র সর্ব্ব কামনার ফল প্রদান করে॥ ১৫॥

যে একাদশীবাসরে নিরাহারে থাকিয়া দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র পাঠ করে (ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়) সে যেখানে যোগেশ্বর হরি বাস করেন সেই বৈষ্ণবধামে গমন করে॥ ১৬॥

শ্রীকৃষ্ণাষ্টক-স্তোত্র।

লক্ষ্মী যাহার দেহ আলিঙ্গন করিয়া আছেন, যিনি স্থাবর জঙ্গম সম্পূর্ণ জগতের গুরু, যিনি বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়, যিনি

যতঃ সর্ব্বং জাতং বিয়দনিলমুখ্যং জগদিদং
স্থিতৌ নিঃশেষং যোঽবতি নিজসুখাংশেন মধুহা।
লয়ে সর্ব্বং স্বস্মিন্‌হরতি কলয়া যস্তু স বিভুঃ
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ॥ ২
অসূনায়ম্যাদৌ যমনিয়মমুখ্যৈঃ সুকরণৈ
র্নিরুধ্যেদং চিত্তং হৃদি বিলয়মানীয় সকলম্।
যমীড্যং পশ্যন্তি প্রবরমতয়ো মায়িনমসৌ
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ॥ ৩

বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির সাক্ষী এবং শুদ্ধস্বরূপ, যিনি অসুরহন্তা কমল-লোচন হরি; যিনি হস্তে শঙ্খ চক্র গদা ও গলে বিমল বনকুসুম মালা ধারণ করিয়াছেন এবং যাঁহার স্থির সৌন্দর্য্য বিদ্যমান সেই সর্ব্ব জগতের আশ্রয় ও সর্ব্বলোকের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমার দৃষ্টি-গোচর হউন॥ ১॥

যাঁহা হইতে অন্তরীক্ষ বায়ুপ্রমুখ এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, যে মধুসূদন স্থিতিকালে আপন সুখাংশে (সত্ত্বগুণ) দ্বারা অনন্ত বিশ্ব পালন করিতেছেন এবং প্রলয়কালে নিজ অংশে যিনি আপনাতেই সমস্ত সংহার করেন সেই সর্ব্ব জগতের আশ্রয় ও সর্ব্বলোকের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমার দৃষ্টির গোচর হউন॥ ২॥

বিশুদ্ধচিত্ত মুনিগণ প্রথমতঃ যমনিয়মাদি সাধনপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিয়া এবং সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে হৃদয়ে নিরোধ করিয়া যে ত্রিভুবন পূজ্য মায়া-শরীরধারী বিষ্ণুকে হৃদয়ে দর্শন করেন, সেই সর্ব্ব জগতের আশ্রয় ও সর্ব্বলোকের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমার দৃষ্টির গোচর হউন॥ ৩॥

পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্তো যময়তি মহীং বেদ ন ধরা
যমিত্যাদৌ বেদো বদতি জগতামীশমমলম্।
নিয়ন্তারং ধ্যেয়ং মুনিসুরনৃণাং মোক্ষদমসৌ
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৪
মহেন্দ্রাদির্দ্দেবো জয়তি দিতিজান্যস্য বলতো
ন কস্য স্বাতন্ত্র্যং কচিদপি কৃতৌ যৎকৃতিমৃতে।
কবিত্বাদের্গর্ব্বং পরিহরতি যোঽসৌ বিজয়িনঃ
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৫
বিনা যস্য ধ্যানং ব্রজতি পশুতাং সূকরমুখাং
বিনা যস্য জ্ঞানং জনিমৃতিভয়ং যাতি জনতা
বিনা যস্য স্মৃত্যা কৃমিশতজনিং যাতি স বিভুঃ
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥৬

পৃথিবীতে অবস্থান পূর্ব্বক যিনি মহীমণ্ডল নিয়মিত করিয়াছেন কিন্তু পৃথিবী যাঁহাকে জ্ঞাত হইতে পারে নাই; বেদ যাঁহাকে জগতের অদ্বিতীয় নিরঞ্জন ঈশ্বর কহিয়া থাকে, যিনি জগতের নিয়ন্তা, দেবতা মুনি ও মনুষ্যগণ যাঁহাকে চিত্তে ধ্যান করেন, যিনি সর্ব্ব জীবের মুক্তি দাতা, সেই সর্ব্ব জগতের আশ্রয় ও সর্ব্বলোকের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমার দৃষ্টির গোচর হউন ॥৪

ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ যাঁহার বলে বলীয়ান্ হইয়া দৈত্যগণকে পরাজিত করেন, যাঁহার চেষ্টা ভিন্ন কাহারও কোনও বিষয়ে স্বাধীনতা (কর্ত্তৃত্ব) নাই, যিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের কবিত্বাদির গর্ব্ব হরণ করেন, সেই সর্ব্ব জগতের আশ্রয় ও সর্ব্বলোকের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমার দৃষ্টির গোচর হউন ॥৫

মানব যাঁহার ধ্যানহীন হইলে শূকর প্রভৃতি পশুদেহ প্রাপ্ত

পরাতঙ্কোত্তঙ্ক শরণশরণো ভ্রান্তি হরণো
ঘনশ্যামো রামো ব্রজশিশু-বয়স্যোঽর্জ্জুনসখঃ।
স্বয়ম্ভূর্ভূতানাং জনক উচিতাচারসুখদঃ
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণাঽক্ষিবিষয়ঃ॥ ৭
যদাধর্ম্মগ্লানির্ভবতি জগতাং ক্ষোভকরণী
তদা লোকস্বামী প্রকটিতবপুঃ সেতুধৃগজঃ।
সতাং ধাতা স্বচ্ছো নিগমগুণগীতো ব্রজপতিঃ
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ॥ ৮

হয়, যাঁহার জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যগণ জন্মমৃত্যু ভয়ে পীড়িত হয় এবং যাঁহাকে স্মরণ না করিলে শত জন্ম অবধি কৃমি জন্ম লাভ হইয়া থাকে সেই সর্ব্ব জগতের আশ্রয় ও সর্ব্ব লোকের ঈশ্বর বিভু শ্রীকৃষ্ণ আমার দৃষ্টির গোচর হউন॥

যিনি মনুষ্যগণের ভয় হরণ করেন ও জগতের ভ্রান্তি নাশ করেন, যিনি আশ্রয়েরও আশ্রয় স্বরূপ, যিনি নবীন মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, রামরূপধারী, ব্রজবালকবয়স্য অর্জ্জুনসখা, যিনি স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছেন যিনি সর্ব্বলোকের জনক এবং জীবগণের যথোচিত (কর্ম্মানুরূপ) সুখদাতা সেই সর্ব্ব জগতের আশ্রয় ও সর্ব্বলোকের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমার দৃষ্টির গোচর হউন॥৭

যে যে সময়ে জগতের বিত্রাসকারিণী ধর্ম্মগ্লানি হইয়া থাকে, সেই সেই কালে যে ধর্ম্ম-সেতুস্বরূপ জগৎস্বামী জন্মরহিত বিষ্ণু মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সাধুগণের পরিত্রাণ সাধন করেন, যিনি সর্ব্ব-

ইতি হরিরখিলাত্মারাধিতঃ শঙ্করেণ
শ্রুতিবিশদগুণোঽসৌ মাতৃমোক্ষার্থমাদ্যঃ।
যতিবরনিকটে শ্রীযুক্ত আবির্বভূব
স্বগুণবৃত উদারঃ শঙ্খচক্রাব্জহস্তঃ ॥ ৯

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং কৃষ্ণাষ্টকম্ ॥

গোপাল-স্তোত্রম্।

নবীননীরদশ্যামং নীলেন্দিবরলোচনম্।
বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণম ॥ ১

বিকার বর্জ্জিত, এবং বেদে যাঁহার চরিত্র গীত হয় সেই সর্ব্বজগতের আশ্রয় ও সর্ব্বলোকের ঈশ্বর ব্রজপতি শ্রীকৃষ্ণ আমার দৃষ্টির গোচর হউন ॥৮

বেদে যাহার গুণরাশি বিস্তারিতরূপে উপগীত হয় সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আত্মাস্বরূপ জগতের আদিভূত উদারচরিত হরি, শঙ্করচার্য্য কর্ত্তৃক মাতার মোক্ষের নিমিত্ত এইরূপ আরাধিত হইয়া স্বগুণে হস্তে শঙ্খচক্র পদ্ম ধারণ পূর্ব্বক লক্ষ্মীসহ যতিবরের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥৯

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিরচিত কৃষ্ণাষ্টক।

গোপাল স্তোত্র।

নবীন মেঘের ন্যায় যাঁহার শ্যামবর্ণ দেহ এবং নীলপদ্মের ন্যায় যাঁহার সুন্দর নয়ন, গোপীর আনন্দদায়ক সেই গোপাল রূপধারী কৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥১

স্ফুরদ্বর্হদলোদ্বদ্ধনীলকুঞ্চিত মূর্দ্ধজম্।
কদম্বকুসুমোদ্বদ্ধ বনমালাবিভূষিতম্॥ ২
গণ্ডমণ্ডলসংসর্গি-চলৎ কাঞ্চনকুণ্ডলম্।
স্থূলমুক্তাফলোদার-হারদ্যোতিতবক্ষসম্॥৩
হেমাঙ্গদতুলাকোটি কিরীটোজ্জ্বলবিগ্রহম্।
মন্দমারুতসংক্ষোভ বল্গিতাম্বরসঞ্চয়ম্॥ ৪
রুচিরৌষ্ঠপুটন্যস্ত-বংশীমধুরনিস্বনৈঃ।
লসদ্গোপালিকাচেতো মোহয়ন্তং মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ৫
বল্লবীবদনাম্ভোজমধুপানমধুব্রতম্।
ক্ষোভয়ন্তং মনস্তাসাং সস্মেরাপাঙ্গবীক্ষণৈঃ॥ ৬

যাঁহার নীলকুঞ্চিত কেশ সমূহ ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা চূড়াবদ্ধ হইয়াছে, যাঁহার গলদেশে কদম্ব কুসুম বদ্ধ বনমালা বিভূষিত, গণ্ডদেশে চঞ্চল স্বর্ণকুণ্ডল আন্দোলিত হইতেছে এবং বক্ষের উপর স্থূল ও বৃহৎ মুক্তার মালা দীপ্তি পাইতেছে সেই কৃষ্ণকে বন্দনা করি॥২।৩

যাঁহার শরীর স্বর্ণ কেয়ূর ও কিরীট দ্বারা উজ্জ্বল হইয়াছে এবং মৃদু সমীরণে যাঁহার পীতাম্বর চঞ্চল হইতেছে সেই কৃষ্ণকে প্রণাম করি॥৪

যিনি সুন্দর ওষ্ঠপুটে ন্যস্ত মধুর বংশীর রবে উল্লসিত গোপী-চিত্তকে বারংবার মুগ্ধ করিতেন সেই কৃষ্ণকে বন্দনা করি॥ ৫

যিনি গোপবালার মুখপদ্মের মধুপান-নিরত ভ্রমরস্বরূপ

যৌবনোদ্ভিন্নদেহাভিঃ সংসক্তাভিঃ পরস্পরম্।
বিচিত্রাম্বরভূষাভির্গোপনারীভিরাবৃতম্॥ ৭
প্রভিন্নাঞ্জনকালিন্দী জলকেলিকলোৎসুকম্।
যোধয়ন্তং ক্বচিদ্‌গোপান্ ব্যাহরন্তং গবাং ধনম্॥ ৮
কালিন্দীজলসংসর্গিশীতলানিলসেবিতে
কদম্বপাদপচ্ছায়ে স্থিতং বৃন্দাবনে ক্বচিৎ॥ ৯
রত্নভূধরসংলগ্নরত্নাসনপরিগ্রহম্।
কল্পপাদপমধ্যস্থ-হেমমণ্ডপিকাগতম্॥ ১০
বসন্তকুসুমামোদসুরভীকৃতদিঙ্মুখে,
গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে স্থিতং রাসরসোৎসুকম্॥ ১১

এবং যিনি প্রফুল্ল কটাক্ষপাতে গোপীদিগের মনক্ষোভিত করিতেন তাঁহাকে প্রণাম করি॥ ৬

যিনি বিচিত্র বেশভূষাধারিণী পরস্পর সন্নিহিত গোপযুবতীগণের দ্বারা পরিবৃত থাকিতেন তাঁহাকে নমস্কার করি॥৭

যিনি কজ্জলপ্রভা যমুনাজলে জলক্রীড়াতে উৎফুল্ল থাকিতেন এবং কখনও কখনও ক্রীড়াচ্ছলে গোপবালকদিগকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিতেন এবং তাহাদের গোধনদিগকে আহ্বান করিতেন তাঁহাকে নমস্কার করি॥৮

যিনি কখনও বৃন্দাবনে শীতল যমুনাশীকরসম্পৃক্ত কদম্ব বৃক্ষচ্ছায়ায় অবস্থিতি করিতেন, কখনও বা রত্নগিরি-সংলগ্ন রত্নাসনে উপবেশন করিতেন, কখনও কল্পবৃক্ষ মধ্যস্থিত সুবর্ণ মণ্ডপে অবস্থিতি করিতেন এবং কখনও বা চতুর্দ্দিকে বসন্ত কুসুম আমোদিত রমণীয় গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে রাসরসোৎফুল্ল হইয়া বাস করিতেন, সেই কৃষ্ণকে নমস্কার করি॥ ৯।১০।১১

সব্যহস্ততলন্যস্তগিরিবর্য্যাতপত্রকম্।
খণ্ডিতাখণ্ডলোন্মুক্তা-মুক্তাসারঘনাঘনম্॥ ১২
বেণুবাদ্যমহোল্লাসকৃতহুঙ্কারনিঃস্বনৈঃ।
সবৎসৈরুন্মুখৈঃ শশ্বদ্গোকুলৈরভিবীক্ষিতম্॥ ১৩
কৃষ্ণমেবানুগায়দ্ভিস্তচ্চেষ্টাবশবর্ত্তিভিঃ।
দণ্ডপাশোদ্যতকরৈর্গোপালৈরুপশোভিতম্॥ ১৪
নারদাদ্যৈর্মুনিশ্রেষ্ঠৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ।
প্রীতিসুস্নিগ্ধয়া বাচা স্তূয়মানং পরাৎপরম্॥ ১৫
য এবং চিন্তয়েদ্দেবং ভক্ত্যা সংস্তৌতি মানবঃ।
ত্রিসন্ধ্যং তস্য তুষ্টোঽসৌ দদাতি বরমীপ্সিতম্॥ ১৬

যিনি ইন্দ্রকৃত প্রবল বারিবর্ষণ নিবারণের নিমিত্ত বামহস্ততলে ছত্রের ন্যায় গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন সেই কৃষ্ণকে নমস্কার করি॥ ১২

(কৃষ্ণের) বংশীধ্বনি শ্রবণে অত্যন্ত উল্লসিত বৎসসহ ঊর্দ্ধমুখ গবীগণ আনন্দে হুঙ্কার করত যাঁহাকে নিরীক্ষণ করিত সেই কৃষ্ণকে বন্দনা করি॥ ১৩

কৃষ্ণ-লীলানুসারে কৃষ্ণনাম গানকারী দণ্ডপাশধারী গোপালগণ কর্ত্তৃক পরিশোভিত এবং বেদ-বেদাঙ্গপারগ নারদাদি মুনিগণ কর্ত্তৃক প্রীত ও সুস্নিগ্ধবচনে সংস্তুত পরাৎপর কৃষ্ণকে প্রণাম করি॥ ১৪॥১৫

যে মানব দেবের এইরূপে ধ্যান করত ভক্তিসহ ত্রিসন্ধ্যা স্তব করে কৃষ্ণ তাহার উপর প্রীত হইয়া অভীষ্ট প্রদান করেন। এবং

রাজবল্লভতা-মেতি ভবেৎ সর্ব্বজনপ্রিয়ঃ।
অচলাং শ্রিয়মাপ্নোতি স বাগ্মী জায়তে ধ্রুবম্॥ ১৭
ইতি শ্রীগৌতমীয়মহাতন্ত্রে গোপালস্তোত্রং সমাপ্তম্।

ভগবন্মানস-পূজনম্।

হৃদম্ভোজে কৃষ্ণঃ সজলজলদ-শ্যামলতনুঃ
সরোজাক্ষঃ স্রগ্বী মুকুটকটকাদ্যাভরণবান্।
শরদ্রাকানাথ-প্রতিম-বদনঃ শ্রীমুরলিকাং বহন্
ধ্যেয়ো গোপীগণপরিবৃতঃ কুঙ্কুমচিতঃ॥ ১
পয়োঽম্ভোধের্দ্বীপান্মম হৃদয়মায়াহি ভগবন্
মণিব্রাতভ্রাজৎ-কনকবর-পীঠং ভজ হরে।।
সুচিহ্নৌ তে পাদৌ যদুকুলজ নেনেজ্মি সুজলৈ
গৃহাণেদং দূর্ব্বাফলজলবদর্ঘ্যং মুররিপো॥ ২

সে নিশ্চিত রাজার এবং সর্ব্বজনের প্রিয় হয়, অচঞ্চল লক্ষ্মীলাভ করে এবং সুবক্তা হয়॥ ১৬।১৭

ইতি শ্রীগোপালস্তোত্র সম্পূর্ণ।

শ্রীভগবন্মানস পূজা।

জলপরিপূর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ যাঁহার দেহ, অরবিন্দের তুল্য যাঁহার নেত্র, যিনি গলদেশে পুষ্পমালা ধারণ করিয়াছেন এবং মুকুট কেয়ূর বলয়াদি আভরণে ভূষিত, শারদ-পূর্ণিমার চন্দ্র-তুল্য যাঁহার আনন, এবং যিনি হস্তে মুরলিকা বহন করেন গোপী-গণ পরিবৃত কুঙ্কুমলিপ্তাঙ্গ সেই কৃষ্ণকে হৃদয়পদ্মে ধ্যান করি॥ ১॥

হে ভগবন্ ক্ষীরসমুদ্রের দ্বীপ হইতে আমার হৃদয়মন্দিরে

ত্বমাচামোপেন্দ্র ত্রিদশসরিদম্ভোঽতিশিশিরং
ভজস্বেমং পঞ্চামৃত-রচিত-মাপ্লাবন-মনঘম্ ।
দ্যুনদ্যাঃ কালিন্দ্যা অপি কনককুম্ভস্থিতমিদং
জলং তেন স্নানং কুরু কুরু কুরুষ্বাচমনকম্ ॥ ৩
তড়িদ্বর্ণে বস্ত্রে ভজ বিজয়কান্তাদিহরণ
প্রলম্বারিভ্রাত মৃদুলমুপবীতং কুরু গলে ।
ললাটে পাটীরং মৃগমদযুতং ধারয় হরে
গৃহাণেদং মাল্যং শতদলতুলস্যাদি-রচিতম্ ॥

আসিয়া মণিরত্নখচিত উজ্জ্বল কনকাসনে উপবেশন কর। হে যাদব, তোমার সুচিহ্ন পাদযুগল আমি নির্ম্মল জলে ধৌত করিব। মুরারে! দূর্ব্বা ফল জলরচিত অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি ইহা গ্রহণ কর ॥ ২ ॥

হে উপেন্দ্র (বিষ্ণো)! আমি অতি শীতল গঙ্গার জল প্রদান করিলাম তুমি ইহা আচমন কর, এবং হে কলুষনাশন! আমার পঞ্চামৃত রচিত আপ্লাবন গ্রহণ কর, আর আমি স্বর্ণকুম্ভে করিয়া গঙ্গার ও যমুনার জল প্রদান করিলাম তাহাতে স্নান এবং আচমন কর ॥ ৩ ॥

হে প্রলম্বারি (বলদেব) অনুজ! হে শক্রজয়কালে শক্র-বনিতাদি হরণ করিন্! আমি পীতবর্ণের বস্ত্র দিলাম ইহা পরিধান কর, এবং গলে কোমল উপবীত ধারণ কর। ভালে মৃগনাভি-যুক্ত চন্দন ধারণ কর এবং পদ্ম ও তুলসীপত্র রচিত মাল্য প্রদান করিলাম ইহা গ্রহণ কর ॥ ৪ ॥

দশাঙ্গং ধূপং সদ্বরদ চরণাগ্রেঽর্পিতময়ে
মুখং দীপেন্দুপ্রভবরজসা দেব কলয়ে।
ইমৌ পাণী বাণীপতিনুত সকর্পূররজসা
বিশোধ্যাগ্রে দত্তং সলিলমিদমাচাম নৃহরে॥
সদা তৃপ্তান্নং ষড়্‌রসবদখিলব্যঞ্জনযুতং
সুবর্ণী পাত্রে গোঘৃতচষকযুক্তে স্থিতমিদম্।
যশোদাসূনো ত্বং পরমদয়য়াশান সখিভিঃ
প্রসাদং বাঞ্ছদ্ভিঃ সহ তদনু নীরং পিব বিভো॥ ৬
সচন্দ্রং তাম্বূলং মুখরুচিকরং ভক্ষয় হরে
ফলং স্বাদুপ্রীত্যা পরিমলবদাস্বাদয় চিরম্।
সপর্য্যাপর্য্যাপ্ত্যৈ কনকমণিজাতং স্থিতমিদং
প্রদীপৈরারাত্রিং জলধিতনয়াশ্লিষ্ট রচয়ে॥ ৭

হে শ্রেষ্ঠবরদাতঃ! আমি তোমার চরণাগ্রে দশাঙ্গ ধূপ দান করিলাম, চন্দ্রপ্রভার তুল্য দীপ দান করিলাম। হে বিরিঞ্চি স্তুত! আমার এই দুই হস্ত প্রক্ষালিত করিয়া কর্পূরচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া জল দিলাম হে নরহরিরূপধারিন্! ইহা আচমন কর॥ ৫॥

হে যশোদানন্দন! আমি ষড়্‌রস এবং অখিল ব্যঞ্জনযুক্ত পান-পাত্র সহিত স্বর্ণপাত্রে গব্যঘৃত মিশ্রিত তৃপ্তিকর অন্ন প্রদান করিলাম, তুমি পরম দয়া করিয়া প্রসাদাকাঙ্ক্ষী সখাগণের সহিত ইহা ভোজন কর এবং পরে জলপান কর॥ ৬॥

হে হরে! আমি মুখরুচিকর কর্পূরযুক্ত তাম্বূল প্রদান করিলাম ইহা চর্ব্বণ কর এবং সুগন্ধ ও সুস্বাদু ফল প্রদান করিলাম

বিজাতীয়ৈঃ পুষ্পৈরভি[illegible]ভিভির্বিল্বতুলসী-
যুতৈশ্চেমং পুষ্পাঞ্জলিমজিত তে মূর্ধ্নি নিদধে।
তব প্রাদক্ষিণ্যক্রমণ মঘবিধ্বংসিরচিতং
চতুর্ব্বারং বিষ্ণো জনিপথগতিশ্রান্তবিদুষা ॥ ৮
নমস্কারোঽষ্টাঙ্গঃ সকলদুরিতধ্বংসনপটুঃ
কৃতং নৃত্যংগীতং স্তুতিরপি রমাকান্ত তইয়ম্
তব প্রীত্যৈ ভূযাদহমপি চ দাসস্তব বিভো
কৃতং পূর্ণং সর্ব্বং কুরু কুরু নমস্তেঽস্তু ভগবন্॥ ৯

তাহা প্রীতিপূর্ব্বক আস্বাদন কর এবং তোমার পূজাসিদ্ধির নিমিত্ত স্বর্ণ ও রত্ননির্ম্মিত প্রদীপে আরতি করিতেছি, হে লক্ষ্মী-আলিঙ্গিত তনো (কমলাসেবিতাঙ্গ) হরে! ইহা গ্রহণ কর ॥৭

হে অজিত! বিল্ব ও তুলসীপত্র সহ নানা জাতীয় সুরভি কুসুমাঞ্জলি তোমার মস্তকে অর্পণ করিলাম। হে বিষ্ণো আমি জন্ম (মৃত্যু) দুঃখ বিদিত হইয়া তন্নিবারণার্থ পাপহর তোমার চারিবার প্রদক্ষিণ করিলাম ॥ ৮ ॥

সর্ব্ব পাপধ্বংসের নিমিত্ত তোমার অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম, হে রমাপতে! আর নৃত্য গীত ও তোমার স্তুতি করিলাম, ইহাতে তোমার প্রীতি হউক। হে বিভো ভগবন্! তোমার দাস আমি, আমার পূজার ত্রুটী পূর্ণ কর। আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ৯ ॥

সদা সেব্যঃ কৃষ্ণঃ সজলঘননীলঃ করতলে
দধানো দধ্যন্নং তদনু নবনীতং মুরলিকাম্
কদাচিৎ কান্তানাং কুচকলশপত্রালিরচনা
সমাসক্তঃ স্নিগ্ধৈঃ সহ শিশুবিহারং বিরচয়ন্॥ ১০॥
মণিকর্ণীচ্ছয়া জাতমিদং মানসপূজনম্।
যঃ কুর্বীতোষসি প্রাজ্ঞস্তস্য কৃষ্ণঃ প্রসীদতি॥ ১১॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং ভগবন্মানসপূজনম্।

বিষ্ণোর্দশাবতার-স্তবঃ।

আদায় বেদাঃ সকলাঃ সমুদ্রাৎ নিহত্য শঙ্খং রিপুমত্যুদগ্রম্।
দত্তাঃ পুরা যেন পিতামহায় তং মৎস্যরূপং প্রণমামি বিষ্ণুম্॥ ১

যিনি করতলে দধ্যন্ন পশ্চাৎ নবনীত এবং মুরলী ধারণ করিয়াছেন এবং কখনও কখনও কান্তাগণের কুচযুগলে পত্রলেখা রচন করিয়াছেন ও স্নিগ্ধ শিশু সঙ্গে (গোপবালকসহ) বিহার করিয়াছেন সেই সজল মেঘের ন্যায় নীলকান্তি কৃষ্ণকে সর্ব্বদা ধ্যান করি॥ ১০॥

মণিকর্ণীর ইচ্ছায় ভগবানের এই মানস পূজা কৃত হইল, যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি প্রাতঃকালে এই স্তব পাঠ করে, ভগবান্ কৃষ্ণ তাহার উপর প্রীত হন॥ ১১॥

দশাবতার স্তোত্র।

যিনি অত্যুগ্র শত্রু শঙ্খাসুর বিনাশ করিয়া সমুদ্র হইতে সমস্ত বেদের উদ্ধার সাধনপূর্ব্বক প্রথমে ব্রহ্মাকে তাহা দান করিয়াছেন, সেই মৎস্যরূপধারী বিষ্ণুকে প্রণাম করি॥ ১॥

দিব্যামৃতার্থং মথিতে পয়োধৌ দেবাসুরৈর্ব্বাসুকিমন্দরাভ্যাম্।
ভূমের্মহাবেগবিঘূর্ণিতায়াস্তং কূর্ম্মমাধারগতং স্মরামি ॥ ২
সমুদ্রকাঞ্চী সরিদুত্তরীয়া বসুন্ধরা মেরু-কিরীটভারা।
দন্তাগ্রতো যেন সমুদ্ধৃতাভূৎ তমাদিকোলং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৩
ভক্তার্ত্তিভঙ্গক্ষময়া ধিয়া য স্তম্ভান্তরালাদুদিতো নৃসিংহঃ।
রিপুং সুরাণাং নিশিতৈ র্নখাগ্রৈর্ব্বিদারয়ন্তং তমহং নমামি ॥ ৪
চতুঃসমুদ্রাভরণা ধরিত্রী ন্যাসায় নালং চরণস্য যস্য।
একস্য নান্যস্য পদং সুরাণাং ত্রিবিক্রমং সর্ব্বগতং নমামি ॥ ৫

দেবাসুরগণ দিব্য অমৃতের নিমিত্ত বাসুকিকে রজ্জু ও মন্দর পর্ব্বতকে মন্থন দণ্ড করিয়া সমুদ্র মথিত করিতে থাকিলে মহাবেগে বিঘূর্ণিত পৃথিবীর আধারভূত (ভারধারণকারী) কূর্ম্ম অবতারকে ধ্যান করি ॥ ২ ॥

সমুদ্র যাহার মেখলা, নদী উত্তরীয় এবং সুমেরু কিরীট এরূপ বসুন্ধরাকে যিনি দন্তাগ্রে উদ্ধার করিয়াছেন সেই আদি বরাহরূপধারী বিষ্ণুকে আশ্রয় করি ॥ ৩ ॥

যিনি ভক্তের পীড়ানাশনক্ষম বুদ্ধিতে স্তম্ভের অন্তরাল হইতে নৃসিংহরূপে বাহির হইয়া দেবগণের শত্রুকে নিশিত নখাগ্রে বিদারণ করিয়াছেন সেই বিষ্ণুকে প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

চতুঃ সমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবীতে যাঁহার এক চরণ স্থাপনের স্থান সংকুলান হয় না, এবং স্বর্গে অপর চরণের স্থান হয় না, সেই সর্ব্বব্যাপী ত্রিবিক্রম বিষ্ণুকে প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

ত্রিঃসপ্তবারং নৃপতীন্নিহত্য যস্তর্পণং রক্তময়ং পিতৃভ্যঃ।
চকার দোর্দ্দণ্ডবলেন সম্যক্ তমাদিশূরং প্রণমামি বিষ্ণুম্॥ ৬
কুলে রঘূণাং সমবাপ্য জন্ম বিধায় সেতুং জলধের্জ্জলান্তঃ।
লঙ্কেশ্বরং যঃ শময়াঞ্চকার সীতাপতিং তং প্রণমামি ভক্ত্যা॥ ৭
হলেন সর্ব্বান্ নৃপতীন্ নিহত্য চকার চূর্ণং মুসলপ্রহারৈঃ।
যঃ কৃষ্ণমাসাদ্য বলং বলীয়ান্ ভক্ত্যা ভজে তং বলভদ্র-রামম্॥ ৮
সাম্রাজ্য-সৌখ্যং তৃণবদ্বিহায় সন্ধারয়ংশ্চীবরচিহ্নবেশম্।
নিনিন্দ বেদং পশুঘাতনং যো দয়াময়ং তং প্রণতোঽস্মি বুদ্ধম্॥ ৯
কল্পাবসানে তুরগাধিরূঢ়ো সংঘট্টয়ামাস নিমেষমাত্রাৎ।
যস্তেজসা নির্দ্দহতাতিভীম স্তং কল্কিনং বিশ্বপতিং ভজামঃ॥১০

যিনি বাহুবলে একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া তাহাদের রক্তে পিতৃগণের তর্পণ করিয়াছেন সেই আদি বীর পরশুরাম মূর্ত্তিধারী বিষ্ণুকে প্রণাম করি॥ ৬॥

রঘুদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সমুদ্রের সেতু বন্ধনপূর্ব্বক যিনি রাবণবধ করিয়াছেন সেই সীতাপতি রামচন্দ্রকে ভক্তির সহিত প্রণাম করি॥ ৭॥

যে বলশালী বলভদ্র কৃষ্ণের সাহায্যে সমস্ত নৃপতিগণকে পরাভূত করিয়া মুষলাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছেন ভক্তির সহিত সেই বলরামকে ভজনা করি॥ ৮॥

রাজ্যসুখ তৃণবৎ ত্যাগ করিয়া বল্কলবেশ ধারণপূর্ব্বক যিনি বেদোক্ত পশুঘাতনের নিন্দা করিয়াছেন সেই দয়াময় বুদ্ধদেবকে প্রণাম করি॥ ৯॥

কলিযুগাবসানে অশ্বারূঢ় হইয়া অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে মহাতেজে

শঙ্খং সুচক্রং সুগদাং সরোজং দোর্ভির্দধানং গরুড়াধিরূঢ়ম্।
শ্রীবৎসচিহ্নং জগদাদিমূলং তমালনীলং হৃদি বিষ্ণুমীড়ে॥ ১১
ক্ষীরাম্বুধৌ শেষবিশেষতল্পে শয়ানমন্তঃস্মিতশোভিবক্ত্রম্।
উৎফুল্লনেত্রাম্বুজমম্বুদাভম্ আদ্যং শ্রুতীনামসকৃৎ স্মরামি॥ ১২
প্রীণয়েদনয়া স্তুত্যা জগন্নাথং জগন্ময়ম্।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামাপ্তয়ে পুরুষোত্তমম্॥ ১৩

ইতি শ্রীবিষ্ণোর্দশাবতারস্তবঃ সমাপ্তঃ।

নিমেষমাত্রে যিনি (দুর্বৃত্তের) বিনাশ সাধন করিবেন সেই বিশ্ব-পতি কল্কিকে ভজনা করি॥ ১০॥

যিনি গরুড়ারোহণ-পূর্ব্বক হস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম এবং বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন সেই জগতের আদি ও নিদানস্বরূপ তমালের ন্যায় নীলবর্ণ বিষ্ণুকে হৃদয়ে পূজা করি॥ ১১॥

ক্ষীর সমুদ্রে অনন্ত শয্যায় শয়ান অন্তরে হাস্যকারী শোভিত-বদন পদ্মপলাশলোচন, মেঘ নীলবর্ণ, বেদের স্রষ্টা বিষ্ণুকে বারংবার প্রণাম করি॥ ১২॥

ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষলাভের নিমিত্ত এই স্তবদ্বারা জগন্ময় জগন্নাথ পুরুষোত্তমকে প্রীণিত (তৃপ্ত) করিবে॥ ১৩॥

ইতি বিষ্ণুর দশাবতার স্তব সমাপ্ত।

দশাবতার-স্তোত্রম্। (জয়দেবকৃতম্)

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্র চরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃত মীনশরীর
জয় জগদীশ হরে ॥ ১

ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে
ধরণিধরণ-কিণচক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃত-কচ্ছপরূপ
জয় জগদীশ হরে ॥ ২

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃত-শূকররূপ
জয় জগদীশ হরে ॥ ৩

দশাবতার স্তোত্র। (জয়দেব)

হে কেশব, হে মৎস্যমূর্ত্তিধারিন! তুমি প্রলয়-সমুদ্র-জলে নৌকার ন্যায় অনায়াসে বেদের উদ্ধার সাধন করিয়াছ। হে জগদীশ হে হরে তোমার জয় হউক ॥ ১ ॥

হে কেশব, হে কচ্ছপরূপধারিন্! তোমার সুবিশাল এবং ধরণিবহনে কঠিন ও সুদৃঢ় পৃষ্ঠোপরি পৃথিবী অবস্থিত ছিল। হে জগদীশ হরে! তোমার জয় হউক ॥ ২ ॥

হে কেশব, হে বরাহরূপধারিন্! পৃথিবী তোমার দশনাগ্রে

তব কর-কমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিত-হিরণ্যকশিপু-তনুভৃঙ্গম্।
কেশব ধৃত-নরহরিরূপ
জয় জগদীশ হরে ॥ ৪

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন
পদ-নখ নীর-জনিত-জনপাবন।
কেশব ধৃত-বামনরূপ
জয় জগদীশ হরে ॥ ৫

সংলগ্ন হইয়া চন্দ্রেতে কলঙ্ক রেখার ন্যায় অবস্থিত ছিল। হে জগদীশ, হরে! তোমার জয় হউক ॥ ৩ ॥

হে কেশব, হে নরহরিরূপধারিন্! তোমার চারু করকমলের (অগ্রভাগে) অদ্ভুত নখরে, হিরণ্যকশিপুর দেহরূপ ভ্রমর বিদারিত হইয়াছে। হে জগদীশ, হরে! তোমার জয় হউক* ॥ ৪ ॥

হে কেশব, হে বামনরূপধারিন্! হে পদনখ জলে (অর্থাৎ পাদপদ্মসম্ভূত গঙ্গা জলে) লোকপাবনকারিন্! হে অদ্ভুত বামন! তুমি বিক্রম অর্থাৎ পদক্ষেপে (স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে তিন পদ নিক্ষেপ করিয়া) বলিকে ছলনা করিয়াছ। হে জগদীশ হরে! তোমার জয় হউক ॥ ৫ ॥

---

* কমলের কেশর কোমল কিন্তু তোমার কর-কমলে কেশর তুল্য নখ অতি কঠিন ও তীক্ষ্ণ ইহা অতি অদ্ভুত, সেই নখে হিরণ্যকশিপুরূপ ভ্রমর বিদ্ধ হইয়াছে।

ক্ষত্রিয়-রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিত-ভব-তাপম্।
কেশব ধৃত-ভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৬
বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্পতি-কমনীয়ং
দশমুখ মৌলি-বলিং রমণীয়ম্।
কেশব ধৃত-রামশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ৭
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতি-ভীতি-মিলিত-যমুনাভম্।
কেশব ধৃত হলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৮
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়-হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতম্।
কেশব ধৃত-বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ৯

হে কেশব, হে ভার্গব-(পরশুরাম) রূপধারিন্! তুমি ক্ষত্রিয়-রুধিরময়-জলে জগৎকে স্নান করাইয়া পাপতাপহীন করিয়াছ। হে জগদীশ হরে। তোমার জয় হউক ॥ ৬ ॥

হে কেশব, হে রঘুপতিমূর্ত্তিধারিন্! তুমি দিক্পতি (ইন্দ্রাদি) গণের বাঞ্ছনীয় দশানন মস্তকরূপ রমণীয় বলি দশদিকে বিতরণ (নিক্ষেপ) করিয়াছ। হে জগদীশ, হরে! তোমার জয় হউক ॥ ৭

হে কেশব, হে বলরামমূর্ত্তিধারিন্। তোমার শুভ্রদেহে তুমি লাঙ্গলাঘাত ভয়ে শরণাগত যমুনার আভার ন্যায় মেঘবৎ নীলবসন ধারণ করিয়াছ। হে জগদীশ, হরে! তোমার জয় হউক ॥ ৮ ॥

হে কেশব, হে বুদ্ধরূপধারিন্। তুমি দয়ার্দ্র হৃদয়ে পশুঘাত

ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃত-কল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ১০
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম।
কেশব ধৃত-দশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ১১

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥১২

ইতি শ্রীজয়দেবকৃতং শ্রীবিষ্ণোর্দশাবতার-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

দর্শন করিয়া যজ্ঞবিধানোক্ত বেদবাক্য সমূহের নিন্দা করিয়াছ। হে জগদীশ হরে! তোমায় জয় হউক॥ ৯॥

হে কেশব, হে কল্কিদেহধারিন্! তুমি ম্লেচ্ছসমূহ নিধনকালে ধূমকেতুর ন্যায় অতি ভীষণ করবাল ধারণ কর। হে জগদীশ হরে! তোমার জয় হউক॥ ১০॥

হে কেশব, হে দশবিধ মূর্ত্তিধারিন্! শ্রীজয়দেব কবি বিরচিত এই সুখদায়ক, মঙ্গল জনক, সংসারের সার এবং উৎকৃষ্ট স্তব শ্রবণ কর। হে জগদীশ হরে! তোমার জয় হউক॥১১

হে কৃষ্ণ! তুমি দশমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বেদের উদ্ধারণ, জগদ্বহন, পৃথিবী উত্তোলন, দৈত্য বিদারণ, বলিছলন, ক্ষত্রিয় নিধন, রাবণ নাশন, লাঙ্গল কর্ষণ, করুণা বিতরণ, এবং ম্লেচ্ছ ঘাতন করিয়াছ, তোমাকে প্রণাম॥১২॥

ইতি দশাবতার স্তোত্র।

জগন্নাথস্তোত্রম্ ।

কদাচিৎ কালিন্দীতটবিপিনসঙ্গীতক-রবো
মুদাভীরীনারীবদনকমলাস্বাদ-মধুপঃ ।
রমাশম্ভুব্রহ্মাসুরপতিগণেশার্চ্চিতপদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ১

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপুচ্ছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচর-কটাক্ষং বিদধতে ।
সদা শ্রীমদ্বৃন্দাবনবসতিলীলাপরিচয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ২

জগন্নাথাষ্টক স্তোত্র ।

যিনি একসময়ে যমুনাতীরস্থ কাননে সংগীতধ্বনি করিয়াছেন এবং আনন্দভরে ভ্রমরের ন্যায় গোপনারীর বদনকমলের মধুপান করিয়াছেন, লক্ষ্মী শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র গণেশ যাঁহার চরণ পূজা করেন, সেই প্রভু জগন্নাথ আমার দৃষ্টিপথগামী হউন ॥১

যিনি বাম হস্তে বেণু, শিরে শিখি পুচ্ছ, কটিতটে পীতাম্বর নেত্রপ্রান্তে সহচরগণের উপর কটাক্ষ ধারণ করিয়াছেন এবং সর্ব্বদা শ্রীবৃন্দাবনে বসতিপূর্ব্বক লীলারত ছিলেন, সেই প্রভু জগন্নাথ আমার দৃষ্টিপথগামী হউন ॥২

মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তে সহজবলভদ্রেণ বলিনা।
সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকলসুরসেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৩

কৃপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণিরুচিরো
রমাবাণীরামঃ স্ফুরদমলপদ্মেক্ষণমুখৈঃ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখাগীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৪

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিতভূদেবপটলৈঃ
স্তুতিপ্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ।
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকলজগতাং সিন্ধুসুতয়া
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৫

যিনি সমুদ্রতীরে কনককান্তি নীলাদ্রিশিখরে প্রাসাদমধ্যে সুভদ্রাকে মধ্যস্থলে রাখিয়া অগ্রজ বলী বলভদ্র সহিত বাসকরত সর্ব্বদেবগণকে পূজা করিবার অবসর দিয়াছেন সেই প্রভু জগন্নাথ আমার দৃষ্টিপথগামী হউন ॥৩

যিনি করুণার সিন্ধু, সজল-মেঘমালার ন্যায় যাঁহার রুচির কান্তি, যিনি লক্ষ্মী সরস্বতী সহ ক্রীড়ারত এবং যাঁহার নয়ন ও বদন-মণ্ডল বিকসিত অমল কমলের ন্যায় শোভমান, দেবনায়কগণ যাঁহার আরাধনা করেন এবং বেদান্ত ও উপনিষদ্ যাঁহার চরিত্র কীর্ত্তন করে সেই প্রভু জগন্নাথ আমার দৃষ্টিপথগামী হউন ॥৪

যিনি রথারূঢ় হইয়া পথে গমন করিতে করিতে মিলিত ব্রাহ্মণ-

পরব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়দলোৎফুল্লনয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোঽনন্তশিরসি।
রসানন্দো রাধাসরসবপুরালিঙ্গনসুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৬
ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনকমাণিক্যবিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধূম্।
সদা কালে কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৭
হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে।
অহো! দীনানাথং নিহিতমচলং নিশ্চিতপদং
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৮

গণকীর্তিত স্তুতি শ্রবণ করিয়া পদে পদে প্রফুল্ল হন, যিনি কৃপাসিন্ধু ও জগতের বন্ধু, রমার সহিত সেই প্রভু জগন্নাথ আমার দৃষ্টিপথগামী হউন ॥৫

পূজনীয় (মহামহিম) পরব্রহ্ম হইয়াও যিনি পদ্মপলাশলোচন এবং অনন্ত মস্তকন্যস্ত-চরণ হইয়া যিনি নীলপর্ব্বতে বাস করেন, যিনি প্রেমরসে আনন্দিত এবং শ্রীরাধার রসময় বপু আলিঙ্গনে সুখী সেই প্রভু জগন্নাথ আমার দৃষ্টিপথগামী হউন ॥৬

আমি রাজ্য চাহিনা, সুবর্ণ মাণিক্যাদি বিভবও চাহিনা অথবা সর্ব্বজন স্পৃহণীয় সুন্দরী রমণীও চাহিনা, আমি সর্ব্বদা এই প্রার্থনা করি যে ভূতনাথ মহাদেব যাঁহার চরিত (গুণ) কীর্ত্তন করেন সেই প্রভু জগন্নাথ সময়ে সময়ে আমার দৃষ্টিপথগামী হউন ॥৭

হে সুরনাথ! তুমি অতি শীঘ্র আমার এই অসার সংসার নাশ

জগন্নাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ৯

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রমুখপদ্মবিনির্গতং শ্রীজগন্নাথাষ্টকং সমাপ্তম্।

শ্রীরামচন্দ্রাষ্টকম্।

ভজে বিশেষসুন্দরং সমস্তপাপখণ্ডনম্।
স্বভক্তচিত্তরঞ্জনং সদৈব রামমদ্বয়ম্॥ ১

জটাকলাপশোভিতং সমস্তপাপনাশকম্।
স্বভক্তভীতিভঞ্জনং ভজেহ রামমদ্বয়ম্॥ ২

নিজস্বরূপবোধকং কৃপাকরং ভবাপহম্।
সমং শিবং নিরঞ্জনং ভজেহ রামমদ্বয়ম্॥ ৩

কর। আমার নিকৃষ্ট পাপবিস্তারও হরণ কর। দীন এবং অনাথকে যিনি নিশ্চয়ই চরণ দান করেন, সেই প্রভু জগন্নাথ আমার দৃষ্টি পথগামী হউন ॥৮

যে একাগ্র ও পবিত্র চিত্তে এই পবিত্র জগন্নাথাষ্টক পাঠ করে, সে সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া বিষ্ণু লোকে গমন করে ॥৯

শ্রীরামাষ্টক।

যিনি বিশিষ্টরূপ সুন্দর, সমস্ত পাপনাশক এবং স্বীয় ভক্তের চিত্তরঞ্জক, সেই অদ্বিতীয় রামচন্দ্রকে ভজনা করি॥ ১

যিনি জটাজালে শোভিত, সর্ব্বপাপহারী, এবং স্বীয় ভক্তের ভয়ভঞ্জক সেই অদ্বিতীয় রামচন্দ্রকে ভজনা করি॥ ২

যিনি (ভক্তকে) নিজের স্বরূপ বোধ করাইয়া থাকেন, যিনি

সদা প্রপঞ্চকল্পিতং হ্যনামরূপবাস্তবম্।
নিরাকৃতিং নিরাময়ং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৪

প্রপঞ্চহীননির্ম্মলং বিকল্পহং নিরাময়ম্।
চিদেকরূপসন্ততং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৫

ভবাব্ধিপোতরূপকং হ্যশেষদেহকল্পিতম্।
গুণাকরং কৃপাকরং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৬

মহর্ষিবাক্যবোধকৈবিরাজমানবাক্‌পদৈঃ।
সরোজজন্মসেবিতং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৭

কৃপালু, জন্মহারী, সকলের পক্ষে সমান, মঙ্গলময় এবং নিরঞ্জন (অবিদ্যারূপ মলাহীন) সেই অদ্বিতীয় রামচন্দ্রকে ভজনা করি ॥৩

যিনি স্বীয় মায়ায় সমস্ত প্রপঞ্চ কল্পনা করিয়াছেন কিন্তু স্বয়ং নামরূপবর্জ্জিত বাস্তব পদার্থ এবং নিরাকার ও নিরাময় (ব্যাধিহীন) সেই অদ্বিতীয় রামচন্দ্রকে ভজনা করি ॥৪

যিনি মায়া রহিত নির্ব্বিকল্প, নির্ম্মল, নিরাময়, কেবল চৈতন্যরূপে অবস্থিত (বিস্তৃত) সেই অদ্বিতীয় রামচন্দ্রকে ভজনা করি ॥৫

যিনি এই ভবসমুদ্রের তরণিস্বরূপ, যিনি স্বীয় মায়ায় অশেষ দেহ ধারণ করিয়াছেন, এবং যিনি গুণের আকর ও কৃপাকর, সেই অদ্বিতীয় রামচন্দ্রকে ভজনা করি ॥ ৬

মহাবাক্য (তত্ত্বমসি) প্রতিপাদ্য এবং সুরচিত (বেদান্ত) বাক্যাদি প্রতিপাদ্য বিরিঞ্চি সেবিত অদ্বিতীয় রামচন্দ্রকে ভজনা করি ॥৭

শিবপ্রদং সুখপ্রদং ভবচ্ছিদং ভ্রমাপহম্।
বিরাজমানদৈশিকং ভজে হ রামমদ্বয়ম্॥ ৮

রামাষ্টকং পঠতি যঃ সুকরং সুপুণ্যং
ব্যাসেন ভাসিতমিদং শৃণুতে মনুষ্যঃ।
বিদ্যাং শ্রিয়ং বিপুলসৌখ্যমনন্তকীর্ত্তিং
সংপ্রাপ্য দেহবিলয়ে লভতে চ মোক্ষম্॥ ৯

ইতি শ্রীব্যাসবিরচিতং রামচন্দ্রাষ্টকম্ সম্পূর্ণম্।

শ্রীমদ্রামচন্দ্রাষ্টকম্।

ওঁ চিদাকারো ধাতা পরমসুখদঃ পাবনতনু-
মুনীন্দ্রৈর্যোগীন্দ্রৈর্যতিপতিসুরেন্দ্রৈর্হনুমতা।
সদা সেব্যঃ পূর্ণো জনকতনয়াঙ্গঃ সুরগুরু-
রমানাথো রামো রমতু মম চিত্তে তু সততম্॥ ১

মঙ্গলদায়ক, সুখদায়ক, জন্মভয়নাশক, ভ্রমনাশক শোভমান দেশে (অযোধ্যায় বা সহস্রারে) অবস্থিত অদ্বিতীয় রামচন্দ্রকে ভজনা করি॥৮

যে মনুষ্য ব্যাসকথিত এই সুপাঠ্য এবং পুণ্যজনক রামাষ্টক স্তোত্র পাঠ করে এবং শ্রবণ করে সে বিদ্যা, লক্ষ্মী, বিপুল সুখ, অনন্ত যশঃলাভ করিয়া দেহান্তে মুক্তি প্রাপ্ত হয়॥৯

ইতি ব্যাসোক্ত রামাষ্টক সমাপ্ত।

শ্রীরামচন্দ্রাষ্টক।

চিদাকার (জ্ঞানস্বরূপ) পরম সুখদায়ক, পবিত্রদেহ যিনি

মুকুন্দো গোবিন্দো জনকতনয়ালালিতপদঃ
পদং প্রাপ্তা যস্যাধমকুলভবা চাপি শবরী।
গিরাতীতোঽগম্যো বিমলধিষণৈর্বেদবচসা
রমানাথো রামো রমতু মম চিত্তে তু সততম্॥ ২
ধরাধীশোঽধীশঃ সুরনরবরাণাং রঘুপতিঃ
কিরীটী কেয়ূরী কনককপিশঃ শোভিতবপুঃ।
সমাসীনঃ পীঠে রবিশতনিভে শান্তবদনো
রমানাথো রামো রমতু মম চিত্তে তু সততম্॥ ৩

মুনীন্দ্র, যোগীন্দ্র, শ্রেষ্ঠ যতি, দেবেন্দ্র ও হনুমান্ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পূজিত এবং পূর্ণস্বরূপ ও সীতা যাঁহার অর্দ্ধদেহ সেই দেবগুরু রমানাথ রাম সর্ব্বদা আমার চিত্তে রমণ করুন॥১।

যিনি মুকুন্দ (মুক্তিদাতা) ও গোবিন্দ, সীতা যাঁহার পদসেবা করেন, এবং অধম কুলজাত শবরীও যাঁহার চরণ লাভ করিয়াছেন, যিনি বাক্যাতীত এবং নির্ম্মলবুদ্ধি ব্যক্তিগণের বেদ বাক্যের দ্বারা গম্য, সেই রমানাথ রাম সর্ব্বদা আমার চিত্তে রমন করুন॥ ২

যিনি পৃথিবীর অধীশ্বর এবং দেবতা ও মনুষ্যগণের অধিপতি ও রঘুপতি, যিনি কিরীট, কেয়ুর ধারণ করিয়াছেন, যিনি, স্বর্ণবৎ পিঙ্গলবর্ণ শোভিত দেহ ও শান্ত বদন এবং যিনি শত সূর্য্য তুল্য উজ্জ্বল আসনে সমাসীন সেই রমানাথ রাম সর্ব্বদা আমার চিত্তে রমণ করুন॥ ৩

বরেণ্যঃ শরেণ্যঃ কপিপতিসখো চান্তবিধুরো
ললাটে কাশ্মীরো রুচিরগতিভঙ্গঃ শশিমুখঃ।
নরাকারো রামো যতিপতিনুতঃ সংসৃতিহরো
রমানাথো রামো রমতু মম চিত্তে তু সততম্॥ ৪

বিরূপাক্ষঃ কাশ্যামুপদিশতি যন্নাম শিবদং
সহস্রং যন্নাম্নাং পঠতি গিরিজা নিত্যমুষসি।
কলৌ কে গায়ন্তীশ্বরবিধিমুখা যস্য চরিতং
রমানাথো রামো রমতু মম চিত্তে তু সততম্॥ ৫

পরো ধীরো ধীরোঽসুরকুলভবশ্চাসুরহরঃ
পরাত্মা সর্ব্বজ্ঞো নরসুরগণৈর্গীতসুযশাঃ।
অহল্যাশাপঘ্নঃ কূর্ণপশমনঃ কৌশিকসখো
রমানাথো রামো রমতু মম চিত্তে তু সততম্॥ ৬

বরণীয়, আশ্রয়ণীয়, সুগ্রীবসখা, অন্তরহিত, ললাটে চন্দন ধারী, মনোহর গতিশীল, চন্দ্রবদন, নরাকৃতিতে রামরূপে বর্ত্তমান যতিশ্রেষ্ঠস্তুত, সংসারভয়নাশক রমানাথ রাম সর্ব্বদা আমার চিত্তে রমণ করুন॥ ৪

কাশীতে মহেশ্বর যাঁহার নাম মঙ্গলদায়ক বলিয়া মৃত্যুকালে জীবের কর্ণে উপদেশ দেন, পার্ব্বতী প্রতিদিন প্রাতঃকালে যাঁহার সহস্রনাম পাঠ করেন, কলিকালে ব্রহ্মা শিবপ্রমুখ মনীষিগণ যাঁহার চরিত পাঠ করেন, সেই রমানাথ রাম সর্ব্বদা আমার চিত্তে রমণ করুন॥ ৫

যিনি নিরতিশয় ধীর অসুরকুলজাত এবং অসুরনাশক যিনি

হৃষীকেশঃ শৌরির্ধরণিধরশায়ী মধুরিপুঃ
উপেন্দ্রো বৈকুণ্ঠো গজরিপুহরস্তুষ্টমানসঃ।
বলিধ্বংসী বীরো দশরথসুতো নীতিনিপুণো
রমানাথো রামো রমতু মম চিত্তে তু সততম্॥ ৭
কবিঃ সৌমিত্রীড্যঃ কপটমৃগঘাতী বনচরো
রণশ্লাঘী দান্তো ধরণিভরহর্ত্তা সুরনুতঃ।
অমানী মানজ্ঞো নিখিলজনপূজ্যো হৃদিশয়ো
রমানাথো রামো রমতু মম চিত্তে তু সততম্॥ ৮
ইদং রামস্তোত্রং বরমমরদাসেন রচিত-
মুষঃকালে ভক্ত্যা যদি পঠতি যো ভাবসহিতম্।

পরমাত্মা ও সর্ব্বজ্ঞ, মনুষ্য ও দেবগণ যাঁহার সুযশ গান করেন, যিনি অহল্যার শাপমোচন করিয়াছেন, যিনি রাক্ষসের শমন এবং কৌশিকসখা (বিশ্বামিত্রসখা) সেই রমানাথ রাম আমার চিত্তে সর্ব্বদা রমণ করুন॥ ৬

যিনি হৃষীকেশ, শৌরি, শেষশায়ী, মধুসূদন উপেন্দ্র (বিষ্ণু) বৈকুণ্ঠ, গজরিপুঘাতক প্রফুল্লচিত্ত, বলীধ্বংসী, বীর, দশরথপুত্র, নীতিবিশারদ সেই রমানাথ রাম আমার চিত্তে সর্ব্বদা রমণ করুন॥৭

যিনি কবি, লক্ষণসেবিত, কপট মৃগঘাতী, বনচারী, যুদ্ধশ্লাঘী, শান্ত, ভূভারহারক, দেবতাস্তুত, নিরহঙ্কার মানদ, সর্ব্বজনপূজিত ও সর্ব্বহৃদয়ে অবস্থিত সেই রমানাথ রাম আমার চিত্তে সর্ব্বদা রমণ করুন॥ ৮

অমরদাস রচিত এই শ্রেষ্ঠ রামস্তোত্র প্রাতঃকালে যদি কোন

মনুষ্যঃ স ক্ষিপ্রং জনিমৃতিভয়ং তাপজনকং
পরিত্যাজ্য শ্রেষ্ঠং রঘুপতিপদং যাতি শিবদম্॥ ৯

ইতি শ্রীমদ্রামদাসপূজ্যপাদশিষ্য শ্রীমদ্ধংসদাসশিষ্যেণামরদাসাখ্য-কবিনা বিরচিতং শ্রমদ্রামচন্দ্রাষ্টকং সমাপ্তম্।

সূর্য্যস্তব।

শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।　　বশিষ্ঠ উবাচ।

স্তবং-স্তত্র ততঃ শাম্বঃ কৃশো ধমনিসন্ততঃ।
রাজন্নামসহস্রেণ সহস্রাংশুং দিবাকরম্॥ ১
খিদ্যমানস্ত তং দৃষ্ট্বা সূর্য্যঃ কৃষ্ণাত্মজং তদা।
স্বপ্নে তু দর্শনং দত্ত্বা পুনর্ব্বচনমব্রবীৎ॥ ২

মনুষ্য ভক্তিসহ বিশুদ্ধভাবে পাঠ করে, তাহা হইলে তাপজনক জন্মমৃত্যু ভয় পরিহার করিয়া সে শীঘ্র শ্রেষ্ঠ মঙ্গলদায়ক রঘুপতি-পদে গমন করে॥৯

সূর্য্যস্তব।

বশিষ্ঠ কহিলেন—হে রাজন! তাহার পর সাম্ব সেইখানে থাকিয়া সহস্ররশ্মি দিবাকরকে স্তব করিতে করিতে অতিশয় কৃশ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সর্ব্বশরীর শিরাব্যাপ্ত হইয়াছিল॥১ ইহাতে সূর্য্য কৃষ্ণপুত্রকে অত্যন্ত ক্লিষ্ট দেখিয়া তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দান

শাম্ব শাম্ব মহাবাহো শৃণু জাম্ববতীসুত।
অলং নামসহস্রেণ পঠস্বেমং স্তবং শুভম্ ॥ ৩
যানি নামানি গুহ্যানি পবিত্রাণি শুভানি চ।
তানি তে কীর্ত্তয়িষ্যামি শ্রুত্বা বৎসাবধারয় ॥ ৪
ওঁ বিকর্ত্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ।
লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমাল্লোঁকচক্ষুগ্রহেশ্বরঃ ॥ ৫
লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহা।
তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ ॥ ৬
গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ।
একবিংশতিরিত্যেব স্তব ইষ্টঃ সদা মম। ৭

করিয়া পুনর্ব্বার এই বাক্য বলিয়াছিলেন ॥ ২ শ্রীসূর্য্য বলিলেন—হে জাম্ববতী-পুত্র মহাবাহো শাম্ব! আমার কথা শুন। সহস্রনাম-স্তবের প্রয়োজন নাই, এই স্তব পাঠ কর ॥৩

হে বৎস! যে নামগুলি গোপনীয় পবিত্র এবং শুভ সেই গুলি তোমার নিকট কহিতেছি। তুমি তাহা শুনিয়া মনে করিয়া রাখ। (অবধারণ কর) ॥৪

বিকর্ত্তন, বিবস্বান্, মার্ত্তণ্ড, ভাস্কর, রবি, লোকপ্রকাশক শ্রীমান্, লোকচক্ষু, গ্রহেশ্বর, লোকসাক্ষী, ত্রিলোকেশ কর্ত্তা হর্ত্তা, তমিস্রহা, তপন, তাপন, শুচি, সপ্তাশ্ববাহন, গভস্তিহস্ত ব্রহ্মা এবং সর্ব্বদেবনমস্কৃত ॥৫।৬

শ্রীরারোগ্যকরশ্চৈব ধনবৃদ্ধির্যশস্করঃ।
স্তবরাজ ইতি খ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥ ৮
য এতেন মহাবাহো দ্বে সন্ধ্যেঽস্তমনোদয়ে।
স্তৌতি মাং প্রণতো ভূত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯
কায়িকং বাচিকঞ্চৈব মানসং যচ্চ দুষ্কৃতং।
একজপ্যেন তৎসর্ব্বং প্রণশ্যতি মমাগ্রতঃ ॥ ১০
এষ জপ্যশ্চ হোমশ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ।
বলিমন্ত্রোঽর্ঘ্যমন্ত্রশ্চ ধূপমন্ত্রস্তথৈব চ ॥ ১১
অন্নপ্রদানে স্নানে চ প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে।
পূজিতোঽয়ং মহামন্ত্রঃ সর্ব্বপাপ (ব্যাধি) হরঃ শুভঃ ॥ ১২

এই একবিংশতি নামাত্মক স্তব আমার সর্ব্বদা প্রিয়, শ্রী ও আরোগ্যকর এবং ধনবর্দ্ধক ও যশস্কর; ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ স্তবরাজ বলিয়া ইহা খ্যাত ॥৭।৮

হে মহাবাহো! যে প্রণত হইয়া উদয় ও অস্তকাল দুই সন্ধ্যা এই স্তব দ্বারা আমার স্তব করে সে সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হয় ॥৯

কায়িক বাচনিক এবং মানসিক যে পাপ তাহা আমার অগ্রে একবার জপ করিলেই নষ্ট হয় ॥১০

ইহা জপের মন্ত্র ইহা হোমের মন্ত্র এবং ইহাই সন্ধ্যোপাসনা ইহা বলির মন্ত্র অর্ঘদানমন্ত্র ও ধূপদান মন্ত্র ॥১১

অন্ন নিবেদন, স্নান, প্রণিপাত ও প্রদক্ষিণে এই মন্ত্র পঠিত হইলে সর্ব্বব্যাধি নাশ করে এবং শুভফল প্রদান করে ॥১২।

এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ ভাস্করো জগদীশ্বরঃ।
আমন্ত্র্য কৃষ্ণতনয়ং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৩
শাম্বোঽপি স্তবরাজেন স্তুত্বা সপ্তাশ্ববাহনম্।
পূতাত্মা নীরুজঃ শ্রীমাংস্তস্মাদ্রোগাদ্বিমুক্তবান্ ॥ ১৪

সূর্য্যাষ্টকম্।

সাম্ব উবাচ।
আদিদেব নমস্তুভ্যং প্রসীদ মম ভাস্কর।
দিবাকর নমস্তুভ্যং প্রভাকর নমোঽস্তুতে ॥ ১
সপ্তাশ্বরথমারূঢ়ং প্রচণ্ডং কশ্যপাত্মজম্।
শ্বেতপদ্মধরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্ ॥২

এই কথা বলিয়া ভগবান্ জগদীশ্বর সূর্য্যদেব কৃষ্ণ-তনয়ের নিকট বিদায় লইয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥১৩। সাম্বও এই স্তব দ্বারা সূর্য্যকে স্তব করিয়া পবিত্রচিত্ত নীরোগ ও শ্রীযুক্ত হইয়া সেই ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হইলেন ॥ ১৪ ॥

ইতি সূর্য্যস্তবরাজ-অনুবাদ সমাপ্ত।

সূর্য্যাষ্টক।

সাম্ব বলিলেন। হে আদিদেব তোমাকে প্রণাম করি, হে ভাস্কর আমার উপর সন্তুষ্ট হও। হে দিবাকর তোমাকে প্রণাম করি, হে প্রভাকর তোমাকে প্রণাম করি।১

হে সূর্য্যদেব তুমি সপ্ত-অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া থাক,

লোহিতং রথমারূঢ়ং সর্ব্বলোক-পিতামহম্ ।
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৩
ত্রৈগুণ্যঞ্চ মহাসুরং ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরম্ ।
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৪
বৃংহিতং তেজঃপুঞ্জঞ্চ বায়ুরাকাশমেবচ ।
প্রভুস্ত্বং সর্ব্বলোকানাং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্ ॥৫
বন্ধূকপুষ্প-সঙ্কাশং হার-কুণ্ডল ভূষিতম্ ।
একচক্রধরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্ ॥৬
তং সূর্য্যং জগৎকর্ত্তারং মহাতেজঃ প্রদীপনম্
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্ ॥৭

তুমি কশ্যপের পুত্র এবং প্রচণ্ডমূর্ত্তি, তুমি শ্বেত পদ্মধারী দেব তোমাকে প্রণাম করি ॥২ তুমি রক্তবর্ণ, রথারূঢ়, সর্ব্বলোকের পিতামহ স্বরূপ, তুমি জীবগণের মহাপাপ হরণ করিয়া থাক হে সূর্য্য তোমাকে প্রণাম করি ॥৩

তুমি প্রবল বিক্রমশালী, তুমি ত্রিগুণমূর্ত্তি অতএব ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপে অবস্থিত, এবং সর্ব্বপাপহারী দেব, তোমাকে প্রণাম করি ॥ ৪ তুমি তেজোরাশিময় । সুতরাং তেজে বায়ু ও আকাশকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছ, তুমি সমস্ত লোকের প্রভু তোমাকে প্রণাম করি ॥৫ তুমি বন্ধূকপুষ্প-তুল্য রক্তবর্ণ, হার ও কুণ্ডল-ভূষিত এবং একচক্রধারী দেব তোমাকে প্রণাম করি ॥৬ যিনি (সূর্য্য) জগতের কর্ত্তা, মহাতেজঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত এবং মহাপাপহারী দেবতা তাঁহাকে (সেই সূর্য্যকে) প্রণাম করি ॥৭

তং সূর্য্যং জগতাং নাথং জ্ঞানবিজ্ঞান-মোক্ষদম্।
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্ ॥৮

সূর্য্যাষ্টকং পঠেন্নিত্যং গ্রহপীড়া-প্রণাশনম্।
অপুত্রো লভতে পুত্রং দরিদ্রো ধনবান্ ভবেৎ ॥৯

আমিষং মধুপানঞ্চ যঃ করোতি রবের্দিনে।
সপ্তজন্মভবেদ্রোগী জন্ম জন্ম দরিদ্রতা ॥১০

স্ত্রীতৈল-মধুমাংসানি যস্ত্যজেত্তু রবের্দিনে।
ন ব্যাধিঃ শোকদারিদ্র্যং সূর্য্যলোকং স গচ্ছতি ॥১১

ইতি শ্রীশিবপ্রোক্তং সূর্য্যাষ্টকং সমাপ্তম্ ॥

যিনি সমস্ত জগতের নাথ, জ্ঞানবিজ্ঞান ও মোক্ষদায়ক এবং মহাপাপহারী দেবতা তাঁহাকে (সেই সূর্য্যকে) প্রণাম করি ॥৮

যে ব্যক্তি নিত্য গ্রহপীড়া-প্রণাশক এই সূর্য্যাষ্টক স্তোত্র পাঠ করে, সে অপুত্র হইলে পুত্র লাভ করে এবং দরিদ্র হইলে ধনবান্ হয় ॥৯

যে ব্যক্তি রবিবারে আমিষ ভক্ষণ করে বা মদ্যপান করে, সে সপ্ত জন্ম রোগী হয় এবং প্রতি জন্মে দরিদ্র হয় ॥১০

যে ব্যক্তি রবিবারে স্ত্রী, তৈল, মদ্য এবং মাংস সেবা না করে, তাহার রোগ, শোক ও দরিদ্রতা থাকে না এবং সে সূর্য্য-লোকে গমন করে ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীশিব-কথিত সূর্য্যাষ্টক সমাপ্ত।

দেব্যপরাধক্ষমাপনস্তোত্রম্ ।

ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপি চ ন জানে স্তুতিমহো
ন চাহ্বানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাঃ ।
ন জানে মুদ্রাস্তে তদপি চ ন জানে বিলপনং
পরং জানে মাতস্ত্বদনুসরণং ক্লেশহরণম্ ॥ ১ ॥

বিধেরজ্ঞানেন দ্রবিণবিরহেনালসতয়া
বিধেয়া-শক্যত্বাত্তব চরণয়োর্যাচ্যুতিরভূৎ ।
তদেতৎক্ষন্তব্যং জননি সকলোদ্ধারিণি শিবে
কুপুত্রোজায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥২ ॥

দেব্যপরাধক্ষমাপন স্তোত্রম্ ।

আমি তোমার মন্ত্র জানিনা, তোমার যন্ত্র জানিনা, তোমার স্তুতি জানিনা অথবা তোমার আবাহন ধ্যান বা স্তবের বাক্যও জানিনা, আমি তোমার মুদ্রা জানিনা, অথবা কাতরতা প্রকাশ করিতেও জানিনা, কেবল এই জানি মাতঃ! তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলেই সকল ক্লেশ নাশ হয় ॥১

আমি তোমার অর্চ্চনার বিধি জানিনা, তাহার উপর নির্ধনতা ও আলস্যে করিয়া আমার কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে শক্তি নাই, সেই কারণ তোমার শ্রীচরণে যে কিছু অপরাধ হইয়াছে, হে সকলের উদ্ধার-কারিণি শিবে! আমার সে অপরাধ ক্ষমা কর। মাতঃ! কুপুত্র অনেক হইয়া থাকে কিন্তু কুমাতা কখনও হয় না ॥২

পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি বহবঃ সন্তি সরলাঃ
পরং তেষাং মধ্যে বিরলতরলোঽহং তব সুতঃ।
মদীয়োঽয়ং ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নো তব শিবে
কুপুত্রোজায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৩॥

জগন্মাতর্মাতস্তব চরণসেবা ন রচিতা
ন বা দত্তং দেবি দ্রবিণমপি ভূয়স্তব ময়া।
তথাপিত্বং স্নেহং ময়ি নিরুপমং যৎপ্রকুরুষে
কুপুত্রোজায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৪ ॥

পরিত্যক্তা দেবা বিবিধবিধ সেবাকুলতয়া
ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমুপনীতে তু বয়সি

হে জননি! পৃথিবীতে তোমার অনেক পুত্র আছে, তাহারা সকলে সরলচিত্ত, কিন্তু আমি তাহাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম, এক্ষণে হে শিবে! আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত হয় না, কারণ, কুপুত্র জন্মিয়া থাকে কিন্তু কুমাতা কখনও হয় না ॥২

হে জগন্মাতঃ, হে মাতঃ! আমি কোনও দিন তোমার চরণ সেবা করি নাই, কিংবা তোমার উদ্দেশে কোন দিন প্রচুর ধন দানও করি নাই, তবুও যে তুমি আমাকে এই নিরুপম স্নেহ করিতেছ তাহার কারণ কুপুত্র জন্মিয়া থাকে, কিন্তু কুমাতা কখনও হয় না ॥৪

আমি নানাবিধ ক্লেশসাধ্য সেবা ভয়ে দেবতাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি, এবং এক্ষণে আমার পঁচাশীর অধিক বয়স হইয়াছে;

ইদানীং চেন্মাতস্তব যদি কৃপানাপিভবিতা
নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামিশরণম্॥ ৫ ॥

শ্বপাকো জল্পাকো ভবতি মধুপাকোপমগিরা
নিরাতঙ্কো রঙ্কো বিহরতি চিরং কোটিকনকৈঃ।
তবাপর্ণে কর্ণে বিশতি মনুবর্ণে ফলমিদং
জনঃ কোজানীতে জননি জপনীয়ং জপবিধৌ॥ ৬ ॥

চিতাভস্মালেপো গরলমশনং দিক্‌পটধরো
জটাধারী-কণ্ঠে ভুজগপতিহারো পশুপতিঃ।
কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং
ভবানি ত্বৎপাণিগ্রহণ-পরিপাটী ফলমিদম্॥ ৭ ॥

মাগো! এখনও যদি আমার উপর তোমার দয়া না হয়, হে লম্বোদরজননি! নিরাশ্রয় আমি আর কাহার শরণ লইব? ৫

চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্য জাতি মধুর বাক্যবর্ষী হয় এবং নির্ধনও নির্ভয়ে কোটি স্বর্ণের উপরে বিচরণ করে, হে অপর্ণে, হে জননি! তোমার মন্ত্রবর্ণের কর্ণে প্রবেশের এই ফল, আর তোমার এই মন্ত্র জপ করিলে যে কি ফল হয় তাহা কে বলিতে পারে? ॥৬

হে ভবানি! চিতা ভস্ম যাঁহার অনুলেপন, গরল ভক্ষ্য, দিঙ্মণ্ডল বস্ত্র, মস্তকে জটাভার, কণ্ঠে সর্পহার, নরমস্তকের অস্থি পাত্র, ভূতগণ অনুচর, সেই পশুপতি যে জগদীশ্বরের পদবী লাভ করিয়াছেন, তাহা বোধ করি, মাগো! তোমাকে বিবাহ করিবার ফল ॥৭

ন মোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা ন চ বিভববাঞ্ছাপি চ ন মে
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি সুখেচ্ছাপি চ ন পুনঃ।
অতস্ত্বাং সংযাচে জননি জননং যাতু মমকৈ
মৃড়ানী রুদ্রাণী শিবশিবভবানীতি জপতঃ॥ ৮॥

নারাধিতাসি বিধিনা বিবিধোপচারৈঃ
কিং রুক্ষচিন্তনপরৈর্ন কৃতং বচোভিঃ।
শ্যামে ত্বমেব যদি কিংচন ময্যনাথে
ধৎসে কৃপামুচিতমম্ব পরং তবৈব॥ ৯

আপৎসু মগ্নঃ স্মরণং ত্বদীয়ং করোমি দুর্গে করুণার্ণবেশি
নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েথাঃ ক্ষুধাতৃষার্ত্তাজননীং স্মরন্তি॥১০

মাগো! আমি মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করি না, ঐশ্বর্য্যলাভেও আমার বাঞ্ছা নাই, আর হে শশিমুখি! আমার জ্ঞানের বাসনা (অপেক্ষা) অথবা সুখের ইচ্ছাও নাই। মাগো! তোমার নিকট এই ভিক্ষা করি, যে আমার জীবন (জন্ম) যেন মৃড়ানী, রুদ্রানী, শিব শিব ভবানী এই নাম জপ করিতে করিতে অতিবাহিত হয়॥৮

মাতঃ! আমি কোনও দিন বিধিপূর্ব্বক বিবিধ উপচারে তোমার পূজা করি নাই, কিন্তু নীরস চিন্তাযুক্ত বাক্যে (কূটতর্কে) কি অকার্য্যই না করিয়াছি! হে শ্যামা! এক্ষণে নিরাশ্রয় আমি, যদি আমার কিছু উপকার কর। মাগো! আমাকে তোমার কৃপা করা উচিত॥৯

হে দুর্গে, হে করুণাময়ি, হে ঈশ্বরি! আমি বিপদে পড়িয়া

জগদম্ব বিচিত্রমত্র কিং পরিপূর্ণাকরুণাস্তি চেন্ময়ি।
অপরাধপরং পরাবৃতং নহি মাতাসমুপেক্ষতে সুতম্॥ ১১॥
মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপঘ্নীত্বৎসমানহি।
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথাযোগ্যং তথাকুরু॥ ১২॥
ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতং দেব্যপরাধক্ষমাপনস্তোত্রম্।

দুর্গাষ্টকম্।

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্য-পাদারবিন্দে নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ১

তোমার স্মরণ করিতেছি, আমার ইহা শঠতা মনে করিও না, কারণ সন্তান ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইলে জননীকে স্মরণ করে॥১০

হে জগন্মাতঃ! আমার উপর যে তোমার পূর্ণ করুণা হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি আছে? পুত্র শত শত অপরাধে পরিবৃত হইলেও মাতা পুত্রকে উপেক্ষা করেন না॥১১

হে মহাদেবি! আমার সমান পাতকী নাই আর তোমার সমান পাপঘ্নী নাই। ইহা বিবেচনা করিয়া যাহা উচিত হয় কর॥১২

ইতি শঙ্করাচার্য্যকৃত অপরাধক্ষমাপন স্তোত্র সমাপ্ত।

দুর্গাষ্টক।

হে শিবে! তুমি সকলের আশ্রয়দাত্রী, দয়াময়ী দুর্গা, তোমাকে প্রণাম করি, তুমি জগদ্ব্যাপিকা ও বিশ্বরূপা তোমাকে প্রণাম করি,

নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমান-স্বরূপে নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দনন্দ-স্বরূপে নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥২
অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য ক্ষুধার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারকর্ত্রী নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৩
অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যে-হনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারহেতু-র্নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৪

সমস্ত জগৎ তোমার পাদপদ্ম পূজা করে, তোমাকে প্রণাম করি, তুমি জগতের ত্রাণকারিণী দুর্গা, তোমাকে প্রণাম করি, তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর। ১ ॥

সমস্ত জগৎ তোমার স্বরূপ চিন্তা করে, তোমাকে প্রণাম করি, তুমি মহাযোগিনী ও জ্ঞানরূপা তোমাকে প্রণাম করি, তুমি সদানন্দের (শিবের) আনন্দ স্বরূপা তোমাকে প্রণাম করি, তুমি জগতের ত্রাণকারিণী দুর্গা তোমাকে প্রণাম করি, তুমি আমার পরিত্রাণ কর। ২।

তুমি নিরাশ্রয়, দীন, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত, ভীত ও বদ্ধ জীবের একমাত্র গতি ও নিস্তারকারিণী। তুমি জগতের ত্রাণকারিণী দুর্গা তোমাকে প্রণাম করি ; তুমি আমার পরিত্রাণ কর। ৩।

হে দেবি! অরণ্যে, দারুণ রণস্থলে, শত্রু মধ্যে, অগ্নিতে, সাগরে, দুর্গম স্থানে, রাজদ্বারে তুমি একমাত্র গতি ও নিস্তার হেতু। তুমি জগতের ত্রাণকারিণী দুর্গা তোমাকে প্রণাম করি, তুমি আমার পরিত্রাণ কর। ৪।

অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাং।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারনৌকা নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৫
নমশ্চণ্ডিকে চণ্ডদোর্দ্দণ্ডলীলা-সমুৎখণ্ডিতাখণ্ডলাশেষভীতে।
ত্বমেকা গতিবিঘ্ন-সন্দোহহন্ত্রী নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৬
ত্বমেকাজিতারাধিতা সত্যবাদি-ন্যমেয়াজিতা ক্রোধনা ক্রোধনিষ্ঠা।
ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্ণা চ নাড়ী নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৭
নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে সরস্বত্যরুন্ধত্যমোঘস্বরূপে।
বিভূতিঃ শচী কালরাত্রীঃ সতী ত্বং নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৮

হে দেবি! অপার সুদুস্তর অতি ঘোর বিপদ্‌সাগরে যে সকল জীব মগ্ন হয়, তুমি তাহাদের নিস্তারের নৌকা স্বরূপা। তুমি জগতের ত্রাণকারিণী দুর্গা তোমাকে প্রণাম করি; তুমি আমার পরিত্রাণ কর। ৫।

হে চণ্ডিকে! তুমি প্রচণ্ড ভুজবলে অনায়াসে ইন্দ্রের অশেষ ভয় খণ্ডন করিয়াছ, তোমাকে প্রণাম করি, তুমি একমাত্র গতি ও সমস্ত বিঘ্ননাশিনী। তুমি জগতের ত্রাণকারিণী দুর্গা তোমাকে প্রণাম করি; তুমি আমার পরিত্রাণ কর। ৬।

তুমি অদ্বিতীয়া, বিষ্ণু আরাধিতা, সত্যবাদিনী অসীমা অপরাজিতা, সন্তুষ্টা ও ক্রোধনিষ্ঠা (ভক্তের উপরি সন্তুষ্টা ও অভক্তের উপরি ক্রোধনিষ্ঠা)। তুমি ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী। তুমি জগতের ত্রাণকারিণী দুর্গা তোমাকে প্রণাম করি! তুমি আমার পরিত্রাণ কর। ৭।

তুমি দেবী দুর্গা, শিবা, ভীমনাদিনী, সরস্বতী, অরুন্ধতী, সত্য-

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং
মুনি-দনুজ-নরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহ-গতানাং দস্যুভিরাবৃতানাং
ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ ॥ ৯

ইতি দুর্গাষ্টকং সমাপ্তম্।

ভবান্যষ্টক-স্তোত্রম্।

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন দাতা ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা
ন জায়া ন বিদ্যা নবৃত্তির্মমৈব গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥১॥
ভবাব্ধাবপারে মহাদুঃখভীরৌ পপাত প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ।
কুমার্গকুরজ্জুপ্রবদ্ধঃ সদাহং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ২ ॥

স্বরূপা তোমাকে প্রণাম করি। তুমি বিভূতি শচী, কালরাত্রি ও সতী; তুমি জগতের ত্রাণকারিণী দুর্গা তোমাকে প্রণাম করি। তুমি আমার পরিত্রাণ কর। ৮।

তুমি দেব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, মুনি, দৈত্য ও মানবদিগের এবং ব্যাধিপীড়িত, রাজদ্বারগত, দস্যুপরিবৃত জনগণের একমাত্র আশ্রয়। হে দেবি দুর্গে তুমি সন্তুষ্ট হও। ৯।

ভবান্যষ্টক।

হে ভবানি! আমার পিতা নাই মাতা নাই, বন্ধু দানকর্ত্তা, পুত্র কন্যা ভৃত্য ভর্ত্তা জায়া কেহই নাই; আমার বিদ্যা বা কোনও রূপ জীবিকা নাই, তুমি গতি, তুমিই আমার একমাত্র গতি। ১।

হে ভবানি! অতিশয় কামী লোভী এবং প্রমত্ত আমি

ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রং।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥৩
ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং ন জানামি মুক্তিং লয়ম্বা কদাচিৎ
ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাতর্গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা
ভবানি ॥ ৪ ॥

কুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ।
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্য-প্রবন্ধঃ সদাহং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥৫॥

মহাদুঃখজনক ভয়ানক অপার ভবসাগরে পতিত হইয়াছি; আমি কুমার্গরূপ দৃঢ় রজ্জুতে বদ্ধ। তুমি আমার গতি, তুমিই একমাত্র গতি। ২।

হে ভবানি! আমি দান ধ্যান যোগ, তন্ত্র, স্তোত্রমন্ত্র কিছুই জানি না। আমি তোমার পূজা বা ন্যাসযোগও জানি না। তুমি আমার গতি, তুমিই একমাত্র গতি। ৩।

হে ভবানি! আমি পুণ্য, তীর্থ, মুক্তি বা লয় কিছুই জানি না, অথবা হে মাতঃ আমি ভক্তি বা নিয়মও জানি না, তুমিই আমার গতি, তুমিই একমাত্র গতি। ৪।

হে ভবানি! আমি কুকর্ম্মাচারী, কুসঙ্গী, কুবুদ্ধি, কুভৃত্য, কুলাচারহীন হইয়া কদাচারে লীন হইয়াছি। আমার কুৎসিৎ বিষয়ে দৃষ্টি এবং কুবাক্যে আমি রত, অতএব তুমি আমার গতি, তুমিই একমাত্র গতি। ৫।

প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা
কদাচিৎ।
ন জানামি চান্যং সদাহং শরণ্যে গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥৬
বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥৭
অনাথো দরিদ্রো জরারোগযুক্তো মহাক্ষীণদীনঃ সদাজাড্যবক্ত্রঃ।
বিপত্তিং প্রবিষ্টঃ প্রবুদ্ধঃ সদাহং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৮

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-কৃত-ভবান্যষ্টকং সমাপ্তম্।

হে ভবানি! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্র বা অন্য কাহাকেও কখনও আমি জানি না। তোমার শরণ লইয়াছি তুমিই আমার গতি, তুমি একমাত্র গতি। ৬।

হে ভবানি! আমি তোমার শরণ লইয়াছি; তুমি বিবাদে বিষাদে প্রমাদে (ভ্রমে) প্রবাসে জলে অগ্নিতে পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে এবং অরণ্যে সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা কর। তুমি আমার গতি, তুমিই একমাত্র গতি। ৭।

হে ভবানি! আমি নিরাশ্রয়, দরিদ্র, জরারোগগ্রস্ত, অত্যন্ত ক্ষীণ, দীন, জড়ভাষী; বিপদে পতিত হইলেই আমার চৈতন্য হয়; অতএব তুমি আমার গতি, তুমিই একমাত্র গতি। ৮।

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কৃত ভবান্যষ্টক সমাপ্ত।

অপরাধভঞ্জন-স্তোত্রম্।

প্রাগ্দেহস্থো যদাসং তব চরণযুগং নাশ্রিতোনার্চ্চিতোঽহং।
তেনাদ্যেঽকীর্ত্তিবর্গৈর্জঠরজদহনৈর্বাধ্যমানো বলিষ্ঠৈঃ।
স্থিত্বা জন্মান্তরে নো পুনরিহ ভবতা ক্বাশ্রয়ঃ কাপি সেবা,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ১ ॥
বাল্যে বালাভিলাষৈর্জড়িতজড়মতি-র্বাললীলাপ্রসক্তো।
ন ত্বাং জানামি মাতঃ কলিকলুষহরাং ভোগমোক্ষৈকদাত্রীম্।
নাচারো নাপি পূজা ন চ যজনকথা ন শ্রুতিনৈর্ব সেবা
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥২॥

অপরাধভঞ্জন স্তোত্র।

হে আদ্যে! আমি পূর্ব্ব জন্মে দেহ ধারণ করিয়া তোমার চরণ যুগল আশ্রয় করি নাই বা অর্চ্চনা করি নাই সেই হেতু প্রবল অকীর্ত্তি সমূহ ও জঠরাগ্নি কর্ত্তৃক আমি পীড়িত হইয়াছি, আর জন্মান্তর অর্থাৎ ইহ জন্ম লাভ করিয়াও কখনও তোমার আশ্রয় গ্রহণ অথবা সেবা করিলাম না, অতএব হে বিস্তারিত দশনে, হে কামরূপে (স্বেচ্ছারূপধারিণি) হে করালে, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ১।

বাল্য বালাভিলাষে জড়িত এবং জড়বুদ্ধি থাকিয়া বাল্য-ক্রীড়ায় আসক্ত ছিলাম, হে মাতঃ! তখন কলিকলুষহারিণী এবং ভোগমোক্ষদায়িনী তুমি তোমাকে জানি নাই, আমার আচার

প্রাপ্তোঽহং যৌবনঞ্চেদ্বিষধরসদৃশৈরিন্দ্রিয়ৈর্দষ্টগাত্রো
নষ্টপ্রজ্ঞঃ পরস্ত্রীপরধনহরণে সর্ব্বদা সাভিলাষঃ।
ত্বৎপাদাম্ভোজযুগ্মং ক্ষণমপি মনসা ন স্মৃতোঽহং কদাপি
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥৩॥

প্রৌঢ়ে ভিক্ষাভিলাষী সুতদুহিতৃকলত্রার্থমন্নাদিচেষ্টঃ
ক প্রাপ্তঃ কুত্র যামীত্যনিশমনুদিনং চিন্তয়া জীর্ণদেহঃ।
ন তে ধ্যানং ন চাস্থা ন চ ভজনবিধির্নামসংকীর্ত্তনং বা
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥৪॥

পূজা, যজনকথা, শ্রবণ বা সেবা ছিল না, অতএব হে বিস্তারিত দশনে, হে কামরূপে, হে করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর।২।

আমি যৌবন লাভ করিলে সর্প তুল্য ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা দষ্ট-কলেবর হইয়াছিলাম, তখন আমার বিবেকবুদ্ধি নষ্ট হইয়াছিল এবং পরস্ত্রী ও পরধন হরণে সর্ব্বদা আমার অভিলাষ হইত, কখনও ক্ষণকালের নিমিত্ত তোমার পাদপদ্ম যুগ্ম মনেও চিন্তা করি নাই, অতএব হে বিস্তারিত দশনে, হে যথেচ্ছরূপ-ধারিণী হে করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ৩।

আমি প্রৌঢ় অবস্থায় স্ত্রী পুত্র কন্যার ভরণ নিমিত্ত অন্নাদির চেষ্টায় রত ও ভিক্ষাভিলাষী হইয়া কোথায় পাইব এবং কোথায় যাইব, রাত্রিদিন এই চিন্তায় জীর্ণদেহ হইয়াছি, তোমার ধ্যান, আস্থা, ভজন বা নামসংকীর্ত্তন করি নাই, অতএব হে বিস্তারিত দশনে, হে স্বেচ্ছারূপে হে করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ৪।

বৃদ্ধত্বে বুদ্ধিহীনঃ কৃতবিবশতনুঃ শ্বাসকাসাতিসারৈঃ
কর্ম্মানর্হোঽক্ষিহীনঃ প্রগলিতদশনঃ ক্ষুৎপিপাসাভিভূতঃ।
পশ্চাত্তাপেন দগ্ধো মরণমনুদিনং ধ্যেয়মাত্রং ন চান্যৎ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে॥ ৫॥
কৃত্বা স্নানং দিনাদৌ ক্বচিদপি সলিলং নাহৃতং নৈব পুষ্পং
নো নৈবেদ্যাদি চেষ্টা ক্বচিদপি ন কৃতা নাপি ভাবো ন ভক্তিঃ।
ন ন্যাসো নৈবপূজা নচ গুণকথনং নাপি চর্চ্চা কৃতাতে
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে॥ ৬॥
জানামি ত্বাং ন চাহং ভবভয়হরণীং সর্ব্বসিদ্ধপ্রদাত্রীং
নিত্যানন্দোদয়েশীং নিগমফলময়ীং নিত্যলীলাদয়াঢ্যাম্।
মিথ্যাকার্য্যাভিলাষৈরনুদিনমভিতঃ পীড়িতো দুঃখসংঘৈঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥৭॥

এক্ষণে বৃদ্ধকালে বুদ্ধিহীন এবং শ্বাসকাস অতিসারাদি রোগে অবসন্নদেহ হইয়া সকল কর্ম্মের অযোগ্য হইয়াছি দৃষ্টিশক্তি নাই, দন্ত পতিত হইয়াছে এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া থাকি এবং অনুতাপে দগ্ধ হইয়া নিরন্তর এক মরণ মাত্র ধ্যেয় হইয়াছে, আর কিছুই চিন্তার বিষয় নাই অতএব হে বিস্তারিত দশনে, হে স্বেচ্ছা-রূপে হে করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ৫।

আমি কোনও দিন প্রাতঃকালে স্নান করিয়া জল বা পুষ্প আহরণ করি নাই বা নৈবেদ্যাদির চেষ্টা করি নাই আমার ভাব বা ভক্তি ছিল না; তোমার ন্যাস, পূজা গুণকীর্ত্তন বা চর্চ্চা করি নাই, অতএব হে বিস্তারিত দশনে হে স্বেচ্ছারূপে করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ৬।

তুমি ভবভয়হারিণী, সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী, নিত্যানন্দপ্রদাত্রী বেদ-

কালাভ্রশ্যামলাঙ্গী বিগলিতচিকুরা খড়্গমুণ্ডাভিরামা
ত্রাসত্রাণেষ্টদাত্রী কুণপগণশিরোমালিনী দীর্ঘনেত্রা
সংসারস্যৈকসারা মনসি ন চ কদা ভাবিতা ভাবনাভিঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥৮॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথেশঃ পরিণমতি সদা ত্বৎপদাম্ভোজযুগ্মং
ভাগ্যাভাবান্ন চাহং ভবজননি ভবৎ-পাদপদ্মং ভজামি।
নিত্যং লোভৈঃ প্রমোহৈঃ কৃতবিবশমতিঃ কামুকস্ত্বাং প্রযাচে
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥৯

ফলময়ী নিত্যলীলা ময়ী ও দয়াময়ী আমি কিন্তু তোমাকে জানিলাম না, কেবল মিথ্যা কার্য্যের অভিলাষ প্রতিদিন দুঃখে পীড়িত হই, অতএব হে বিস্তারিত দশনে স্বেচ্ছারূপে করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ৭।

তুমি কৃষ্ণমেঘের ন্যায় শ্যামাঙ্গী মুক্তকেশী, খড়্গ ও মুণ্ড ধারণে অভিরামা, ত্রাসিতের ভয়হারিণী, ইষ্টদাত্রী, রাক্ষস মস্তকের মালাধারিণী, বিশাল নয়না, সংসারের একমাত্র সারা, আমি কিন্তু কোনও দিন, তোমাকে চিন্তাতেও ভাবি নাই অতএব হে বিস্তারিত দশনে হে স্বেচ্ছারূপে করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ৮।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর সর্ব্বদা তোমার পাদপদ্ম দ্বয়ে প্রণাম করিয়া থাকেন, কিন্তু হে ভব জননি, আমি ভাগ্য অভাবে তোমার পাদপদ্ম ভজনা করিলাম না, সতত লোভ ও মোহে বিবশ মতি এবং কামুক আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি হে বিস্তারিত দশনে হে স্বেচ্ছারূপে করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ৯।

রাগদ্বেষৈঃ প্রমত্তঃ কলুষযুততনুঃ কামনাভোগলুব্ধঃ,
কার্য্যাকার্য্যাবিচারী কুলমতিরহিতঃ কৌলসঙ্গৈর্বিহীনঃ।
ক্ব ধ্যানন্তে ক্ব চার্চ্চা ক্বচ মনুজপনং নৈব কিঞ্চিৎ কৃতোঽহং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥১০॥
রোগী দুঃখী দরিদ্রঃ পরবশকৃপণঃ পাংশুলঃ পাপচেতাঃ,
নিদ্রালস্যপ্রসক্তঃ স্বজঠভরণে সর্ব্বদা ব্যাকুলাত্মা।
কিন্তৎ পূজাবিধানং ক্ব চ মনুজপনং ক্বানুরাগঃ ক্ব চাস্থা
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥১১॥
মিথ্যা ব্যামোহরাগৈঃ পরিবৃতমনসঃ ক্লেশসঙ্ঘাবৃতস্য,
ক্ষুত্তৃড়্নিদ্রান্বিতস্য স্মরণবিরহিনঃ পাপকর্ম্মপ্রবৃত্তেঃ।
দারিদ্রস্য ক্ব ধর্ম্মঃ ক্ব চ ভজনবিধিঃ ক্ব স্থিতিঃ সাধুসঙ্গে
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥১২॥

রাগদ্বেষে (প্রিয়বস্তুতে অনুরাগ এবং অপ্রিয় বস্তুতে দ্বেষ) প্রমত্ত, পাপযুক্ত দেহ, কামনা ও ভোগে লুব্ধ, কার্য্যাকার্য্য বিচারহীন, কুলাচার রহিত এবং সাধুসঙ্গহীন আমি, তোমার ধ্যানই বা কোথায় পূজাই কোথায় এবং মন্ত্রজপই বা কোথায়, আমি কিছুই করিলাম না, অতএব হে বিস্তারিত দশনে স্বেচ্ছারূপে করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ১০।

আমি রোগী দুঃখী, দরিদ্র, পরবশ কৃপণ নীচাশয় পাপিষ্ঠ নিদ্রা ও আলস্যে আসক্ত এবং নিজের জঠর পূরণে সর্ব্বদা ব্যাকুলচিত্ত; তোমার পূজা বিধান কিরূপ, মন্ত্র জপই কোথায়, এবং অনুরাগ আস্থাই বা কিরূপে হইবে? অতএব হে বিস্তারিতদশনে কামরূপে করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ১১।

মিথ্যা অতি মুগ্ধতা ও অনুরাগে আবৃত চিত্ত, ক্লেশ সমূহে

মাতস্তাতস্য দেহাজ্জননীজঠরগস্তাবদালব্ধদেহ-
স্ত্বংকর্ত্রী কারয়িত্রী করুণগুণময়ী কর্ম্মদেহস্বরূপা।
ত্বং বুদ্ধিশ্চিত্তসংস্থা-প্যহমপি ভবতী সর্ব্বমেতত্ত্বদর্থং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে॥১৩॥

ত্বং ভূমিস্ত্বং জলোঘ-স্ত্বমসি হুতবহস্ত্বং জগদ্বায়ুরূপা
ত্বঞ্চাকাশো মনশ্চ প্রকৃতিরপি মহৎপূর্ব্বিকা-হংকৃতিশ্চ।
আত্মা এবাসি মাতঃ পরমিহ ভবতী ত্বৎপরং নৈব কিঞ্চিৎ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে॥১৪॥

পরিবৃত, ক্ষুধা তৃষ্ণা ও নিদ্রান্বিত, স্মরণবিহীন, পাপকর্ম্ম প্রবৃত্ত এবং দরিদ্রের (আমার) ধর্ম্ম, ভজনবিধি বা সাধুসঙ্গে অবস্থিতি কি প্রকারে হইবে অতএব হে বিস্তারিতদশনে কামরূপে করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ১২।

আমি পিতৃ দেহ হইতে মাতৃগর্ভস্থ হইয়া, এই দেহ লাভ করিয়াছি কিন্তু তুমি কর্ত্রী কারয়িত্রী করুণ গুণময়ী ও কর্ম্মদেহ স্বরূপা; তুমিই চিত্তের বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, সুতরাং সকলই তোমার নিমিত্ত, অতএব হে বিস্তারিতদশনে কামরূপে করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ১৩।

তুমি ভূমি, তুমি জল, তুমি অগ্নি, তুমি জগৎ, তুমি বায়ু, আকাশ মন প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার আত্মাও তুমি; হে মাতঃ তোমার পর আর কিছুই নাই অতএব হে বিস্তারিতদশনে কামরূপে করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ১৪।

ত্বং কালী ত্বঞ্চ তারা ত্বমসি গিরিসুতা সুন্দরী ভৈরবী ত্বং
ত্বং দুর্গা ছিন্নমস্তা ত্বমসি চ ভুবনা ত্বঞ্চ লক্ষ্মীঃ শিবা ত্বং।
ধূমা মাতঙ্গী ত্বং ত্বমসি চ বগলা মঙ্গলা হিঙ্গুলাখ্যা
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥১৫॥
স্তোত্রেণানেন দেবীং পরিণমতি জনো যঃ সদা ভক্তিযুক্তো,
দুষ্কীর্ত্তিং দুর্গসজ্যং পরিভবতি সদা বিঘ্নতাং নাশমেতি।
নাধির্ব্যাধিঃ কদাচিৎ ভবতি যদি পুনঃ সর্ব্বদা সাপরাধঃ,
সর্ব্বং তৎকামরূপা ত্রিভুবনজননী ক্ষাময়েৎ পুত্রবুদ্ধ্যা ॥ ১৬ ॥
জেতা শক্ত্যা কবীনাং ভবতি ধনপতির্দ্দানশীলো দয়াত্মা,
নিষ্পাপী নিষ্কলঙ্কঃ কুলপতিকুশলঃ সত্যবাগ্ ধার্ম্মিকশ্চ।
নিত্যানন্দোদয়াঢ্যঃ পশুজনবিমুখঃ সৎপথাচারশীলঃ,
সংসারাব্ধিং সুখেন প্রতরতি গিরিজাপাদপদ্মাবলম্বাৎ ॥ ১৭ ॥

তুমি কালী, তারা, গিরিসুতা, সুন্দরী এবং ভৈরবী, দুর্গা ছিন্নমস্তা, ভুবনেশ্বরী লক্ষ্মী শিবা ধূমাবতী, মাতঙ্গী বগলা মঙ্গলা ও হিঙ্গুলা তুমিই হও, অতএব হে বিস্তারিতদশনে কামরূপে করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ১৫।

যে জন সর্ব্বদা ভক্তিযুক্ত হইয়া এই স্তব পাঠ পূর্ব্বক দেবীকে প্রণাম করে, তাহার দুষ্কীর্ত্তি ও দুর্গতি সমূহ বিনষ্ট হয়, সর্ব্বদা বিঘ্ননাশ হয়, তাহার কখনও আধি ব্যাধি (শারীরিক বা মানস পীড়া) হয় না সে সর্ব্ব অপরাধী হইলেও, কামরূপা ত্রিভুবনজননী পুত্রবোধে তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করেন। ১৬।

যে গিরিজার পাদপদ্ম আশ্রয় হেতু, স্বীয় শক্তিতে পণ্ডিত-

অন্নপূর্ণাস্তোত্রম্ ।

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্যরত্নাকরী,
নির্ধূতাখিলঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী ।
প্রালেয়াচলবংশপাবনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ১ ॥
নানারত্নবিচিত্রভূষণকরী হেমাম্বরাড়ম্বরী,
মুক্তাহারবিলম্বমানবিলসদ্বক্ষোজকুম্ভান্তরী ।
কাশ্মীরাগুরুবাসিতারুচিকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥২॥

গণকে জয় করে, ধনবান্ দাতা, দয়ালু নিষ্পাপী নিষ্কলঙ্ক কুলপতি কুশল সত্যবাদী ধার্ম্মিক, নিত্য আনন্দিত চিত্ত, মূর্খ সঙ্গরহিত সৎপথাবলম্বী এবং আচারশীল হইয়া সুখে সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হয় । ১১ ।

অন্নপূর্ণা স্তব ।

তুমি নিত্যানন্দ কারিণী, বর ও অভয়দায়িনী শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যের আকরী পাপনিচয় দূর করিয়া পবিত্রতা দায়িনী, হিমালয়বংশের পবিত্রতাকারিণী, কাশীপুরের অধীশ্বরী, কৃপা অবলম্বনকরী ঐশ্বর্য্য-শালিনী মাতা অন্নপূর্ণা তুমি আমাকে ভিক্ষা দান কর । ১ ।

বহুবিধ রত্নে বিচিত্র ভূষণধারিণী, স্বর্ণখচিত বস্ত্র পরিধানে হৃষ্টা, বিলম্বিত মুক্তাহারে, স্তনযুগল মধ্য স্থানে দীপ্তিমতী, কাশ্মীর

যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্ম্মার্থনিষ্ঠাকরী,
চন্দ্রার্কানলভাসমানলহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমস্তবাঞ্ছিতকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৩ ॥
কৈলাসাচল-কন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী
কৌমারী নিগমার্থগোচরকরী ওঁকারবীজাক্ষরী।
মোক্ষদ্বার কপাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৪ ॥
দৃশ্যাদৃশ্যপ্রভূত-বাহনকরী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী,
লীলানাটকসূত্রভেদনকরী বিজ্ঞানদীপাঙ্কুরী।

দেশীয় অগুরু চন্দন সুবাসে শোভিতা, কাশীপুরের অধীশ্বরী কৃপাবলম্বনকরী (কৃপাশ্রয়কারিণী) ঐশ্বর্য্যশালিনী মাতা অন্নপূর্ণা তুমি আমাকে ভিক্ষা দান কর। ২।

তুমি যোগানন্দকারিণী, শত্রুক্ষয়কারিণী, ধর্ম্মার্থে শ্রদ্ধাদায়িনী, চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি তুল্য দীপ্ত তরঙ্গরূপা, ত্রিভুবনের রক্ষাকারিণী সমস্ত ঐশ্বর্য্য এবং সমস্ত বাঞ্ছাদাত্রী, কাশীপুরের অধীশ্বরী ঐশ্বর্য্যশালিনী মাতা অন্নপূর্ণা তুমি আমাকে ভিক্ষা দান কর। ৩।

তুমি কৈলাসপর্ব্বত গুহাবাসিনী, গৌরী, উমা, শঙ্করী, কৌমারী বেদার্থ প্রকাশিনী, ওঙ্কার বীজময়ী, মোক্ষদ্বারের কপাট উন্মোচন কারিণী, কাশীপুরের অধীশ্বরী, কৃপা আশ্রয়কারিণী, ঐশ্বর্য্যশালিনী মাতা অন্নপূর্ণা তুমি আমাকে ভিক্ষা দান কর। ৪।

তুমি দৃশ্যাদৃশ্য সর্ব্ববস্তুধারিণী, উদরে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডধারিণী, সংসার

শ্রীবিশ্বেশমনঃ-প্রসাদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৫ ॥
উর্ব্বীসর্ব্বজনেশ্বরী ভগবতী মাতা কৃপাসাগরী,
বেণীনীলসমানকুন্তলধরী নিত্যান্নদানেশ্বরী।
সর্ব্বানন্দকরী সদা (দৃশা) শুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৬ ॥
আদিক্ষান্তসমস্তবর্ণনকরী শম্ভোস্ত্রিভাবাকরী
কাশ্মীরাত্রিজলেশ্বরী ত্রিলহরী নিত্যাঙ্কুরা শর্ব্বরী।
কামাকাঙ্ক্ষকরী জনোদয়করী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৭ ॥

লীলারূপ নাটকের ভঙ্গকারিণী, বিজ্ঞানদীপের কারণরূপা শ্রীবিশ্বেশ্বরের চিত্তপ্রসাদনকারিণী, কাশীপুরের অধীশ্বরী কৃপাশ্রয়কারিণী ঐশ্বর্য্যশালিনী মাতা অন্নপূর্ণা তুমি আমাকে ভিক্ষা দান কর ।৫।

তুমি জগতে সর্ব্বজনের ঈশ্বরী, ভগবতী জননী, কৃপাসাগরী বেণীতে (বিন্যস্ত কেশপাশ) নীলবর্ণের সমান কেশধারিণী, নিত্য অন্নদানকর্ত্রী, সকলের (সর্ব্বরূপ) আনন্দদায়িনী শুভদশাদাত্রী, কাশীপুরের অধীশ্বরী কৃপাশ্রয়কারিণী ঐশ্বর্য্যশালিনী মাতা অন্নপূর্ণা তুমি আমাকে ভিক্ষাদান কর। ৬।

অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত সমস্ত বর্ণে বর্ণনীয়া, শম্ভুর ত্রিভাব (ত্রিগুণ) দায়িনী, কাশ্মীরাদি দেশের অধীশ্বরী, সৃষ্টি স্থিতি লয়, তরঙ্গ-ত্রয়-স্বরূপা, নিত্য বস্তুর (পরমাণুর) ও নিদান স্বরূপা, রাত্রি (মহাপ্রলয়ে অন্ধকার) স্বরূপা কামনাদির আকাঙ্ক্ষাদায়িনী লোকের অভ্যুদয়কারিণী, কাশীপুরের অধীশ্বরী কৃপাশ্রয়কারিণী, ঐশ্বর্য্যশালিনী মাতা অন্নপূর্ণা তুমি আমাকে ভিক্ষা দান কর। ৭।

দেবী সর্ব্ববিচিত্ররত্নরচিতা দাক্ষায়ণী সুন্দরী,
বামাচারুপয়োধরপ্রিয়করী সৌভাগ্য মাহেশ্বরী,
ভক্তাভীষ্টকরী দশাশুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৮ ॥
চান্দ্রার্কানলকোটি কোটিসদৃশা চন্দ্রাংশুবিম্বাধরী,
চন্দ্রার্কাগ্নিসমানকুণ্ডলধরী চন্দ্রার্কবর্ণেশ্বরী।
মালাপুস্তকপাশিকাঙ্কুশধরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৯ ॥
ক্ষত্রত্রাণকরী মহাভয়করী মাতা কৃপাসাগরী
সাক্ষান্মোক্ষকরী সদা শিবকরী বিশ্বেশ্বরী শ্রীধরী।
দক্ষাক্রন্দকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ১০ ॥

তুমি সমস্ত বিচিত্র রত্ন-ভূষিতা দেবী সুন্দরী দক্ষসুতা তুমি চারু (স্বাদু) পয়োধরশালিনী, সর্ব্বলোকের প্রিয়কারিণী, সৌভাগ্যের মহা ঐশ্বর্য্যশালিনী ভক্তগণের অভীষ্টদাত্রী, শুভদশা-দায়িনী, কাশীপুরের অধীশ্বরী, কৃপাশ্রয়কারিণী ঐশ্বর্য্যশালিনী মাতা অন্নপূর্ণা আমাকে ভিক্ষা দাও ॥ ৮

কোটি কোটি চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি-সদৃশ দীপ্তিশালিনী, চন্দ্র-কিরণ-প্রতিবিম্বিত অধর (ওষ্ঠ) শালিনী, চন্দ্রসূর্য্যঅগ্নি তুল উজ্জ্বল কুণ্ডলধারিণী, এবং চন্দ্র সূর্য্য তুল্য বর্ণা, ঈশ্বরী, রুদ্রাক্ষ-মালা, পুস্তক পাশ ও অঙ্কুশধারিণী, কাশীপুরের অধীশ্বরী কৃপাশ্রয় কারিণী ঐশ্বর্য্যশালিনী মাতা অন্নপূর্ণা আমাকে ভিক্ষা দান কর ।৯

ক্ষত্রিয় কুলের রক্ষাকারিণী, অত্যন্ত অভয়দায়িনী মাতা কৃপা-

অন্নপূর্ণে সদা পূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতি ॥১১
মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥

সঙ্কটাস্তব।

নারদ উবাচ—জৈগীষব্য মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞ সুখদায়ক।
অক্ষতানি সুপুণ্যানি শ্রুতানি ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥
ন তৃপ্তি-মধিগচ্ছামি তব বাগমৃতেন চ।

সাগরী, সাক্ষাৎ মোক্ষদায়িনী সর্ব্বদা মঙ্গলদায়িনী, বিশ্বেশ্বরী শ্রীধারিণী, দক্ষের ক্রন্দন বিধায়িনী, আরোগ্যদাত্রী, কাশীপুরের অধীশ্বরী কৃপাশ্রয়কারিণী, ঐশ্বর্য্যশালিনী মাতা অন্নপূর্ণা আমাকে ভিক্ষা দান কর ॥ ১০

প্রণাম—হে অন্নপূর্ণে, সর্ব্বদা পরিপূর্ণে, শঙ্করের প্রাণপ্রিয়ে, পার্ব্বতি জ্ঞান ও বৈরাগ্য সিদ্ধির নিমিত্ত আমাকে ভিক্ষা দান কর

পার্ব্বতি দেবী আমার মাতা, দেব মহেশ্বর আমার পিতা, শিবভক্তগণ আমার বান্ধব, এবং ত্রিভুবন আমার স্বদেশ।

ইতি অন্নপূর্ণা স্তব সমাপ্ত।

সঙ্কটা স্তব।

নারদ বলিলেন—হে সর্ব্বজ্ঞ সুখদায়ক মুনিশ্রেষ্ঠ জৈগীষব্য তোমার অনুগ্রহে অক্ষয় উত্তম পুণ্য কথা সকল শ্রবণ করিলাম ॥১

বদস্বৈকং মহাপ্রাজ্ঞ সঙ্কটাখ্যান-মুত্তমং ॥ ২
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা জৈগীষব্যোঽব্রবীদ্বচঃ।
সঙ্কটনাশনং স্তোত্রং শৃণু দেবর্ষিসত্তম ॥ ৩
দ্বাপরে তু পুরা বৃত্তে ভ্রষ্টরাজ্যো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভ্রাতৃভিঃসহিতোঽরণ্যং নির্ব্বিন্নঃ পরমং যযৌ ॥ ৪
তদানীন্তু ততঃ কাশী-পুরাযাতো মহামুনিঃ।
মার্কণ্ডেয় ইতি খ্যাতঃ সহশিষ্যো মহাতপাঃ ॥ ৫
তং দৃষ্ট্বাচ সমুত্থায় প্রণিপত্য সুপূজিতঃ।
কিমর্থং ম্লানবদন এতৎ ত্বং মাং নিবেদয় ॥ ৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সঙ্কটং মে মহৎ প্রাপ্ত-মেতাদৃগ্‌ বদনং ততঃ।
এতন্নিবারণোপায়ং কিঞ্চিদ্‌ ব্রূহি মহামতে ॥ ৭

তোমার বাক্যামৃতে তৃপ্তিলাভ হইতেছে না, হে মহাপ্রাজ্ঞ! একটি উত্তম সঙ্কটনাশক স্তব বল। ২। তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া জৈগীষব্য কহিলেন। হে দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ! সঙ্কটনাশন স্তোত্র শ্রবণ কর। ৩। পূর্ব্বে দ্বাপর যুগ আগত হইলে যুধিষ্ঠির রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত বিষণ্ণ-চিত্তে অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন। ৪। সেই সময়ে মহাতপাঃ মার্কণ্ডেয় নামে খ্যাত মহামুনি শিষ্যগণের সহিত কাশী হইতে সেই স্থানে আসিয়াছিলেন। ৫। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা গাত্রোত্থান করত প্রণাম পূর্ব্বক পূজা করিলে, তিনি বলিলেন—রাজন্‌ তুমি মলিন বদন হইয়াছ কেন? ইহা আমাকে বল। ৬।

যুধিষ্ঠির বলিলেন—আমার মহৎ সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে সে

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

আনন্দকাননে দেবী সঙ্কটা নাম বিশ্রুতা।
বীরেশ্বরোত্তরে ভাগে চন্দ্রেশস্য চ পার্শ্বতঃ।
শৃণু নামাষ্টকং তস্যাঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাং ॥৮
সঙ্কটা প্রথমং নাম দ্বিতীয়ং বিজয়া তথা।
তৃতীয়ং কামদা প্রোক্তা চতুর্থং দুঃখহারিণী।
সর্ব্বাণী পঞ্চমং নাম ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা।
সপ্তমং ভীমনয়না সর্ব্বরোগহরাষ্টমং ॥ ৯
নামাষ্টকমিদং পুণ্যং ত্রিসন্ধ্যং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্ বাপি নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ ॥১০
ইত্যুক্তঃ পূজয়ামাস বীরেশ্বরসমন্বিতাং।
ভুজৈশ্চ দশভির্যুক্তাং লোচন-ত্রিতয়ান্বিতাং।

কারণ এরূপ মলিন বদন (হইয়াছে), হে মহামতে! ইহার কোনও নিবারণোপায় আমাকে বলুন। ৭। মার্কণ্ডেয় বলিলেন—কাশীধামে বীরেশ্বরের উত্তর ভাগে, চন্দ্রেশ্বরের পার্শ্বে সঙ্কটা নামে খ্যাত দেবী আছেন মনুষ্যগণের সর্ব্ব সিদ্ধিপ্রদ তাঁহার নামাষ্টক শ্রবণ কর। ৮।

প্রথম নাম সঙ্কটা, দ্বিতীয় নাম বিজয়া, তৃতীয় নাম কামদ বলিয়া কথিত, চতুর্থ নাম দুঃখহারিণী, পঞ্চম নাম সর্ব্বাণী, ষষ্ঠ নাম কাত্যায়নী, সপ্তম নাম ভীমনয়না, এবং অষ্টম নাম সর্ব্ব-রোগহরা। ৯। যে মনুষ্য শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ত্রিসন্ধ্যা এই পবিত্র নামাষ্টক পাঠ করে বা পাঠ করায় সে সঙ্কট মুক্ত হয়। ১০।

মালাকমণ্ডলূপেতাং বরপদ্মগদাধরাং।
ত্রিশূল-চাপ-ডমরু-খড়্গা-চর্ম্ম-বিভূষিতাং ॥ ১১
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নারদো হর্ষিতোঽভবৎ।
ততশ্চাঙ্গতহস্তাং তাং প্রণম্য বিধিনন্দনঃ।
বরত্রয়ং গৃহীত্বা তু ততো বিষ্ণুপুরং যযৌ ॥ ১২
এতৎস্তোত্রস্য পঠনং পুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধনং।
সঙ্কটনাশনঞ্চৈব ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতং।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন মহাবন্ধ্যাপ্রসূতিকৃৎ ॥ ১৩
ইতি পদ্মপুরাণে শ্রীসঙ্কটানামাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তং।

(যুধিষ্ঠির) এইরূপ কথিত হইয়া বীরেশ্বরের সহিত দশভূজা ত্রিনয়না, রুদ্রাক্ষমালা ও কমণ্ডলু বিশিষ্ট বরপদ্মগদাধারিণী, ত্রিশূল ধনু ডমরু খড়্গ ও চর্ম্মে বিভূষিত দেবীকে পূজা করিলেন। ১১।

তাঁহার (জৈগিষব্যের) এই বাক্য শুনিয়া নারদ হর্ষিত হইলেন এবং প্রসারিতহস্তা দেবীকে প্রণাম করিয়া তিনটী বর লাভ করিয়া ব্রহ্মাপুত্র বিষ্ণুপুরে গমন করিলেন। ১২।

এই স্তোত্র পাঠ করিলে পুত্র পৌত্র বৃদ্ধি হয় এবং সঙ্কট নাশন হয়, ইহা ত্রিভুবনে বিখ্যাত; মহাবন্ধ্যা নারীর প্রসব কারক ইহা যত্ন পূর্ব্বক গোপনে রক্ষণীয়। ১৩।

ইতি শ্রীসঙ্কটানামাষ্টক সমাপ্ত।

আদ্যা স্তোত্রম্।

শৃণু বৎস! প্রবক্ষ্যামি আদ্যাস্তোত্রং মহাফলম্। যঃ পঠেৎ সততং ভক্ত্যা স এব বিষ্ণুবল্লভঃ॥ মৃত্যুব্যাধিভয়ং তস্য নাস্তি কিঞ্চিৎ কলৌ যুগে। অপুত্রো লভতে পুত্রং ত্রিপক্ষং শ্রবণং যদি॥ দ্বৌ মাসৌ বন্ধনান্মুক্তিবিপ্রবক্ত্রাৎ শ্রুতং যদি। মৃতবৎসা জীববৎসা ষণ্মাসং শ্রবণং যদি॥ নৌকায়াং সংকটে যুদ্ধে পঠনাজ্জয়মাপ্নুয়াৎ॥ লিখিত্বা স্থাপনং গেহে নাগ্নিচৌরভয়ং ক্বচিৎ॥ রাজস্থানে জয়ী নিত্যং প্রসন্নাঃ সর্ব্বদেবতাঃ। ওঁ হ্রীং ব্রহ্মাণী ব্রহ্মলোকে চ বৈকুণ্ঠে সর্ব্বমঙ্গলা॥ ইন্দ্রাণী অমরাবত্যামম্বিকা বরুণালয়ে। যমালয়ে কাল-রূপা কুবেরভবনে শুভা॥ মহানন্দাগ্নিকোণে চ বায়ব্যাং মৃগবাহিনী।

আদ্যাস্তব।

হে বৎস! মহা ফলপ্রদ আদ্যা স্তোত্র বলিতেছি শ্রবণ কর, যে সর্ব্বদা ভক্তিপূর্ব্বক ইহা পাঠ করে সে বিষ্ণুর প্রিয় হয়। এই কলি যুগে, তাহার মৃত্যু ও ব্যাধি ভয় থাকে না, অপুত্র তিন পক্ষ কাল ইহা শ্রবণ করিলে পুত্র লাভ করে, ব্রাহ্মণের মুখ হইতে দুই মাস শ্রবণ করিলে বন্ধন মুক্তি হয়, ছয় মাস কাল শ্রবণ করিলে, মৃতবৎসা নারী জীববৎসা (পুত্র জীবিত থাকে) হয়। ইহা পাঠ করিলে নৌকায় সঙ্কটে ও যুদ্ধে জয় লাভ হয়, লিখিয়া গৃহে রাখিলে, অগ্নি বা চোরের ভয় থাকে না, রাজস্থানে নিত্য জয়ী হয় এবং সর্ব্ব দেবতা সন্তুষ্ট হন। হে মাতঃ! তুমি ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাণী, বৈকুণ্ঠে সর্ব্বমঙ্গলা, অমরাবতীতে ইন্দ্রাণী, বরুণালয়ে (সমুদ্রে) অম্বিকা, যমালয়ে কালরূপা, কুবেরভবনে শুভা, অগ্নিকোণে

নৈঋর্ত্যাং রক্তদন্তা চ ঐশান্যাং শূলধারিণী॥ পাতালে বৈষ্ণবীরূপা সিংহলে দেবমোহিনী। সুরসা চ মণিদ্বীপে লঙ্কায়াং ভদ্রকালিকা। রামেশ্বরী সেতুবন্ধে বিমলা পুরুষোত্তমে। বিজয়া ঔড্রদেশে চ কামাখ্যা নীলপর্ব্বতে॥ কালিকা বঙ্গদেশে চ অযোধ্যায়াং মহেশ্বরী। বারাণস্যামন্নপূর্ণা গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী॥ কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী ব্রজে কাত্যায়নী পরা॥ দ্বারকায়াং মহামায়া মথুরায়াং মহেশ্বরী॥ ক্ষুধা ত্বং সর্ব্বভূতানাং বেলা ত্বং সাগরস্য চ। নবমী কৃষ্ণপক্ষস্য শুক্লস্যৈকাদশী পরা॥ দক্ষস্য দুহিতা দেবী দক্ষযজ্ঞ-বিনাশিনী। রামস্য জানকী ত্বং হি রাবণধ্বংসকারিণী॥ চণ্ডমুণ্ড-বধে দেবী রক্তবীজ-বিনাশিনী। নিশুম্ভশুম্ভমথনী মধুকৈটভঘাতিনী॥ বিষ্ণুভক্তিপ্রদা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা সদা।

মহানন্দা, বায়ুকোণে মৃগবাহিনা, নৈঋতকোণে রক্তদন্তা, ঈশান-কোণে শূলধারিণী। পাতালে বৈষ্ণবীরূপা সিংহলে দেবমোহিনী, মণিদ্বীপে সুরসা, লঙ্কায় ভদ্রকালিকা, সেতুবন্ধে রামেশ্বরী, পুরুষোত্তমে বিমলা, ঔড্রদেশে বিজয়া, নীলপর্ব্বতে কামাখ্যা॥ বঙ্গদেশে কালিকা, অযোধ্যায় মহেশ্বরী, বারাণসীতে অন্নপূর্ণা, গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী, কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী, ব্রজে শ্রেষ্ঠা কাত্যায়নী, দ্বারকায় মহামায়া, মথুরায় মহেশ্বরী॥ হে মাতঃ! তুমি সমস্ত জীবের ক্ষুধা স্বরূপা সমুদ্রের বেলা॥ তুমি কৃষ্ণপক্ষের নবমী এবং শুক্লপক্ষের একাদশী॥ তুমি দক্ষের দক্ষযজ্ঞ-বিনাশিনী কন্যা, তুমি রামের রাবণ-ধ্বংসকারিণী জানকী। তুমি চণ্ডমুণ্ড-বধকারিণী দেবী এবং রক্তবীজ বিনাশিনী। তুমি নিশুম্ভশুম্ভ-মথনী ও মধুকৈটভঘাতিনী॥ তুমি বিষ্ণু ভক্তি প্রদা সর্ব্বদা সুখদা ও মোক্ষদা দুর্গা।

ইমং আদ্যাস্তবং পুণ্যং যঃ পঠেৎ সতত নরঃ। সর্ব্বজ্বরভয়ং ন স্যাৎ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্। কোটিতীর্থফলং তস্য লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ জয়া মে চাগ্রতঃ পাতু বিজয়া পাতু পৃষ্ঠতঃ। নারায়ণী, শীর্ষদেশে সর্ব্বাঙ্গে সিংহবাহিনী॥ শিবদূতী উগ্রচণ্ডা প্রত্যঙ্গে পরমেশ্বরী। বিশালাক্ষী মহামায়া কৌমারী শঙ্খিনী শিবা॥ চক্রিণী জয়দাত্রী চ রণমত্তা রণপ্রিয়া। দুর্গা জয়ন্তী কালী চ ভদ্র-কালী মহোদরী॥ নারসিংহী চ বারাহী সিদ্ধিদাত্রী সুখপ্রদা। ভয়ঙ্করী মহারৌদ্রী মহাভয়বিনাশিনী॥

ইতি ব্রহ্মযামলে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে আদ্যাস্তোত্রং সমাপ্তম্।

যে মনুষ্য এই পবিত্র আদ্যাস্তব সর্ব্বদা পাঠ করে, তাহার সর্ব্ববিধ জ্বরের ভয় থাকে না, এবং সর্ব্বব্যাধি বিনাশ হয়। তাহার কোটি তীর্থের ফললাভ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই॥ জয়া আমার সম্মুখ ভাগ রক্ষা করুন, বিজয়া পশ্চাৎ ভাগ রক্ষা করুন, নারায়ণী মস্তক রক্ষা করুন, সিংহবাহিনী সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন॥ শিবদূতী উগ্রচণ্ডা পরমেশ্বরী, বিশালাক্ষী মহামায়া কৌমারী শঙ্খিনী শিবা চক্রিণী, জয়দাত্রী রণমত্তা, রণপ্রিয়া, দুর্গা জয়ন্তী কালী ভদ্রকালী মহোদরী নারসিংহী বারাহী সিদ্ধিদাত্রী সুখপ্রদা ভয়ঙ্করী মহারৌদ্রী মহাভয়বিনাশিনী আমার সমস্ত প্রত্যঙ্গ (সূক্ষ্ম অঙ্গ) রক্ষা করুন॥

ইতি আদ্যা-স্তোত্র সমাপ্ত।

শঙ্করাচার্য্যকৃত গঙ্গাস্তব।

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবন তারিণি তরল-তরঙ্গে।
শঙ্কর-মৌলি-নিবাসিনি বিমলে, মম মতি-রাস্তাং তব পদ-কমলে ॥১
ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতঃ, তব জল মহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং, ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানং ॥২
হরিপাদ-পদ্ম-তরঙ্গিণি গঙ্গে, হিম-বিধু-মুক্তা-ধবল-তরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃত-ভারং, কুরু কৃপয়া ভব-সাগর-পারং ॥৩
তব জল-মমলং যেন নিপীতং, পরম-পদং খলু তেন গৃহীতং।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ, কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ ॥৪
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, খণ্ডিত-গিরিবর-মণ্ডিত-ভঙ্গে।

শঙ্করাচার্য্য কৃত গঙ্গাস্তব

হে সুরেশ্বরি ভগবতি, ত্রিভুবনতারিণী দেবী তরল তরঙ্গ-শালিনী, শিবশিরোবাসিনী, নির্ম্মলে, গঙ্গে, তোমার পাদপদ্মে আমার মতি থাকুক। ১।

হে সুখদায়িনী মাতঃ ভাগীরথি, বেদেতে তোমার জলের মহিমা খ্যাত আছে, আমি তোমার মহিমা জানি না হে কৃপাময়ি আমি অজ্ঞান, আমাকে পরিত্রাণ কর। ২।

হে হরিপাদপদ্ম হইতে শৈবলিনী রূপে সমুদ্ভূতে গঙ্গে এবং তুষার চন্দ্র ও মুক্তার ন্যায় শুভ্র তরঙ্গশালিনী; মাতঃ! আমার পাপ-ভার দূর করিয়া আমাকে কৃপা পূর্ব্বক ভব সাগর পার কর। ৩।

মা! তোমার পবিত্র জল যে পান করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই

ভীষ্মজননি খলু-মুনিবর-কন্যে, পতিত-নিবারিণি ত্রিভুবন-ধন্যে ॥৫
কল্পলতা-মিব ফলদাং লোকে, প্রণমতি যস্ত্বাং ন পততি শোকে।
পারাবার-বিহারিণি গঙ্গে, বিবুধ-বধূ-কৃত তরলাপাঙ্গে ॥৬
তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ, পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ।
নরক-নিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, কলুষ-বিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে। ৭
পরিলসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে, জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে।
ইন্দ্রমুকুট-মণি-রাজিত-চরণে, সুখদে শুভদে সেবক-শরণে ॥৮
রোগং শোকং পাপং তাপং হর মে ভগবতি কুমতি-কলাপং।

পরমপদ (ঈশ্বরের পদ) লাভ করিয়াছে, হে মাতর্গঙ্গে! তোমার ভক্তকে যমেরও দেখিবার অধিকার (সামর্থ্য) নাই। ৪।

হে পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবি গঙ্গে! হে খণ্ডিত হিমালয় হইতে শোভিত তরঙ্গশালিনী, হে ভীষ্ম জননী জহ্নুসুতে, হে পতিত নিবারিণি, হে ত্রিভুবন প্রশংসিতে ॥৫

কল্পলতার ন্যায় পৃথিবীতে সর্ব্ব ফলদায়িনী তুমি, তোমাকে যে প্রণাম করে সে শোকে পতিত হয় না, হে সমুদ্রবিহারিণী গঙ্গে, হে দেববধূ (কর্ত্তৃক) চঞ্চল দৃষ্টি বিলোকিতে (তোমাকে সমুদ্র বিহারিণী দেখিয়া দেববধূগণ তোমার উপর চঞ্চল কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন)। ৬।

তোমার কৃপায় যদি কেহ তোমার স্রোতে স্নান করে, তাহাকে আর জননীজঠরে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, হে নরক নিবারিণি, জহ্নুসুতে গঙ্গে, হে পাপনাশিনি এবং মহিমায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠে। ৭।

হে উজ্জ্বলাঙ্গি, পবিত্র তরঙ্গধারিণি, ইন্দ্রমুকুটরত্নোদ্ভাসিত

ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে, ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে ॥৯
অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরু ময়ি করুণাং কাতর-বন্দ্যে।
তব তটনিকটে যস্য নিবাসঃ খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ ॥১০
বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ, কিংবা তীরে সরটঃ ক্ষীণঃ।
অথ গব্যূতৌ শ্বাপচো দীনঃ ন পুনর্দূরে নৃপতি-কুলীনঃ ॥১১
ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে, দেবি দ্রবময়ি মুনিবর-কন্যে।
গঙ্গাস্তব-মিম-মমলং নিত্যং, পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যং ॥১২
যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিঃ, তেষাং ভবতি সদা সুখ মুক্তিঃ।

চরণে, সুখদায়িনি মঙ্গলপ্রদে, সেবকাশ্রয়ে কৃপাকটাক্ষকারিণি জাহ্নবি তোমার জয় হউক, সর্ব্বত্র তোমার বিজয় লাভ হউক। ৮।

হে ভগবতি! আমার রোগ শোক পাপ তাপ কুমতি সমূহ হরণ কর, হে ত্রিভুবন শ্রেষ্ঠে এবং পৃথিবীর হার স্বরূপে তুমিই আমার একমাত্র গতি। ৯।

হে অলকানন্দদায়িনি (কৈলাস পুরীর আনন্দদায়িনি), পরমানন্দ স্বরূপে, হে কাতরজনবন্দিতে, আমার প্রতি করুণা কর। তোমার কূলের নিকট যাহার নিবাস, নিশ্চয়ই তাহার বৈকুণ্ঠে নিবাস। ১০।

তোমার এই জলে বরং কচ্ছপ বা মৎস্য হওয়াও ভাল, কিংবা তোমার তীরে ক্ষীণ সরট হওয়াও শ্রেয়ঃ, অথবা তোমার তীর হইতে দুই ক্রোশের মধ্যে দরিদ্র চণ্ডাল হওয়াও ভাল, কিন্তু দূরে কুলীন নৃপতি হওয়াও ভাল নহে। ১১।

হে ভুবনেশ্বরী ত্রিভুবন পাবনি, সর্ব্বজন প্রশংসিতে, দেবি জল-

মধুর-কান্তা-পজ্ঝটিকাভিঃ, পরমানন্দ কলিত-ললিতাভিঃ ॥১৩
গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং, বাঞ্ছিত-ফলদং বিদিত-মুদারং।
শঙ্কর-সেবক-শঙ্কর-রচিতং, পঠতু চ বিষয়ীদ-মিতি সমাপ্তং ॥১৪
ইতি শ্রীশঙ্করার্য্য-বিরচিতং গঙ্গাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তম্।

.মম্নি জহ্নুসুতে, যে নিত্য এই পবিত্র গঙ্গাস্তব পাঠ করে তাহার সত্যই সর্ব্বত্র জয়লাভ হয়। ১২।

যাঁহাদের হৃদয়ে গঙ্গাভক্তি আছে, তাঁহাদের সর্ব্বদা সুখ মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে, শঙ্কর সেবক শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক পরমানন্দে নিবদ্ধ সুন্দর ও মধুর পজ্ঝটিকাছন্দে রচিত এই অভীষ্ট ফলপ্রদ সংসারের সারবস্তু গঙ্গাস্তব বিষয়ী (সংসারী) পাঠ করুন। ১৩।১৪

ইতি গঙ্গাস্তব সমাপ্ত।

বাল্মীক-কৃত গঙ্গাষ্টক।

মাতঃ শৈলসুতা-সপত্নি বসুধা-শৃঙ্গার-হারাবলি,
স্বর্গারোহণ-বৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে।
ত্বত্তীরে বসত-স্ত্বদম্বু পিবত-স্ত্বদ্‌বীচিমুৎপ্রেঙ্খত-
স্ত্বন্নাম স্মরত-স্ত্বদর্পিতদৃশঃ স্যান্মে শরীরব্যয়ঃ ॥১
ত্বত্তীরে তরুকোটরান্তরগতো গঙ্গে বিহঙ্গো বরং
ত্বন্নীরে নরকান্তকারিণি বরং মৎস্যোঽথবা কচ্ছপঃ
নৈবান্যত্র মদান্ধ সিন্ধুর-ঘটা-সংঘট্ট-ঘণ্টা-রণৎ-
কার-ত্রস্ত-সমস্ত-বৈরিবনিতা-লব্ধস্তুতিভূপতিঃ ॥ ২
কাকৈর্নিষ্কুষিতং শ্বভিঃ কবলিতং বীচীভি রান্দোলিতং
স্রোতোভিশ্চলিতং তটান্তমিলিতং গোমায়ুভিলুণ্ঠিতং।
দিব্যস্ত্রী-কর-চারু-চামর-মরুৎ-সংবীজ্যমানঃ কদা
দ্রক্ষ্যেঽহং পরমেশ্বরি ত্রিপথগে ভাগীরথি স্বং বপুঃ ॥ ৩

গঙ্গাষ্টক।

হে মাতঃ পার্ব্বতী সপত্নী বসুধার বিলাসহার স্বরূপে, স্বর্গারোহণের বিজয় পতাকা, মাতঃ ভাগীরথি তোমার নিকট প্রার্থনা করি। ১।

মাতঃ! তোমার তীরে বাস করিয়া, তোমার বারি পান করিয়া, তোমার তরঙ্গরাজি নিরীক্ষণ করিয়া, তোমার নাম স্মরণ করিয়া এবং তোমাতে (তোমার জলে) দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, আমার দেহের অবসান হউক। ২।

হে গঙ্গে! তোমার তীরে বৃক্ষ বিবরে পক্ষী হওয়া ভাল, হে

অভিনব-বিষবল্লী পাদপদ্মস্য বিষ্ণো-
র্মদনমথন-মৌলের্মালতীপুষ্প-মালা।
জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষ্মী
ক্ষয়িত-কলি-কলঙ্কা জাহ্নবী মাং পুনাতু ॥ ৪
যত্তৎ তাল-তমাল-শাল-সরল-ব্যালোল-বল্লী-লতা-
চ্ছন্নং সূর্য্যকর-প্রতাপ-রহিতং শঙ্খেন্দু-কুন্দোজ্জ্বলং।
গন্ধর্ব্বামর-সিদ্ধ-কিন্নরবধূ-তুঙ্গস্তনাস্ফালিতং
স্নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্ম্মলং ॥৫

নরকান্তকারিণি! তোমার জলে মৎস্য কিংবা কচ্ছপ হওয়াও ভাল, কিন্তু অন্যত্র (তোমা হীন দেশে) মদ মত্ত হস্তিগণের আস্ফালনে তাহাদের ঘণ্টাধ্বনিতে ভীত শত্রুপত্নী কর্ত্তৃক স্তুত নৃপতি হওয়া ভাল নহে (প্রবল রাজার মদ মত্ত হস্তীর ঘণ্টা ধ্বনি শ্রবণ পূর্ব্বক রাজগণ পলায়ন করেন এবং তাঁহাদের রমণী-গণ স্তবে বলবান্ নৃপতিকে পরিতুষ্ট করেন ইহা তাৎপর্য্য)। ৩।

হে পরমেশ্বরি, ত্রিপথগামিনি (স্বর্গ মর্ত্ত পাতালগামিনি) ভাগীরথি! কবে আমি স্বর্গীয় দেব পত্নীগণের হস্ত স্থিত সুন্দর চামর বায়ু বীজিত হইয়া আমার এই শরীরকে বায়সগণ কর্ত্তৃক চঞ্চু দ্বারা বিলিখিত (ঠোকরান) কুকুরগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত তরঙ্গে আন্দোলিত স্রোতে সঞ্চালিত এবং তট সংলগ্ন হইলে শৃগালগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত দেখিব (গঙ্গাজলে তনু ত্যাগ করিয় স্বর্গ গমনকালে আমি গঙ্গাজলে ভাসমান স্বীয় দেহকে পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় দেখিব) ? ॥৪

বিষ্ণু পাদপদ্মের নবনলিনীলতা, হরশিরের মালতামালা,

গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারি-চরণচ্যুতং
ত্রিপুরারি-শিরশ্চারি, পাপহারি পুনাতু মাং ॥ ৬
পাপপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি
দূর-প্রচারি গিরিরাজ-গুহাবিদারি।
ঝঙ্কারকারি হরিপাদ-রজোবিহারি
গাঙ্গং পুনাতু সততং শুভকারি বারি ॥ ৭

যশের পতাকা এবং মোক্ষের নিদর্শন স্বরূপ কে ইনি (জানিনা) ইঁহার জয় হউক। এই কলিকলুষ নাশিণী জাহ্নবী আমাকে পবিত্র করুন ॥৫

যে জল তীরের তাল তমাল শাল সরল বৃক্ষগণের শিরস্থিত লতা সমূহে আচ্ছন্ন থাকিয়া সূর্য্যকিরণের তাপ রহিত, হইতেছে, শঙ্খ চক্র এবং কুন্দপুষ্পের ন্যায় উজ্জ্বল যে জল, এবং যে জল গন্ধর্ব্ব দেবতা সিদ্ধ কিন্নরবধূগণের উন্নত স্তনালোড়িত হইতেছে, সেই নির্ম্মল গাঙ্গাজল প্রতিদিন আমার স্নানের নিমিত্ত উপকল্পিত হউক (এইরূপ গঙ্গাজলে যেন প্রত্যহ আমি স্নান করিতে পাই) ॥৬

বিষ্ণুচরণ নিঃসৃত, শিবশিরোবাহিত পাপহারি মনোহর গঙ্গাবারি আমাকে পবিত্র করুন। পাপ নাশন, দুষ্কৃতদমন তরঙ্গধারী, সুদূর প্রবাহী হিমালয় গুহা বিদারী, ঝঙ্কাররবকারী, হরিপদ ধূলা সহ বিহারী (ভ্রমণকারী) শুভকারী গঙ্গাজল আমাকে সতত পবিত্র করুন ॥৭

বরমিহ গঙ্গাতীরে, সরটঃ করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়ঃ।
ন পুনর্দূরতরস্থঃ, করিবর-কোটীশ্বরো নৃপতিঃ ॥ ৮
গঙ্গাষ্টকং পঠতি যঃ প্রযতঃ প্রভাতে
বাল্মীকিনা বিরচিতং শুভদং মনুষ্যঃ।
প্রক্ষাল্য সোঽপি কলিকল্মষ-পঙ্ক-মাশু
মোক্ষং লভেৎ পততি নৈব পুনর্ভবাব্ধৌ ॥ ৯

ইতি—শ্রীবাল্মীকি-বিরচিতং গঙ্গাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তং।

এই গঙ্গাতীরে সরট (কৃকলাস) করট (কাক) কৃশ কুকুরী সুত (কুকুর) হওয়াও ভাল, কিন্তু গঙ্গা হইতে দূরে কোটি হস্তীর অধিপতি রাজা হওয়া ভাল নহে ॥৮

বাল্মীকি বিরচিত এই মঙ্গল দায়ক গঙ্গাষ্টক যে মনুষ্য যত্নের সহিত প্রাতঃ কালে পাঠ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ কলি কলুষরূপ পঙ্ক প্রক্ষালন করিয়া মোক্ষ লাভ করেন। তাঁহাকে আর সংসার-সাগরে পতিত হইতে হয় না ॥৯

ইতি শ্রীবাল্মীকি বিরচিত গঙ্গাষ্টক স্তোত্র।

দরাফ্ খাঁ কৃত গঙ্গাষ্টক

যত্ত্যক্তং জননীগণৈর্যদপি ন স্পৃষ্টং সুহৃদ্বান্ধবৈ-

র্যস্মিন্ পান্থ-দৃগন্ত-সন্নিপতিতে তৈঃ স্মর্য্যতে শ্রীহরিঃ।

স্বাঙ্কে ন্যস্য তদীদৃশং বপুরহো সুপ্রীয়সে পৌরুষং

ত্বং তাবৎ করুণাপরায়ণপরা মাতাসি ভাগীরথি ॥ ১

অচ্যুতচরণ-তরঙ্গিণি, শশি-শেখর-মৌলি-মালতীমালে।

ত্বয়ি তনু-বিতরণ-সময়ে, দেয়া হরতা ন মে হরিতা ॥ ২

শূন্যীভূতা শমন-নগরী নীরবা রৌরবাদ্যা

যাতায়াতৈঃ প্রতিদিন-মহো ভিদ্যমানা বিমানাঃ।

সিদ্ধৈঃ সার্দ্ধং দিবি দিবিষদঃ সার্ঘ্যপাত্রৈকহস্তা

দরাফ্ খাঁ কৃত গঙ্গাস্তব।

জননীগণ যে দেহ (মৃতদেহ) ত্যাগ করেন, বন্ধুবান্ধবেরা যাহা স্পর্শ করেন না, এবং পথিকগণ যাহাতে দৃষ্টি পতিত হইলে শ্রীহরি স্মরণ করেন, এরূপ দেহ তুমি নিজ ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া অনন্দিত হও। অতএব হে ভাগীরথি তুমি সর্ব্বপ্রধান দয়াময়ী মাতা হইবে ॥১

হে বিষ্ণু চরণ সমুদ্ভূতে তরঙ্গিণি এবং শিবশিরের মালতীমালা স্বরূপে, আমি যখন তোমাতে তনুত্যাগ করিব, তখন আমাকে শিবত্ব দিও বিষ্ণুত্ব দিওনা ॥২ (কারণ, শিবত্ব লাভ হইলে, তুমি শিব শিরোবিহারিণী বলিয়া মস্তকে থাকিবে, কিন্তু বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা তুমি, বিষ্ণুত্বলাভ হইলে, তুমি চরণ স্পর্শ করিবে ইহা অসহনীয়)॥

মাতর্গঙ্গে যদবধি তব প্রাদুরাসীৎ প্রবাহঃ॥ ৩

পয়ো হি গাঙ্গং ত্যজতামিহাঙ্গং, পুনর্ন চাঙ্গং যদি বাপি চাঙ্গং।
করে রথাঙ্গং শয়নে ভুজঙ্গং যানে বিহঙ্গং চরণে চ গাঙ্গং॥ ৪

কত্যক্ষাণি করোটয়ঃ কতি কতিদ্বীপি-দ্বীপানাং ত্বচঃ
কাকোলাঃ কতি পন্নগাঃ কতি সুধাধাম্নশ্চ খণ্ডাঃ কতি।
কিঞ্চ ত্বঞ্চ কতি ত্রিলোকজননি তদ্বারি-পূরোদরে
মজ্জজ্জন্তু-কদম্বকং সমুদয়ত্যেকৈক-মাদায় যৎ॥ ৫

হে মাতর্গঙ্গে! যে দিন হইতে পৃথিবীতে তোমার পবাহ বহিতেছে, সেই দিন হইতে শমন নগরী (যম পুরী) শূন্য হইয়াছে, (গঙ্গাতে তনু ত্যাগ করিয়া জনগণ স্বর্গে যাইতেছে, তাহাতে করিয়া যমপুরী শূন্য) রৌরব প্রভৃতি নরক নীরব হইয়াছে (নরকে পাপী নাই সুতরাং তাহাদের যন্ত্রণাসূচক চীৎকারও নাই) পুষ্পকরথ সকল প্রতিদিন স্বর্গে যাতায়াত করিয়া ভগ্ন হইয়াছে, এবং স্বর্গে সিদ্ধগণের সহিত দেবগণ প্রত্যেকে একটী অর্ঘ্যপাত্র হস্তে লইয়া আছেন (তোমার জলে তনুত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাইলে দেবতারা পূজা ও সমাদর করেন)॥৩

এই গঙ্গাজল, যদি ইহাতে তনু ত্যাগ ঘটে আর দেহ ধারণ করিতে হয় না, অথবা যদ্যপি দেহ লাভ ঘটে তবে হস্তে সুদর্শন চক্র শয়নে সর্প (অনন্ত) যানে পক্ষী (গরুড়) এবং চরণে গঙ্গাজল এইরূপ দেহ প্রাপ্তি হইয়া থাকে (বিষ্ণুদেহ লাভ হয়)॥৪

হে ত্রিভুবন জননী! তোমার জলপূর্ণগর্ভে, কত রুদ্রাক্ষ আছে? কত নরকপাল আছে, কত হস্তি ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম আছে, আর

কুতোঽবীচিবীচিস্তব যদি গতা লোচনপথং
ত্বমাপীতা পীতাম্বর-পুর-নিবাসং বিতরসি।
ত্বদুৎসঙ্গে গঙ্গে যদি পততি কায়স্তনুভৃতাং
তদা মাতঃ শাতক্রতব-পদলাভোঽপ্যতিলঘুঃ॥ ৬
ত্বমম্ভো লোকানা-মখিলদুরিতান্যেব দহসি
প্রগল্ভা নিম্নানা-মপি নয়সি সর্ব্বোপরি নতান্।
স্বয়ং জাতা বিষ্ণোর্জ্জনয়সিমুরারাতি-নিবহা-
নহো মাতর্গঙ্গে কিমিহ চরিতং তে বিজয়তে॥ ৭

কত বিষ আছে, কত সর্প আছে, কত অর্দ্ধ চন্দ্র আছে, আর কত তুমি আছ? যে তোমার জলে মগ্ন হইয়া জীব দেহ ত্যাগান্তে প্রত্যেকে এক একটী এই সকল বস্তু লইয়া উঠিতেছে।

(জনগণ তোমার জলে দেহ ত্যাগান্তে শিবত্ব লাভ করিতেছে এবং সকলেই এই সমস্ত শিববিভূতি লাভ করিতেছে সুতরাং অসংখ্য শিববিভূতি তোমার গর্ভে নিহত আছে)।৫।

হে গঙ্গে! তোমার তরঙ্গ নয়নপথগামী হইলে অবীচি প্রভৃতি নরক কোথায় থাকে? তুমি পীত হইলে বিষ্ণুপুরে বাস প্রদান কর। হে মাতর্গঙ্গে! আর দেহধারিগণের দেহ যদি তোমার ক্রোড়ে পতিত হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রত্ব লাভ ও তাহার পক্ষে অতি তুচ্ছ।৬।

হে মাতর্গঙ্গে! তুমি জল হইয়াও মনুষ্যগণের সমস্ত পাপ দগ্ধ করিতেছ (জলের দাহিকা শক্তি না থাকিলেও তোমার পাপ দহন ক্ষমতা বিচিত্র)। তুমি নিম্নগা হইয়া ও প্রণতদিগকে

সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
স তরতি নিজপুণ্যৈস্তত্র কিন্তে মহত্বং।
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদিহ তব মহত্বং তন্মহত্বং মহত্বং ॥ ৮ ॥

সর্ব্বোচ্চ স্থানে লইয়া যাও। তুমি বিষ্ণু হইতে জাত হইয়াও শত শত বিষ্ণু উৎপাদন কর। হে মাতঃ! তোমার এই অদ্ভুত চরিত্র জগতে জয় লাভ করিতেছে।৭।

সুরধুনি (দেবনদি) মুনিকন্যে! তুমি সর্ব্বদা পুণ্যবান্‌কেই পরিত্রাণ করিয়া থাক। কিন্তু মাতঃ! পুণ্যবান্ নিজ পুণ্য বলেই উদ্ধার লাভ করে, তাহাতে তোমার মাহাত্ম্য কি আছে? যদি গতিহীন পাতকী আমি—আমাকে উদ্ধার করিতে পার তবেই জগতে তোমার মহত্ব প্রকাশিত হয়। এবং সেই মহত্বই প্রকৃত মহত্ব।৮।

ইতি শ্রীদরাফ্ খাঁ কৃত গঙ্গাস্তব।

গঙ্গাষ্টকম্—(শঙ্করাচার্য্যকৃতম্)।

ভগবতি তব তীরে নীরমাত্রাশনোঽহং
 বিগতবিষয়তৃষ্ণঃ কৃষ্ণমারাধয়ামি।
সকলকলুষভঙ্গে স্বর্গসোপানসঙ্গে
 তরলতরতরঙ্গে দেবি গঙ্গে প্রসীদ ॥ ১
ভগবতি ভবলীলামৌলিমালে তবাম্ভঃ
 কণমণুপরিমাণং প্রাণিনো যে স্পৃশন্তি।
অমরনগরনারীচামরগ্রাহিণীনাং
 বিগতকলিকলঙ্কাতঙ্কমঙ্কে লুঠন্তি ॥ ২

শঙ্করাচার্য্য বিরচিত গঙ্গাস্তব।

হে ভগবতি! আমি তোমার তীরে জল মাত্র পান করিয়া বিষয় মৃগতৃষ্ণা বিস্মরিয়া কৃষ্ণের আরাধনা করিব।* হে সর্ব্বকলুষ (পাপ) ভঙ্গে, স্বর্গসোপানসঙ্গে (সঙ্গিনি) এবং তরলতর তরঙ্গ-শালিনি, দেবি গঙ্গে! আমার উপর সন্তুষ্ট হও (আমাকে কৃপা কর)।১।

হে ভগবতি! মহাদেবের ক্রীড়ায় মস্তকমাল্য স্বরূপে

* তোমার তীরে বিষয় চিন্তা পরিহার করিয়া, কৃষ্ণ আরাধনা করিব। যদি বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ আরাধনা করিলেই মোক্ষ হয়, তবে তোমার তীরে বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ আরাধনার প্রয়োজন কি? অন্যত্র এরূপ করিলেও ত মুক্তি হইবে।—ইহার কারণ—বিষয় তৃষ্ণা পরিহার সুখসাধ্য নহে প্রত্যুত সুদুষ্কর। কিন্তু তোমার তীরে বসিলে, তোমার রূপ দেখিয়া তোমার শান্তিপ্রদ বিশ্বমোহিনী মুর্ত্তি দেখিয়া বিষয় চিন্তায় মন তৃপ্ত হয় না। স্বতঃই বিষয় চিন্তায় বিস্মৃতি হয়—তখন অবাঙ্মনসোগোচর বিশ্বনাথ পদে—অথবা তোমার পদে আত্মা আত্মহারা হয়। ইহাই তোমার তীরে বসিয়া কৃষ্ণ আরাধনার সার্থকতা।

ব্রহ্মাণ্ডং খণ্ডয়ন্তী হরশিরসি জটাবল্লীমুল্লাসয়ন্তী
স্বর্লোকাদাপতন্তী কনকগিরি গুহাগণ্ডশৈলাৎ স্খলন্তী।
ক্ষৌণীপৃষ্ঠে লুঠন্তী দুরিতচয়চমূনির্ভরং ভর্ৎসয়ন্তী
পাথোধিং পূরয়ন্তী সুরনগরসরিৎপাবনী নঃ পুনাতু ॥ ৩

মজ্জন্মাতঙ্গ-কুম্ভচ্যুত মদমদিরামোদমত্তালিজালং
স্নানৈঃ সিদ্ধাঙ্গনানাং কুচযুগবিগলৎ-কুঙ্কুমাসঙ্গপিঙ্গম্।
সায়ং প্রাতর্মুনীনাং কুশকুসুমচয়ৈশ্ছন্নতীরস্থনীরং
পায়ান্নো গাঙ্গমম্ভঃ করিকরভকরাক্রান্তরংহস্তরঙ্গম্ ॥ ৪

তোমার জলের অণু পরিমাণ কণা যাহারা স্পর্শ করে, তাহারা কলিকলুষভয় বিমুক্ত হইয়া চামরহস্তা সুরাঙ্গনাগণের (দেবী-গণের) ক্রোড়ে লুণ্ঠিত হয়।২।

ব্রহ্মাণ্ড ভেদকারিণী, হরশিরে জটারাজির উল্লাসকারিণী, স্বর্গ লোক হইতে অবতরণ কারিণী, কনক (স্বর্ণ) পর্ব্বতের গুহা এবং ক্ষুদ্রশৈল হইতে প্রচ্যুত হইয়া পৃথিবী পৃষ্ঠে লুণ্ঠিতা, পাপ রাশিরূপ সেনার সম্পূর্ণ তিরস্কারিণী সমুদ্রকে পূর্ণকারিণী দেবনদী পাবনী (পবিত্রকারিণী) আমাদিগকে পবিত্র করুন।৩।

মজ্জনকারী হস্তিমস্তকচ্যুত মদমদিরামত্ত ভ্রমর পরিব্যাপ্ত (অর্থাৎ মদমত্ত হস্তিগণ গঙ্গায় নিমজ্জন করিলে তাহাদের মস্তক নিঃসৃত মদগন্ধে অনুগামী ভ্রমরগণ গঙ্গাজলের উপরে উড়িতে থাকে) সিদ্ধ অঙ্গনাগণের স্নানকালে কুচযুগল বিগলিত কুঙ্কুম সংসর্গে পিঙ্গলবর্ণ, সায়ং ও প্রাতঃকালে মুণিগণের কুশ কুসুম রাজিতে আবৃত যাঁহার তীরস্থ জল এবং হস্তী ও হস্তিশাবকাক্রান্ত যাঁহার বেগ ও তরঙ্গ সেই গঙ্গাজল আমাদিগকে পরিত্রাণ করুণ।৪।

আদাবাদিপিতামহস্য নিয়মব্যাপারপাত্রে জলং
পশ্চাৎ পন্নগশায়িনো ভগবতঃ পাদোদকং পাবনম্।
ভূয়ঃ শম্ভুজটাবিভূষণ-মণির্জহ্নোর্মহর্ষেরিয়ং
কন্যা কল্মষনাশিনী ভগবতী ভাগীরথী ভূতলে ॥ ৫
শৈলেন্দ্রাদবতারিণী নিজজলে মজ্জজ্জনোত্তারিণী
পারাবারবিহারিণী ভবভয়শ্রেণী সমুৎসারিণী।
শেষাহেরনুকারিণী হরশিরোবল্লীদলাকারিণী
কাশী-প্রান্তবিহারিণী বিজয়তে গঙ্গা মনোহারিণী ॥ ৬
কুতো বীচির্বীচিস্তব যদি গতা লোচনপথং
ত্বমাপীতা পীতাম্বরপুরনিবাসং বিতরসি।
ত্বদুৎসঙ্গে গঙ্গে পততি যদি কায়স্তনুভৃতাং
তদা মাতঃ শাতক্রতবপদলাভোঽপ্যতিলঘুঃ ॥ ৭

প্রথমে আদি পিতামহের (ব্রহ্মার) কমণ্ডলুস্থ জল স্বরূপা অনন্তর শেষ শয্যাশায়ী ভগবানের পবিত্রকারি পাদোদক, পুনর্ব্বার শম্ভুজটার ভূষণ মণি স্বরূপা জহ্নুমুনির এই কলুষনাশিনী কন্যা ভগবতী ভাগীরথী ভূতলে আবির্ভূত হইয়াছেন।৫।

পর্ব্বতরাজ (হিমালয়) হইতে অবতারিণী, নিজজলে মজ্জনকারীর নিস্তারিণী, সমুদ্রবিহারিণী ভবভয় শ্রেণী (সংসার ভয় সমূহ) দূরীকারিণী, সর্পের (সর্পগতির) অনুকারিণী (বক্রগামিনী) হরশিরের জটাসমূহের অনুগামিনী, কাশীপ্রান্তবিহারিণী মনোহারিণী গঙ্গার বিজয় হউক।৬।

কোনও স্থান হইতে তোমার তরঙ্গ যদি নয়নপথে পতিত

মাতঃ শাম্ভবি শম্ভুসঙ্গমিলিতে মৌলৌ নিধায়াঞ্জলিং
ত্বত্তীরে বপুষোঽবসানসময়ে নারায়ণাঙ্ঘ্রিদ্বয়ম্।
সানন্দং স্মরতো ভবিষ্যতি মম প্রাণ-প্রয়াণোৎসবো
ভূয়াদ্ভক্তিরবিচ্যুতা হরিহরাদ্বৈতাত্মিকা শাশ্বতী ॥ ৮

গঙ্গাষ্টকমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ৯

ইতি শ্রীমৎ-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য
বিরচিতং গঙ্গাষ্টকস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

হইলে, (অথবা) তোমাকে আচমন করিলে তুমি পীতাম্বরপুরে (বৈকুণ্ঠে) বাস দান কর। আর দেহধারিগণের দেহ যদি তোমার ক্রোড়ে পতিত হয়। তাহা হইলে মাতঃ! ইন্দ্রপদলাভও অতি তুচ্ছ।৭।

মাতঃ! শম্ভুশিরোবিহারিণী, শম্ভুসঙ্গমিলিতে! তোমার তীরে মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া দেহাবসান সময়ে নারায়ণ পাদপদ্ম-দ্বন্দ্ব সানন্দে স্মরণ করিতে করিতে আমার প্রাণপ্রয়াণ উৎসব (মৃত্যু-উৎসব)* হউক এবং হরিহরে অভেদ শাশ্বতী অচ্যুতাভক্তি হউক।৮।

যে মনুষ্য যত্নপূর্ব্বক এই পবিত্র গঙ্গাষ্টকস্তোত্র পাঠ করে সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে।৯।

---

* প্রাণ প্রয়াণ—মৃত্যু অপেক্ষা আর কিছু ভয়াবহ নাই—মনুষ্য মৃত্যুর চিন্তাতেও শিহরিয়া উঠে—এতই সুভীষণ মৃত্যু; কিন্তু গঙ্গার তীরে নারায়ণ পদ চিন্তা করিতে করিতে যে মৃত্যু হয় তাহা মৃত্যু-উৎসব বলিয়া বিদিত। এইজন্য হিন্দু বৃদ্ধের চরমকালে গঙ্গাযাত্রা বিহিত।

কাশীপঞ্চক স্তোত্রম্।

মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ, সা তীর্থবর্য্যা মণিকর্ণিকা চ।
জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদি-গঙ্গা, সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥১

যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং, চরাচরং ভাতি মনো-বিলাসম্।
সচ্চিৎসুখৈকা পরমাত্মরূপা, সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥২

কোশেষু পঞ্চস্বধিরাজমানা, বুদ্ধির্ভবানী প্রতিদেহগেহম্।
সাক্ষী শিবঃ সর্ব্বগতোহন্তরাত্মা, সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥৩

কাশ্যাং হি কাশতে কাশী কাশী সর্ব্বপ্রকাশিকা।
সা কাশী বিদিতা যেন তেন প্রাপ্তা হি কাশিকা ॥৪

কাশী পঞ্চক।

মনের নিবৃত্তি পরম উপশান্তি সেই তীর্থ শ্রেষ্ঠ মণিকর্ণিকা ও বিমলাদি গঙ্গা যেখানে আছেন আমি সেই নিজ বোধরূপ কাশী হই ॥ ১।

যে স্থানে (কাশীতে) মনের বিলাস কল্পিত এই চরাচর বিশ্ব ইন্দ্রজাল তুল্য প্রতীত হয়, যিনি সচ্চিদানন্দ এবং পরমাত্ম-স্বরূপা আমি সেই নিজ বোধরূপ কাশী ॥ ২।

প্রত্যেক (জীব) দেহ স্বরূপ গৃহে অন্নময়াদি পঞ্চ কোষে অবস্থিত বুদ্ধি স্বরূপ ভবানী যেখানে আছেন এবং সর্ব্বান্তর্যামী অন্তরাত্মা সাক্ষী শিব যেখানে অবস্থিতি আমি সেই নিজ বোধরূপ কাশী ॥ ৩।

কাশীতে (জ্ঞান) কাশীর প্রকাশ হয় এবং কাশী (জ্ঞান)

কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা
ভক্তিঃ শ্রদ্ধা গয়েয়ং নিজগুরুচরণধ্যানযোগঃ প্রয়াগঃ।
বিশ্বেশোঽয়ং তুরীয়ঃ সকলজনমনঃসাক্ষিভূতোঽন্তরাত্মা
দেহে সর্ব্বং মদীয়ে যদি বসতি পুনস্তীর্থমন্যৎ কিমস্তি ॥৫

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতঃ কাশীপঞ্চকস্তোত্রং সমাপ্তম্।

সকলের প্রকাশ কারিণী, সেই কাশী যিনি বিদিত হইয়াছেন তিনি কাশী লাভ করিয়াছেন ॥ ৪ ।

মনুষ্যের শরীর-কাশীক্ষেত্র ত্রিভুবন জননী সর্ব্বলোক ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা, ভক্তি শ্রদ্ধা-গয়া, স্বীয় গুরু চরণ ধ্যান রূপ যোগ-প্রয়াগ সকল লোকের মনের সাক্ষীস্বরূপ তুরীয় (জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি তিনে অতীত চতুর্থ) ব্রহ্ম বিশ্বেশ্বর এই সমস্ত আমার দেহ মধ্যে যখন আছেন তখন আর অন্য তীর্থ কি আছে ॥ ৫ : (অন্য তীর্থের প্রয়োজন কি)?

ইতি শঙ্করাচার্য্য রচিত কাশীপঞ্চক।

কাশীস্তোত্রম্ ।

মাত্রা পিত্রা পরিত্যক্তা যে ত্যক্তা নিজবন্ধুভিঃ ।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥১

জরয়া পরিভূতা যে যে ব্যাধিকবলীকৃতাঃ ।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥২

পদে পদে সমাক্রান্তা যে বিপদ্ভিরহর্নিশম্ ।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥৩

পাপরাশিসমাক্রান্তা যে দারিদ্র্য-পরাজিতাঃ ।

কাশী স্তোত্র ।

যাঁহার মাতা পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এবং নিজ বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন এবং যাঁহাদের আর কোথায়ও গতি নাই তাঁহাদের বারাণসী গতি ॥ ১ । [অর্থাৎ বারাণসী সন্ন্যাসীগণের গতি, তাহারা মাতা পিতা এবং বন্ধুজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এবং সর্ব্ব-বাসনার নিবৃত্তি হওয়াতে আর কোথায়ও গতি অর্থাৎ গমন নাই]

যাঁহারা জরা কর্ত্তৃক পরিভূত এবং ব্যাধির কবলে পতিত হইয়াছেন, যাঁহাদের আর কোথায় গতি নাই তাঁহাদের বারাণসী গতি ॥ ২ । [জরা, বৃদ্ধত্ব, বহুজন্ম ভ্রমণ করিয়া শেষে বৃদ্ধত্ব-অভিভূত অর্থাৎ মুক্তির পূর্ব্বদেহ লাভ করিয়াছেন ; ব্যাধি কবলে পতিত—সংসার ব্যাধির কবলে পতিত]

যাঁহারা অহর্নিশ পদে পদে বিপদাক্রান্ত এবং যাঁহাদের আর কোথায়ও গতি নাই তাহাদের বারাণসী গতি ॥ ৩ ।

যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥৪
সংসার-ভয়ভীতা যে যে বদ্ধাং কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥৫
শ্রুতিস্মৃতিবিহীনা যে শৌচাচার-বিবর্জ্জিতাঃ।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥৬
যে চ যোগপরিভ্রষ্টা স্তপোদানবিবর্জ্জিতাঃ।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥৭

[সন্ন্যাসীদিগের সংসারিক বিপদ্ পদে পদে—সে সকল বিপদ্ তাঁহাদের সংসারাসক্তি দূর করে]

যাহারা পাপরাশি সমাক্রান্ত এবং দরিদ্রতা কর্ত্তৃক পরাজিত যাঁহাদের আর কোথায়ও গতি নাই তাহাদের বারাণসী গতি ॥ ৪। (সুগম)

যাঁহারা সংসারভয়ে ভীত এবং কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ এবং যাঁহাদের আর কোথায়ও গতি নাই তাহাদের বারাণসী গতি॥ ৫। [যে সকল সন্ন্যাসী কর্ম্মফল ক্ষয় না হওয়ায় দেহ ধারণ করিয়াছেন কিন্তু সর্ব্বদা সংসারভয়ে ভীত তাঁহাদের গতি বারাণসী)

যাহারা শ্রুতি (বেদ) স্মৃতি বিহীন এবং শৌচ ও আচার বর্জ্জিত এবং যাঁহাদের আর কোথায়ও গতি নাই তাহাদের বারাণসী গতি ॥ ৬। [সন্ন্যাসীদিগের শ্রৌত স্মার্ত্তকর্ম্ম, শৌচ আচার প্রভৃতির শেষ হইয়াছে সুতরাং সে সকল বর্জ্জিত]

যাঁহারা যোগভ্রষ্ট এবং তপস্যা ও দান বর্জ্জিত এবং যাহাদের আর কোথায়ও গতি নাই তাহাদের বারাণসী গতি॥ ৭। (সুগম)

মধ্যে বন্ধুজনং যেষামপমানঃ পদে পদে।
আনন্দবর্দ্ধকং তেষাং শম্ভোরানন্দকাননম্ ॥৮

আনন্দকাননে যেষাং সততং বসতি সতাম্।
বিশেষানুগৃহীতানাং তেষামানন্দনোদয়ঃ ॥৯

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিত কাশীস্তোত্রং সমাপ্তম্।

যাঁহাদের বন্ধুজন মধ্যে পদে পদে অপমান, তাঁহাদেরই শিবের আনন্দ কানন (কাশী) আনন্দ বর্দ্ধক হয় ॥ ৮।

সাধুগণের বিশিষ্ট অনুগৃহীত যে সকল লোকের (সন্ন্যাসীর) আনন্দকানন অর্থাৎ কাশীতে সর্ব্বদা বসতি হয়, তাহাদের আনন্দোদয় হইয়া থাকে ॥ ৯।

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কৃত কাশীস্তোত্র।

মণিকর্ণিকাষ্টক-স্তোত্রম্।

ত্বত্তীরে মণিকর্ণিকে হরিহরৌ সাযুজ্যমুক্তিপ্রদৌ
বাদং তৌ কুরুতঃ পরস্পরমুভৌ জন্তোঃ প্রয়াণোৎসবে।
মদ্রূপো মনুজোঽয়মস্তু হরিণা প্রোক্তং শিবস্তৎক্ষণাৎ
তন্মধ্যাদ্ভৃগুলাঞ্ছনো গরুড়গঃ পীতাম্বরো নির্গতঃ ॥১
ইন্দ্রাদ্যাস্ত্রিদশাঃ পতন্তি নিয়তং ভোগক্ষয়ে যে পুনঃ
জায়ন্তে মনুজাস্ততোঽপি পশবঃ কীটাঃ পতঙ্গাদয়ঃ।
যে মাতর্মণিকর্ণিকে তব জলে মজ্জন্তি নিষ্কল্মষাঃ
সাযুজ্যেঽপি কিরীটকৌস্তুভধরা নারায়ণাঃ স্যুর্নরাঃ ॥২

মণিকর্ণিকাষ্টক স্তোত্র

হে মণিকর্ণিকে! তোমার তীরে প্রাণীর প্রাণ প্রয়াণ উৎসব অর্থাৎ মৃত্যু হইলে সাযুজ্য মুক্তিপ্রদ হরি ও হর পরস্পর বিবাদ করেন অর্থাৎ হরি মুক্তি দিতে চাহেন ও হর মুক্তি দিতে চাহেন, কিন্তু হরি হরকে—এই মানব আমার রূপ লাভ করুক, এই কথা বলিতে না বলিতে সেই দেহ হইতে ভৃগু পদ চিহ্নধারী গরুড় বাহন পীতাম্বর হরি নিসৃত হইয়া হরিতে বিলীন হয়। ১।

ইন্দ্রাদি দেবতাগণ নিয়ত স্বর্গাদি ভোগের অবসানে পতন লাভ করে এবং ক্রমশঃ মনুষ্য পশু কীট পতঙ্গাদি দেহ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু হে মণিকর্ণিকে! তোমার জলে যাহারা নিমজ্জন করে তাহারা নিষ্পাপ হইয়া সাযুজ্য মুক্তিতেও কিরীট কৌস্তভ ধারী নারায়ণ হয়। ২।

কাশী ধন্যতমা বিমুক্তিনগরী সালঙ্কৃতা গঙ্গয়া
তত্রেয়ং মণিকর্ণিকা সুখকরী মুক্তির্হি তৎকিঙ্করী।
স্বর্লোকস্তুলিতঃ সহৈব বিবুধৈঃ কাশ্যা সমং ব্রহ্মণা
কাশী ক্ষৌণিতলে স্থিতা গুরুতরা স্বর্গো লঘুঃ খে গতঃ॥৩
গঙ্গাতীরমনুত্তমং হি সকলং তত্রাপি কাশ্যুত্তমা
তস্যাং সা মণিকর্ণিকোত্তমতমা যত্রেশ্বরো মুক্তিদঃ।
দেবানামপি দুর্ল্লভং স্থলমিদং পাপৌঘনাশক্ষমং
পূর্ব্বোপার্জ্জিতপুণ্যপুঞ্জগমকং পুণ্যৈর্জনৈঃ প্রাপ্যতে॥৪
দুঃখাম্ভোনিধিমগ্নজন্তুনিবহাস্তেষাং কথং নিষ্কৃতি-
র্জ্ঞাত্বা তদ্ধি বিরিঞ্চিনা বিরচিতা বারাণসী শর্ম্মদা।
লোকাঃ স্বর্গমুখাস্ততোঽপি লঘবো ভোগান্তপাতপ্রদাঃ
কাশী মুক্তিপুরী সদা শিবকরী ধর্ম্মার্থকামোত্তরা॥৫

এই বিশ্বের মধ্যে গঙ্গায় অলংকৃত কাশী ধন্যতম বিমুক্তিনগরী এবং কাশীমধ্যে মণিকর্ণিকা সর্ব্বসুখকরী। কারণ মুক্তি তাহার কিঙ্করী; ব্রহ্মা দেবগণ সহিত স্বর্গকে কাশীর সহিত তৌল (ওজন) করিয়াছিলেন, কিন্তু কাশী গুরুতর হওয়ায় নিম্নে পৃথিবীতে আসিল এবং স্বর্গ লঘু হওয়ায় উপরদিকে আকাশে উঠিল॥ ৩।

সকলের অপেক্ষা গঙ্গাতীর সর্ব্বোত্তম, তাহার মধ্যে কাশী উত্তমা এবং কাশীর মধ্যে মণিকর্ণিকা উত্তমোত্তমা, যেখানে মুক্তিদাতা বিশ্বেশ্বর আছেন; সর্ব্বপাপ নাশনক্ষম, দেবতাগণের দুর্লভ বহুজন্মের বহুপুণ্য অর্জ্জন ফলে পুণ্যবান্ কর্ত্তৃক এই স্থান অধিগত হয়॥ ৪।

দুঃখসমুদ্র নিমগ্ন জীবগণের কিরূপে নিষ্কৃতি হইবে, ইহা

একো বেণুধরো ধরাধরধরঃ শ্রীবৎসভূষাধরঃ
সোঽপ্যেকঃ কিল শঙ্করো বিষধরো গঙ্গাধরো মাধবঃ।
যে মাতর্মণিকর্ণিকে তব জলে মজ্জন্তি তে মানবা
রুদ্রা বা হরয়ো ভবন্তি বহবস্তেষাং বহুত্বং কথম্ ॥৬

ত্বত্তীরে মরণন্তু মঙ্গলকরং দেবৈরপি শ্লাঘ্যতে
শক্রস্তং মনুজং সহস্রনয়নৈর্দ্রষ্টুং সদা তৎপরঃ।
আয়ান্তং সবিতা সহস্রকিরণৈঃ প্রত্যুদ্গতোঽভূৎ সদা
পুণ্যোঽসৌ বৃষগোঽথবা গরুড়গঃ কিং মন্দিরং যাস্যতি ॥ ৭

বিবেচনা করিয়া ব্রহ্মা সুখদায়ক বারাণসী নির্ম্মাণ করেন; যে সকল লোক স্বর্গ অভিলাষ করে তাহারা অতি লঘুচিত্ত, কারণ স্বর্গাদি ভোগাবসানে পতন জনক, কিন্তু শিবকরী কাশী ধর্ম্মার্থ কাম প্রদান করিয়াও অন্তে মোক্ষ দান করে ॥ ৫।

বেণুধর, পর্ব্বতধারী, শ্রীবৎসলাঞ্ছন হরি এক, এবং বিষধর গঙ্গাধর উমাপতি হরও এক; কিন্তু হে মণিকর্ণিকে তোমার জলে নিমজ্জনকারী মানব হরি বা হর হয়, তবে কিরূপে হরি হরের, বহুত্ব হইয়া থাকে ॥ ৬।

তোমার তীরে মরণ মঙ্গলকর, দেবতারাও প্রশংসা করেন, দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে সহস্র নয়নে দর্শন করিতে তৎপর হন, সে লোক স্বর্গে আসিতে থাকিলে সূর্য্য সহস্র রশ্মিতে তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন, সেই পুণ্যবান্ বৃষবাহন বা গরুড়বাহন হইয়া কোন লোকে যাইবে স্থির হয় না ॥ ৭।

মধ্যাহ্নে মণিকর্ণিকাস্নপনজং পুণ্যং ন বক্তুং ক্ষমঃ
স্বীয়ৈরব্দশতৈশ্চতুর্ম্মুখধরো বেদার্থদীক্ষাগুরুঃ।
যোগাভ্যাসবলেন চন্দ্রশিখরস্তৎপুণ্যপারংগত-
স্ত্বত্তীরে প্রকরোতি সুপ্তপুরুষং নারায়ণং বা শিবম্ ॥৮

কৃচ্ছ্রৈঃ কোটিশতৈঃ স্বপাপনিধনং যচ্চাশ্বমেধৈঃ ফলং
তৎ সর্ব্বং মণিকর্ণিকাস্নপনজে পুণ্যে প্রবিষ্টং ভবেৎ।
স্নাত্বা স্তোত্রমিদং নরঃ পঠতি চেৎ সংসারপাথোনিধিং
তীর্ত্বা পল্বলবৎ প্রয়াতি সদনং তেজোময়ং ব্রহ্মণঃ ॥৯

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং মণিকর্ণিকাষ্টক-স্তোত্র সমাপ্তম্।

মধ্যাহ্নকালে মণিকর্ণিকায় স্নান করিলে যে পুণ্য হয় তাহা বেদার্থ দীক্ষাগুরু চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা স্বীয় শতবৎসর কাল ধরিয়াও বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন। চন্দ্রশেখর শিব যোগাভ্যাস বলে সে পুণ্য নির্দ্দেশ করিতে পারক। তোমার তীরে যাহার দেহত্যাগ হয় তাহাকে নারায়ণ বা শিব করেন ॥ ৮।

শতকোটি কৃচ্ছ্রসাধ্য যজ্ঞ ব্রতাদিতে এবং তৎপরিমিত অশ্বমেধে যে ফল হয় মণিকর্ণিকায় স্নান নিমিত্ত পুণ্যে সেই সমস্ত ফল লাভ হইয়া থাকে; মনুষ্য স্নান করিয়া এই স্তব পাঠ করিলে সংসার সমুদ্র পল্বলের (ডোবার) মত পার হইয়া তেজোময় ব্রহ্মধামে প্রয়াণ করে ॥ ৯।

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্য কৃত মণিকর্ণিকা স্তোত্র।

পিতৃস্তোত্রম্ ।

ব্যাস উবাচ।—শৃণু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি পিতৃস্তোত্রং মহাফলম্

পঠনীয়ং প্রযত্নেন তনয়ৈর্ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥১

পিত্রে তুভ্যং নমো নিত্যং সদারাধ্যতমাঙ্ঘ্রয়ে।

বিমলজ্ঞানদাত্রে চ নমস্তে গুরবে সদা ॥২

নমস্তে জীবনাধিক্যদর্শিনে সুখহেতবে।

নমঃ সদাশুতোষায় শিবরূপায় তে নমঃ ॥৩

অপরাধক্ষমিণে চ সুখদায় সুখায় চ।

দুর্লভং মানুষমিদং যেন লব্ধং ময়া বপুঃ।

সম্ভাবনীয়ং ধর্ম্মার্থে তস্মৈ পিত্রে নমোনমঃ ॥৪

পিতৃস্তোত্র।

ব্যাস বলিলেন। হে বিপ্র! আমি মহাফলপ্রদ পিতৃস্তোত্র বলিতেছি শ্রবণ কর। পুত্রগণ যত্ন সহকারে ভক্তি পূর্ব্বক ইহা পাঠ করিবে ॥ ১।

হে পিতঃ! আপনাকে সর্ব্বদা প্রণাম করি, আপনার পাদ-পদ্মযুগল সর্ব্বাপেক্ষা আরাধ্যতম, আপনি নির্ম্মল জ্ঞানদাতা ও গুরু আপনাকে সর্ব্বদা প্রণাম করি ॥ ২।

আপনি পুত্রকে জীবনের অধিক দর্শন করেন, সমস্ত সুখের নিদান আপনি, আপনি সর্ব্বদা আশুতোষ ও শিব রূপ, আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৩।

পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করাই আপনার স্বভাব, আপনি সুখদাতা

ইদং স্তোত্রং পিতুঃ পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ।
প্রত্যহং প্রাতরুত্থায় পিতৃশ্রাদ্ধদিনেঽপি চ ॥৫
স্বজন্মদিবসে সাক্ষাৎ পিতুরগ্রে স্থিতোঽপি বা।
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিৎ সর্ব্বং জপ্যাদিবাঞ্ছিতম্ ॥৬
অকর্ম্মণ্যস্তু যঃ স্তূয়াৎ পিতরং সুরভাবতঃ।
পিতুঃ প্রীতিকরো নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মান্বিতো ভবেৎ ॥৭
ইতি শ্রীবৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পিতৃস্তোত্রম্।

এবং সুখস্বরূপ; ধর্ম্মার্থে সম্ভব পর এই দুর্লভ মনুষ্য শরীর যাঁহার কৃপায় লাভ করিয়াছি সেই পিতৃদেবকে বার বার প্রণাম করি ॥ ৪ ।

এই অতি পবিত্র পিতৃ স্তোত্র যে মানব প্রযত হইয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া পাঠ করে, এবং পিতৃশ্রাদ্ধদিনে পাঠ করে, তাহার জপ্যাদি বাঞ্ছিত কিছুই দুষ্প্রাপ্য থাকে না ॥ ৫ । ৬ ।

অকর্ম্মণ্য হইয়াও যে পিতাকে দেবভাবে স্তব করে সে পিতার প্রীতিকর এবং সর্ব্বর্ম্ম পারক হইয়া থাকে ॥ ৭ ।

ইতি শ্রীপিতৃ স্তোত্র।

মাতৃস্তোত্রম্।

ব্যাস উবাচ।—মাতা ধরিত্রী জননী দয়া ব্রহ্মদয়া সতী।

দেবী তু রমণী শ্রেষ্ঠা নির্দ্দোষা সর্ব্বদুঃখহা ॥

আরাধ্যা মায়া পরমা, দয়া শান্তিঃ ক্ষমাগতিঃ।

স্বাহা স্বধা চ গৌরী চ পদ্মা চ বিজয়া জয়া ॥২

দুঃখহন্ত্রী চ নামানি মাতুর্ব্বৈপঞ্চবিংশতিঃ।

শ্রবণাৎ পঠনান্নিত্যং সর্ব্ব দুঃখাদ্বিমুচ্যতে ॥৩

দুঃখবান্ সুখবান্ বাপি দৃষ্ট্বা মাতরমীশ্বরীম।

মহানন্দং লভেন্নিত্যং মোক্ষং বা চোপপদ্যতে ॥৪

ইতি তে কথিতং বিপ্র মাতৃস্তোত্রং মহাগুণম্।

পরাশরমুখোৎপন্নং শৃণুতে মাতৃবৎসলঃ ॥৫

মাতৃস্তোত্র।

ব্যাস বলিলেন। মাত, ধরিত্রী জননী, দয়া, ব্রহ্মদয়া সতী, দেবী, রমণীশ্রেষ্ঠা, নির্দ্দোষা সর্বদুঃখ হারিণী, আরাধ্যা, মায়া, পরমা, দয়া, শান্তি, ক্ষমা, গতি স্বাহা স্বধা গৌরী, পদ্মা, বিজয়া জয়া, দুখহন্ত্রী মাতার এই পঞ্চ বিংশতি নাম সর্ব্বদা শ্রবণ ও পাঠ করিলে সর্ব্ব দুঃখে হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ১। ২। ৩।

দুঃখবান্ অথবা সুখবান্ ব্যক্তি মাতৃরূপী ঈশ্বরীকে দেখিয়া সর্ব্বদা মহানন্দ লাভ করেন বা মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ৪।

হে বিপ্র! মহাগুণ যুক্ত পরাশর মুখোৎপন্ন এই মাতৃস্তোত্র তোমাকে কহিলাম মাতৃবৎসল পুত্র ইহা শ্রবণ করে ॥ ৫।

যঃ স্তৌতি মাতরং সাক্ষাৎপদাব্জং প্রণিপত্য চ।
প্রায়শ্চিত্তী পাপযুক্তো দুঃখবাংশ্চ সুখী ভবেৎ ॥৬

ইতি শ্রীবৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মাতৃস্তোত্রম্।

নবগ্রহস্তোত্রম্।

জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥
দধি-শঙ্খ তুষারাভং ক্ষীরার্ণব-সমুদ্ভবম্।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণম্ ॥২

যে মাতার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া মাতার প্রত্যক্ষ এই স্তব পাঠ করে, সে পাপযুক্ত হইলেও কৃত প্রায়শ্চিত্ত হয় এবং দুঃখবান্ সুখী হয় ॥ ৬।

ইতি শ্রীমাতৃস্তোত্র।

নবগ্রহস্তোত্র।

জবাপুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণ, মহাদ্যুতিবিশিষ্ট অন্ধকারের অরি (নাশক) সমস্ত পাপনাশক কশ্যপ-পুত্র সূর্য্যকে আমি প্রণাম করি ॥ ১।

দিব্য (দধি) শঙ্খ ও তুষারের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, ক্ষীরোদ সমুদ্র সম্ভূত, শিবের মুকুটভূষণ চন্দ্রকে আমি ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করি ॥ ২।

ধরণীগর্ভ-সম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জ-সমপ্রভম্।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম ॥৩

প্রিয়ঙ্গু-কলিকা-শ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধম্।
সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং তং বুধং প্রণমাম্যহম্ ॥৪

দেবতানাং ঋষীণাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভম্।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম ॥৫

হিম-কুন্দ মৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুম্।
সর্ব্বশাস্ত্র-প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম ॥৬

নীলাঞ্জন-সমাভাসং রবিপুত্রং যমাগ্রজম্।
ছায়াগর্ভসম্ভূতং তং নমামি শনৈশ্চরম্ ॥৭

পৃথিবীগর্ভ-সম্ভূত বিদ্যুৎ রাশি সমান প্রভাশালী, হস্তে শক্তি অস্ত্রধারী রক্তবর্ণ কুমার মঙ্গলকে আমি নমস্কার করি॥ ৩।

প্রিয়ঙ্গুকলিকার ন্যায় শ্যামবর্ণ, অতুল রূপ সম্পন্ন, সর্ব্ব গুণান্বিত, শান্তমূর্ত্তি শশিপুত্র বুধকে আমি নমস্কার করি ॥ ৪।

দেবতা ও ঋষিগণের গুরু, স্বর্ণবর্ণ, বন্দনীয়, ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, বৃহস্পতিকে নমস্কার করি ॥ ৫।

হিম, কুন্দ ও মৃণাল আভা বিশিষ্ট সর্ব্বশাস্ত্রবক্তা দৈত্যগণের পরম গুরু শুক্রকে প্রণাম করি ॥ ৬।

নীল কজ্জল রাশি তুল্য কৃষ্ণবর্ণ, ছায়াগর্ভ সম্ভূত রবিপুত্র, যমাগ্রজ (মহাগ্রহ পাঠান্তর) শনিকে ভক্তি পূর্ব্বক বন্দনা করি ॥ ৭।

অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দ্দকম্।
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্ ॥৮
পলালধূম-সঙ্কাশং তারাগ্রহবিমর্দ্দকম্।
রৌদ্রং রৌদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্ ॥৯
ইতি ব্যাসমুখোদ্গীতং য পঠেৎ সুসমাহিতঃ।
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ শান্তিস্তস্য ন সংশয়ঃ ॥১০
ঐশ্বর্য্যমতুলং তেষামারোগ্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
নর-নারী নৃপাণাঞ্চ ভবেদ্দুঃস্বপ্ননাশনম্ ॥১১
গ্রহ-নক্ষত্রজাঃ পীড়াস্তস্করাগ্নি-সমুদ্ভবাঃ।
তাঃ সর্ব্বাঃ প্রশমং যান্তি ব্যাসো ব্রূতে ন সংশয়ঃ ॥১২
ইতি শ্রীব্যাসবিরচিতং নবগ্রহ-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অতি ভয়ানক, চন্দ্র সূর্য্য পীড়াদায়ক, অর্দ্ধদেহ বিশিষ্ট, উগ্র স্বভাব সিংহিকাপুত্র রাহুকে প্রণাম করি ॥ ৮।

কুম্ভকারের পলের ধূমের ন্যায় ধূম্রবর্ণ, তারা গ্রহের পীড়াকারক, রুদ্রাংশ উগ্র ও ক্রূর স্বভাব কেতুকে প্রণাম করি ॥ ৯।

যে ব্যক্তি যত্ন সহকারে শুচি হইয়া ব্যাস কথিত এই স্তব দিবসে কিংবা রাত্রিতে পাঠ করেন তাঁহার নিঃসংশয় শান্তি লাভ হয়। তাঁহার সর্ব্বদা অতুল ঐশ্বর্য্য, পুষ্টিবর্দ্ধক আরোগ্য এবং সমস্ত নর নারীর প্রিয়ত্ব লাভ হয়। তস্কর অগ্নি, যম, বায়ু এবং অন্যান্য গ্রহপীড়করা সকলেই শমতা প্রাপ্ত হয়। ব্যাস এই কথা বলিয়াছেন ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১০। ১১। ১২।

আদিত্য হৃদয়ম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ॥ শতানীক উবাচ। কথমাদিত্য মুদ্যন্ত-মুপাস্তে দ্বিজোত্তম। এতন্মে ব্রূহি বিপ্রেন্দ্র প্রপদ্যে শরণং তব ॥১। সুমন্তুরুবাচ। ইদমেব পুরা পৃষ্টঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ। প্রণম্য শিরসা দেবমর্জ্জুনেন মহাত্মনা ॥২। কুরুক্ষেত্রে মহারাজ প্রবৃত্তে ভারতে রণে। কৃষ্ণনাথং সমাসাদ্য প্রার্থয়িত্বাব্রবীদিদম্ ॥৩। অর্জ্জুন উবাচ। জ্ঞানং চ ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং তথা। ময়া কৃষ্ণ পরিজ্ঞাতং বাঙ্ময়ং সচরাচরম্ ॥৪। সূর্য্যস্তুতিময়ং ন্যাসং বক্তু-

আদিত্য হৃদয়।

শতানীক বলিলেন—হে বিপ্রেন্দ্র! উদয়কালীন আদিত্যকে কিরূপে পূজা করিতে হয়, তাহা আমাকে বর্ণন করুন, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ১ সুমন্তু বলিলেন—পূর্ব্বে মহাত্মা অর্জ্জুন প্রণত মস্তকে শঙ্খচক্রধারী দেব হরিকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ২। হে মহারাজ! কুরুক্ষেত্রে ভারত-সমর আরম্ভ হইলে কৃষ্ণ-স্বামীকে প্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রার্থনা পূর্ব্বক ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ৩। অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন—হে কৃষ্ণ! আমি সমস্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রের গুহ্য হইতেও গুহ্যতর সচরাচর বাঙ্ময় জ্ঞান পরিজ্ঞাত হইয়াছি। ৪। এক্ষণে সূর্য্যস্তুতিময় ন্যাস আমাকে

মর্হসি মাধব। ভক্ত্যা পৃচ্ছামি দেবেশ কথয়স্ব প্রসাদতঃ॥ ৫। সূর্য্যভক্তিং করিষ্যামি কথং সূর্য্যং প্রপূজয়েৎ। তদহংশ্রোতু- মিচ্ছামি ত্বৎপ্রসাদেন যাদব॥ ৬। শ্রীভগবানুবাচ। রুদ্রাদি- দৈবতৈঃ সর্ব্বৈঃ পৃষ্টেন কথিতং ময়া। বক্ষ্যেঽহং সূর্য্যবিন্যাসং শৃণু পাণ্ডব যত্নতঃ॥ ৭। অস্মাকং যত্ত্বয়া পৃষ্টমেকচিত্তো ভবার্জ্জুন। তদহং সংপ্রবক্ষ্যামি আদিমধ্যাবসানকম্॥ ৮। অর্জ্জুন উবাচ। নারায়ণ সুরশ্রেষ্ঠ পৃচ্ছামিত্বাং মহাযশঃ। কথমাদিত্যমুদ্যন্তমুপতি- ষ্ঠেৎসনাতনম্॥ ৯। শ্রীভগবানুবাচ। সাধু পার্থ মহাবাহো বুদ্ধি- মানসি পাণ্ডব। যস্মাঃ পৃচ্ছস্যুপস্থানং তৎপবিত্রং বিভাবসোঃ॥ ১০।

বলুন, হে সর্ব্ব দেবের ঈশ্বর! আমি আপনাকে ভক্তিপূর্ব্বক ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলুন। ৫। কিরূপে সূর্য্যকে ভক্তি করিব এবং কিরূপে সূর্য্যকে পূজা করিতে হয়, হে যাদব! আপনার অনুগ্রহে আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। ৬। শ্রীভগবান্ বলিলেন—পূর্ব্বে রুদ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবতা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি ইহা কহিয়াছিলাম, হে পাণ্ডব! আমি সূর্য্যের বিন্যাস বলিব, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ৭। অর্জ্জুন! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর আমি আদি মধ্যঅন্ত সবিস্তারে বলিব। ৮। অর্জ্জুন বলিলেন —হে মহাযশ দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণ! উদয়কালীন সনাতন আদিত্যকে কিরূপে পূজা করিতে হয় তাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। ৯। শ্রীভগবান্ বলিলেন—সাধু! সাধু! মহাত্মা পাণ্ডুপুত্র পার্থ! তুমি বড় বুদ্ধিমান্, যেহেতু সূর্য্যের সেই পবিত্র উপস্থান (পূজা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে। ১০। সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গলময়,

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং সর্ব্বপাপ-প্রণাশনম্। সর্ব্বরোগ-প্রশমন-মায়ুবর্দ্ধন মুত্তমম্॥ ১১। অমিত্রদমনং পার্থ সংগ্রামে জয়বর্দ্ধনম্। বর্দ্ধনং ধনপুত্রাণামাদিত্যহৃদয়ং শৃণু॥ ১২। যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যেত নাত্র সংশয়ঃ। ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতং নিঃশ্রেয়সকরং পরম্॥ ১৩। দেবদেবং নমস্কৃত্য প্রাতরুত্থায় চার্জ্জুন। বিঘ্নান্যনেক-রূপাণি নশ্যন্তি স্মরণাদপি॥ ১৪। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সূর্য্যমা-বাহয়েৎ সদা। আদিত্যহৃদয়ং নিত্যং জপ্যং তচ্ছৃণু পাণ্ডব॥ ১৫। যজ্জপান্মুচ্যতে জন্তুর্দারিদ্র্যাদাশুদুস্তরাৎ। লভতে চ মহাসিদ্ধিং কুষ্ঠ-ব্যাধিবিনাশিনীম্॥ ১৬। অস্মিন্মন্ত্রে ঋষিচ্ছন্দো দেবতা শক্তিরেব চ। সর্ব্বমেব মহাবাহো কথয়ামি তবাগ্রতঃ॥ ১৭। ময়া তে

সমস্ত পাপ-প্রণাশন, সমস্ত রোগের প্রশমক এবং উত্তম ও আয়ু বর্দ্ধক। ১১। পার্থ! শত্রুর দমন কারক, সংগ্রামে জয় বর্দ্ধক এবং ধন ও পুত্রের বৃদ্ধিকারক আদিত্যহৃদয় শ্রবণ কর। ১২। ইহা শুনিলে নিঃসংশয় সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি হয়, ইহা পরম মঙ্গলজনক বলিয়া ত্রিভুবনে খ্যাত। ১৩। হে অর্জ্জুন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেবদেবকে নমস্কার করিলে অথবা স্মরণ করিলে অনেক প্রকার বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১৪। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে সর্ব্বদা সূর্য্যকে আরাধনা করিবে, আদিত্যহৃদয় নিত্য জপনীয়; হে পাণ্ডব ইহা শ্রবণ কর। ১৫। জীব যাহা জপ করিলে তৎ-ক্ষণাৎ দুস্তর দরিদ্রতা হইতে মুক্ত হয় এবং কুষ্ঠব্যাধি বিনাশিনী মহাসিদ্ধি লাভ করে। ১৬। এই মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ, দেবতা, শক্তি, হে মহাবাহো! সমস্তই তোমাকে বলিতেছি। ১৭। আমি

পোপিতং ন্যাসং সর্ব্বশাস্ত্র-প্রবোধিতম্। অথতে কথয়িষ্যামি উত্তমং মন্ত্রমেব চ॥ ১৮। ওমস্য শ্রীআদিত্যহৃদয়-স্তোত্র-মন্ত্রস্য শ্রীকৃষ্ণ ঋষিঃ। শ্রীসূর্য্যাত্মা ত্রিভুবনেশ্বরো দেবতা। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। হরিত-হয়রথং দিবাকরং ঘৃণিরিতি বীজম্। ওঁ নমো ভগবতে জিতবৈশ্বানর জাতবেদস ইতি শক্তিঃ। ওঁ নমো ভগবতে আদিত্যায় নম ইতি কীলকম্। ওঁ অগ্নি-গর্ভ দেবতা ইতি মন্ত্রঃ। ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যমাদিত্যায় নমোনমঃ। শ্রীসূর্য্যনারায়ণ প্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ। অথ ন্যাসঃ। ওঁ হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রুঁ মধ্যমাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রৈঁ অনামিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রৌঁ কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রঃ করতল করপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রীঁ শিরসে স্বাহা। ওঁ হ্রুঁ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ হ্রৈঁ কবচায় হুম্ ওঁ হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্। ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রুং হ্রৈং হ্রৌং হ্রঃ ইতি দিগ্বন্ধঃ।

অথ ধ্যানম। ভাস্বদ্রত্নাঢ্যমৌলিঃ স্ফুরদধর-রুচা রঞ্জিতশ্চারু কেশো ভাস্বান্ যো দিব্যতেজাঃ করকমলযুতঃ স্বর্ণবর্ণ প্রভাভিঃ

সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞাপিত ন্যাস তোমাকে গোপন করিয়াছি (বলি নাই) এক্ষণে তোমাকে সেই উত্তম মন্ত্র বলিতেছি। ১৮।

এই আদিত্যহৃদয় স্তোত্র মন্ত্রের শ্রীকৃষ্ণ ঋষি, ত্রিভুবনেশ্বর সূর্য্যাত্মা দেবতা, অনুষ্টুপ ছন্দ, হরিতহয় রথ দিবাকর ঘৃণি (কিরণ) বীজ, নমো ভগবতে জিতবৈশ্বানর-জাতবেদসে এই শক্তি, নমো ভগবতে আদিত্যায় নমঃ ইতি কীলক, অগ্নি-গর্ভদেবতা ইহা মন্ত্র,

বিশ্বাকাশাবকাশগ্রহপতি-শিখরে ভাতি যশ্চোদয়াদ্রৌ সর্বানন্দপ্রদাতা হরিহরনমিতঃ পাতুমাং বিশ্বচক্ষুঃ॥ ১। ন্যাসঃ। অর্কংতু মূর্দ্ধ্নি বিন্যস্য ললাটে তু রবিং ন্যসেৎ। বিন্যসেন্নেত্রযোঃ সূর্য্যং কর্ণয়োশ্চ দিবাকরম্॥ ২। নাসিকায়াং ন্যসেদ্ভানুং মুখেবৈ ভাস্করং ন্যসেৎ। পর্জ্জন্যমোষ্ঠয়োশ্চৈব তীক্ষ্ণং জিহ্বান্তরে ন্যসেৎ॥ ৩। সুবর্ণরেতসং কণ্ঠে স্কন্ধয়োস্তিগ্মতেজসম্। বাহ্বোস্তু পূষণং চৈব মিত্রং বৈ পৃষ্ঠতো ন্যসেৎ॥ ৪। বরুণং দক্ষিণেহস্তে ত্বষ্টারং বামতঃ করে। হস্তাবুষ্ণকরঃপাতু হৃদয়ং পাতু ভানুমান॥ ৫।

হে ভগবন্ আদিত্য তোমাকে বারবার প্রণাম। শ্রীসূর্য্যনারায়ণের প্রীতির অর্থে জপে বিনিয়োগ (প্রয়োগ)। অনন্তর ন্যাস (অঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গুলি দ্বারা করাঙ্গ-ন্যাস পরে অঙ্গন্যাস করিতে হয়)।—ধ্যান যাঁহার মস্তক উজ্জ্বল রত্ন-রাজীতে বিভূষিত, অধর ওষ্ঠ কান্তিতে দীপ্তিমান, যিনি রঞ্জিত সুন্দর কেশ পাশধারী, জ্যোতির্ম্ময়, দিব্য তেজবিশিষ্ট, হস্তে কমলধারী, স্বর্ণাভবর্ণ এবং বিশ্বাকাশের অবকাশে গ্রহপতিগণের মস্তকে উদয়-পর্ব্বতে দীপ্তি পাইতেছেন সেই সর্ব্বানন্দদায়ী হরিহর-নমিত বিশ্বচক্ষু (সূর্য্য) আমাকে রক্ষা করুন। ১। মস্তকে অর্ককে ন্যাস করিবে (মস্তকে হস্তস্পর্শ করিয়া অর্কায় নমঃ বলিবে) ললাটে রবিকে ন্যাস করিবে, নেত্রদ্বয়ে সূর্য্যকে, কর্ণদ্বয়ে দিবাকর, নাসিকায় ভানু, মুখে ভাস্কর ওষ্ঠদ্বয়ে পর্য্যন্য, জিহ্বামধ্যে তীক্ষ্ণ, কণ্ঠে সুবর্ণরেতাঃ, স্কন্ধদ্বয়ে তিগ্মতেজাঃ, বাহুদ্বয়ে পূষণ, পৃষ্ঠে মিত্র, দক্ষিণ হস্তে বরুণ, এবং বাম হস্তে ত্বষ্টাকে ন্যাস করিবে (ঐ সকল স্থানে মন্ত্র বলিয়া

উদরেতু যমংবিদ্যাদাদিত্যং নাভিমণ্ডলে। কট্যাংতু বিন্যসে-
দ্ধংসং রুদ্রমূর্বো স্তুবিনাসেৎ॥ ৬। জান্বোস্ত গোপতিংন্যস্ত
সবিতারংতুজঙ্ঘয়োঃ। পাদয়োশ্চ বিবস্বন্তং গুল্‌ফয়োশ্চ দিবাকরম্॥
৭। বাহ্যতস্ত তমোধ্বংসং ভগমভ্যন্তরে নস্তেৎ। সর্বাঙ্গেষু
সহস্রাংশুং দিগ্বদিক্ষু ভগং ন্যসেৎ॥ ৮। ইতি দিগ্বন্ধঃ। এষ
আদিত্যবিন্যসো. দেবতানামপি দুর্লভঃ। ইমং ভক্ত্যা ন্যসেৎ
পার্থ স যাতি পরমাং গতিম্॥ ৯। কামক্রোধকৃতাৎ পাপান্মু-
চ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। সর্পাদপি ভয়ং নৈব সংগ্রামেষু পথিস্বপি॥
রিপুসংঘট্টকালেষু তথা চৌবসমাগমে। ত্রিসন্ধ্যং জপতো ন্যাসং
মহাপাতক-নাশনম্॥ ১১। বিস্ফোটক-সমুৎপন্নং তীব্রজ্বর-

স্পর্শ করিবে) উষ্ণকর হস্তদ্বয় রক্ষা করুন, ভানু হৃদয় রক্ষা করুন,
উদরে যম, নাভিমণ্ডলে আদিত্য, কটিতে হংস, উরুদ্বয়ে রুদ্রকে
ন্যাস করিবে। জানুদ্বয়ে গোপতি, জঙ্ঘাদ্বয়ে সবিতা, পাদদ্বয়ে
বিবস্বান্, গুল্‌ফদ্বয়ে দিবাকর, বাহ্যতঃ তমোধ্বংস, অভ্যন্তরে ভর্গ,
সর্ব্বাঙ্গে সহস্রাংশু, দিগ্বিদিকে ভগকে ন্যাস করিবে। ২।৩—।৮।
ইহা দিগ্বন্ধ।

এই আদিত্য বিন্যাস দেবতাদেরও দুর্লভ, হে পার্থ, ইহা
ভক্তিপূর্ব্বক ন্যাস করিলে পরম গতি প্রাপ্তি হয়। ৯। কামক্রোধ
জনিত পাপ হইতে মুক্ত হয়, তাহাতে সংশয় নাই, তাহার সর্প
ভয় থাকে না, সংগ্রামে বা পথে ভয় থাকে না। ১০। শত্রু
সংঘট্টকালে, তস্কর আগমনে ভয় থাকে না, ত্রিসন্ধ্যা এই ন্যাস
জপ করিলে মহাপাতক নাশ হয়। ১১। বিস্ফোটক সম্ভূত বা

সমুদ্ভবম্। শিবোরোগং নেত্ররোগং, সর্বব্যাধি-বিনাশনম্ ॥১২। কুষ্ঠব্যাধিস্তথা দদ্রুরোগাশ্চ বিবিধাশ্চ যে। জপমান-নশ্যন্তি শৃণুভক্ত্যা তদর্জ্জুন ॥ ১৩। আদিত্যঃ মন্ত্রসংযুক্ত আদিত্যো ভুবনেশ্বরঃ। আদিত্যান্নাপরো দেবো হ্যাদিত্যঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৪। আদিত্য মর্চ্চয়েদ্‌ব্রহ্মা শিব আদিত্য মর্চ্চয়েৎ। যদাদিত্য-ময়ং তেজো মম তেজস্তদর্জ্জুন ॥ ১৫। আদিত্যং মন্ত্রসংযুক্ত মাদিত্যং ভুবনেশ্বরম্। আদিত্যং যে প্রপশ্যন্তি মাং পশ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৬। ত্রিসন্ধ্যমর্চ্চয়েৎ সূর্য্যং স্মরেদ্ভক্ত্যাতু যো নরঃ ন স পশ্যতি দারিদ্র্যং জন্মজন্মনি চার্জ্জুন ॥ ১৭। এতত্তে কথিতং পার্থ আদিত্যহৃদয়ংময়া। শৃণ্বন্মুক্তশ্চ পাপেভ্যঃ সূর্য্য-

তীব্র জ্বর সম্ভূত শিরোরোগ, নেত্ররোগ সর্ব্বব্যাধি বিনাশ হয় ।১২। ইহা জপ করিলে কুষ্ঠব্যাধি, বিবিধ দদ্রুরোগ নাশ হয়, অর্জ্জুন তুমি ইহা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ কর। ১৩। আদিত্য সর্ব্ব মন্ত্রে সংযুক্ত, আদিত্য সর্ব্ব ভুবনের ঈশ্বর, আদিত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই, আদিত্য পরমেশ্বর। ১৪। ব্রহ্মা আদিত্যকে অর্চ্চনা করেন, শিব আদিত্যের অর্চ্চনা করেন, হে অর্জ্জুন! আদিত্যের তেজই আমার তেজ। ১৫। আদিত্য মন্ত্র-সংযুক্ত, আদিত্য ভুবনেশ্বর, আদিত্যকে যাহারা দর্শন করেন তাঁহারা নিঃসংশয় আমাকেই দর্শন করেন। ১৬। যে মনুষ্য ত্রিসন্ধ্যা আদিত্যকে অর্চ্চনা করে এবং ভক্তিপূর্ব্বক চিন্তা করে, হে অর্জ্জুন! সে জন্মজন্মান্তরে দারিদ্র্যের মুখ দর্শন করে না। ১৭। হে পার্থ! আমি তোমাকে এই আদিত্যহৃদয় বলিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে

লোকে মহীয়তে॥ ১৮।০ নমো ভগবতেতুভ্যমাদিত্যায় নমো-নমঃ। আদিত্যঃ সবিতা সূর্য্যঃ খগঃ পূষা গভস্তিমান্॥ ১৯। সুবর্ণঃ স্ফটিকো ভানুঃ স্ফুরিতো বিশ্বতাপনঃ। রবির্বিশ্বো মহা-তেজাঃ সুবর্ণঃ সুপ্রবোধকঃ॥ ২০। হিরণ্যগর্ভ স্ত্রিশিরাস্তপনো ভাস্করো রবিঃ। মার্ত্তণ্ডো গোপতিঃ শ্রীমান্ কৃতজ্ঞশ্চ প্রতাপবান্॥ ২১। তমিস্রহা ভগো হংসো নাসত্যশ্চ তমোনুদঃ। শুদ্ধো বিরোচনঃ কেশী সহস্রাংশুর্মহাপ্রভুঃ॥ ২২। বিবস্বান্ পূষণো মৃত্যু র্মিহিরো জামদগ্ন্যজিৎ। ঘর্ম্মরশ্মিঃ পতঙ্গশ্চ শরণ্যো মিত্রহা তপঃ॥২৩। দুর্বিজ্ঞেয়গতিঃ শূরস্তেজোরাশির্মহাযশাঃ। শম্ভুশ্চিত্রাঙ্গদঃ সৌম্যো হব্যকব্য-প্রদায়কঃ॥ ২৪। অংশুমানুত্তমোদেব ঋগ্ যজুঃ সাম এবচ। হরিদশ্বস্তমোদারঃ সপ্তসপ্তির্মরীচিমান্॥ ২৫। অগ্নি-গর্ভোঽদিতেঃ পুত্রঃ শম্ভুস্তিমির-নাশনঃ। পূষা বিশ্বম্ভরো মিত্রঃ সুবর্ণ সুপ্রতাপবান্॥ ২৬। আতপী মণ্ডলী ভাস্বাংস্তপনঃ সর্ব্বতাপনঃ। কৃতবিশ্বো মহাতেজাঃ সর্ব্বরত্নময়োদ্ভবঃ॥ ২৭। অক্ষরশ্চ ক্ষরশ্চৈব প্রভাকরবিভাকরৌ। চন্দ্রশ্চিত্রাঙ্গদঃ সৌম্যো হব্য কব্য প্রদায়কঃ॥ ২৮। অঙ্গারকো গদোগন্তা রক্তাঙ্গশ্চাঙ্গ-বর্দ্ধনঃ। বুধো বুদ্ধাসনো বুদ্ধি বুর্দ্ধাত্মা বুদ্ধিবর্দ্ধনঃ॥ ২৯। বৃহদ্ভানু বৃহদ্ভাসো বৃহদ্ধামা বৃহস্পতিঃ। শুক্রস্ত্বং শুক্ররেতাস্ত্বং শুক্রাঙ্গঃ শুক্রভূষণঃ॥ ৩০। শনিমান্ শনিরূপস্ত্বং শনৈর্গচ্ছসি সর্ব্বদা। অনাদিরাদিরাদিত্যস্তেজোরাশির্মহাতপাঃ॥ ৩১। অনাদিরাদিরূপ-স্ত্বমাদিত্যোদিক্পতির্যমঃ। ভানুমান ভানুরূপস্ত্বং

সর্ব্ব পাপ মুক্ত হইয়া সূর্য্যলোকে পূজিত হয়। ১৮। হে ভগবন্

স্বর্ণাগ্নর্ভানুর্দীপ্তিমান্॥ ৩২। ধূমকেতুর্মহাকেতুঃ সর্বকেতুরনুত্তমঃ। তিমিরাবরণঃ শম্ভুঃ স্রষ্টা মার্ত্তণ্ড এবচ॥ ৩৩। নমঃ পূর্বায় গিরয়ে পশ্চিমায় নমোনমঃ। নমোত্তরায় গিরয়ে দক্ষিণায় নমোনমঃ॥ ৩৪। নমোনমঃ সহস্রাংশো হ্যাদিত্যায় নমোনমঃ। নমঃ পদ্মপ্রবোধায় নমস্তে দ্বাদশাত্মনে॥ ৩৫। নমো বিশ্বপ্রবোধায় নমোভ্রাজিষ্ণু-জিষ্ণবে। জ্যোতিষে চ নমস্তভ্যং জ্ঞানর্কায় নমোনমঃ॥ ৩৬; প্রদীপ্তায় প্রগলভায় যুগান্তায় নমোনমঃ। নমস্তে হোতৃপতয়ে পৃথিবীপতয়ে নমঃ॥ ৩৭। নমোস্কার বষট্কার সর্ব্বযজ্ঞ নমোস্তুতে। ঋগ্বেদায় যজুর্ব্বেদ সামবেদ নমোস্তুতে॥ ৩৮। নমো হাটক-বর্ণায় ভাস্করায় নমোনমঃ। জয়ায় জয়ভদ্রায়

আদিত্য! তোমাকে বার বার প্রণাম করি, আদিত্য সবিতা সূর্য্য প্রভৃতি নাম সকল পঠনীয়। ১৯।২০—।৩৩। পূর্ব্ব-গিরিকে প্রণাম করি, পশ্চিম-গিরিকে প্রণাম করি, উত্তর-গিরি ও দক্ষিণ-গিরিকে প্রণাম করি।৩৪। হে সহস্রাংশু আদিত্য তোমাকে বারংবার প্রণাম করি, তুমি পদ্মের প্রবোধক ও তুমি দ্বাদশাত্মক-তোমাকে প্রণাম করি।৩৫। তুমি বিশ্বের প্রবোধক, তুমি দীপ্তিশীল, তুমি বিষ্ণু (সূর্য্য) তোমাকে প্রণাম করি, তুমি জ্যোতির্ম্ময় এবং জ্ঞানার্ক তোমাকে প্রণাম করি।৩৬। তুমি প্রদীপ্ত প্রগল্ভ ও যুগান্ত স্বরূপ তোমাকে প্রণাম করি, তুমি হোতৃপতি এবং পৃথিবীপতি তোমাকে প্রণাম করি।৩৭। তুমি ওঙ্কার, বষট্কার এবং সর্ব্ব-যজ্ঞময় তোমাকে প্রণাম করি, তুমি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ তোমাকে প্রণাম করি।৩৮। তুমি

হরিদশ্বায় তে নমঃ ॥ ৩৯ ॥ দিব্যায় দিব্যরূপায় গ্রহাণাং পতয়ে নমঃ। নমস্তে শুচয়ে নিত্যং নমঃ কুরুকুলাত্মনে ॥ ৪০ । নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ। নমঃ কৈবল্যনাথায় নমস্তে দিব্য চক্ষুষে ॥ ৪১ । ত্বং জ্যোতি স্ত্বং দ্যুতির্ব্রহ্মা ত্বং বিষ্ণু স্ত্বং প্রজাপতিঃ। ত্বমেব রুদ্রোরুদ্রাত্মাবায়ুরগ্নিস্ত্বমেবচ ॥ ৪২ । যোজনানাং সহস্রেদ্বে শতেদ্বে দ্বেচ যোজনে। একেন নিমিষার্দ্ধেন ক্রমমাণ নমোস্তুতে ॥ ৪৩ । নবযোজনলক্ষাণি সহস্রদ্বিশতানি চ। যাবদ্ঘটী-প্রমাণেন ক্রমমাণ নমোস্তুতে ॥ ৪৪ । অগ্রতশ্চ নমস্তভ্যং পৃষ্ঠতশ্চ সদা নমঃ। পার্শ্বতশ্চ নমস্তভ্যং নমস্তে চাস্তু

স্বর্ণবর্ণ, ভাস্কর জয়, জয়ভদ্র এবং হরিদশ্ব বাহন, তোমাকে বারংবার প্রণাম করি। ৩৯। তুমি দিব্য, দিব্যরূপ এবং গ্রহগণের পতি তোমাকে প্রণাম করি, তুমি শুচি এবং কুরুকুলাত্মা তোমাকে প্রণাম করি। ৪০। তুমি ত্রৈলোক্যনাথ এবং ভূতপতি তোমাকে প্রণাম করি, তুমি কৈবল্য (মুক্তি) নাথ এবং দিব্য চক্ষু বিশিষ্ট তোমাকে প্রণাম করি। ৪১। তুমি জ্যোতিঃস্বরূপ, তুমি দীপ্তি, তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি প্রজাপতি, তুমি রুদ্র, তুমি রুদ্রকর্ম্মা, তুমি বায়ু এবং তুমি অগ্নি। ৪২। তুমি নিমিষের অর্দ্ধকালে অষ্ট লক্ষ যোজন গমন কর তোমাকে প্রণাম করি এবং ঘটী প্রমাণ সময়ে অষ্টাদশ যোজন লক্ষ পথভ্রমণ কর তোমাকে প্রণাম করি। ৪৩। তোমার সম্মুখভাগে প্রণাম, পশ্চাৎভাগে প্রণাম, পার্শ্বে প্রণাম, তোমাকে বারংবার প্রণাম করি। ৪৪। তুমি দেব-শত্রু নাশক, চন্দ্র সূর্য্য তোমার দুই নেত্র, তুমি দিব্য আকাশ এবং তুমি

জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-সংসার ভয়-নাশনঃ ॥৬১। দারিদ্র্যব্যসনধ্বংসী শ্রীমান্দেবো দিবাকরঃ। কীর্ত্তনীয়ো বিবস্বাংশ্চ মার্ত্তণ্ডোভাস্করো রবিঃ ॥৬২। লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমাল্লোঁকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ। লোক-সাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহা ॥৬৩। তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ। গভস্তিহস্তো ব্রহ্মণ্যঃ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ ॥৬৪ আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং নরানার্য্যশ্চ মন্দিরে। যস্য প্রসাদাৎ সন্তুষ্টিরাদিত্যহৃদয়ং জপেৎ ॥৬৫। ইত্যেতৈর্নামভিঃ পার্থ আদিত্যং স্তৌতি নিত্যশঃ। প্রাতরুত্থায় কৌন্তেয় তস্য রোগভয়ং নহি ॥৬৬ পাতকান্মুচ্যতে পার্থ ব্যাধিভ্যশ্চ ন সংশয়। একসংখ্যং দ্বিসংখ্য বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৬৭। ত্রিসন্ধ্যং জপমানস্তু পশ্যেচ্চ পরমং পদম্।

ইনি কালাত্মা, সর্ব্বভূতাত্মা, দেবাত্মা এবং সর্ব্বতোমুখ, ইনি জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ও সংসার ভয় নাশন, ইনি দরিদ্রতা দুঃখ নাশন, শ্রীমান্ দেব দিবাকর, ইনি কীর্ত্তনীয় বিবস্বান্, মার্ত্তণ্ড, ভাস্কর ও রবি। ৬১।৬২। ইনি লোক-প্রকাশক, শ্রীমান্ লোকচক্ষু, মহেশ্বর লোক-সাক্ষী, ত্রিলোকের ঈশ্বর, কর্ত্তা, হর্ত্তা, তমিস্রহা, তপন, তাপন, শুচি, সপ্তাশ্ব-বাহন, গভস্তিহস্ত, ব্রহ্মণ্য এবং সর্ব্বদেব-নমস্কৃত। যাঁহার প্রসাদে নর-নারীগণ আয়ু, আরোগ্য, ভবনে ঐশ্বর্য্য ও সন্তুষ্টি লাভ করেন সেই আদিত্যহৃদয় জপ করিবে। ৬৫। হে কুন্তি পুত্র পার্থ! এই নামগুলি দ্বারা যে প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া আদিত্যকে স্তব করে তাহার রোগভয় থাকে না, সে নিঃসংশয় পাতক ও সমস্ত ব্যাধি হইতে মুক্ত হয়, এক সন্ধ্যা বা দুই সন্ধ্যা পাঠ করিলে সর্ব্বপাপ মুক্ত হয় এবং ত্রিসন্ধ্যা জপ করিলে

যদহ্না কুরুতে পাপং তদহ্না প্রতিমুচ্যতে ॥৬৮। যদ্রাত্র্যা কুরুতেপাপং তদ্রাত্র্যা প্রতিমুচ্যতে। দদ্রুস্ফোটককুষ্ঠানি মণ্ডলানি বিষূচিকা॥৬৯ সর্ব্ব্যাধিমহারোগভূতবাধা স্তথৈব চ ডাকিনী শাকিনীচৈব মহা রোগ ভয়ং কুতঃ ॥৭০ ।যে চান্যে দুষ্টরোগাশ্চ জরাতীসারকাদয়ঃ জপমানস্য নশ্যন্তি জীবেচ্চ শরদাং শতম্ ॥৭১। সংবৎসরেণ মরণং যদা যস্য ধ্রুবং ভবেৎ। অশীর্ষাং পশ্যতিচ্ছায়ামহোরাত্রং ধনঞ্জয় ॥ ৭২। যস্ত্বিদং পঠতে ভক্ত্যা ভানোর্বারে মহাত্মনঃ। প্রাতস্নানে কৃতে পার্থ একাগ্র-কৃতমানসঃ। ৭৩। সুবর্ণচক্ষু র্ভবতি ন চান্ধস্ত প্রজায়তে। পুত্রবান্ ধনসম্পন্নো জায়তে চারুজঃ সুখী ॥ ৭৪। সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ। আদিত্যহৃদয়ং পুণ্যং সূর্য্যনামবিভূষিতম্ ॥৭৫।

পরমপদ অর্থাৎ বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়। দিনমানে যে পাপ করে দিনমানেই তাহা হইতে মুক্ত হয় এবং রাত্রিতে যে পাপ করে রাত্রিতে সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়। ৬৯। দদ্রু, স্ফোটক কুষ্ঠ, মণ্ডল বিষূচিকা, সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি, মহারোগ, ভূতপীড়া ডাকিনী, প্রভৃতি মহারোগ থাকে না, এবং ইহা জপ করিলে অপর দুষ্টরোগ জ্বরাতীসার প্রভৃতি নাশ হয় এবং সে লোক শত বৎসর জীবন ধারণ করে। সংবৎসর মধ্যে, যাহার নিশ্চয় মরণ হইবে, সে দিন-রাত্র মস্তকহীন ছায়া দর্শন করে। ৬৬—।৭২। যে মহাত্মা রবি-বারে প্রাতঃস্নানপূর্ব্বক ভক্তিসহ একাগ্র মানসে (আদিত্য হৃদয়) পাঠ করে, সে সুবর্ণ-চক্ষু হয়, কখনও অন্ধ হয় না, এবং পুত্র ও ধন লাভ করিয়া নীরোগ ও সুখী হয়, সে সর্ব্ব সিদ্ধিলাভ করে, সর্ব্বত্র বিজয়ী হয়। ৭৩।৭৫। হে পার্থ! এই সূর্য্য নাম বিভূষিত

শ্রুত্বা চ নিখিলং পার্থ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। অতঃ পরতরং নাস্তি সিদ্ধিকামস্য পাণ্ডব ॥ ৭৬। এতৎজপস্ব কৌন্তেয় যেন শ্রেয়োহবাপ্যসি। আদিত্যহৃদয়ং নিত্যং যঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ ॥ ৭৭ ॥ ভ্রূণহা মুচ্যতে পাপাৎ কৃতঘ্নো ব্রহ্মঘাতকঃ। গোঘ্নঃ সুরাপো দুর্ভোজী দুষ্প্রতিগ্রহকারকঃ ॥ ৭৮। পাতকানি চ সর্বাণি দহত্যেব ন সংশয়ঃ। য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং জপেদ্বাপি সমাহিতঃ ॥ ৭৯। সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সূর্যলোকে মহীয়তে অপুত্রো লভতে পুত্রান্নির্ধনো ধনমাপুয়াৎ ॥ ৮০। কুরোগী মুচ্যতে রোগাদ্ভক্ত্যা যঃ পঠতে সদা। যস্ত্বাদিত্যদিনে পার্থ নাভিমাত্র-জলে স্থিতঃ ॥ ৮১। উদয়াচলমারূঢ়ং ভাস্করং প্রণতঃ স্থিতঃ। জপতে মানবো ভক্ত্যা শৃণুয়াদ্বাপি ভক্তিতঃ ॥ ৮২। স যাতি

আদিত্য হৃদয় শ্রবণ করিলে সর্ব্বপাপ মুক্ত হয়, সিদ্ধি কামীর ইহা অপেক্ষা আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই। হে কৌন্তেয়! তুমি ইহা জপ কর, মঙ্গল লাভ করিবে। ৭৬।৭৭। যে সমাহিত হইয়া নিত্য আদিত্যহৃদয় পাঠ করে, সে ভ্রূণ হত্যাকারী হইলেও পাপমুক্ত হয়, কৃতঘ্ন, ব্রহ্মহত্যাকারী, গোহত্যাকারী, মদ্যপায়ী, দুষ্টভোজী, নিষিদ্ধের প্রতিগ্রহকারক, ইহাদের সমস্ত পাতক নিঃসংশয় দগ্ধ হয়। ৭৯। যে ইহা নিত্য শ্রবণ করে অথবা সমাহিত হইয়া জপ করে সে সমস্ত পাপমুক্ত হইয়া সূর্য্যলোকে পূজিত হয়, অপুত্র পুত্র লাভ করে, ধনপ্রার্থী ধনপ্রাপ্ত হয়, ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিলে কুরোগী রোগ মুক্ত হয়। ৮০।৮১। যে রবিবারে নাভি পর্য্যন্ত জলে অবস্থিত হইয়া উদীয়মান ভাস্করকে প্রণাম-পূর্ব্বক জপ করে অথবা

পরমংস্থানং যত্র দেবো দিবাকরঃ। অমিত্রদমনং পার্থ যদা কর্ত্তুং সমারভেৎ ॥ ৮৩ ॥ তদা প্রতিকৃতিং কৃত্বা শত্রোশ্চরণপাংশুভিঃ আক্রম্য বামপাদেন হ্যাদিত্যহৃদয়ং জপেৎ ॥ ৮৪। এতন্মন্ত্রং সমাহূয় সর্বসিদ্ধিকরং পরম্। ওঁ হ্রীং হিমালীঢ়ং স্বাহা। ওঁ হ্রীং নিলীঢ়ং স্বাহা। ওঁ হ্রীং মালীঢ়ং স্বাহা। ইতি মন্ত্রঃ॥ ৮৫। ত্রিভিশ্চ রোগী ভবতি জ্বরী ভবতি পঞ্চভিঃ। জপেস্তু সপ্তভিঃ পার্থ রাক্ষসীং তনুমাবিশেৎ ॥ ৮৩। রাক্ষসেনাভিভূতস্য বিকারাঞ্ছৃণু পাণ্ডব। গীয়তে নৃত্যতে নগ্ন আস্ফোটয়তি ধাবতি ॥ ৮৭। শিবারুতং চ কুরুতে হসতে ক্রন্দতে পুনঃ। এবং সংপীড্যতে পার্থ যদ্যপি স্যান্মহেশ্বরঃ॥ ৮৮। কিংপুন র্মানুষঃ কশ্চিচ্ছৌচাচারবিবর্জ্জিতঃ। পীড়িতস্য ন সন্দেহো জ্বরো ভবতি দারুণঃ ॥৮৯।

ভক্তিপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করে, সে যেখানে সূর্য্য আছেন সেই পরম স্থানে গমন করে। ৮২। যদি শত্রু দমন করিতে প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে পদের ধূলি দ্বারা শত্রুর প্রতিকৃতি (প্রতিমূর্ত্তি) করিয়া বামপদে তাহা আক্রমণ করিয়া আদিত্যহৃদয় পাঠ করিবে। নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে (মন্ত্র মূলে দ্রষ্টব্য)। তিন বার পাঠ করিলে (শত্রু) রোগী হয়, পাঁচ বার পাঠ করিলে জ্বরাভিভূত হয়, সপ্ত বার জপ করিলে সে রাক্ষসী তনু ধারণ করে। হে পাণ্ডব! রাক্ষসাভিভূত হইলে তাহার বিকৃতি শ্রবণ কর, উলঙ্গ হইয়া কখনও গান গায়, কখনও নৃত্য করে, কখনও আস্ফালন করে এবং কখনও দৌড়িয়া বেড়ায়; সে শৃগালের ন্যায় চীৎকার করে এবং কখনও হাস্য করে ও কখনও ক্রন্দন করে। হে পার্থ!

যদা চানুগ্রহং তস্য কর্ত্তু মিচ্ছেচ্ছুভংকরম্। তদা সলিল-মাদায় জপেন্মন্ত্রমিমংবুধঃ ॥ ৯০। নমো ভগবতে তুভ্যমাদিত্যায় নমো নমঃ। জয়ায় জয়ভদ্রায় হরিদশ্বায়তে নমঃ ॥ ৯১। স্নাপয়েত্তেন মন্ত্রেণ শুভং ভবতি নান্যথা। অন্যথা চ ভবেদ্দোষো নশ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯২। অতস্তে নিখিলং প্রোক্তঃ পূজাংচৈব নিবোধ মে। উপলিপ্তে শুচৌ দেশে নিয়তো বাগ্‌যতঃ শুচিঃ ॥ ৯৩। বৃত্তং বা চতুরস্রং বা লিপ্তভূমৌ লিখেচ্ছুচি। ত্রিধাতত্র লিখেৎ পদ্মমষ্টপত্রং সকর্ণিকম্ ॥ ৯৪। অষ্টপত্রং লিখেৎ পদ্মং লিপ্তা

মহেশ্বর হইলেও মন্ত্র প্রভাবে এইরূপ পীড্যমান হয়, আর শৌচাচার-বর্জ্জিত মনুষ্যের ত কথাই নাই। পীড়িত হইয়া সে নিঃসন্দেহ দারুণ জ্বর রোগে আক্রান্ত হয়। ৮৩।৮৯। যখন তাহার উপর শুভ অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা হয়, তখন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জলগ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র জপ করিবে। "হে ভগবন্ আদিত্য! তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি, তুমি জয় ও জয়ভদ্র ও হরিদশ্ববাহন তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।" এই মন্ত্রে স্নান করাইলে শুভ হইয়া থাকে ইহা কখনও অন্যথা হইবার নহে, এবং ইহা না করিলে দোষ হয় এবং সে প্রাণত্যাগ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই সমস্ত তোমাকে বলিলাম এক্ষণে পূজার কথা শ্রবণ কর। ৯৩

শুচি ও সংযতবাক্য হইয়া পবিত্র গোময়লিপ্ত ভূভাগে গোলাকার বা চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। পদ্মের পূর্ব্বদলে সূর্য্য (বর্ত্তুলাকার সূর্য্যাকৃতি) অগ্নিকোণে রবি দক্ষিণে বিবস্বান্, নৈঋতে ভগ, পশ্চিমে বরুণ, বায়ুকোণে মিত্র,

গোময়মণ্ডলে। পূর্বপত্রে লিখেৎ সূর্য্যমাগ্নেয্যাং তু রবিং ন্যসেৎ॥ ৯৫। যাম্যায়াং চ বিবস্বন্তং নৈঋত্যাংতু ভগং ন্যসেৎ। প্রতীচ্যাং বরুণং বিদ্যাদ্বায়ব্যাং মিত্রমেব চ॥ ৯৬। আদিত্যমুত্তরে পত্রে ঐশান্যাং বিষ্ণুমেবচ। মধ্যেতু ভাস্করং বিদ্যাৎ ক্রমেণৈব সমর্চ্চয়েৎ॥ ৯৭। দীপ্তা সূক্ষ্মা জয়া ভদ্রা বিভূতি র্বিমলা তথা। অমোঘা বিদ্যুতা চেতি মধ্যে শ্রীঃ সর্বতোমুখী॥ ৯৮। অতঃ পরতরং নাস্তি সিদ্ধিকারস্য পাণ্ডব। মহাতেজঃ সমুদ্যন্তং প্রণমেৎ স কৃতাঞ্জলিঃ॥৯৯॥ সকেশরাণি পদ্মানি করবীরাণি চার্জ্জুন। তিলতণ্ডুলযুক্তানি কুশগন্ধোদকানি চ॥ ১০০। রক্তচন্দনমিশ্রাণি কৃত্বা বৈ তাম্রভাজনে। ধৃত্বা শিরসি তৎপাত্রং জানুভ্যাং ধরণীং স্পৃশেৎ॥ ১০১। মন্ত্রপূতং গুড়াকেশ চার্ঘ্যং দদ্যাদ্গভস্তয়ে। সায়ুধং সরথং চৈব সূর্য্যমাবা-

---

উত্তরদলে আদিত্য, ঈশানে বিষ্ণু, এবং মধ্যস্থলে ভাস্কর লিখিয়া (অঙ্কন করিয়া) পুষ্প ও তণ্ডুলাদি দ্বারা আহ্বান করতঃ পূজা করিবে। [অনন্তর ষোড়শোপচারে সূর্য্যের পূজা করিয়া পূর্ব্বাদি-দিক্ ক্রমে দীপ্তা সূক্ষ্মাজয়া ভদ্রা, বিভূতি বিমলা অমোঘা বিদ্যুতা এবং মধ্যে ছায়ার মতান্তরে শ্রীর পূজা করিবে]। সিদ্ধিকামীর ইহা অপেক্ষা আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই, উদীয়মান, মহাতেজশালী সূর্য্যকে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। ৯৯। অনন্তর কেশরযুক্ত পদ্ম করবীর পুষ্প, তিল তণ্ডুল কুশাগ্র, চন্দন, জল, রক্তচন্দন মিশ্রিত করিয়া তাম্র পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক মস্তকে তাহা ধারণ করিয়া ভূতলে জানু পাতিয়া বসিবে। ১০১। হে অর্জ্জুন তদনন্তর গভস্তিকে (সূর্য্যকে) মন্ত্রপূত অর্ঘ প্রদান করিবে। ১০২। আমি সায়ুধ, সরথ

হয়াম্যহম্॥ ১০২। স্বাগতো ভব। সুপ্রতিষ্ঠো ভব। সন্নিধো ভব। সন্নিহিতো ভব। সম্মুখো ভব। ইতি পঞ্চমুদ্রাঃ। স্ফুটয়িত্বার্হয়েৎ সূর্য্যং ভুক্তিং মুক্তিং লভেন্নরঃ॥ ১০৩। ওঁ শ্রীঃ বিদ্যাকিলিকিলি কটকেষ্ট-সর্বার্থসাধনায় স্বাহা। ওঁ শ্রীঃ হ্রীং হ্রুং হংসঃ সূর্য্যায় নমঃ স্বাহা। ও শ্রীঃ হ্রাং হ্রীং হ্রুং হ্রঃ সূর্য্যমূর্ত্তয়ে স্বাহা ওঁ শ্রীঃ হ্রীং স্বং স্বঃ লোকায় সর্বমূর্ত্তয়ে স্বাহা। ওঁ হ্রুং মার্ত্তণ্ডায় স্বাহা। নমোঽস্তু সূর্য্যায় সহস্রভানবে নমোঽস্তু বৈশ্বানরজাতবেদসে। ত্বমেব চার্ঘ্যং প্রতিগৃহ্ণ দেব দেবাধিদেবায় নমো নমস্তে॥ ১০৪॥ নমো ভগবতে তুভ্যং নমস্তে জাতবেদসে। দত্তমর্ঘং ময়া ভানো ত্বং গৃহাণ নমোঽস্তুতে॥ ১০৫। এহিসূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে। অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥ ১০৬। নমো ভগবতে

সূর্য্যকে আবাহন করিতেছি স্বাগত হও, সুপ্রতিষ্ঠিত হও, সান্নিধ্য হও সন্নিহিত হও, সম্মুখ হও। পঞ্চমুদ্রাপ্রদর্শন করতঃ সূর্য্যকে আবাহনাদি করতঃ পূজা করিয়া মনুষ্য ভোগমোক্ষ লাভ করে। যথোক্ত মন্ত্রে এহি সূর্য্য প্রভৃতি মন্ত্রে (উপরে মূলে দ্রষ্টব্য) সূর্য্যকে অর্ঘ প্রদান করিবে। হে সূর্য্য তুমি সহস্র কিরণবিশিষ্ট, তুমি বৈশ্বানর জাতবেদা (অগ্নি) এবং দেবাধিদেব, হে দেব তুমি অর্ঘ গ্রহণ কর, তোমাকে প্রণাম করি। ১০৪। হে ভগবান্ জাতবেদঃ ভানো, তোমাকে প্রণাম করি, আমার প্রদত্ত অর্ঘ গ্রহণ করুন। ১০৫। হে সহস্ররশ্মি, তেজোরাশিবিশিষ্ট জগৎপতি সূর্য্য আপনি আগমন করুন, আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া আমাকে অনুকম্পা করুন আপনাকে প্রণাম করিতেছি। ১০৬। হে ভগবন্ জাতবেদঃ তোমাকে প্রণাম

তুভ্যং নমস্তেজাতবেদসে। মমেদমর্ঘ্যং গৃহ্ণত্বং দেবদেব নমোঽস্তুতে ॥ ১০৭। সর্বদেবাধিদেবায় আধিব্যাধিবিনাশিনে। ইদং গৃহাণ মে দেব সর্বব্যাধির্বিনশ্যতু॥ ১০৮। নমঃ সূর্য্যায় শান্তায় সর্বরোগ-বিনাশিনে। মমেপ্সিতং ফলং দত্ত্বা প্রসীদ পরমেশ্বর ॥ ১০৯। ওঁ নমো ভগবতে সূর্য্যায় স্বাহা। ওঁ শিবায় স্বাহা। ওঁ সর্বাত্মনে সূর্য্যায় নমঃ স্বাহা। ওঁ অক্ষয্যতেজসে নমঃ স্বাহা। সর্ব-সঙ্কট-দারিদ্র্যং শত্রুং নাশয় নাশয়। সর্বলোকেষু বিশ্বাত্মন্ সর্বাত্মন্ সর্বদর্শক ॥১১০। নমো ভগবতে সূর্য্য কুষ্ঠরোগান্বিখণ্ডয়। আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং দেহি দেব নমোঽস্তুতে॥ ১১১। নমো ভগবতে তুভ্যমাদিত্যায় নমো নমঃ। ওঁ সূর্য্যায় নমঃ। ওঁ বিশ্বমূর্ত্তয়ে নমঃ। ১১২।

করি, আমার এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর, হে দেবদেব তোমাকে প্রণাম করি। ১০৭। হে দেব, তুমি সর্ব্ব দেবের অধিদেব, এবং আধি ব্যাধি (মানসিক ও শারীরিক রোগ) বিনাশক, আমার এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর; আমার সর্ব্বব্যাধি বিনষ্ট হউক। ১০৮। হে সূর্য্য, শান্ত, সর্ব্ব রোগ বিনাশিন্! আপনাকে প্রণাম করি, আমার অভীষ্ট ফল দান করত আমার উপর সন্তুষ্ট হন। ১০৯। ভগবান্ সূর্য্যকে প্রণাম করি, শিবকে প্রণাম করি, সর্ব্বাত্মা সূর্য্যকে প্রণাম করি; (স্বাহামন্ত্র) হে সমস্ত লোকে বিশ্বাত্মন্, সর্বাত্মন্ সর্ব্বদর্শক আমার সর্বসঙ্কট দারিদ্র্য ও শত্রু নাশ কর। ১১০। হে ভগবন্ সূর্য্য আপনাকে প্রণাম করি আপনি কুষ্ঠ রোগ সকল খণ্ডন করুন এবং আয়ু আরোগ্য ও ঐশ্বর্য্য দান করুন, আপনাকে প্রণাম করি। ১১১। হে ভগবন্ আদিত্য! তোমাকে বারংবার প্রণাম করি। অক্ষত

আদিত্যং চ শিবং বিদ্যাচ্ছিবমাদিত্যরূপিণম্। উভয়োরন্তরং-নাস্তি আদিত্যস্য শিবস্য চ ॥ ১১৩। এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পুরুষো বৈ দিবাকরঃ। উদয়ে ব্রহ্মণো-রূপং মধ্যাহ্নে তু মহেশ্বরঃ ॥১১৪। অস্তমানে স্বয়ং বিষ্ণুস্ত্রিমূর্ত্তিশ্চ দিবাকরঃ। নমো ভগবতে তুভ্যং বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে ॥ ১১৫। মমেদমর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্ণদেব দেবাধিদেবায় নমো নমস্তে। শ্রীসূর্য্যনারায়ণায় সাঙ্গায় সপরিবারায় ইদমর্ঘ্যং সমর্পয়ামি ॥ ১১৬। হিমঘ্নায় তমোঘ্নায় রক্ষোঘ্নায় চ তে নমঃ। কৃতঘ্নায় চ সত্যায় তস্মৈ সূর্য্যাত্মনে নমঃ ॥ ১১৭। জয়োঽজয়শ্চ বিজয়োজিতপ্রাণো জিতশ্রমঃ। মনোজবো জিতক্রোধো বাজিনঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ ॥ ১১৮। হরিতহয়রথং দিবাকরং কণকময়াম্বুজ-

---

তেজাকে প্রণাম করি, সূর্য্যকে প্রণাম করি, বিশ্বমূর্ত্তিকে প্রণাম করি। আদিত্যকে শিব বলিয়া জানিবে, শিবকে আদিত্যরূপী জানিবে উভয় শিবের এবং আদিত্যের প্রভেদ নাই। দিবাকর যে পরম পুরুষ ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি—উদয়কালে ব্রহ্মার রূপ, মধ্যাহ্নে মহেশ্বর, এবং অস্তকালে স্বয়ং বিষ্ণু—দিবাকর ত্রিমূর্ত্তিধারী। ১১৪। হে ভগবন্ বিষ্ণু, প্রভবিষ্ণু, তোমাকে প্রণাম করি, আমার এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর। হে দেব, দেবাধিদেব আপনাকে প্রণাম করি। সাঙ্গ, সপরিবার সূর্য্যনারায়ণকে এই অর্ঘ সমর্পণ করিলাম। ১১৮। তুমি হিমঘ্ন তমোঘ্ন রক্ষোঘ্ন কৃতঘ্ন সত্য ও সূর্য্যাত্মা তোমাকে নমস্কার করি। ১১৭। জয়, অজর, বিজয়, জিতপ্রাণ জিতশ্রম, মনোজব, জিতক্রোধ, সূর্য্যের সপ্ত অশ্ব কীর্ত্তিত আছে। ১১৮। আমি হরিতহয়রথ, কনকময় পদ্মরেণু বিশিষ্ট, প্রতিদিন

রেণুপিঞ্জরম্। প্রতিদিনমুদয়ে নবং নবং শরণমুপৈমি হিরণ্যরেতসম্॥ ১১৯। ন তং ব্যালাঃ প্রবাধন্তে ন ব্যাধিভ্যো ভয়ং ভবেৎ। ন নাগেভ্যো ভয়ং চৈব ন চ ভূতভয়ং ক্বচিৎ॥ ১২০। অগ্নিশক্রভয়ং নাস্তি পার্থিবেভ্যস্তথৈব চ। দুর্গতিং তরতে ঘোরাং প্রজাংশ্চ লভতে পশূন্॥ ১২১। সিদ্ধিকামো লভেৎ সিদ্ধিং কন্যাকামস্তু কন্যকাম্। এতৎ পঠেৎ স কৌন্তেয় ভক্তিযুক্তেন চেতসা॥ ১২২। অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ। কন্যাকোটিসহস্রস্য দত্তস্য ফলমাপ্নুয়াৎ॥ ১২৩। ইদমাদিত্যহৃদয়ং যোঽধীতে সততং নরঃ। সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সূর্য্যলোকে মহীয়তে॥ ১২৪। নাস্ত্যাদিত্যসমো দেবো নাস্ত্যাদিত্যসমা গতিঃ। প্রত্যক্ষো ভগবান্ বিষ্ণুর্যেন বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১২৫। নবতির্যোজনং লক্ষং সহস্রাণি শতানি চ। যাবদ্ঘটীপ্রমাণেন তাবচ্চরতি ভাস্করঃ॥ ১২৬। গবাং

উদয় কালে নূতন নূতন, দিবাকর, হিরণ্যরেতাকে আশ্রয় করিলাম।১১৯। যিনি ইহা ভক্তিযুক্তচিত্তে পাঠ করেন তাঁহার হিংস্র জন্তু ভয়, ব্যাধিভয়, সর্পভয় এবং ভূতভয় থাকেনা, তাহার অগ্নিভয়, শক্রভয়, রাজভয় থাকে না, তিনি ঘোর দুর্গতি উত্তীর্ণ হন এবং পশু ও প্রজা (সন্ততি) লাভ করেন। সিদ্ধিকামী সিদ্ধি লাভ করেন, কন্যাকামী কন্যা লাভ করেন। ১২২। তিনি সহস্র অশ্বমেধ, শত বাজপেয়, এবং কোটী কন্যা দানের ফল লাভ করেন। ১২৩। যে মানব এই আদিত্য হৃদয় সতত পাঠ করে, সে সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হইয়া সূর্য্য লোকে পূজিত হয়। ১২৪। আদিত্যের সমান দেবতা নাই, আদিত্যের তুল্য গতি নাই, ভগবান বিষ্ণু যে মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত আছেন। নব্বই লক্ষ যোজন পথ একদণ্ডকালে ভাস্কর ভ্রমণ করেন। ১২৫। ১২৬। যে শান্ত স্বভাব বিদ্বান ব্যক্তি

:শতসহস্রস্য সম্যগ্দত্তস্য যৎফলম্। তৎফলং লভতে বিদ্বাঞ্শান্তাত্মা-স্তৌতি যো রবিম্॥ ২। যোহধীতে সূর্য্যহৃদয়ং সকলং সফলং ভবেৎ। অষ্টানাং ব্রাহ্মণানাংচ লেখয়িত্বা সমর্পয়েৎ॥ ১২৮। ব্রহ্ম-লোকে ঋষীণাং চ জায়তে মনুষ্যোঽপি বা। জাতিস্মরত্বমাপ্নোতি শুদ্ধাত্মা নাত্র সংশয়॥ ১২৯। অজায় লোকত্রয়পাবনায় ভূতাত্মনে গোপতয়ে বৃষায়। সূর্য্যায় সর্বপ্রলয়ান্তকায় নমো মহাকারুণি-কোত্তমায়॥ ১৩০। বিবস্বতে জ্ঞানভৃদন্তরাত্মনে জগৎপ্রদীপায় জগদ্ধিতৈষিণে। স্বয়ংভুবে দীপ্তসহস্রচক্ষুষে সুরোত্তমায়ামিততেজসে নমঃ॥ ১৩১। সুরৈরনেকৈঃ পরিসেবিতায় হিরণ্যগর্ভায় হিরণ্ময়ায়। মহাত্মনে মোক্ষপদায় নিত্যং নমোঽস্তুতে বাসরকারণায়॥ ১৩২।

সূর্য্যকে স্তব করেন, তিনি লক্ষ ধেনু দানের ফল প্রাপ্ত হন। যে আদিত্যহৃদয় পাঠ করেন তাঁহার সমস্ত সফল হয়। আটজন ব্রাহ্মণকে ইহা লেখাইয়া দান করিবে। তাহাহইলে ব্রহ্মলোকে বা ঋষিকুলে বা মনুষ্যলোকে জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়া শুদ্ধাত্মা হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ইহাতে সংশয় নাই। ১২৯। হে ভগবন্ তুমি জন্মরহিত ত্রিলোকপাবন, ভূতাত্মা, গোপতি, বৃষ, সর্ব্বপ্রলয়ের অন্তক, এবং মহাকারুণিকোত্তম সূর্য্য তোমাকে নমস্কার করি। তুমি বিবস্বান্ জ্ঞানভৃৎ অন্তরাত্মা জগৎপ্রদীপ, জগদ্ধিতৈষী, স্বয়ম্ভু, দীপ্তসহস্রচক্ষু সুরোত্তম এবং অমিততেজাঃ তোমাকে প্রণাম করি। ১৩১। অনেক দেবতা তোমাকে পরিসেবা করে, তুমি হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্ময়, মহাত্মা, মোক্ষপদ এবং বাসর (দিবস) কারণ তোমাকে প্রণাম করি। ১৩২। আদিত্য অর্চ্চিতদেব, আদিত্য পরম পদ, আদিত্য

আদিত্যশ্চার্চ্চিতো দেব আদিত্যঃ পরমং পদম্। আদিত্যো মাতৃকো-ভূত্বা আদিত্যো বাঙ্ময়ং জগৎ ॥ ১৩৩। আদিত্যং পশ্যতে ভক্ত্যা মাং পশ্যতি ধ্রুবং নরঃ। নাদিত্যং পশ্যতে ভক্ত্যা ন স পশ্যতি মাং নরঃ ॥ ১৩৪। ত্রিগুণং চ ত্রিসত্ত্বং চ ত্রয়োদেবাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ। ত্রয়াণাং চ ত্রিমূর্ত্তিস্ত্বং তুরীয়স্ত্বং নমোঽস্তুতে ॥ ১৩৫।

নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশহেতবে।
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে বিরিঞ্চি-নারায়ণ-শঙ্করাত্মনে ॥১
যস্যোদয়েনেহ জগৎ প্রবুধ্যতে প্রবর্ত্ততে চাখিল-কর্ম্মসিদ্ধয়ে।
ব্রহ্মেন্দ্র-নারায়ণবন্দিতঃ সনঃ সদা যচ্ছতু মঙ্গলং রবিঃ ॥২
নমোঽস্তু সূর্য্যায় সহস্ররশ্ময়ে সহস্রশাখান্বিত-সম্ভবাত্মনে।
সহস্রযোগোদ্ভব-ভাবভাগিনে সহস্রসংখ্যযুগ-সন্ধারিণে নমঃ ॥৩

মাতৃক স্বরূপ এবং আদিত্য বাঙ্ময় জগৎ। যে মনুষ্য ভক্তিপূর্ব্বক আদিত্যকে দর্শন করে, সে নিশ্চয় আমাকে দর্শন করে, এবং আদিত্যকে যে ভক্তিপূর্ব্বক না দর্শন করে সে আমাকেও দর্শন করে না। তুমি ত্রিগুণ ত্রিসত্ত্ব, ত্রিদেব, তিন অগ্নি দেবত্রয়ের (ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর) ত্রিমূর্ত্তি এবং তুরীয়! তোমাকে প্রণাম করি। ১৩৪।

জগতের একমাত্র চক্ষু, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি নাশের হেতু স্বরূপ, দেবস্বরূপ, ত্রিগুণদেহধারী, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-স্বরূপ সূর্য্যকে নমস্কার করি।১।

যাঁহার উদয়েতে জগৎ প্রবুদ্ধ হয় (জাগিয়া উঠে) এবং সমস্ত কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত চেষ্টিত হয়, যিনি ব্রহ্মা ইন্দ্র নারায়ণ ও রুদ্র কর্ত্তৃক বন্দিত সেই সূর্য্য আমাদিগের সর্ব্বদা মঙ্গলদান করুন ॥২

যিনি সহস্ররশ্মি, সহস্রবেদশাখান্বিত, আত্মসংভূত, সহস্র

যন্মণ্ডলং দীপ্তিকরং বিশালং রত্নপ্রভং তীব্রমনাদিরূপম্।
দারিদ্র্যদুঃখক্ষয়কারণং চ পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ॥৪
যন্মণ্ডলং দেবগণৈঃ সুপূজিতং বিপ্রৈঃস্তুতং ভাবনমুক্তিকোবিদম
তং দেবদেবং প্রণমামি সূর্য্যং পুনাতুমাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম ॥৫
যন্মণ্ডলং জ্ঞানঘনং ত্বগম্যং ত্রৈলোক্যপূজ্যং ত্রিগুণাত্মরূপম্।
সমস্ততেজোময়দিব্যরূপং পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্॥৬
যন্মণ্ডলং গূঢ়মতিপ্রবোধং ধর্ম্মস্য বৃদ্ধিং কুরুতে জনানাম্।
যৎ সর্ব্বপাপক্ষয়কারণং চ পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ॥৭
যন্মণ্ডলং ব্যাধি-বিনাশদক্ষং যদৃগ্‌যজুঃসামসু সম্প্রগীতম্।
প্রকাশিতং যেন চ ভূর্ভুবঃ স্বঃ পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ॥৮

যোগসম্ভূতভাবশালী এবং সহস্রযুগধাবী সূর্য্য তাঁহাকে নমস্কার করি ॥৩

যে সূর্য্যমণ্ডল দীপ্তিকর, বিশাল (বৃহৎ) রত্নপ্রভাবিশিষ্ট তীব্র অনাদিরূপ এবং দারিদ্র্যদুঃখ ক্ষয়ের কারণ—সবিতৃ দেবের সেই বরণীয় জ্যোতিঃ আমাকে পবিত্র করুন ॥৪

যে সূর্য্যমণ্ডল দেবগণ শুদ্ধভাবে পূজা করেন, ব্রাহ্মণরা স্তব করেন, ভাবনা ও মুক্তিদায়ক সেই দেবদেব সূর্য্যকে প্রণাম করি সূর্য্যদেবের সেই বরণীয় জ্যোতিঃ আমাকে পবিত্র করুন ॥৫

যে সূর্য্যমণ্ডল জ্ঞানঘনস্বরূপ, অগম্য ত্রিভুবন পূজিত ত্রিগুণ-স্বরূপ, সমস্ত তেজোস্বরূপ এবং দিব্যরূপ সবিতৃদেবের সেই বরণীয় জ্যোতিঃ আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৬ ॥

যে সূর্য্যমণ্ডল গূঢ় অতি জ্ঞান স্বরূপ, এবং মনুষ্যদিগের ধর্ম্ম বৃদ্ধি করে এবং যাহা সমস্ত পাপক্ষয়ের কারণ সবিতৃদেবের সেই বরণীয় জ্যোতিঃ আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৭ ॥

যে সূর্য্যমণ্ডল ব্যাধি বিনাশে নিপুণ, যে মণ্ডল ঋক, যজু ও

যন্মণ্ডলং বেদবিদোবদন্তি গায়ন্তি যচ্চারণসিদ্ধসংঘাঃ।
যদ্যোগিনো যোগজুষাং চ সংঘাঃ পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ॥৯
যন্মণ্ডলং সর্ব্বজনেষু পূজিতং জ্যোতিশ্চ কুর্য্যাদিহ মর্ত্ত্যলোকে।
যৎকালকালাদিমনাদিরূপং পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ॥১০
যন্মণ্ডলং বিষ্ণুচতুর্মুখাখ্যং যদক্ষরং পাপহরং জনানাম্।
যৎ কালকল্পক্ষয়কারণঞ্চ পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ॥১১
যন্মণ্ডলং বিশ্বসৃজাং প্রসিদ্ধমুৎপত্তিরক্ষাপ্রলয়প্রগল্‌ভম্।
যস্মিঞ্জগৎসংহরতেঽখিলং চ পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ॥১২

সামবেদে সম্যক গীত• হয়, এবং যে সূর্য্যমণ্ডল ভূঃ ভুবঃ ও স্বর্লোক প্রকাশ করিয়াছে, সবিতৃ দেবের সেই বরণীয় জ্যোতিঃ আমাকে পবিত্র করুন। ৮।

বেদজ্ঞগণ যে মণ্ডলের কথা বলিয়া থাকেন, চারণ সিদ্ধসমূহ এবং যোগী ও যোগনিষ্ঠগণ যাহা গান করেন সবিতৃদেবের সেই বরণীয় জ্যোতিঃ আমাকে পবিত্র করুন। ৯।

যে সূর্য্যমণ্ডল সমস্ত লোকে পূজিত হয় এবং এই মর্ত্ত্যলোকে যাহা জ্যোতিঃ দান করেন, যাহা কালস্বরূপ কালেরও আদি এবং অনাদিরূপ, সবিতৃদেবের সেই বরণীয় জ্যোতিঃ আমাকে পবিত্র করুন।১০।

যে সূর্য্যমণ্ডল ব্রহ্মা ও বিষ্ণু নামে অভিহিত, যাহা অক্ষয় এবং এবং মনুষ্যগণের পাপনাশক, যাহা, মহাপ্রলয়েরও কারণ সবিতৃদেবের সেই বরণীয় জ্যোতিঃ আমাকে পবিত্র করুন। ১১।

যে সূর্য্যমণ্ডল, বিশ্বস্রষ্টাগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ, এবং যাহা উৎপত্তি,

যন্মণ্ডলং সর্ব্বগতস্য বিষ্ণোরাত্মা পরং ধাম বিশুদ্ধতত্ত্বম্।
সূক্ষ্মান্তরৈর্যোগ পথানুগম্যং পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ॥১৩
যন্মণ্ডলং ব্রহ্মবিদো বদন্তি গায়ন্তি যচ্চারণসিদ্ধসংঘাঃ।
যন্মণ্ডলং বেদবিদঃ স্মরন্তি পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ॥১৪
যন্মণ্ডলং বেদবিদোপগীতং যদ্যোগিনাং যোগপথানুগম্যম্।
তৎ সর্ব্ববেদং প্রণমামি সূর্য্যং পুনাতুমাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ ॥১৫
মণ্ডলাষ্টমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ সততং নরঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সূর্য্যলোকে মহীয়তে ॥১৬

রক্ষা ও প্রলয় নিদান, যাঁহাতে সমস্ত জগৎ সংহার প্রাপ্ত হয়, সবিতৃদেবের সেই বরণীয় জ্যোতিঃ আমাকে পবিত্র করুন। ১২।

যে সূর্য্যমণ্ডল সর্ব্বস্থিত বিষ্ণুর আত্মা ও শ্রেষ্ঠপদ এবং যাহা অতি সূক্ষ্ম যোগপথগম্য বিশুদ্ধতত্ত্ব, সবিতৃদেবের সেই বরণীয় জ্যোতিঃ আমাকে পবিত্র করুন। ১৩।

বেদজ্ঞগণ যে মণ্ডলের কথা বলেন, চারণ সিদ্ধ সমূহ যাহা গান করেন এবং বেদজ্ঞগণ স্মরণ করেন, সবিতৃ দেবের সেই বরণীয় জ্যোতিঃ আমাকে পবিত্র করুন। ১৪।

বেদজ্ঞগণ যে সূর্য্যমণ্ডলের গান করেন যাহা যোগিগণের যোগপথে গম্য, সেই সর্ব্বদেবস্বরূপ সূর্য্যকে প্রণাম করি এবং সবিতৃ দেবের সেই বরণীয় জ্যোতিঃ আমাকে পবিত্র করুন। ১৫

যে মানব এই অষ্টমণ্ডল সর্ব্বদা পাঠ করে, সে সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হইয়া সূর্য্যলোকে পূজিত হয়। ১৬।

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ মকরকুণ্ডলবান্ কিরীটীহারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খশক্রঃ ॥১৭
সশঙ্খচক্রং রবিমণ্ডলে স্থিতং কুশেশয়াক্রান্তমনন্তমচ্যুতম্।
ভজামি বুদ্ধ্যা তপনীয়মূর্ত্তিং সুরোত্তমং চিত্রবিভূষণোজ্জ্বলম্ ॥১৮
এবং ব্রহ্মাদয়ো দেবাশ্চঋষয়শ্চতপোধনাঃ।
কীর্ত্তয়ন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং বিভুম্ ॥১৯
বেদবেদাঙ্গশরীরং দিব্যদীপ্তিকরং পরম্।
রক্ষোঘ্নং রক্তবর্ণঞ্চ সৃষ্টিসংহারকারকম্ ॥২০
একচক্রোরথো যস্য দিব্যঃ কনক ভূষিতঃ।
স মে ভবতু সুপ্রীতঃ পদ্মহস্তো দিবাকরঃ ॥২১

সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পদ্মাসীন, সর্ব্বপ্রাণিহৃদয়ে সন্নিবিষ্ট নারায়ণ—যিনিকেয়ূর, মকরকুণ্ডল, কিরীট ও হারধারী এবং শঙ্খচক্র ধারী হিরণ্ময়বপু—তিনি সর্ব্বদা ধ্যেয় (চিন্তনীয়)। ১৭।

শঙ্খচক্রধারী, রবিমণ্ডলে স্থিত পদ্মাধিষ্ঠিত অনন্ত অচ্যুতকে বুদ্ধি পূর্ব্বক ভজনা করি, তিনি স্বর্ণমূর্ত্তি, সর্ব্বদেবোত্তম, এবং বিচিত্র ভূষণে উজ্জ্বল। ১৮।

ব্রহ্মাদিদেব এবং তপোধন ঋষিগণ এইরূপে দেবশ্রেষ্ঠ দেব নারায়ণকে কীর্ত্তন করেন। ১৯।

বেদ ও বেদাঙ্গ যাঁহার দেহ, যিনি দিব্য দীপ্তিকর শ্রেষ্ঠ রাক্ষসঘ্ন রক্তবর্ণ, সৃষ্টি সংহারকারক, এবং যাঁহার দিব্য স্বর্ণভূষিত একচক্ররথ সেই পদ্মহস্ত দিবাকর আমার উপর প্রীত হউন। ২০।২১

আদিত্যঃ প্রথমং নাম দ্বিতীয়ন্তু দিবাকরঃ।
তৃতীয়ং ভাস্করঃ প্রোক্তং চতুর্থন্তু প্রভাকরঃ ॥২২
পঞ্চমং তু সহস্রাংশুঃ ষষ্ঠং চৈব ত্রিলোচনঃ।
সপ্তমং হরিদশ্বশ্চ অষ্টমং তু বিভাবসুঃ॥ ২৩
নবমং দিনকৃৎ প্রোক্তং দশমং দ্বাদশাত্মকম্।
একাদশং ত্রয়ীমূর্ত্তি র্দ্বাদশং সূর্য্য এব চ ॥২৪
দ্বাদশাদিত্যনামানি প্রাতঃকালে পাঠেন্নরঃ।
দুঃস্বপ্ননাশনং চৈব সর্ব্বদুঃখং চ নশ্যতি ॥২৫
দদ্রুকুষ্ঠহরং চৈব দারিদ্র্যং হরতে ধ্রুবম্।
সর্ব্বতীর্থপ্রদং চৈব সর্ব্বকামপ্রবর্দ্ধনম্॥ ২৬
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় ভক্ত্যা নিত্যমিদং নরঃ।
সৌখ্যমায়ুস্তথারোগ্যং লভতে মোক্ষমেব চ।
অগ্নিমীলে নমস্তভ্যমিষেত্বোর্জে স্বরূপিনে।
অগ্ন আয়াহিবীতস্তং নমস্তে জ্যোতিষাংপতে ॥২৮
শন্নোদেবি নমস্তভ্যং জগচ্চক্ষুর্নমোস্তুতে।
পঞ্চমায়োপদেবায় নমস্তভ্যং নমোনমঃ ॥২৯

তাঁহার প্রথম নাম আদিত্য, দ্বিতীয় নাম দিবাকর, তৃতীয় ভাস্কর, চতুর্থ প্রভাকর, পঞ্চম সহস্রাংশু, ষষ্ঠ ত্রিলোচন, সপ্তম হরিদশ্ব, অষ্টম বিভাবসু, দবম দিনকৃৎ, দশম দ্বাদশাত্মক, একাদশ ত্রয়ীমূর্ত্তি (বেদত্রয় মূর্ত্তি) দ্বাদশ সূর্য্য। মনুষ্য আদিত্যের দ্বাদশ নাম প্রাতঃকালে পাঠ করিবে, তাহা হইলে দুঃস্বপ্ন নাশ, সর্ব্বদুঃখ নাশ হইবে, তাহার দদ্রু কুষ্ঠ নাশ হইবে, এবং দারিদ্র্য নাশ হয়; সমস্ত তীর্থ লাভ হয় এবং সর্ব্বকাম সিদ্ধ হয়। ২২।২৩।২৪।২৫।২৬

যে মনুষ্য প্রতিদিন প্রাতঃকালে ভক্তিসহকারে ইহা পাঠ করে সে সুখ, আয়ু, আরোগ্যলাভ করিয়া অন্তে মোক্ষলাভ করে। ২৭

চারি বেদের চারিমন্ত্র অগ্নিমীলে প্রভৃতি তোমারই স্বরূপ তোমাকে নমস্কার—পুনঃ পুনঃ নমস্কার।২৮।২৯।

পদ্মাসনঃ পদ্মকরঃ পদ্মগর্ভসমদ্যুতিঃ।
সপ্তাশ্বরথসংযুক্তো দ্বিভুজঃ স্যাৎসদারবিঃ ॥
আদিত্যস্য নমস্কারং যে কুর্ব্বন্তি দিনে দিনে।
জন্মান্তরসহস্রেষু দারিদ্র্যং নোপজায়তে ॥
উদয়গিরিমুপেতং ভাস্বরং পদ্মহস্তং।
নিখিলভুবননেত্রং রত্নরত্নোপমেয়ম্।
তিমিরকরিমৃগেন্দ্রং বোধকং পদ্মিনীনাং
সুরবরমভিবন্দে সুন্দরং বিশ্ববন্দ্যম্ ॥
জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥
ইতি আদিত্যহৃদয়-সূর্য্যস্তোত্রং।

সূর্য্য পদ্মাসন, পদ্মহস্ত, পদ্মগর্ভ, দ্যুতিবিশিষ্ট, সপ্তাশ্বরথসংযুক্ত ও দ্বিভুজধারী ॥৩০॥

যাহারা প্রতিদিন আদিত্যের নমস্কার করে তাহারা সহস্রজন্মেও দরিদ্র হয় না ॥৩১॥

উদয় পর্ব্বতে অধিষ্ঠিত, হস্তে পদ্মধারী, সমস্ত ভুবনের চক্ষুঃস্বরূপ, সর্ব্বোত্তম রত্নতুল্য, অন্ধকাররূপ মাতঙ্গের সিংহস্বরূপ পদ্মিনীর বোধক (বিকাশক) বিশ্ববন্দ্য সুন্দর দেবশ্রেষ্ঠ ভাস্কর (সূর্য্যকে) অভিবন্দনা (প্রণাম) করি ॥৩২॥

জবাকুসুমসদৃশ লোহিতবর্ণ কশ্যপনন্দন মহাদ্যুতিশালী অন্ধকারের হন্তা (শত্রু) এবং সর্ব্বপাপনাশক সূর্য্যকে প্রণাম করি ॥৩৩॥

ইতি আদিত্যহৃদয় সূর্য্যস্তোত্র।

শীতলাস্তোত্রম্ ।

শ্রীশীতলায়ৈ নমঃ। অস্য শ্রীশীতলাস্তোত্রস্য মহাদেব ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, শীতলা দেবতা, লক্ষ্মীবীজং, ভবানী শক্তিঃ, সর্ব্ব-বিস্ফোটকনিবৃত্তয়ে জপে বিনিয়োগঃ।

নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরাম্ ।
মার্জ্জনীকলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্ ॥

স্কন্দ উবাচ ।

ভগবন দেবদেবেশ শীতলায়াঃ স্তবং শুভম্ ।
বক্তুমর্হস্যশেষেণ বিস্ফোটকভয়াপহম্ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

বন্দেহহং শীতলাং দেবীং বিস্ফোটকভয়াপহাম্ ।
যামাসাদ্য নিবর্ত্তেত বিস্ফোটকভয়ং মহৎ ॥ ১ ॥

শীতলাস্তোত্র ।

শ্রীশীতলাদেবীকে প্রণাম করি। শীতলাস্তোত্রের মহাদেব ঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দ শীতলা দেবতা, লক্ষ্মীবীজ, ভবানীশক্তি সর্ব্ব প্রকার বিস্ফোটক নিবৃত্তির নিমিত্ত জপে বিনিয়োগ (প্রয়োগ)। গর্দ্দভ উপরিস্থিতা, দিগম্বরা, সম্মার্জ্জনী ও কলসহস্তা ও মস্তকে কুলাধারিণী শীতলা দেবীকে নমস্কার করি। কার্ত্তিকের জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্ সর্ব্ব দেবের ঈশ্বর! বিস্ফোটক ভয় নিবারক শীতলাদেবীর শুভ স্তব আমাকে অশেষ প্রকারে উপদেশ দিন।

শীতলে শীতলে ত্রাহি যো ত্রুয়াদ্দাহপীড়িতঃ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং ক্ষিপ্রং তস্য প্রণশ্যতি॥ ২॥
শীতলে জ্বরদগ্ধস্য পূতিগন্ধগতস্য চ।
প্রণষ্টচক্ষুষঃ পুংসস্ত্বামাহুর্জীবনৌষধম্॥ ৩॥
শীতলে তনুজান্ রোগান্ নৃণাং হরসি দুস্ত্যজান্।
বিস্ফোটকবিশীর্ণানাং ত্বমেকামৃতবর্ষিণী॥ ৪॥
গলগণ্ডগ্রহা রোগা যে চান্যে দারুণা নৃণাম্।
ত্বদনুধ্যানমাত্রেণ শীতলে যান্তি সংক্ষয়ম্॥ ৫॥
ন মন্ত্রো নৌষধং তস্য পাপরোগস্য বিদ্যতে।
ত্বমেকা শীতলে ত্রাত্রী নান্যাং পশ্যামি দেবতাম্॥ ৬॥

শ্রীমহাদেব বলিলেন। যাঁহাকে আশ্রয় করিলে মহৎ বিস্ফোটক ভয় নিবৃত্ত হয়, সেই বিস্ফোটকভয়-নাশিনী শীতলাদেবীকে আমি বন্দনা করি। ১। যে দাহ পীড়িত হইয়া, হে শীতলে, হে শীতলে, আমাকে মুক্ত কর এই কথা বলিতে থাকে তাহার ভয়ানক বিস্ফোটক জনিত ভয় শীঘ্র বিনষ্ট হয়। যে শীতলে, জ্বরদগ্ধ, পূতিগন্ধপ্রাপ্ত, নষ্টচক্ষু পুরুষের তোমাকেই জীবনৌষধ বলিয়াছেন (ঋষিরা)।৩। হে শীতলে মনুষ্যগণের দুঃসাধ্য দৈহিক ব্যাধি তুমি দূর করিয়া থাক, এবং বিস্ফোটকবিশীর্ণ ব্যক্তিগণের তুমি একমাত্র অমৃতবর্ষিণী। ৪। হে শীতলে মনুষ্যদিগের গলগণ্ড ও গ্রহ-জন্য দারুণ রোগ সকল তোমার অনুধ্যান মাত্র ক্ষয় হয়। ৫। ঐ সকল পাপ রোগের মন্ত্র ও ঔষধ নাই, হে শীতলে তুমিই ইহার

মৃণালতন্তুসদৃশীং নাভিহৃন্মধ্যসংস্থিতাম্ ।
যস্ত্বাং সঞ্চিন্তয়েদ্দেবি তস্য মৃত্যুর্ন জায়তে ॥

যস্ত্বামুদকমধ্যে তু ধ্যাত্বা সংপূজয়েন্নরঃ ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে ॥

অষ্টকং শীতলাদেব্যা যো নরঃ প্রপঠেৎ সদা ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে ॥

শ্রোতব্যং পঠিতব্যঞ্চ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতৈঃ ।
উপসর্গবিনাশায় পরং স্বস্ত্যয়নং মহৎ ॥

শীতলে ত্বং জগন্মাতা শীতলে ত্বং জগৎপিতা ।
শীতলে ত্বং জগদ্ধাত্রী শীতলায়ৈ নমো নমঃ ॥

রাসভো গর্দ্দভশ্চৈব খরো বৈশাখনন্দনঃ ।
শীতলাবাহনশ্চৈব দূর্ব্বা কন্দনিকৃন্তনঃ ॥

ত্রাণকারিণী, অন্য দেবতা দেখিনা। ৬। নাভি ও হৃদয়মধ্যে সংস্থিতা মৃণালতন্তুসদৃশ সূক্ষ্মস্বরূপা তোমাকে যে চিন্তা করে; হে দেবি, তাহার মৃত্যু হয় না। ৭। যে মনুষ্য জলমধ্যে (ঘটস্থলে) তোমাকে ধ্যান করিয়া পূজা করে, তাহার গৃহে ভয়ানক বিস্ফোটক ভয় হয় না। ৮। যে শীতলাদেবীর এই অষ্ট শ্লোকস্তব সর্ব্বদা পাঠ করে, তাহার গৃহে ভয়ানক বিস্ফোটক ভয় জন্মায় না। ৯। ভক্তিশ্রদ্ধা সমন্বিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ইহা শ্রোতব্য ও পঠিতব্য, উপসর্গবিনাশের নিমিত্ত ইহা মহৎ স্বস্ত্যয়ন। ১০। হে শীতলে তুমি জগন্মাতা, তুমি জগৎপিতা। হে শীতলে তুমি জগদ্ধাত্রী। শীতলাকে নমস্কার প্রণাম করি। ১১। শীতলার সম্মুখে রাসভ, গর্দ্দভ, খর, বৈশাখ-নন্দন, শীতলাবাহন এবং দূর্ব্বাকন্দনিকৃন্তন এই গর্দ্দভের নাম গুলি

এতানি খরনামানি শীতলাগ্রে তু যঃ পঠেৎ।
তস্য গেহে শিশুনাঞ্চ শীতলারুক্ ন জায়তে
অষ্টকং শীতলাদেব্যা ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
দাতব্যং হি সদা তস্মৈ ভক্তিশ্রদ্ধান্বিতো হি যঃ ॥
ইতি স্কন্দপুরাণে শীতলাস্তোত্রং সমাপ্তম্।

ষষ্ঠীস্তোত্রম্।

স্তোত্রং শৃণু মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বকামশুভাবহম্।
আজ্ঞাপ্রদঞ্চ সর্ব্বেষাং গূঢ়ং বেদেষু নারদঃ ॥ ১ ॥
প্রিয়ব্রত উবাচ।
নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ সিদ্ধ্যৈ শান্ত্যৈ নমো নমঃ।
শুভায়ৈ দেবসেনায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥ ২ ॥

পাঠ করেন, তাঁহার গৃহে শিশুদিগের ও শীতলারোগ হয় না। ১২
১৩। এই শীতলাষ্টক যাহাকে তাহাকে দেওয়া উচিত নহে। যে ব্যক্তি ভক্তি শ্রদ্ধা বিশিষ্ট ইহা সর্ব্বদা তাহাকেই দেওয়া উচিত ১৪।

ইতি শীতলাষ্টক সমাপ্ত।

ষষ্ঠীস্তোত্র।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ (নারদ) সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট এবং মঙ্গলকর, সকলের আজ্ঞাপ্রদ, বেদেতে অতি গূঢ় স্তোত্র শ্রবণ কর। ১। যিনি দেবী, মহাদেবী, সিদ্ধি শান্তি স্বরূপ শুভা, দেবসেনা, ষষ্ঠিদেবী

বরদায়ৈ পুত্রদায়ৈ ধনদায়ৈ নমো নমঃ।
সুখদায়ৈ মোক্ষদায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ॥ ৩॥
শক্তিষষ্ঠাংশরূপায়ৈ সিদ্ধায়ৈ চ নমো নমঃ।
মায়ায়ৈ সিদ্ধযোগিন্যৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ॥ ৪॥
সারায়ৈ সারদায়ৈ চ পরায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ।
বালাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ চ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ॥ ৫॥
কল্যাণদায়ৈ কল্যাণ্যৈ ফলদায়ৈ চ কর্ম্মণাম্।
প্রত্যক্ষায়ৈ চ ভক্তানাং ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ॥ ৬॥
পূজ্যায়ৈ স্কন্দকান্তায়ৈ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্মসু।
দেবরক্ষণকারিণ্যৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ॥ ৭॥
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপায়ৈ বন্দিতায়ৈ নৃণাং সদা।
হিংসাক্রোধবর্জ্জিতায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ॥ ৮॥

তাঁহাকে বার বার প্রণাম করি। ২। যিনি বরদা, পুত্রদা, ধনদা, সুখদা, মোক্ষদা ষষ্ঠীদেবী তাঁহাকে বার বার প্রণাম করি। ৩। যিনি শক্তির ষষ্ঠাংশরূপ, সিদ্ধা, মায়া, সিদ্ধযোগিনী ষষ্ঠীদেবী তাঁহাকে বার বার প্রণাম করি। ৪। যিনি সকলের সারা, সার দায়িনী, পরা, সর্বকারিণী, বালকগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সেই ষষ্ঠীদেবীকে বার বার প্রণাম করি। ৫। যিনি কল্যাণদায়িনী, কল্যাণী, কর্ম্মফল-দায়িনী এবং ভক্তগণের প্রত্যক্ষমূর্ত্তি সেই ষষ্ঠীদেবীকে বার বার প্রণাম করি। ৬। যিনি সকলের সকল কর্ম্মে পূজ্যা, কার্ত্তিকেয় পত্নী দেবরক্ষণকারিণী ষষ্ঠীদেবী তাঁহাকে বার বার প্রণাম করি। ৭। যিনি শুদ্ধ সত্ত্বরূপা, মনুষ্যগণের সর্ব্বদা বন্দিত, হিংসা ক্রোধ বর্জ্জিত

ধনং দেহি প্রিয়াং দেহি পুত্রং দেহি সুরেশ্বরি।
ধর্ম্মং দেহি যশো দেহি ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥ ৯ ॥
দেহি ভূমিং প্রজাং দেহি বিদ্যাং দেহি সুপূজিতে।
কল্যাণঞ্চ জয়ং দেহি ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ। ১০ ॥
ইতি দেবীঞ্চ সংস্তূয় লেভে পুত্রং প্রিয়ব্রতঃ।
যশস্বিনঞ্চ রাজেন্দ্রং ষষ্ঠীদেবীপ্রসাদতঃ ॥ ১১ ॥
ষষ্ঠীস্তোত্রমিদং ব্রহ্মন্ যঃ শৃণোতি চ বৎসরম্।
অপুত্রো লভতে পুত্রং বরং সুচিরজীবিনম্ ॥ ১২ ॥
বর্ষমেকঞ্চ যা ভক্ত্যা সংস্তত্যেদং শৃণোতি চ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা মহাবন্ধ্যা প্রসূয়তে ॥ ১৩ ॥
বীরপুত্রঞ্চ গুণিনং বিদ্যাবন্তং যশস্বিনম্।
সা চিরায়ুষ্মন্তমেব ষষ্ঠীদেবী প্রসাদতঃ ॥ ১৪ ॥

ষষ্ঠীদেবী তাঁহাকে প্রণাম করি। ৮। হে সুরেশ্বরি, ধন দাও প্রিয় পত্নী দাও পুত্র দাও, ধর্ম্ম দাও যশ দাও আমি ষষ্ঠীদেবীকে বার বার প্রণাম করি। ৯। হে সুপূজিতে! ভূমি দাও সন্ততি দাও বিদ্যা দাও কল্যাণ ও জয় দাও, আমি এই সকলের দাত্রী ষষ্ঠীদেবীকে বার বার প্রণাম করি। ১০। প্রিয়ব্রত রাজা এইরূপে ষষ্ঠীদেবীকে স্তব করিয়া ষষ্ঠীদেবীর অনুগ্রহে যশস্বী রাজকুমার লাভ করিয়াছিলেন। ১১। হে ব্রাহ্মণ! যে ব্যক্তি এই ষষ্ঠীস্তোত্র সংবৎসর কাল শ্রবণ করে সে অপুত্র হইলে চিরজীবি শ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ করে। ১২। যে স্ত্রীলোক এক বৎসর ইহা ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিয়া শ্রবণ করে সে মহাবন্ধ্যা হইলেও সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া ষষ্ঠীদেবীর অনুগ্রহে বীর, গুণী, বিদ্যা-বান, যশস্বী চিরায়ু পুত্র লাভ করে। ১৩। ১৪। যে নারী কাকবন্ধ্যা

বীজস্যান্তরিবাঙ্কুরো জগদিদং প্রাঙ্‌নির্ব্বিকল্পং পুন-
র্মায়াকল্পিতদেশকালকলনাবৈচিত্র্যচিত্রীকৃতম্।
মায়াবীব বিজৃম্ভয়ত্যপি মহাযোগীব যঃ স্বেচ্ছয়া।
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ২

যস্যৈব স্ফুরণং সদাত্মকমসৎকল্পার্থকং ভাসতে।
সাক্ষাৎ তত্ত্বমসীতি বেদবচসা যো বোধয়ত্যাশ্রিতান্‌।
যৎসাক্ষাৎকরণাদ্ভবেন্ন পুনরাবৃত্তির্ভবাম্ভোনিধৌ
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৩

তাৎপর্য্য—দর্পণ মধ্যে যেরূপ নগরী দৃষ্ট হয় অর্থাৎ দর্পণে বাস্তবিক নগরের সত্তা না থাকিলেও যেরূপ প্রতিবিম্বিত হয়, আত্মাতে বিশ্ব তদ্রূপ প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, কিন্তু মায়া কর্ত্তৃক স্বপ্নবৎ স্বতন্ত্র নগরী তুল্য বিশ্ব পৃথক্ অনুভূত হয়। জাগরণ বা জ্ঞানের উদয়ে স্বপ্ন বা স্বতন্ত্র বিশ্ব অপগত হইয়া আত্মারই অদ্বয় প্রতীতি হয়; সেই অদ্বিতীয় আত্মাকে যিনি দর্শন করেন সেই গুরুমূর্ত্তি দক্ষিণামূর্ত্তিকে প্রণাম।

বীজের মধ্যে যেরূপ অঙ্কুর নিহিত থাকে তদ্রূপ প্রথমে নির্ব্বিকল্প (নাম রূপাদি বর্জ্জিত) এবং পরে মায়া কর্ত্তৃক দেশ কাল আদি বিচিত্রতায় চিত্রীকৃত জগৎ ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় মহাযোগীবৎ স্বীয় ইচ্ছায় নানারূপে যিনি প্রকাশিত করেন সেই গুরুমূর্ত্তি দক্ষিণামূর্ত্তিকে প্রণাম। ২।

যাঁহার সৎ স্বরূপ বিকাশ যেন প্রত্যক্ষ অসৎরূপে ভাসিত হইয়া থাকে, সেই আত্মাকে "তত্ত্বমসি" এই বেদ বাক্য দ্বারা যিনি

নানাচ্ছিদ্রঘটোদরস্থিতমহাদীপপ্রভাভাস্বরং
জ্ঞানং যস্য তু চক্ষুরাদিকরণদ্বারা বহিঃ স্পন্দতে।
জানামীতি তমেব ভান্তমনুভাত্যেতৎ সমস্তং জগৎ
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥৪

দেহপ্রাণমপীন্দ্রিয়াণ্যপি চলাং বুদ্ধিং চ শূন্যং বিদুঃ
স্ত্রীবালান্ধজড়োপমাস্তহমিতি ভ্রান্ত্যা ভৃশং বাদিনঃ।
মায়াশক্তিবিলাসকল্পিতমহাব্যামোহসংহারিণে
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৫

রাহুগ্রস্তদিবাকরেন্দুসদৃশো মায়াসমাচ্ছাদনাৎ
সন্মাত্রঃ করণোপসংহরণতো যোঽভূৎ সুষুপ্তঃ পুমান্।
প্রাগস্বাপ্সমিতি প্রবোধসময়ে যঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৬

শিষ্যগণকে বুঝাইয়া দেন—যে আত্মার সাক্ষাৎকার হইলে সংসার-সমুদ্রে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না—সেই গুরুমূর্ত্তি দক্ষিণামূর্ত্তিকে নমস্কার। ৩।

বহুছিদ্র বিশিষ্ট ঘট মধ্যস্থ মহাপ্রদীপ-প্রভাদীপ্ত যাঁহার জ্ঞান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় পথে বহিঃ স্পন্দিত হয়, আমি জানি সেই প্রকাশিতের (আত্মার) অনুপ্রকাশিত (পশ্চাৎ প্রকাশিত) এই জগৎ—এরূপ দক্ষিণামূর্ত্তিধারি গুরুমূর্ত্তিকে নমস্কার। ৪।

দেহ প্রাণ ইন্দ্রিয় চঞ্চলবুদ্ধি এ সমস্ত শূন্য, কিন্তু স্ত্রী বালক অন্ধ জড় তুল্য ভ্রান্ত জনগণ নিরন্তর আমি আমি বলিয়া থাকে, মায়াশক্তি বিলাসে কল্পিত যে মহামোহ তাহারই এই প্রভাব—সেই মোহকে যিনি সংহার করেন সেই দক্ষিণামূর্ত্তিধারী গুরুমূর্ত্তিকে নমস্কার। ৫।

রাহুগ্রস্ত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় মায়ার আচ্ছাদনে সন্মাত্র পুরুষ ইন্দ্রিয়,

বাল্যাদিষ্বপি জাগ্রদাদিষু তথা সর্ব্বাস্ববস্থাস্বপি
ব্যাবৃত্তাস্বনুবর্ত্তমানমহমিত্যন্তঃস্ফুরন্তং সদা।
স্বাত্মানং প্রকটীকরোতি ভজতাং যো মুদ্রয়া ভদ্রয়া
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৭

বিশ্বং পশ্যতি কার্য্যকারণতয়া স্বস্বামিসম্বন্ধতঃ
শিষ্যাচার্য্যতয়া তথৈব পিতৃপুত্রাদ্যাত্মনা ভেদতঃ।
স্বপ্নে জাগ্রতি বা য এব পুরুষো মায়াপরিভ্রামিত
স্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৮

গণের উপসংহারে সুষুপ্ত হইয়া—জগরণ কালে আমি ঘুমাইয়াছিলাম বলিয়া যাঁহার চৈতন্য থাকে সেই গুরুমূর্ত্তি দক্ষিণামূর্ত্তিকে নমস্কার। ৬।

বাল্যাদি (যৌবন, বার্দ্ধক্য) জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি সমস্ত অবস্থার ব্যাবৃত্তি কালেও যিনি অন্তঃস্ফুরিত থাকেন, ভজনাকারিগণের উৎকৃষ্ট মুদ্রা প্রদর্শন করত যিনি স্বকীয় আত্মার সাক্ষাৎকার করেন সেই গুরুমূর্ত্তি দক্ষিণামূর্ত্তিকে নমস্কার। ৭।

যিনি আত্মার ভেদ বুদ্ধিতে বিশ্বকে কার্য্যকারণরূপে অর্থাৎ স্বয়ং ও স্বামী, শিষ্য ও আচার্য্য, পিতা পুত্র এইরূপ পৃথক্‌রূপে দর্শন করেন এবং স্বপ্নে বা জাগরণে যে পুরুষ মায়া কর্ত্তৃক পরিভ্রামিত হন—সেই গুরুমূর্ত্তি দক্ষিণামূর্ত্তিকে নমস্কার। ৮।

ভূরম্ভাংস্যনলোঽনিলোঽম্বরমহর্নাথো হিমাংশুঃ পুমান্‌
ইত্যাভাতি চরাচরাত্মকমিদং যস্যৈব মূর্ত্ত্যষ্টকম্‌।
নান্যৎ কিঞ্চন বিদ্যতে বিমৃশতাং যস্মাৎ পরস্মাদ্বিভো-
স্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৯

সর্ব্বাত্মত্বমিতি স্ফুটীকৃতমিদং যস্মাদমুষ্মিংস্তবে
তেনাস্য শ্রবণাত্তদর্থমননাদ্ধ্যানাচ্চ সঙ্কীর্ত্তনাৎ।
সর্ব্বাত্মত্বমহাবিভূতিসহিতং স্যাদীশ্বরত্বং স্বতঃ
সিধ্যেৎ তৎপুনরষ্টধা পরিণতং চৈশ্বর্য্যমব্যাহতম্‌ ॥ ১০

বটবিটপিসমীপে ভূমিভাগে নিষণ্ণং
সকলমুনিজনানাং জ্ঞানদাতারমারাৎ।
ত্রিভুবনগুরুমীশং দক্ষিণামূর্ত্তিদেবং
জননমরণদুঃখচ্ছেদদক্ষং নমামি ॥ ১১

ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, সূর্য চন্দ্র, পুরুষ (যজমান) চরাচর ব্যাপী যাঁহার এই অষ্টমূর্ত্তি প্রকাশিত হয়, বিচারকারিগণের যে পরম বিভু ভিন্ন আর কিছু নাই—সেই গুরুমূর্ত্তি দক্ষিণামূর্ত্তিকে নমস্কার। ৯

যেহেতু এই স্তবে সর্ব্ব-আত্মত্ব স্ফুরিত হইল তাহাতে ইহার শ্রবণ অর্থমনন (অর্থ চিন্তা) ধ্যান ও সঙ্কীর্ত্তনে সর্ব্বাত্মত্ব মহাবিভূতি সহিত ঈশ্বরত্ব ও স্বতঃ (আপনা হইতে) অষ্ট ঐশ্বর্য্য (অণিমাদি) অব্যাহত রূপে লাভ হইবে। ১০

বটবৃক্ষ সমীপে ভূমিতলে আসীন, সকল মুনিজনকে জ্ঞানদাতা, ত্রিভুবনগুরু, ঈশ্বর, জন্ম মৃত্যু বিনাশদক্ষ, দক্ষিণামূর্ত্তি দেবকে নমস্কার করি। ১১

চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ ॥ ১২

ওঁ নমঃ প্রণবার্থায় শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্ত্তয়ে।
নির্ম্মলায় প্রশান্তায় দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ ॥ ১৩

নিধয়ে সর্ব্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিণাম্।
গুরবে সর্ব্বলোকানাং দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ ॥ ১৪

মৌনব্যাখ্যাপ্রকটিতপরব্রহ্মতত্ত্বং যুবানং
বর্ষিষ্ঠান্তেবসদৃষিগণৈরাবৃতং ব্রহ্মনিষ্ঠৈঃ।
আচার্য্যেন্দ্রং করকলিতচিন্মুদ্রমানন্দরূপং
স্বাত্মারামং মুদিতবদনং দক্ষিণামূর্ত্তিমীড়ে ॥ ১৫

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং
দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

ইহা বড় বিচিত্র যে বটতরুর তলে শিষ্যরা বৃদ্ধ এবং গুরু যুবা। * এবং গুরু মৌন অবস্থিত এবং শিষ্যগণের সর্ব্ব সংশয় ছেদ হইয়াছে। ১২।

প্রণবার্থ স্বরূপ শুদ্ধ জ্ঞানমাত্র মূর্ত্তিস্বরূপ নির্ম্মল প্রশান্ত দক্ষিণামূর্ত্তিকে নমস্কার করি। ১৩।

সর্ব্ব বিদ্যার নিধান ভবরোগীগণের ভিষক্ (চিকিৎসক), সর্ব্ব লোকের গুরু দক্ষিণামূর্ত্তিকে নমস্কার ॥ ১৪।

যিনি মৌন ভাবে আসীন থাকিয়া পরব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত করিতেছেন, ব্রহ্মনিষ্ঠ বৃদ্ধঋষিগণাবৃত, যুবা, আচার্য্যশ্রেষ্ঠ, হস্তে জ্ঞান-মুদ্রা জপকারী আনন্দস্বরূপ স্বাত্মারাম, মুদিতবদন সেই দক্ষিণা-মূর্ত্তিকে নমস্কার (পূজা) করি। ১৫।

ইতি দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্র সমাপ্ত।

---

* শিষ্যগণ নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া এবং নানা বিষয় [illegible] বৃদ্ধ হইয়াছেন গুরুসর্ব্ববেত্তা যুবা।

শ্রীপুরুষসূক্তমন্ত্রঃ।

(ষোড়শোপচারেণ বৈদিকপূজা)।

ওঁ সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং সর্ব্বতোবৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।
উতামৃতত্বেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২।
ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎপুনঃ
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎসাশনানশনে অভি ॥ ৩ ॥

সেই অনন্ত মস্তক, অনন্ত চক্ষু. অনন্তপদ পুরুষ এই সমগ্র বিশ্ব সর্ব্বতোভাবে ব্যাপিয়া সর্ব্বজীবের নাভির উর্দ্ধ দশাঙ্গুলি পরিমিত স্থানে অর্থাৎ হৃদয়ে বিরাজমান আছেন। ১। (এই মন্ত্রে মহাপুরুষের আবাহন কর্ত্তব্য)

(সেই) পুরুষই এই বর্ত্তমান কালীন পরিদৃশ্যমান জগৎ, এবং অতীত কালীন ও ভবিষ্যৎ কালীন সমস্ত সেই পুরুষ. আরও অন্নাদি ভক্ষণে যে জীব পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করে তাহাও (সেই) পুরুষ এবং মোক্ষদাতাও সেই পুরুষ হন ।২। (এই মন্ত্রে আসনদান কর্ত্তব্য)।

(এই) পুরুষের উক্ত প্রকার সর্ব্বদেশকালব্যাপিত্ব ও মোক্ষদাতৃত্ব মহিমা আছে, এই নিমিত্ত এই পুরুষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চরাচরাত্মক সমস্ত বিশ্ব পুরুষের এক পাদ (অংশ) অন্য তিন পাদ ঋক্ যজু সামাত্মক স্বর্গে অমৃত বা মোক্ষের দ্বার স্বরূপ আছেন। (এই মন্ত্রে পাদ্য দানীয়)।৩

এতাবানস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতংদিবি॥ ৪

ততো বিরাড়জায়ত বিরাজোঽধিপুরুষঃ।
স জাতোঽত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথোপুরঃ॥ ৫

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে॥ ৬॥

এই চতুষ্পাদ লক্ষণাক্রান্ত পুরুষের যিনি ত্রিপাৎ—ঋক্ যজু সামাত্মক পুরুষ, তিনি কর্ম্মবদ্ধ স্থাবির জঙ্গমাদির উপরে ভগবান্ আদিত্যরূপে অভ্যুদিত হইলেন, এই পুরুষের চতুর্থ পাদ (অংশ) কর্ম্মের অধিকারী ও অনধিকারী জীবগণের শরীর ব্যাপিয়া হিরণ্যগর্ভ রূপে অবস্থান করিয়াছিলেন, অনন্তর সেই পুরুষ সমস্ত বিশ্বব্যাপী হইলেন (এই মন্ত্রে অর্ঘ্য দান কর্ত্তব্য)॥ ৪।

সেই হিরণ্যগর্ভ পুরুষ হইতে ব্রহ্মা জন্মিলেন, ব্রহ্মা হইতে মনু জন্মিলেন সেই মনু পুরুষ অগ্রে এবং পশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর অতিরিক্ত অর্থাৎ অধিক হইয়াছিলেন॥ ৫। (এই মন্ত্রে পুরুষকে আচমনীয় জল দান কর্ত্তব্য)।

সেই চতুষ্পাদ লক্ষণ সর্ব্বযজ্ঞ স্বরূপ যজ্ঞ পুরুষ হইতে আজ্য (দধি মিশ্রিত হবি) উৎপন্ন হইয়াছিল সেই উৎপন্ন হবি বায়ুদৈবত—গ্রাম্য এবং আরণ্য পশুগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন॥৬। (এই মন্ত্রে পুরুষকে স্নানীয় জল দিতে হয়)।

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে ।
ছন্দাংসি যজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৭

তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ ।
গাবোহজজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজা বয়ঃ ॥ ৮ ॥

তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যাশ্চ ঋষয়শ্চ যে ॥ ৯ ॥

যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্ ।
মুখং কিমস্যাসীৎ কিং বাহূ কিমূরু পাদা উচ্যেতে ॥ ১০ ॥

সেই সর্ব্বয়জ্ঞস্বরূপ যজ্ঞ পুরুষ হইতে ঋক্ ও সাম বেদ জন্মিয়াছিলেন, গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ জন্মিয়াছিল এবং পুরুষ হইতে যজুর্বেদ সকল জন্মিয়াছিল ॥ ৭ । (এই মন্ত্রে আচ্ছাদন দান করা কর্ত্তব্য)।

সেই সর্ব্বযজ্ঞ স্বরূপ যজ্ঞ পুরুষ হইতে অশ্বগণ এবং দুই পাটী দন্ত বিশিষ্ট পশুগণ জন্মিয়াছিল, সেই যজ্ঞপুরুষ হইতে গো, ছাগ এবং মেষ জন্মিয়াছিল ॥ ৮ । (এই মন্ত্রে যজ্ঞপুরুষকে যজ্ঞোপবীত দান কর্ত্তব্য)।

যজ্ঞ-সাধন-ভূত সেই অগ্রেজাত যজ্ঞময় পুরুষকে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, সাধ্যগণ ও ঋষিগণ কুশে প্রোক্ষণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ যজ্ঞ পুরুষকে প্রোক্ষণাদি সংস্কারে সংস্কৃত করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞসাধনভূত পুরুষ দ্বারা তাঁহারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥ ৯ । (এই মন্ত্রে পুরুষকে গন্ধ দান কর্ত্তব্য)।

দেবাদি যে যজ্ঞপুরুষকে প্রোক্ষণাদি সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত ॥ ১১ ॥
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যোঽজায়ত।
শ্রোত্রাদ্বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত ॥ ১২ ॥
নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দ্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকানকল্পয়ন্ ॥ ১৩ ॥
যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত
বসন্তোঽস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ১৪ ॥

ছিলেন তাঁহাকে কত প্রকারে বিভাগ করিয়াছিলেন? পুরুষের মুখ বাহু উরু পাদ কি হইয়াছিল? ১১। (এই মন্ত্রে পুষ্প দান কর্ত্তব্য)।

ব্রাহ্মণ এই পুরুষের মুখ হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয় ইঁহার বাহুদ্বয় হইয়াছিল, ইঁহার উরুদ্বয় বৈশ্য হইয়াছিল এবং শূদ্র ইঁহার পদ হইয়াছিল ॥ ১১। (এই মন্ত্রে পুরুষের ধূপ দান কর্ত্তব্য)।

এই পুরুষের মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য্য, কর্ণ হইতে বায়ু এবং প্রাণাদি পঞ্চবায়ু এবং মুখ হইতে অগ্নি জন্মিয়াছিল ॥ ১২। (এই মন্ত্রে যজ্ঞ পুরুষকে দীপ দান কর্ত্তব্য)।

এই পুরুষের নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, পদদ্বয় হইতে পৃথিবী এবং কর্ণ হইতে দিক্ সকল উৎপন্ন হইয়াছিল, এই পুরুষ দেব মনুষ্যাদি সমস্ত লোক কল্পনা করিয়াছিলেন ॥ ১৩। (এই মন্ত্রে মহাপুরুষকে নৈবেদ্য দান কর্ত্তব্য)।

দেবগণ যে পুরুষ অর্থাৎ যে যজ্ঞসাধনভূত ঘৃত কিংবা যে পশুভূত যজ্ঞসাধন পুরুষ দ্বারা যজ্ঞ সাধন করিয়াছিলেন, বসন্ত সেই যজ্ঞের ঘৃত, গ্রীষ্ম সেই যজ্ঞের সমিধ্ (যজ্ঞকাষ্ঠ) এবং শরৎ সেই যজ্ঞের পুরোডাশ্ (পিষ্টক) হইয়াছিল ॥ ১৪। (এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হয়)।

সপ্তাস্যাসন্ পরিধয় স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ
দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্॥ ১৫॥
যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণিপ্রথমান্যাসন্
তেহনাকং মহিমানং স চন্ত যত্রপূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তিদেবাঃ॥১৬॥

দেবগণ যে যজ্ঞে পশুভূত যজ্ঞ পুরুষকে বধ করিয়াছিলেন, লবণাদি সপ্ত সমুদ্র বা ভূরাদি সপ্তলোক যেই যজ্ঞ ভূমির বেষ্টন হইয়াছিল, একবিংশতি সংখ্যক গায়ত্রীউষ্ণিক্ আদি ছন্দ সেই যজ্ঞের সমিধ্ বিহিত হইয়াছিল॥ ১৫। (এই মন্ত্রে পুরুষকে প্রদক্ষিণ করিতে হয়)।

ইন্দ্রাদি দেবতারা যজ্ঞসাধনভূত পুরুষ অথবা হবিরাদি দ্বারা যজ্ঞ পুরুষকে পূজা করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত যজ্ঞসাধনরূপ স্বর্গজনক ধর্ম্মকর্ম্ম প্রথম হইয়াছিল, এই হেতু যে স্বর্গে পূর্ব্বে আদিভূত দেব সাধ্য প্রভৃতি বর্ত্তমান ছিলেন, ব্রাহ্মণগণ এইরূপে যজ্ঞ করিয়া সেই স্বর্গে গমন করিলেন॥ ১৬। (এই মন্ত্রে হে ভগবন্ যজ্ঞপুরুষ আপনি স্বর্গে গমন করুন এই বলিয়া বিসর্জ্জন করিতে হয়)।

ইতি শ্রীপুরুষসূক্ত সমাপ্ত।

সমাপ্ত।

স্তোত্ররত্নমালা

দ্বিতীয় ভাগ।

উপমন্যুকৃতং শিবস্তোত্রম্।

জয় শঙ্কর পার্ব্বতীপতে মৃড় শম্ভো শশিখণ্ডমণ্ডন।
মদনান্তক ভক্তবৎসল প্রিয়কৈলাস দয়াসুধাম্বুধে ॥ ১
সদুপায়কথাস্বপণ্ডিতো হৃদয়ে দুঃখশরেণ খণ্ডিতঃ
শশিখণ্ড-শিখণ্ড-মণ্ডনং শরণং যামি শরণ্যমীশ্বরম্ ॥ ২
মহতঃ পরিতঃ প্রসর্পতস্তমসো দর্শনভেদিনোভিদে।
দিননাথ ইব স্বতেজসা হৃদয়ব্যোম্নি মনাগুদেহিনঃ ॥ ৩

হে পার্বতীপতি মৃড় শম্ভু শশিভূষণ মদনান্তক ভক্তবৎসল কৈলাসপ্রিয়, দয়ানিধি শঙ্কর তোমার জয় হউক। ১।

আমি সদুপায়ের কথাতে বিমুখ, (সে নিমিত্ত) আমার হৃদয় দুঃখরূপবাণে বিদ্ধ হইতেছে; (সুতরাং) আমি আশ্রয়ণীয় শশাঙ্ক শেখর মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম। ২।

দৃষ্টিবৈষম্যজনক চতুর্দ্দিকে—প্রসর্পণশীল অতি মহৎ তমোগুণের নাশের নিমিত্ত, আমার হৃদাকাশে সূর্য্যের ন্যায় নিজ তেজে একবার উদিত হও। ৩

ন বয়ং তব চর্ম্মচক্ষুষা পদবীমপ্যপবীক্ষিতুং ক্ষমাঃ
কৃপয়াভয়দেন চক্ষুষা সকলেনেশ বিলোকয়াশু নঃ ॥ ৪
ত্বদনুস্মৃতিরেব পাবনী স্তুতিযুক্তা নহি বক্তুমীশ সা
মধুরং হি পয়ঃ স্বভাবতো ননু কীদৃক্ সিতশর্করান্বিতম্ ॥ ৫
সবিষোঽপ্যমৃতায়তে ভবাঞ্ছবমুণ্ডাভরণোঽপি পাবনঃ।
ভব এব ভবান্তকঃ সতাং সমদৃষ্টির্বিষমেক্ষণোঽপি সন্ ॥ ৬
অপি শূলধরো নিরাময়ো দৃঢ়বৈরাগ্যরতোঽপি রাগবান্।
অপি ভৈক্ষ্যচরো মহেশ্বরশ্চরিতং চিত্রমিদং হি তে প্রভো ॥
বিতরত্যভিবাঞ্ছিতং দৃশা পরিদৃষ্টঃ কিল কল্পপাদপঃ।
হৃদয়ে স্মৃত এব ধীমতে নমতেঽভীষ্টফলপ্রদো ভবান্ ॥ ৮

কিন্তু আমি এই চর্ম্মচক্ষুতে তোমার মার্গ দর্শন করিতে শক্ত হইব না, কৃপাপূর্ব্বক সম্পূর্ণ অভয়দায়ক চক্ষুতে একবার শীঘ্র আমাকে দর্শন কর। ৪

হে ঈশ, তোমার অনুধ্যানই পবিত্রতা কারক, তাহা আবার স্তুতিযুক্ত হইলে যে কি মহিমান্বিত হয় তাহা বলিতে পারি না; দুগ্ধ স্বভাবতঃ মধুর, চিনি মিছরি যুক্ত হইলে কত মধুর হয়? ৫

তুমি বিষধারক হইয়াও অমৃত হইয়াছ, শবমুণ্ডের আভরণ ধারণ করিয়াও পাবন হইয়াছে, ভব হইয়াও, সাধুগণের ভব (উৎপত্তি) নাশক এবং সমদৃষ্টি হইয়াও বিষমেক্ষণ (অযুগ্মনেত্র) হইয়াছ। ৬

তুমি শূলধর হইয়াও ব্যাধিশূন্য, দৃঢ় বৈরাগ্যশীল হইয়াও অনুরাগবান্ (ভক্তের প্রতি) এবং ভৈক্ষ্যচর হইয়াও মহেশ্বর; হে প্রভো তোমার ইহা কি চরিত? ৭

যদি চক্ষুতে (জ্ঞানে) দৃষ্ট হও, তাহা হইলে কল্পতরুর ন্যায়

সহসৈব ভুজঙ্গপাশবান্ বিনিগৃহ্লাতি ন যাবদন্তকঃ।
অভয়ং কুরুতাবদাশু মে গতজীবস্য পুনঃ কিমৌষধৈঃ॥ ৯
সবিষৈরিব ভীমপন্নগৈর্বিষয়ৈরেভিরলং পরিক্ষতম্
অমৃতৈরিব সংভ্রমেণ মামভিষিঞ্চাশু দয়াবলোকনৈঃ॥ ১০
মুনয়োবহবোঽস্য ধন্যতাং গমিতাঃ স্বাভিমতার্থদর্শিনঃ।
করুণাকর যেন তেন মামবসন্নং ননু পশ্য চক্ষুষা॥ ১১
প্রণমাম্যথ যামি চাপরং শরণং কং কৃপণাভয়প্রদম্।
বিরহীব বিভো প্রিয়াময়ং পরিপশ্যামি ভবন্ময়ং জগৎ॥ ১২

বাঞ্ছিত ফল প্রদান কর, এবং হৃদয়ে স্মৃত হইলে ধীমান্ প্রণতকে অভীষ্ট ফল প্রদান কর॥ ৮

ভুজঙ্গপাশধারী যম যাবৎ সহসা আমাকে বিশেষরূপে নিগ্রহ না করে তাবৎকালে আমাকে অভয় দান কর, জীবন গত হইলে আর ঔষধে কি হইবে? ৯

আমি ভয়ানক বিষধর সর্পের ন্যায় এই সমস্ত বিষয় কর্তৃক পরিক্ষত (ক্ষতবিক্ষত) হইয়াছি; কৃপাদৃষ্টিতে অমৃতের ন্যায় শীঘ্র আমাকে অভিষিক্ত কর॥ ১০

হে করুণার আকর! বহু মুনিজনকে যে কৃপানেত্রে স্বাভীষ্ট ফলদর্শনে ধন্য করিয়াছ আমি অবসন্ন, অদ্য আমাকে সেই নেত্রে দর্শন কর॥ ১১

আমি তোমাকে প্রণাম করি, দীনের অভয় দাতা তুমি, তোমা ছাড়া আমি আর কাহার শরণ লইব, হে বিভো! বিরহী যেরূপ সর্ব্ববস্তুকেই প্রিয়াময় দর্শন করে আমি তদ্রূপ তোমাময় জগৎ দর্শন করিতেছি॥ ১২

বহবো ভবতানুকম্পিতাঃ কিমিতীশান ন মানুকম্পসে
দধতা কিমু মন্দরাচলং পরমাণুঃ কমঠেন দুর্ধরঃ ॥ ১৩
অশুচিং যদি মানুমন্যসে কিমিদং মূর্ধ্নি কপালদাম তে।
উত শাঠ্যমসাধুসঙ্গিনং বিষলক্ষ্মাসি ন কিং দ্বিজিহ্বধৃক্ ॥ ১৪
ক্ক দৃশং বিদধামি কিং করোম্যনুতিষ্ঠামি কথং ভয়াকুলঃ।
ক্ক নু তিষ্ঠসি রক্ষ রক্ষ মাময়ি শম্ভো শরণাগতোঽস্মি তে ॥ ১৫
বিলুঠাম্যবনৌ কিমাকুলঃ কিমুরো হন্মি শিরচ্ছিনদ্মি বা।
কিমু রোদিমি রারটীমি কিং কৃপণং মাং ন যদীক্ষসে প্রভো ॥ ১৬
শিব সর্ব্বগ শর্ব শর্ম্মদ প্রণতোদেব দয়াং কুরুষ্ব মে।
নম ঈশ্বর নাথ দিক্‌পতে পুনরেবেশ নমো নমোঽস্তু তে ॥ ১৭

তুমি ত অনেককে অনুকম্পা করিয়াছ, তবে কেন আমাকে অনুগ্রহ করিতেছ না? কূর্ম্মাবতার মন্দর পর্ব্বত ধারণ করিয়া পরমাণু ধারণ করিতে কি অশক্ত হইবেন? ১৩

যদি আমাকে অশুচি মনে কর, তোমার মস্তকে মড়ার মাথার মালা রহিয়াছে, যদি আমাকে শঠ ও অসাধু সংসর্গী মনে কর, তুমি সর্পধারণ করিয়া কি বিষচিহ্ন ধারণ কর নাই? ১৪

ভয়াকুল আমি, কোথায় দেখি, কি করি, কি বা অনুষ্ঠান করি, এবং কোথায় বা থাকি, হে শম্ভো! আমায় রক্ষা কর রক্ষা কর। আমি তোমার শরণাগত ॥ ১৫

আকুল হইয়া আমি ভূমিতে লুণ্ঠিত হইব, না বক্ষে করাঘাত করিব, না মাথা কুটিব, না ক্রন্দন করিব, না পুনঃ পুনঃ রোদন করিব, যে দীন আমি, আমাকে তুমি দেখিতেছ না প্রভু ॥ ১৬

হে শিব, হে সর্ব্বগামিন্ হে শর্ব্ব, হে শর্ম্মদায়ক আমি তোমায়

শরণং তরুণেন্দুশেখরঃ শরণং মে গিরিরাজকন্যকা।
শরণং পুনরেব তাবুভৌ শরণং নান্যদুপৈমি দৈবতম্॥ ১৮
উপমন্যুকৃতং স্তবোত্তমং জপতঃ শম্ভুসমীপবর্ত্তিনঃ।
অভিবাঞ্ছিতভাগ্যসম্পদঃ পরমায়ুঃ প্রদদাতি শঙ্করঃ॥ ১৯
উপমন্যুকৃতং স্তবোত্তমং প্রজপেদ্ যস্তু শিবস্য সন্নিধৌ।
শিবলোকমবাপ্য সোঽচিরাৎ সহ তেনৈব শিবেন মোদতে॥ ২০

ইতি উপমন্যুকৃতং শিবস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

—:০:—

লিঙ্গাষ্টক-স্তোত্রম্।

ব্রহ্মমুরারিসুরার্চ্চিতলিঙ্গং নির্ম্মলভাসিতশোভিতলিঙ্গং।
জন্মজদুঃখবিনাশকলিঙ্গং তৎপ্রণমামি সদাশিবলিঙ্গম্॥ ১

প্রণাম করি; দেব! আমাকে দয়া কর; হে ঈশ্বর, হে নাথ! হে দিক্‌পতি তোমাকে নমস্কার করি, হে ঈশ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি॥ ১৭

আমি কিশোর চন্দ্রশেখরের শরণ লইলাম, আমি গিরিরাজ-কন্যার শরণ লইলাম; আবার পুনর্ব্বার তাঁহাদের উভয়েরই শরণ লইলাম। আমি অন্য দেবতাকে আশ্রয় করিব না॥ ১৮

শম্ভুসকাশে অবস্থিত হইয়া উপমন্যুকৃত এই উৎকৃষ্ট স্তব জপ (পাঠ) করিলে, শঙ্কর বাঞ্ছিত ভাগ্য সম্পদ্ পরমায়ু দান করেন॥ ১৯

যে শিব-সন্নিধানে এই উপমন্যুকৃত উত্তম স্তব জপ (পাঠ) করে, সে শিবলোক লাভ করিয়া অচিরে শিবের সহিত বিরাজ করে॥ ২০

ইতি উপমন্যুকৃত শিবস্তোত্র সমাপ্ত।

ব্রহ্মাবিষ্ণু এবং দেবগণ যে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করেন, যে শিব-

দেবমুনিপ্রবরার্চ্চিতলিঙ্গং কামদহং করুণাকরলিঙ্গম্।
রাবণদর্পবিনাশনলিঙ্গং তৎপ্রণমামি সদাশিবলিঙ্গম্॥ ২
সর্ব্বসুগন্ধিসুলেপিতলিঙ্গং বুদ্ধিবিবর্দ্ধন-কারণলিঙ্গম্।
সিদ্ধসুরাসুরবন্দিতলিঙ্গং তৎপ্রণমামি সদাশিবলিঙ্গম্॥ ৩
কনকমহামণিভূষিতলিঙ্গং ফণিপতিবেষ্টিতশোভিতলিঙ্গম্।
দক্ষসুযজ্ঞবিনাশনলিঙ্গং তৎ প্রণমামি সদাশিবলিঙ্গম্॥ ৪
কুঙ্কুমচন্দনলেপিতলিঙ্গং পঙ্কজহারসুশোভিতলিঙ্গম্।
সঞ্চিতপাপবিনাশনলিঙ্গং তৎ প্রণমামি সদাশিবলিঙ্গম্॥ ৫

লিঙ্গ নির্ম্মলদীপ্তিতে শোভিত এবং যিনি জন্মজনিত সমস্ত দুঃখের বিনাশক সেই সদাশিবলিঙ্গকে আমি প্রণাম করি॥ ১

দেবেন্দ্র এবং মুনীন্দ্রগণ যে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করেন, যিনি কামদেবের ভস্মকারক ও করুণার আকর এবং রাবণের দর্প বিনাশন সেই সদাশিবলিঙ্গকে (অথবা শিবলিঙ্গকে সর্ব্বদা) প্রণাম করি॥ ২

যে শিবলিঙ্গকে সর্ব্বপ্রকার সুগন্ধ দ্রব্যে বিলেপন করে, যিনি বুদ্ধিবিবর্দ্ধনকারী এবং সমস্ত সিদ্ধ সুরাসুর-পূজিত সেই সদা শিবলিঙ্গকে আমি প্রণাম করি॥ ৩

যে শিবলিঙ্গ সুবর্ণ এবং মহারত্নে ভূষিত, যে শিবলিঙ্গ ফণীন্দ্র-বেষ্টিত হইয়া শোভা ধারণ করেন এবং যিনি দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিয়াছেন, সেই সদাশিবলিঙ্গকে আমি প্রণাম করি॥ ৪

যে শিবলিঙ্গ কুঙ্কুম চন্দনে বিলেপিত, যিনি পদ্মের মালায় সুশোভিত, যে শিবলিঙ্গ সঞ্চিত পাপসমূহ বিনাশ করেন সেই সদাশিবলিঙ্গকে আমি প্রণাম করি॥ ৫

লিঙ্গাষ্টক-স্তোত্রম্।

দেবগণার্চ্চিতসেবিতলিঙ্গং ভাবৈর্ভক্তিভিরেব চ লিঙ্গম্।
দিনকরকোটিপ্রভাকরলিঙ্গং তৎ প্রণমামি সদাশিবলিঙ্গম্॥
অষ্টদলোপরি বেষ্টিতলিঙ্গং সর্ব্বসমুদ্ভবকারণলিঙ্গম্।
অষ্টদারিদ্রাবিনাশিতলিঙ্গং তৎপ্রণমামি সদাশিবলিঙ্গম্॥ ৭
সুরগুরুসুরবনপূজিতলিঙ্গং সুরবনপুষ্পসদার্চ্চিতলিঙ্গম্।
পরাৎপরং পরমাত্মকলিঙ্গং তৎপ্রণমামি সদাশিবলিঙ্গম্॥ ৮
লিঙ্গাষ্টকমিদং পুণ্যং যঃ পঠেচ্ছিবসন্নিধৌ।
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে॥ ৯

ইতি লিঙ্গাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্।

—:*:—

দেবগণ যে শিবলিঙ্গকে সেবা ও অর্চ্চনা করেন, এবং বিশুদ্ধ ভাব ও ভক্তিতে যাহার পূজা হয়, সেই কোটি-সূর্য্যতুল্য দীপ্তিমান্ সদাশিবলিঙ্গকে আমি প্রণাম করি॥ ৬

যে শিবলিঙ্গ অষ্টদলপদ্মোপরি শোভিত, যিনি সকলের উৎপত্তির কারণ এবং যিনি অষ্টপ্রকার দারিদ্র্য নাশ করেন সেই সদাশিব-লিঙ্গকে আমি প্রণাম করি॥ ৭

দেবগুরু বৃহস্পতি ও ইন্দ্র যে শিবলিঙ্গের পূজা করেন, নন্দন কাননের কুসুমে যাঁহার অর্চ্চনা হয়, যিনি শ্রেষ্ঠ হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমাত্মস্বরূপ সেই সদাশিবলিঙ্গকে আমি প্রণাম করি॥ ৮

এই পবিত্র লিঙ্গাষ্টকস্তোত্র যে ব্যক্তি শিব-সন্নিধানে পাঠ করেন তিনি শিবলোক প্রাপ্ত হইয়া শিবের সহিত আনন্দে বিরাজ করেন॥৯

ইতি লিঙ্গাষ্টকস্তোত্র সমাপ্ত।

হরিহর-স্তোত্রম্

গোবিন্দ মাধব মুকুন্দ হরে মুরারে
শম্ভো শিবেশ শশিশেখর শূলপাণে।
দামোদরাচ্যুত জনার্দ্দন বাসুদেব
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ১

গঙ্গাধরান্ধকরিপো হর নীলকণ্ঠ
বৈকুণ্ঠ কৈটভরিপো কমঠাব্জপাণে
ভূতেশ খণ্ডপরশো মৃড় চণ্ডিকেশ
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ২

বিষ্ণো নৃসিংহ মধুসূদন চক্রপাণে
গৌরীপতে গিরিশ শঙ্কর চন্দ্রচূড় ।
নারায়ণাসুরনিবর্হণ শার্ঙ্গপাণে
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ৩

(যমরাজ স্বীয় দূতগণকে বলিয়াছেন) হে দূতগণ যাঁহারা সর্ব্বদা গোবিন্দ, মাধব, মুকুন্দ, হরি, মুরারি, শম্ভু, শিব, ঈশ, শশিশেখর শূলপাণি, দামোদর, অচ্যুত, জনার্দ্দন, বাসুদেব বলিয়া কীর্ত্তন করেন তোমরা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। (আমার অধিকার নাই সুতরাং ত্যাগ করিবে।) ১

যাঁহারা সর্ব্বদা গঙ্গাধর, অন্ধক-(অসুর) রিপু, হর, নীলকণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ, কৈটভরিপু, কমঠ, পদ্মপাণি, ভূতেশ, খণ্ডপরশু, মৃড়, চণ্ডিকেশ, বলিয়া কীর্ত্তন করেন, হে দূতগণ তোমরা তাঁহাদিগকে (আমার অধিকার নাই বলিয়া) ত্যাগ করিবে। ২

যাঁহারা সর্ব্বদা বিষ্ণু, নৃসিংহ, মধুসূদন, চক্রপাণি, গৌরীপতি,

মৃত্যুঞ্জয়োগ্র বিষমেক্ষণ কামশত্রো
শ্রীকান্ত পীতবসনাম্বুদনীল শৌরে।
ঈশান কৃত্তিবসন ত্রিদশৈকনাথ
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্তত মামনন্তি॥ ৪
লক্ষ্মীপতে মধুরিপো পুরুষোত্তমাদ্য
শ্রীকণ্ঠ দিগ্বসন শান্ত পিনাকপাণে
আনন্দকন্দ ধরণীধব পদ্মনাভ
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্তত মামনন্তি॥ ৫
সর্ব্বেশ্বর ত্রিপুরসূদন দেবদেব
ব্রহ্মণ্যদেব গরুড়ধ্বজ শঙ্খপাণে।
ত্র্যক্ষোরগাভরণ বালমৃগাঙ্কমৌলে
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্তত মামনন্তি॥ ৬

গিরিশ, শঙ্কর, চন্দ্রচূড়, নারায়ণ, অসুর-নিবর্হণ (বিনাশন) শার্ঙ্গপাণি বলিয়া কীর্ত্তন করেন, হে দূতগণ তোমরা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। ৩

(যমরাজ উপদেশ দেন)—হে দূতগণ, যাঁহারা সর্ব্বদা মৃত্যুঞ্জয় উগ্র, বিষমেক্ষণ, কামশত্রু, শ্রীকান্ত, পীতবসন, অম্বুদনীল (মেঘ-শ্যাম), শৌরি, ঈশান, কৃত্তিবসন, ত্রিদশৈকনাথ (দেবপতি), বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তোমরা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। ৪

(যমরাজ উপদেশ দেন)—হে দূতদণ, যাঁহারা সর্ব্বদা লক্ষ্মীপতি মধুরিপু, পুরুষোত্তম, আদ্য, শ্রীকণ্ঠ, দিগ্বসন, শান্ত, পিনাকপাণি, আনন্দকন্দ, ধরণীধর (পর্ব্বতধারী), পদ্মনাভ, বলিয়া কীর্ত্তন করেন তোমরা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। ৫

(যমরাজ উপদেশ দেন)—হে দূতগণ, যাঁহারা সর্ব্বদা সর্ব্বেশ্বর,

শ্রীরাম রাঘব রামেশ্বর রাবণারে
ভূতেশ মন্মথরিপো প্রমথাধিনাথ
চাণূরমর্দ্দন হৃষীকপতে মুরারে
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥৭

শূলিন্ গিরীশ রজনীশ-কলাবতংশ
কংসপ্রণাশন সনাতন কেশিনাশ
ভর্গ ত্রিনেত্র ভব ভূতপতে পুরারে
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ৮

গোপীপতে যদুপতে বসুদেবসূনো
কর্পূরগৌর বৃষভধ্বজ ভালনেত্র
গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ ধর্ম্মধুরীণ গোপ
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ৯

ত্রিপুরসূদন, দেবদেব, ব্রহ্মণ্যদেব, গরুড়ধ্বজ, শঙ্খপাণি, ত্র্যক্ষ (ত্রিনয়ন) উরগাভরণ (সর্পভূষণ), বালমৃগাঙ্কমৌলি (কিশোর চন্দ্রশেখর) বলিয়া কীর্ত্তন করেন তোমরা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। ৬।

হে দূতগণ! যাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীরাম, রাঘব, রামেশ্বর, রাবণারি, ভূতেশ, মন্মথরিপু, প্রমথাধিনাথ, চাণূরমর্দ্দন, হৃষীকপতি, মুরারি, বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তোমরা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। ৭

হে দূতগণ, যাঁহারা সর্ব্বদা শূলী, গিরীশ-রজনীশ, কলাবতংস (শশিভূষণ), কংসপ্রণাশন, সনাতন, কেশিনাশন, ভর্গ, ত্রিনেত্র, ভব, ভূতপতি, পুরারি (ত্রিপুরারি) বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তোমরা তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিবে। ৮

হে দূতগণ! যাঁহারা সর্ব্বদা গোপীপতি, যদুপতি বসুদেবসূনু,

স্থাণো ত্রিলোচন পিনাকধর স্মরারে
কৃষ্ণানিরুদ্ধ কমলাকর কল্মষারে
বিশ্বেশ্বর ত্রিপথগার্দ্রজটাকলাপ
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ১০
অষ্টোত্তরাধিকশতেন সুচারুনাম্নাং
সন্দর্ভিতাং ললিতরত্ন-কদম্বকেন
সন্নায়কাং দৃঢ়গুণাং দ্বিজকণ্ঠগাং যঃ
কুর্য্যাদিমাং স্রজমহো স যমং ন পশ্যেৎ ॥ ১১
ইত্থং দ্বিজেন্দ্র নিজভৃত্যগণান্ সদৈব
সংশিক্ষয়েদবনিগান্ স হি ধর্ম্মরাজঃ।
অন্যেঽপি যে হরিহরাঙ্কধরা ধরায়াং
তে দূরতঃ পুনরহো পরিবর্জ্জনীয়াঃ ॥ ১২

কর্পূরগৌর, বৃষধ্বজ, ভালনেত্র, গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ, ধর্ম্মধুরীণ, গোপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন তোমরা তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিবে। ৯

হে দূতগণ। যাঁহারা, সর্ব্বদা স্থানু, ত্রিলোচন, পিনাকধর স্মরারি, কৃষ্ণ, অনিরুদ্ধ, কমলাকর, কল্মষারি, বিশ্বেশ্বর, ত্রিপথগার্দ্র জটাকলাপ, (গঙ্গাসিক্ত জটাকলাপ) বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তোমরা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। ১০

হে দ্বিজ (শিবশর্ম্মন্) সুললিত পদ-সমূহরূপ বহু রত্নদ্বারা সুদৃঢ়গুণে (রজ্জুতে অথবা ভগবদাশ্রয়রূপ অসাধারণ গুণে) গ্রথিত সুন্দর মণিমণ্ডিত (অথবা হরিহরাত্মক ভগবদ্বোধক) এই সুচারু অষ্টোত্তর শতনামের মালা যিনি কণ্ঠস্থিত করিবেন তাঁহাকে আর মৃত্যুমুখ দর্শন করিতে হইবে না। ১১

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শিবশর্ম্মন্! সেই ধর্ম্মরাজ যম পৃথিবীচারী নিজ

যো ধর্ম্মরাজ রচিতাং ললিত প্রবন্ধাং
নামাবলাং সকলকল্মষবীজহন্ত্রীং
ধীরোঽত্র কৌস্তুভভৃতঃ শশিভূষণস্য
নিত্যং জপেৎ স্তনরসং সপিবেন্ন মাতুঃ ॥ ১৩

ইতি স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডে ধর্ম্মরাজ-বিরচিত-হরিহরস্তোত্রং সমাপ্তম্।

—:*:—

হরগৌর্য্যষ্টকং।

কস্তূরিকাচন্দনলেপনায়ৈ শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়
সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ১

দূতগণকে সর্ব্বদা এইরূপ শিক্ষাদান করেন এবং আরও শিক্ষা দেন, যে, পৃথিবীতে, যে মানবগণ হরিহরের প্রীতিকর চিহ্নধারণ করেন (তুলসী, তিলক, রুদ্রাক্ষ) তোমরা দূর হইতেই তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিবে। ১২

যে মহাত্মা এই পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ-বিরচিত সর্ব্বপাপ-নাশক, ললিত রচনা-পারিপাট্যযুক্ত হরিহরের নামাবলী প্রত্যহ জপ (কীর্ত্তন) করেন তাঁহাকে আর মাতৃস্তনদুগ্ধ পান করিতে হয় না অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় না। ১৩

ইতি হরিহরস্তোত্র সমাপ্ত।

যাঁহার অর্দ্ধ গৌরীদেহে কস্তুরিচন্দন বিলেপিত, অপরার্দ্ধ হরদেহে শ্মশানভস্মের বিলেপন; অর্দ্ধ অঙ্গের কর্ণে মনোহর কুণ্ডল শোভিত, অপরার্দ্ধে সর্পকুণ্ডল শোভা সম্পাদন করিতেছে সেই শিবা (দুর্গা) এবং শিবকে প্রণাম করি ॥ ১

মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ কপালমালাপরিশোভিতায়
দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥ ২
চলৎক্বণৎকঙ্কণনূপুরায়ৈ বিভ্রৎফণাভাস্বরনূপুরায়
হেমাঙ্গদায়ৈ চ ফণাঙ্গদায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৩
বিলোলনীলোৎপললোচনায়ৈ বিকাশিপঙ্কেরুহলোচনায়
ত্রিলোচনায়ৈ চ বিষমেক্ষণায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৪
প্রপন্নপৃষ্ঠে সুখদাশ্রয়ায়ৈ ত্রৈলোক্যসংহারকতাণ্ডবায়।
কৃতস্মরায়ৈ বিকৃতস্মরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৫
চাম্পেয়গৌরার্দ্ধশরীবকায়ৈ কর্পূরগৌরার্দ্ধশরীরকায়।
ধম্মিল্লবত্যৈ চ জটাধরায় * নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৬

যাঁহার অর্দ্ধাঙ্গে গলে পারিজাত মাল্য পরিশোভিত অপরার্দ্ধে শব-মস্তকাস্থি পরিশোভিত, অর্দ্ধাঙ্গে দিব্য অম্বর এবং অপরার্দ্ধে দিগম্বর সেই শিবা এবং শিবকে প্রণাম করি ॥ ২

যাঁহার অর্দ্ধাঙ্গে চরণে চঞ্চল শব্দায়মান নূপুর শোভিত, অপরার্দ্ধ-ভাগে সর্পের ফণা চরণের নূপুর হইয়াছে, অর্দ্ধাঙ্গে হস্তে সুবর্ণ বাজু, অপরার্দ্ধে সর্পের বাজু সেই শিবা ও শিবকে প্রণাম করি। ৩

মুখমণ্ডলে অর্দ্ধাংশে যাঁহার চঞ্চল নীলপদ্মের ন্যায় ত্রিনেত্র অপরার্দ্ধে বিকশিত পদ্মের ন্যায় নয়ন, সেই ত্রিনয়না এবং অযুগ্মনেত্র (ত্রিনয়ন) শিবা এবং শিবকে প্রণাম করি ॥ ৪

যিনি অর্দ্ধাঙ্গে আশ্রিত সিংহপৃষ্ঠে সুখাসীনা অপরার্দ্ধে ত্রৈলোক্য সংহারনিমিত্ত তাণ্ডবনৃত্য করিতেছেন অর্দ্ধাঙ্গে কামের রচয়িত্রী,— অপরার্দ্ধে কামের সংহর্ত্তা সেই শিবা ও শিবকে প্রণাম করি ॥ ৫

যাঁহার দেহার্দ্ধ চম্পক-কুসুমের ন্যায় গৌরবর্ণ অপরার্দ্ধ কর্পূর-

* গঙ্গাধরায় পাঠান্তরং

অম্ভোধরশ্যামলকুন্তলায়ৈ বিভূতিভূষাঙ্গজটাধরায়
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৭
সদাশিবানাং পরিভূষণায়ৈ সদাশিবানাং পরিভূষণায়
শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৮

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং হরগৌর্য্যষ্টকং সমাপ্তম্ ॥

—ঃ*ঃ—

তুলসীদাসকৃতং শিবাষ্টকং।

নমামীশমীশান নির্বাণরূপং বিভুং ব্যাপকং ব্রহ্মবেদস্বরূপং
অজং নিগুণং নির্বিকল্পং নিরীহং চিদকাশমাকাশবাসং ভজেহহম্ ॥১

বং শুভ্র, অর্দ্ধভাগে কেশপাশে কবরী ধারণ করিয়াছেন, অপরার্দ্ধে জটা (অথবা গঙ্গা) প্রলম্বিত সেই শিবা ও শিবকে প্রণাম করি ॥ ৬

যাঁহার মস্তকে অর্দ্ধাংশে নবীন মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ কেশদাম অপরার্দ্ধে জটাবিভূতি শোভিত সেই জগজ্জননী এবং জগতের এক-মাত্র পিতা শিবা ও শিবকে প্রণাম করি ॥ ৭

শিবাগণ যাহার ভূষণরূপে বিরাজমান এবং যিনি শিবা পরিব্যাপ্ত অথবা কেবল মঙ্গলই যাহার ভূষণ এবং যিনি মঙ্গলব্যাপ্ত সেই শিবশিবান্বিত মূর্ত্তি অর্থাৎ হরগৌরীকে বারবার প্রণাম করি ॥ ৮

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিত হরগৌর্য্যষ্টক সমাপ্ত

যিনি ঈশ্বর, বিভু, সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম ও বেদস্বরূপ এবং নির্ব্বাণরূপ ঈশান তাঁহাকে প্রণাম করি, যিনি জন্মরহিত, নির্গুণ, নির্বিকল্প, নিরীহ, চিদাকাশ স্বরূপ এবং আকাশবাসী তাঁহাকে ভজনা করি ॥ ১

নিরাকারমাকারমূলং তুরীয়ং গিরাজ্ঞানগোঽতীতমীশং গিরীশম্।
করালং মহাকালকালং কৃপালং গুণাগারসংসারপারং নতোঽহম্ ॥ ২
তুষারাদ্রিসঙ্কাশগৌরং গভীরং মনোভূতকোটিপ্রভাসি শরীরম্।
স্ফুরন্মৌলি-কল্লোলিনীচারুগঙ্গা লসদ্ভালবালেন্দু কণ্ঠে ভুজঙ্গাঃ ॥ ৩
চলৎকুণ্ডলং শুভ্রনেত্রং বিশালং প্রসন্নাননং নীলকণ্ঠং দয়ালম্।
মৃগাধীশচর্ম্মাম্বরং মুণ্ডমালং প্রিয়ং শঙ্করং সর্ব্বনাথং ভজামি ॥ ৪
প্রচণ্ডং প্রকৃষ্টং প্রগল্‌ভং পরেশং অখণ্ডং ভজে ভানুকোটিপ্রকাশম্।
ত্রয়ঃশূলনির্মূলনং শূলপাণিং ভজেঽহং ভবানীপতিং ভাবগম্যম্ ॥ ৫

যিনি নিরাকার কিন্তু সমস্ত সাকার বস্তুর মূল, যিনি তুরীয়, বাক্য জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়ের অতীত ঈশ্বর, গিরিশ, করাল, মহাকালের কালস্বরূপ, কৃপাল, সমস্ত গুণের আলয় এবং সংসারের অতীত তাহাকে প্রণাম করি ॥ ২

যিনি তুষার পর্ব্বতের তুল্য গৌরবর্ণ ও গভীর, যাহার দেহ, মন ও কোটিভূতগণকে প্রকাশ করে, যাহার দীপ্তমস্তকে কল্লোলিনী চারু গঙ্গা আছেন, কপালে তরুণ শশাঙ্ক শোভিত এবং কণ্ঠেসর্প আছে ॥ ৩

যিনি চঞ্চল কুণ্ডল ধারণ করিয়াছেন যাহার নেত্র শুভ্র, যিনি বিশাল, প্রফুল্ল বদন, নীলকণ্ঠ, দয়াল, মৃগাধিপতি, চর্মাম্বরপরিহিত শবমুণ্ডমালাধারী, সর্ব্বলোকের প্রিয়, কল্যাণকারী এবং সকলের নাথ তাঁহাকে ভজনা করি ॥ ৪

যিনি প্রচণ্ড, প্রকৃষ্ট প্রগল্‌ভ পরমেশ্বর, অখণ্ড কোটি সূর্য্য-তুল্য দীপ্তিধারী, তাঁহাকে ভজনা করি ; যিনি তাপত্রয়রূপ শূলের উন্মূলনকারী এবং শূলপাণি সেই ভাবগম্য ভবানীপতিকে ভজনা করি ॥ ৫

কলাতীতকল্যাণকল্পান্তকারী সদা সজ্জনানন্দদাতা পুরারী।
চিদানন্দসন্দোহমোহাপকারী প্রসীদ প্রসীদ প্রভো মন্মথারি॥ ৬
ন যাবদুমানথামপাদারবিন্দঃ ভজন্তীহ লোকে পরে বা নরাণাম্।
ন তাবৎ সুখং শান্তিঃসন্তাপনাশঃ প্রসীদ প্রভো সর্ব্বভূতাধিবাস॥ ৭
ন জানামি যন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রং নতোঽহহং সদা সর্বথা শম্ভু তুভ্যং।
জরাজন্মদুঃখৌঘতাতপ্যমানং প্রভো পাহি শাপান্নমামীশ শম্ভো॥ ৮

ইতি শ্রীতুলসীদাসকৃতশিবাষ্টকং সমাপ্তম্।

হে সকল কলাতীত কল্যাণ স্বরূপ এবং কল্পান্তকারী, সর্ব্বদা সজ্জনের আনন্দদাতা, ত্রিপুরারি, চিদানন্দ এবং মোহের অপকারী, প্রভো মদনারি! তুমি সন্তুষ্ট হও॥ ৬

যদবধি লোকে উমানাথের পাদপদ্ম না ভজনা করে তদবধি তাহাদের ইহলোক বা পরলোকে সুখ শান্তি ও সন্তাপ নাশ হয় না। হে প্রভো সর্ব্বভূতাধিবাস প্রীত হও॥ ৭

আমি যন্ত্র স্তোত্র মন্ত্র কিছুই জানি না। হে শম্ভু! কেবল সর্ব্বদা তোমাকে প্রণাম করিতেছি; জরা জন্মের দুঃখরাশিতে আমি সন্তাপিত, হে প্রভো! আমাকে এই সকল শাপ হইতে মুক্ত কর। হে ঈশ শম্ভো! আমি তোমাকে প্রণাম করি॥ ৮

ইতি শ্রীতুলসীদাসকৃত শিবাষ্টক সমাপ্ত।

—:০:—

বীরেশ্বরস্তোত্রম্।

অহমপ্যত্র বীরেশং সমারাধ্য ত্রিকালতঃ। আশু পুত্রমবাপ্স্যামি যথাভিলষিতং স্ত্রিয়া॥ ১। ইতি কৃত্বা মতিং ধীরো বিপ্রো বিশ্বানরঃ কৃতী। চন্দ্রকূপজলে স্নাত্বা জগ্রাহ নিয়মং ব্রতী॥ ২। একাহারোঽভবন্মাসং মাসং শাকফলাশনঃ। মাসানষ্টৌ তিলাহারো মাসং চান্দ্রায়ণব্রতী॥ ৩ মাসং কুশাগ্রজলভুঙ্মাসং শ্বসনভক্ষণঃ। অথ ত্রয়োদশে মাসি স্নাত্বা ত্রিপথগাম্ভসি॥ ৪। প্রত্যূষএব বীরেশং যাবদায়াতি স দ্বিজঃ। তাবদ্বিলোকয়াঞ্চক্রে লিঙ্গমধ্যে তপোধনঃ॥ ৫। বিভূতিভূষিতং বালমষ্টবর্ষাকৃতিং শিশুম্। আকর্ণপূর্ণনেত্রঞ্চ সুরক্তদশনচ্ছদম্॥ ৬। চারুপিঙ্গজটামৌলিং নগ্নং প্রহসিতাননং। শৈশবো-

আমিও ত্রিকাল বীরেশ্বরকে আরাধনা করিয়া, আশু পত্নীর অভিলাষানুরূপ পুত্র লাভ করিব। ১। ধীর ও কৃতী বিপ্র বিশ্বানর এই চিন্তা করিয়া চন্দ্রকূপের জলে স্নান করিয়া ব্রতী হইয়া নিয়ম অবলম্বন করিলেন॥২॥ একমাস একাহারী হইয়া রহিলেন, এক মাস শাক ও ফল খাইয়া রহিলেন, অষ্টমাস তিল আহার করিলেন, একমাস চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিলেন॥ ৩। একমাস কুশাগ্রে করিয়া জল পান করিয়া রহিলেন, এবং একমাস বায়ু ভক্ষণ করিয়া রহিলেন। অনন্তর ত্রয়োদশ মাসে গঙ্গায় স্নান করিয়া॥ ৪। প্রত্যূষে যাবৎ সেই ব্রাহ্মণ বীরেশ্বরের নিকটে আগমন করিলেন তখন তপোধন লিঙ্গমধ্যে বিভূতি-ভূষিত অষ্টবর্ষাকৃতি এক শিশু দর্শন করিলেন। সেই শিশুর আকর্ণপূরিত নয়ন, সুন্দর বদনে দন্তপংক্তি বিরাজিত, মস্তকে চারু পিঙ্গলবর্ণ জটাজাল, হাস্য বদন ও বালক উলঙ্গ এবং শৈশবোচিত চিত্ত-

চিত্র-নেপথ্যধারিণং চিত্তহারিণম্ ॥ ৭ । পঠন্তং শ্রুতিসূক্তানি হসন্তঞ্চৈব লীলয়া। তমালোক্য স্তুতিঞ্চক্রে রোমাঞ্চিতবপুর্মুদা। প্রোচ্চরন্ গদ্গদালাপো শমোঽস্ত্বিতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৮ ॥

বিশ্বনর উবাচ।

একং ব্রহ্মৈবাদ্বিতীয়ং সমস্তং সত্যং সত্যং নেতরচ্চাস্তি কিঞ্চিৎ।
একোরুদ্রো ন দ্বিতীয়োঽবতস্থে তস্মাদেকংত্বাং প্রপদ্যে মহেশম্ ॥ ১
একঃ কর্ত্তা ত্বং হি সর্ব্বস্য শম্ভো নানারূপোঽপ্যেকরূপস্বরূপঃ।
ত্বং প্রত্যক্ সর্ব্ব একোঽপ্যনেকস্তস্মান্নান্যং ত্বাং মহেশং প্রপদ্যে ॥ ২
রজ্জৌ সর্পঃ শুক্তিকায়াঞ্চ রূপ্যম্ অম্ভোবিন্দাবর্কসোমৌ বিশালৌ।
যদ্বৎ তদ্বদ্বিশ্ব এষ প্রপঞ্চো যস্মিন জ্ঞাতে তং প্রপদ্যে মহেশম্ ॥ ৩

হারি বেশ ভূষায় শোভিত ॥ ৫ । ৬ । ৭ ॥ তিনি বেদসূক্ত মন্ত্র পাঠ করিতেছিলেন, এবং লীলাক্রমে হাস্য করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিপ্র আনন্দে রোমাঞ্চিত কলেবরে গদ্গদ-বাক্যে পুনঃপুনঃ শান্তি হউক বলিয়া—স্তুতি করিলেন ॥ ৮ ॥ বিশ্বানব বলিলেন। এই সমস্ত (ব্রহ্মাণ্ড) সত্য সত্য এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ; তদ্ভিন্ন আর কিছু নাই, এক রুদ্র ভিন্ন আর কিছুই ছিলেন না, অতএব হে মহেশ্বর একমাত্র তোমারই শরণ লইলাম ॥ ১। হে শম্ভো! তুমি সকলের একমাত্র, কর্ত্তা, তুমি বহুরূপ হইয়াও একরূপ-স্বরূপ। তুমিই যখন এক মাত্র হইয়াও সর্ব্বব্যাপী ও অনেক তখন মহেশ্বর তোমা ভিন্ন অপরকে আশ্রয় করিব না ॥ ২ ॥ রজ্জুতে যেরূপ সর্পভ্রম হয়, শুক্তিকাতে (ঝিনুকে) রৌপ্য ভ্রম হয়, জলবিন্দুতে বিশাল সূর্য-চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় তদ্রূপ যাঁহাকে জ্ঞাত হইলে এইপ্রপঞ্চ বিশ্ব ভ্রম বলিয়া উপলব্ধি হয়, সেই মহেশ্বরকে আশ্রয় করিলাম। ৩। জলে শৈত্য অগ্নিতে

তোয়ে শৈত্যং দাহকত্বঞ্চ বহ্নৌ তাপো ভানৌ শীতভানৌ প্রসাদঃ।
পুষ্পে গন্ধো দুগ্ধমধ্যে চ সর্পির্যৎ তৎ শম্ভো ত্বং ততস্ত্বাং প্রপদ্যে॥ ৪।
শব্দং গৃহ্লাস্যশ্রবাস্ত্বং হি জিঘ্রস্যঘ্রাণস্ত্বং ব্যঙ্ঘ্রিরায়াসি দূরাৎ।
ব্যক্ষঃ পশ্যেস্ত্বং রসজ্ঞোঽপ্যজিহ্বঃ কস্ত্বাং সম্যগ্ বেত্ত্যতস্ত্বাং প্রপদ্যে॥৫
নো বেদ ত্বামীশ সাক্ষাদ্ধি বেদো নো বা বিষ্ণুর্নো বিধাতাখিলস্য।
নো যোগীন্দ্রো নেন্দ্রমুখ্যাশ্চ দেবা ভক্তো বেদ ত্বামতস্ত্বাং প্রপদ্যে॥ ৬
নো তে গোত্রং নাপি জন্মাপি নাখ্যা নো বা রূপং নৈব শীলং ন দেশঃ
ইত্থম্ভূতোঽপীশ্বর স্ত্বং ত্রিলোক্যাঃ সর্ব্বান্ কামান্ পূরয়েস্তদ্ভজে ত্বাং॥
ত্বত্তঃ সর্ব্বং ত্বং হি সর্ব্বং পুরারে ত্বং গৌরীশ ত্বঞ্চ নগ্নোঽতিশান্তঃ।
ত্বং বৈ বৃদ্ধ স্ত্বং যুবা ত্বঞ্চ বালস্তত্ত্বং যৎ কিং নান্যত স্ত্বাং নতোঽস্মি॥৮

দাহকত্ব, সূর্য্যে তাপ, চন্দ্রে প্রসাদ, পুষ্পে গন্ধ এবং দুগ্ধ মধ্যে যে ঘৃত তাহা তুমি, অতএব তোমাকে আশ্রয় করিলাম॥ ৪। তুমি কর্ণহীন হইয়া শব্দ শ্রবণ কর, ঘ্রাণহীন হইয়া ঘ্রাণ গ্রহণ কর, পদহীন হইয়া দূরে গমন কর, চক্ষুহীন হইয়া দর্শন কর এবং জিহ্বাশূন্য হইয়াও রস আস্বাদন কর। কে তোমাকে সম্যক্ অবগত হইতে পারে? অতএব তোমাকে আশ্রয় করিলাম॥ ৫। বেদ তোমাকে প্রত্যক্ষ অবগত নহে, অথবা বিষ্ণু, বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা, যোগীন্দ্র, বা ইন্দ্র-প্রমুখ দেবতাগণ কেহই তোমাকে অবগত নহেন, কেবল ভক্ত তোমাকে জানেন, অতএব তোমাকে আশ্রয় করিলাম॥ ৬। তোমার গোত্র নাই, জন্ম নাই, নাম, রূপ, শীল, দেশ কিছুই নাই; কিন্তু এইরূপ হইয়াও তুমি ত্রিলোকের ঈশ্বর এবং সর্ব্ব কামনা পূর্ণ কর, অতএব তোমাকে ভজনা করি॥ ৭। হে ত্রিপুরারি! তোমা হইতে সর্ব্ব সম্ভূত হইয়াছে, এবং তুমি সর্ব্বস্বরূপ এবং তুমি গৌরিপতি। তুমি নগ্ন তুমি শান্ত তুমি বৃদ্ধ, যুবা বালক ও তত্ত্ব তুমি; অতএব তোমাকেই

স্তুত্বেতি ভূমৌ নিপপাত বিপ্রঃ স দণ্ডবদ্যাবদতীব হৃষ্টঃ।
তাবৎ স বালোঽখিল-বৃদ্ধবৃদ্ধঃ প্রোবাচ ভূদেবং বরং বৃণীষ্ব ॥ ৯ ॥
তত উত্থায় হৃষ্টাত্মা মুনির্বিশ্বানরঃ কৃতী। প্রত্যব্রবীৎ কিমজ্ঞাতংসর্ব্বজ্ঞস্য তব প্রভো ॥ ১০। সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবন্ সর্ব্বঃ সর্ব্বপ্রদো ভবান্। যাচ্ঞা চ প্রতিযুঙ্‌ক্তে মাং কিমীশাদনাকারিণী ॥ ১১। ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য দেবো বিশ্বানরস্য হি। শুচিঃ শুচিব্রতস্যাথ শুচিং স্মৃত্বাব্রবীচ্ছিবঃ ॥ ১২। বাল উবাচ ॥ ত্বয়া শুচৌ শুচিস্মিত্যাং যোঽভিলাষঃ কৃতো হৃদি। অচিরেণৈব কালেন স ভবিষ্যত্যসংশয়ম্ ॥ ১৩। পুত্রত্বমেষ্যামি শুচিস্মিত্যাং মহামতে। খ্যাতো গৃহপতির্নাম্না দিবি সর্ব্বামরপ্রিয়ঃ ॥ ১৪। অভিলাষাষ্টকং পুণ্যং স্তোত্রমেতৎ ত্বয়েরিতম্। অব্দং ত্রিকালপঠনাৎ কামদং শিবসন্নিধৌ ॥ ১৫ ॥

প্রণাম করি ॥ ৮। ব্রাহ্মণ তুষ্ট চিত্তে এইরূপ স্তব করিয়া যখন দণ্ডবৎ ভূতলে প্রণত হইলেন, তখন সেই বালক অতিবৃদ্ধতর হইয়া বলিলেন ব্রাহ্মণ বর প্রার্থনা কর ॥ ৯। অনন্তর কৃতী মুনি বিশ্বানর হৃষ্ট চিত্তে উত্থিত হইয়া বলিলেন। প্রভো। তুমি সর্ব্বজ্ঞ। তোমার কি অজ্ঞাত আছে? ১০। তুমি সকলের অন্তরাত্মা ভগবান্ সর্ব্বদাতা, আমাকে ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত অন্য প্রার্থনা করাইতেছ কেন? ১১। সেই শুচি দেব মহেশ্বর শুচিব্রত বিশ্বানরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার পবিত্রতা স্মরণ করিয়া বলিলেন ॥ ১২। বালক বলিলেন। তুমি পবিত্র ভার্য্যা শুচিস্মিতাতে হৃদয়ে যে অভিলাষ করিয়াছ, অচিরে তাহা নিঃসংশয় সম্পন্ন হইবে। ১৩। হে মহামতে! শুচিস্মিতার গর্ভে সর্ব্বদেবপ্রিয় গৃহপতি নামে খ্যাত তোমার পুত্র হইব। তোমা কর্ত্তৃক পঠিত এই পবিত্র অভিলাষাষ্টক স্তোত্র শিবসন্নিধানে সংবৎসর ত্রিকাল পাঠ করিলে সর্ব্ব কামদায়ক হয় ॥ ১৫। এই স্তোত্র-পাঠ

এতৎস্তোত্রস্য পঠনং পুত্রপৌত্রধনপ্রদম্। সর্ব্বশান্তিকরঞ্চাপি সর্ব্বপাপবিনাশনম্। স্বর্গাপবর্গসম্পত্তেঃ কারণং নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৬। প্রাতরুত্থায় সুস্নাতো লিঙ্গমভ্যর্চ্চ্য শাম্ভবম্। অব্দং জপন্নিদং স্তোত্রং অপুত্রঃ পুত্রবান্ ভবেৎ॥ ১৭। বৈশাখে কার্ত্তিকে মাসে বিশেষনিয়মৈর্যুতঃ। যঃ পঠেৎ স্নানসময়ে স লভেৎ সকলং ফলম্॥ ১৮। কার্ত্তিকস্য চ মাঘস্য প্রসাদাদহমব্যয়ঃ। তস্য পুত্রত্বমেষ্যামি যস্ত্বয়োক্তং পঠিষ্যতি॥১৯। অভিলাষাষ্টকমিদং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ। গোপনীয়ং প্রযত্নেন মহাবন্ধ্যাপ্রসূতিকৃৎ॥ ২০। স্ত্রিয়া বা পুরুষেণাপি নিয়মাল্লিঙ্গসন্নিধৌ। অব্দং জপ্যমিদং স্তোত্রং পুত্রদং নাত্র সংশয়ঃ। ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে বালঃ সোঽপি বিপ্রো গৃহং গতঃ॥ ২১।

ইতি স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে অভিলাষাষ্টকং নাম বীরেশ্বরস্তোত্রং।

পুত্রপৌত্র ধনপ্রদ, সর্ব্বশান্তি কারক, সর্ব্বপাপবিনাশন, ও সুখ মোক্ষের কারণ। ইহাতে সংশয় নাই॥ ১৭। প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া স্নান পূর্ব্বক শম্ভুলিঙ্গ অর্চ্চনা করিয়া বর্ষব্যাপিয়া এই স্তোত্র পাঠ করিলে অপুত্র পুত্রবান্ হয়॥ ১৮। বৈশাখ ও কার্ত্তিক মাসে বিশিষ্ট নিয়মযুক্ত হইয়া যে স্নান কালে ইহা পাঠ করে, সে সকল ফল লাভ করে॥ ১৯। কার্ত্তিক ও মাঘ মাসের প্রসাদে তোমার উক্ত এই স্তব যে পাঠ করিবে আমি তাহার পুত্র হইব। ২০। এই অভিলাষাষ্টক স্তোত্র যাহাকে তাহাকে দিবে না, ইহা যত্ন পূর্ব্বক গোপনে রাখিবে। ইহা মহাবন্ধ্যার প্রসূতি কারক॥ ২১। স্ত্রী বা পুরুষ নিয়ম পূর্ব্বক শিবলিঙ্গ-সন্নিধানে এক বৎসর কাল ধরিয়া এই স্তোত্র জপ করিলে পুত্র লাভ করিবে ইহাতে সংশয় নাই। এই কথা বলিয়া বালক অন্তর্হিত হইলেন, ব্রাহ্মণও গৃহে গমন করিলেন॥ ২১॥

ইতি স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে অভিলাষাষ্টকস্তোত্র সমাপ্ত।

বটুকভৈরবস্তবঃ।

সূত উবাচ।—কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্‌গুরুং।
শঙ্করং পরিপপ্রচ্ছ পার্ব্বতী পরমেশ্বরং॥ ১

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রাগমাদিষু।
আপদুদ্ধারণং মন্ত্রং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাং॥
সর্ব্বেষাঞ্চৈব ভূতানাং হিতার্থং বাঞ্ছিতং ময়া।
বিশেষতস্তু রাজ্ঞাং বৈ শান্তিপুষ্টিপ্রসাধকং॥ ৩
অঙ্গন্যাস-করন্যাস-বীজন্যাস-সমন্বিতং।
বক্তুমর্হসি দেবেশ মম হর্ষবিবর্দ্ধনং॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু দেবি মহামন্ত্র-মাপদুদ্ধারহেতুকং।
সর্ব্বদুঃখপ্রশমনং সর্ব্বশত্রুনিবর্হণং॥ ৫

কৈলাস শিখরে আসীন, দেবদেব জগদ্‌গুরু পরমেশ্বর শঙ্করকে পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীপার্ব্বতী বলিলেন।

হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ভগবন্! সমস্ত শাস্ত্র ও তন্ত্রাদিতে মনুষ্যগণের সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক আপদুদ্ধার মন্ত্র বিশেষতঃ, যাহা নৃপতিগণের শান্তি ও পুষ্টিসাধক, সর্ব্বপ্রাণীর মঙ্গলের নিমিত্ত আমি তাহা শুনিতে বাঞ্ছা করি। হে দেবদেব! অঙ্গন্যাস, করন্যাস ও বীজন্যাস সহ আমার আনন্দবর্দ্ধন সেই মন্ত্র বলুন। ৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন। হে দেবি! আপদুদ্ধারের নিদান স্বরূপ এই মহামন্ত্র শ্রবণ কর। ইহা সর্ব্বদুঃখপ্রশমক এবং সর্ব্বশত্রুসংহারক॥৫

অপস্মারাদিরোগাণাং জ্বরাদীনাং বিশেষতঃ।
নাশনং স্মৃতিমাত্রেণ মন্ত্ররাজমিমং প্রিয়ে॥ ৬
গ্রহ-রাজভয়ানাঞ্চ নাশনং সুখবর্দ্ধনং।
স্নেহাদ্বক্ষ্যামি তে মন্ত্রং সর্ব্বসারমিমং প্রিয়ে॥ ৭
প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য দেবীপ্রণবমুদ্ধরেৎ।
বটুকায়েতি বৈ পশ্চাদাপদুদ্ধারণায় চ॥ ৮
কুরুদ্বয়ং ততঃ পশ্চাদ্-বটুকায় পুনঃ ক্ষিপেৎ।
দেবীপ্রণবমুদ্ধৃত্য মন্ত্রোদ্ধারমিমং প্রিয়ে॥ ১০
মন্ত্রোদ্ধারমিমং দেবি ত্রৈলোক্যস্যাতিদুর্লভং।
অপ্রকাশ্যমিমং মন্ত্রং সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতং॥ ১১
স্মরণাদেব মন্ত্রস্য ভূতপ্রেতপিশাচকাঃ।
বিদ্রবন্তি ভয়ার্ত্তা বৈ কালরুদ্রাদিব প্রজাঃ॥ ১২

হে প্রিয়ে। এই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র স্মরণমাত্র অপস্মারাদি রোগ বিশেষতঃ জ্বরাদি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৬

হে প্রিয়ে! গ্রহনাশক, রাজভয়নাশক, সুখবর্দ্ধন এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র স্নেহবশতঃ তোমাকে বলিতেছি॥ ৭

হে প্রিয়ে। প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া দেবীবীজ উচ্চারণ করিবে, অনন্তর, বটুকায় ও আপদুদ্ধারণায় বলিবে, তদনন্তর দুইবার কুরুকুরু বলিয়া পশ্চাৎ বটুকায় বলিবে; তাহার পর দেববীজ বলিবে; এইরূপে মন্ত্রোদ্ধার করিবে। অর্থাৎ ওঁ হ্রীঁ বটুকায় আপদুদ্ধারণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীঁ। হে দেবি! এই মন্ত্রোদ্ধার ত্রৈলোক্যে অতি দুর্লভ। এই মন্ত্র অপ্রকাশ্য ও সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত বলিয়া জানিবে॥ ১১

এই মন্ত্র স্মরণমাত্র ভূত, প্রেত, পিশাচগণ ভয়ার্ত্ত হইয়া যেরূপ মহাকালভয়ে সর্ব্বজন পলায়ন করে, তদ্রূপ পলায়ন করে॥ ১২

পঠেদ্ বা পাঠয়েদ্ বাপি পূজয়েদ্ বাপি পুস্তকং
নাগ্নিচৌরভয়ঞ্চাপি গ্রহরাজভয়ং তথা ॥ ১৩
ন চ মারীভয়ন্তস্য সর্ব্বত্র সুখবান্ ভবেৎ।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং পুত্রপৌত্রাদিসম্পদঃ।
ভবন্তি সততং তস্য পুস্তকস্যাপি পূজনাৎ ॥ ১৪

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

য এষ ভৈরবো নাম আপদুদ্ধারকো মতঃ।
ত্বয়া চ কথিতো দেব ভৈরবঃ কল্পউত্তমঃ ॥ ১৫
তস্য নামসহস্রাণি অযুতান্যর্ব্বুদানি চ।
সারমুদ্ধৃত্য তেষাং বৈ নামাষ্টশতকং বদ ॥ ১৬
যস্তু সঙ্কীর্ত্তয়েদেতৎ সর্ব্বদুষ্টনিবর্হণং।
সর্ব্বান কামানবাপ্নোতি সাধকঃ সিদ্ধিমেবচ ॥ ১৭

যদি কেহ ইহা পাঠ করে বা পাঠ করায় বা পুস্তক পূজা করে তাহা হইলে অগ্নিভয়, চৌরভয়, গ্রহভয়, রাজভয় ও মারীভয় থাকে না, সে লোক সর্ব্বত্র সুখবান হয়। পুস্তকের পূজা করিলে, আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, পুত্রপৌত্রাদি সম্পদ্ সতত লাভ হইয়া থাকে ॥১৩।১৪

শ্রীপার্ব্বতী বলিলেন—এই যে ভৈরব আপদুদ্ধারক বলিয়া জ্ঞাত আছেন, এবং আপনিও যে ভৈরবকে উত্তম কল্প বলিয়াছেন তাহার সহস্র অযুত ও অর্ব্বুদ নামের সার সংগ্রহ করিয়া আমাকে অষ্টোত্তর-শতনাম বলুন ॥ ১৬

যিনি সর্ব্বদুষ্টবিনাশন এই ভৈরব নাম কীর্ত্তন করেন তিনি সর্ব্ব-বাঞ্ছিত লাভ করেন, এবং সাধক সিদ্ধিলাভ করেন ॥ ১৭

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ভৈরবস্য মহাত্মনঃ।
আপদুদ্ধারকস্তোত্রং নামাষ্টশতমুত্তমং॥ ১৮
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বাপদ্বিনিবারকং।
সর্ব্বকামার্থদং দেবি সাধকানাং সুখাবহং॥ ১৯
দেহাঙ্গন্যাসকঞ্চৈব পূর্ব্বং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
ভৈরবং মূর্দ্ধ্নি বিন্যস্য ললাটে ভীমদর্শনং॥ ২০
অক্ষোর্ভূতাশ্রয়ং ন্যস্য বদনে তীক্ষ্ণদর্শনং।
ক্ষেত্রপং কর্ণয়োর্মধ্যে ক্ষেত্রপালং হৃদি ন্যসেৎ॥ ২১
ক্ষেত্রাখ্যং নাভিদেশে তু কট্যাং সর্ব্বাঘনাশনং।
ত্রিনেত্রমূর্ব্বোর্বিন্যস্য জঙ্ঘয়ো রক্তপাণিকং।
পাদয়োর্দেবদেবেশং সর্ব্বাঙ্গে বটুকং ন্যসেৎ॥ ২২

শ্রীঈশ্বর বলিলেন। হে দেবি! আপদুদ্ধারক মহাত্মা ভৈরবের অষ্টোত্তর শত নাম বলিব শুন।১৮ হে দেবি! ইহা সর্ব্বপাপহারক পবিত্র, সর্ব্ব আপদ্ নিবারক, সর্ব্বকামার্থদায়ক এবং সাধকের সুখ-জনক। ১৯

প্রথমে সমাহিত হইয়া দেহে অঙ্গন্যাস করিবে। মস্তকে ভৈরবকে ন্যাস করিয়া (মস্তকে হস্ত দিয়া ভৈরবায় নমঃ বলিবে) ললাটে ভীমদর্শনকে ন্যাস করিবে (কপালে হস্ত দিয়া ভীমদর্শনায় নমঃ বলিবে)। চক্ষুর্দ্বয়ে ভূতাশ্রয় ন্যাস করিয়া, মুখে তীক্ষ্ণদর্শনকে ন্যাস করিবে। কর্ণদ্বয়ে ক্ষেত্রপ, হৃদয়ে ক্ষেত্রপাল, নাভিদেশে ক্ষেত্রাক্ষ, কটিতে সর্ব্বাঘনাশন, উরুদ্বয়ে ত্রিনেত্র, জঙ্ঘাদ্বয়ে রক্তপাণিক, পদদ্বয়ে দেবদেবেশ ন্যাস করিয়া সর্ব্বাঙ্গে বটুককে ন্যাস করিবে (সর্ব্বাঙ্গে

এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা তদনন্তরমুত্তমং।
পঠেদেকমনাঃ স্তোত্রং নামাষ্টশতসংজ্ঞকং॥ ২৩
নামাষ্টশতকস্যাস্য ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতং।
বৃহদারণ্যকো নাম ঋষিশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২৪
দেবতা কথিতা চাস্য সদ্ভির্বটুকভৈরবঃ।
সর্ব্বকামার্থসিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২৫
ভৈরবো ভূতনাথশ্চ ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ।
ক্ষেত্রদঃ ক্ষেত্রপালশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট্॥ ২৬
শ্মশানবাসী মাংসাশী খর্পরাশী মখান্তকৃৎ।
রক্তপঃ প্রাণপঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধসেবিতঃ॥ ২৭
করালঃ কালশমনঃ কলাকাষ্ঠাতনুঃ কবিঃ।
ত্রিনেত্রো বহুনেত্রশ্চ তথা পিঙ্গললোচনঃ॥ ২৮
শূলপাণিঃ খড়্গপাণিঃ কঙ্কালী ধূম্রলোচনঃ।
অভীরুর্ভৈরবো-ভীরু-ভূর্তপো-যোগিনীপতিঃ॥ ২৮
ধনদো ধনহারী চ ধনপঃ প্রতিভাববান্।
নাগহারো নাগকেশো-ব্যোমকেশঃ কপালভৃৎ॥ ৩০
কালঃ কপালমালী চ কমনীয়ঃ কলানিধিঃ।
ত্রিলোচনো-জ্বলন্নেত্র স্ত্রিশিখী চ ত্রিলোকপাৎ॥ ৩১

হস্ত দিয়া বটুকায় নমঃ বলিবে)। এইরূপে ন্যাসকার্য্য করিয়া অনন্তর একাগ্রচিত্তে উৎকৃষ্ট অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্র পাঠ করিবে॥ ২৩

এই অষ্টোত্তর শতনামের অনুষ্টুপ্ ছন্দ, উক্ত হইয়াছে। ইহার ঋষি আরণ্যক কীর্ত্তিত হইয়াছেন এবং ইহার দেবতা পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক, বটুকভৈরব কথিত হইয়াছেন। সর্ব্বকামার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত ইহার প্রয়োগ। ২৪। ২৫

ত্রিবৃত্তনয়নোড়িম্ভঃ শান্তঃ শান্তজনপ্রিয়ঃ।
বটুকো বটুকেশশ্চ খট্বাঙ্গবরধারকঃ॥ ৩২
ভূতাধ্যক্ষঃ পশুপতি-র্ভিক্ষুকঃ পরিচারকঃ।
ধূর্ত্তো দিগম্বরঃ সৌরি-র্হরিণঃ পাণ্ডুলোচনঃ॥ ৩৩
প্রশান্তঃ শান্তিদঃ শুদ্ধঃ শঙ্করপ্রিয়বান্ধবঃ।
অষ্টমূর্ত্তির্নিধীশশ্চ জ্ঞানচক্ষুস্তমোময়ঃ॥ ৩৪
অষ্টাধারঃ কলাধারঃ সর্পযুক্ শশিশেখরঃ।
ভূধরো ভূধরাধীশো-ভূপতির্ভূধরাত্মকঃ॥ ৩৫
কঙ্কালধারী মুণ্ডী চ নাগযজ্ঞোপবীতবান্।
জৃম্ভণোমোহনঃ স্তম্ভী মারণঃ ক্ষোভণস্তথা॥ ৩৬
শুদ্ধনীলাঞ্জনপ্রখ্যদেহো মুণ্ডবিভূষিতঃ।
বলিভুগ্বলিভূতাত্মা কামী কামপরাক্রমঃ॥ ৩৭
সর্ব্বাপত্তারকো-দুর্গো দুষ্টভূত-নিষেবিতঃ।
কালী কলানিধিঃ কান্তঃ কামিনীবশকৃদ্বশী।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদোবৈদ্যঃ প্রভবিষ্ণুঃ প্রভাববান্॥ ৩৮
অষ্টোত্তরশতং নাম ভৈরবস্য মহাত্মনঃ।
ময়া তে কথিতং দেবি রহস্যং সর্ব্বকামদং॥ ৩৯
য ইদং পঠতি স্তোত্রং নামাষ্টশতমুত্তমং।
ন তস্য দুরিতং কিঞ্চিন্ন রোগেভ্যো ভয়ং তথা॥ ৪০

ভৈরব ভূতনাথ প্রভৃতি হইতে প্রভাববান্ অবধি অষ্টোত্তরশতনাম॥ ৩৮

হে দেবি! আমি তোমাকে গোপনীয় এবং সর্ব্বকামপ্রদ মহাত্মা ভৈরবের এই অষ্টোত্তরশতনাম বলিলাম॥ ৩৯

যে এই অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্র পাঠ করে তাহার কোন পাপ থাকে না অথবা রোগভয় থাকে না॥ ৪০

ন শত্রুভ্যো ভয়ং কিঞ্চিৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ ক্বচিৎ।
পাতকানাং ভয়ং নৈব পঠেৎ স্তোত্র-মনন্যধীঃ ॥ ৪১
মারীভয়ে রাজভয়ে তথা চৌরাগ্নিজে ভয়ে।
ঔৎপাতিকে মহাঘোরে তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে ॥ ৪২
বন্ধনে চ মহাঘোরে পঠেৎ স্তোত্রমনন্যধীঃ।
সর্ব্বে প্রশমনং যান্তি ভয়াদ্ ভৈরবকীর্ত্তনাৎ ॥ ৪৩
একাদশ সহস্রন্তু পুরশ্চরণমুচ্যতে ॥ ৪৪
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেদ্দেবি সংবৎসরমতন্দ্রিতঃ।
স সিদ্ধিং প্রাপ্নুয়াদিষ্টাং দুর্লভামপি মানবঃ ॥ ৪৫
ষণ্মাসান্ ভূমিকামস্তু স্তোত্রং জপ্ত্বাখিলাং মহীং।
রাজা শত্রুবিনাশায় জপেন্মাসাষ্টকং পুনঃ ॥ ৪৬
রাত্রৌ বারত্রয়ঞ্চৈব নাশয়ত্যেব শাত্রবান্।
জপেন্মাসত্রয়ং রাত্রৌ রাজানং বশমানয়েৎ ॥ ৪৭

মানবের কোথায়ও কোন শত্রুভয় থাকে না কিংবা পাতকের ভয় থাকে না, একাগ্রচিত্তে এই স্তব পাঠ করিবে। মারীভয়ে, রাজভয়ে, চোর ও অগ্নিভয়ে, মহাঘোর উৎপাতে, দুঃস্বপ্ন দর্শনে, ভয়ঙ্কর বন্ধনে অনন্যচিত্তে এই স্তব পাঠ করিবে। এ সমস্ত ভৈরব কীর্ত্তনে ভয়ে উপশম হয় ॥ ৪৩

এগার হাজার বার এই মন্ত্র জপ করিলে পুরশ্চরণ হয়। হে দেবি! যে ব্যক্তি সংবৎসর একাগ্রমনে ত্রিসন্ধ্যা এই স্তব পাঠ করে সে লোক দুর্লভ অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করে ॥ ৪৫

ভূমিকামী ব্যক্তি ছয় মাস এই মন্ত্র জপ করিলে ভূমি লাভ করে। রাজা শত্রু বিনাশের নিমিত্ত ইহা আট মাস জপ করিবেন। রাত্রিতে তিন বার পাঠ করিলে শত্রু নাশ হয়। যে রাত্রিতে তিন মাস কাল

ধনার্থী চ সুতার্থী চ দারার্থী যস্তু মানবঃ।
পঠেদ্ বারত্রয়ং যদ্বা বারমেকং তথা নিশি ॥ ৪৮
ধনং পুত্রাংস্তথা দারান্ প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ।
রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ৪৯
ভীতো ভয়াৎ প্রমুচ্যেত দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ।
যান্ যান্ সমীহতে কামাং-স্তাংস্তানাপ্নোতি নিশ্চিতং ॥ ৫০
অপ্রকাশ্যমিদং গুহ্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
সৎকুলীনায় শান্তায় ঋজবে দম্ভবর্জ্জিতে ॥ ৫১
দদ্যাৎ স্তোত্রমিদং পুণ্যং সর্ব্বকামফলপ্রদং।
ধ্যানং বক্ষ্যামি দেবস্য যথা ধ্যাত্বা পঠেন্নরঃ ॥ ৫২
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং সহস্রাদিত্যবর্চ্চসং।
অষ্টবাহুং ত্রিনয়নং চতুর্ব্বাহুং দ্বিবাহুকং ॥ ৫৩
ভুজঙ্গমেখলং দেবমগ্নিবর্ণ-শিরোরুহং।
দিগম্বরং কুমারীশং বটুকাখ্যং মহাবলং ॥ ৫৪

ইহা পাঠ করে, সে রাজাকে বশীভূত করিতে পারে। ধনার্থী, পুত্রার্থী এবং পত্নীপ্রার্থী মনুষ্য রাত্রিতে তিনবার অথবা একবার পাঠ করিলে নিঃসন্দেহ ধন পুত্র বা পত্নী লাভ করে। রোগী রোগ মুক্ত হয় এবং বদ্ধ বন্ধন মুক্ত হয়। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯।

ভীত ভয় হইতে মুক্ত হয়। হে দেবি! ইহাতে সংশয় নাই। সে যে কামনা অভিলাষ করে সে নিশ্চয় সেই সমস্ত লাভ করে। ৫০

এই গোপনীয় মন্ত্র অপ্রকাশ্য। যাহাকে তাহাকে ইহা বলিবে না। সৎকুলীন, শান্ত, সরল, নিরহঙ্কার ব্যক্তিকে এই পবিত্র সর্ব্বকামফল-প্রদ মন্ত্র বলিবে। হে দেবি! দেবতার ধ্যানও বলিতেছি যাহা পাঠ করিয়া স্তোত্র পাঠ করিবে। শুদ্ধ স্ফটিক তুল্য সহস্রসূর্য্য তুল্য যাঁহার

খট্বাঙ্গ-মসিপাশঞ্চ শূলঞ্চৈব তথা পুনঃ।
ঢমরুঞ্চ কপালঞ্চ বরদং ভুজগং তথা ॥ ৫৫
নীলজীমূতসঙ্কাশং নীলাঞ্জন চয়প্রভং।
দংষ্ট্রাকরালবদনং নূপুরাঙ্গদসঙ্কুলং ॥ ৫৬
আত্মবর্ণসমোপেত-সারমেয়-সমন্বিতং।
ধ্যাত্বা জপেৎ সুসংহৃষ্টঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৭
এতচ্ছ্রুত্বা ততো দেবী নামাষ্টশতমুত্তমং।
ভৈরবায় প্রহৃষ্টাভূৎ স্বয়ঞ্চৈব মহেশ্বরী ॥ ৫৮

ইতি শ্রীরুদ্রযামলে আপদুদ্ধারকল্পে উমামহেশ্বরসংবাদে
বটুকভৈরবস্তবরাজঃ সমাপ্ত।

অষ্টবাহু, চতুর্ব্বাহু অথবা দ্বিবাহু। ত্রিনয়ন, সর্পের মেখলাধারী, অগ্নির ন্যায় কেশজাল, দিগম্বর, কুমারীগণের অধিপতি, মহাবল, বটুক-ভৈরব। খটাঙ্গ অসি, নাগপাশ ত্রিশূল ডমরু কপাল বর ও সর্প ধারণকারী, নীল মেঘের ন্যায় বর্ণ, নীল কজ্জল রাশির ন্যায় প্রভা, মুখে ভয়ানক দন্ত এবং নূপুর ও অঙ্গদে ভূষিত। নিজের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট নিকটস্থিত কুক্কুরগণে বেষ্টিত। প্রফুল্লচিত্তে এই ধ্যান করিয়া জপ করিলে সে মানব সর্ব্ব কামনা লাভ করে ॥ ৫৭

অনন্তর দেবী মহেশ্বরী এই উৎকৃষ্ট অষ্টোত্তর শত নাম স্তোত্র শুনিয়া স্বয়ং ভৈরবের উপর সন্তুষ্ট হইলেন ॥ ৫৮

ইতি শ্রীরুদ্রযামলে আপদুদ্ধারকল্পে উমামহেশ্বরসংবাদে
বটুকভৈরবস্তবরাজ সমাপ্ত।

—:*:—

ভীষ্মকৃত-কৃষ্ণস্তবঃ।

ইতি মতিরুপকল্পিতা বিতৃষ্ণা ভগবতি সাত্বতপুঙ্গবে বিভূম্নি।
স্বসুখমুপগতে ক্বচিদ্বিহর্ত্তুং প্রকৃতিমুপেয়ুষি যদ্ভবপ্রবাহঃ॥ ১
ত্রিভুবনকমনং তমালবর্ণং রবিকরগৌরবরাম্বরং দধানে
বপুরলককুলাবৃতাননাব্জং বিজয়সখে রতিরস্তু মেঽনবদ্যা॥ ২
যুধি তুরগরজোবিধূম্রবিষ্বক্-কচলুলিত-শ্রমবার্য্যলঙ্কৃতাস্যে।
মম নিশিতশরৈর্বিভিদ্যমানত্বচিবিলসৎকবচেঽস্তু কৃষ্ণ আত্মা॥
সপদি সখিবচো নিশম্য মধ্যে নিজপরয়োর্বলয়োরথং নিবেশ্য
স্থিতবতি পরসৈনিকায়ুরক্ষ্ণা হৃতবতি পার্থসখে রতির্মমাস্তু॥ ৪

(শ্রীভীষ্ম বলিলেন) যিনি স্বীয় আত্মানন্দে অবস্থিত হইয়াও সৃষ্টিপ্রবাহজনয়িত্রী প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়াছেন, যিনি সর্ব্বৈশ্বর্য-সম্পন্ন, মহত্তম এবং যদুকুলশ্রেষ্ঠ সেই শ্রীকৃষ্ণে আমার কামনা-রহিত চিত্ত ন্যস্ত হউক॥ ১

যিনি ত্রিভুবন-সুন্দর তমাল তুল্য নীলবর্ণ, রবিকিরণসদৃশ পীত বসন পরিহিত এবং কুন্তলজালাবৃত মুখপদ্মশোভিত রুচির দেহধারী, সেই পার্থসখাতে আমার ফলকামনা শূন্য রতি হউক॥ ২

রণস্থলে অশ্বখুররজোতে যাঁহার ধূসরবর্ণ কেশজাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া বদনকমলে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মজাল উৎপাদন করিয়াছিল, সেই রুচির বদন কমল ধারী এবং আমার তীক্ষ্ণশরে বিক্ষত দেহ ও উজ্জ্বল কবচ ধারী কৃষ্ণে আমার আত্মা স্থিত হউক॥ ৩

যিনি সখা অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বকীয় ও পরকীয় সৈন্য মধ্যে রথ স্থাপন করত অবস্থিত হইয়া দৃষ্টি দ্বারাই যেন

খট্বাঙ্গ-মসিপাশঞ্চ শূলঞ্চৈব তথা পুনঃ।
ডমরুঞ্চ কপালঞ্চ বরদং ভুজগং তথা॥ ৫৫
নীলজীমূতসঙ্কাশং নীলাঞ্জন চয়প্রভং।
দংষ্ট্রাকরালবদনং নূপুরাঙ্গদসঙ্কুলং॥ ৫৬
আত্মবর্ণসমোপেত-সারমেয়-সমন্বিতং।
ধ্যাত্বা জপেৎ সুসংহৃষ্টঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥ ৫৭
এতচ্ছ্রুত্বা ততো দেবী নামাষ্টশতমুত্তমং।
ভৈরবায় প্রহৃষ্টাভূৎ স্বয়ঞ্চৈব মহেশ্বরী॥ ৫৮

ইতি শ্রীরুদ্রযামলে আপদুদ্ধারকল্পে উমামহেশ্বরসংবাদে
বটুকভৈরবস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ।

অষ্টবাহু, চতুর্ব্বাহু অথবা দ্বিবাহু। ত্রিনয়ন, সর্পের মেখলাধারী অগ্নির ন্যায় কেশজাল, দিগম্বর, কুমারীগণের অধিপতি, মহাবল, বটুক-ভৈরব। খটাঙ্গ অসি, নাগপাশ ত্রিশূল ডমরু কপাল বর ও সর্প ধারণকারী, নীল মেঘের ন্যায় বর্ণ, নীল কজ্জল রাশির ন্যায় প্রভা, মুখে ভয়ানক দন্ত এবং নূপুর ও অঙ্গদে ভূষিত। নিজের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট নিকটস্থিত কুক্কুরগণে বেষ্টিত। প্রফুল্লচিত্তে এই ধ্যান করিয়া জপ করিলে সে মানব সর্ব্ব কামনা লাভ করে॥ ৫৭

অনন্তর দেবী মহেশ্বরা এই উৎকৃষ্ট অষ্টোত্তর শত নাম স্তোত্র শুনিয়া স্বয়ং ভৈরবের উপব সন্তুষ্ট হইলেন॥ ৫৮

ইতি শ্রীরুদ্রযামলে আপদুদ্ধারকল্পে উমামহেশ্বরসংবাদে
বটুকভৈরবস্তবরাজ সমাপ্ত।

ভীষ্মকৃত-কৃষ্ণস্তবঃ।

ইতি মতিরুপকল্পিতা বিতৃষ্ণা ভগবতি সাত্বতপুঙ্গবে বিভূম্নি।
স্বসুখমুপগতে ক্বচিদ্বিহর্ত্তুং প্রকৃতিমুপেয়ুষি যদ্ভবপ্রবাহঃ ॥ ১
ত্রিভুবনকমনং তমালবর্ণং রবিকরগৌরবরাম্বরং দধানে
বপুরলককুলাবৃতাননাব্জং বিজয়সখে রতিরস্তু মেঽনবদ্যা ॥ ২
যুধি তুরগরজোবিধূম্রবিষ্বক্-কচলুলিত-শ্রমবার্য্যলঙ্কৃতাস্যে।
মম নিশিতশরৈর্বিভিদ্যমান ত্বচিবিলসৎকবচেঽস্তু কৃষ্ণ আত্মা॥
সপদি সখিবচো নিশম্য মধ্যে নিজপরয়োর্ব্বলয়ো রথং নিবেশ্য
স্থিতবতি পরসৈনিকায়ুরক্ষ্ণা হৃতবতি পার্থসখে রতির্মমাস্তু ॥ ৪

(শ্রীভীষ্ম বলিলেন) যিনি স্বীয় আত্মানন্দে অবস্থিত হইয়াও সৃষ্টিপ্রবাহজনয়িত্রী প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়াছেন, যিনি সর্ব্বৈশ্বর্য-সম্পন্ন, মহত্তম এবং যদুকুলশ্রেষ্ঠ সেই শ্রীকৃষ্ণে আমার কামনা-রহিত চিত্ত ন্যস্ত হউক ॥ ১

যিনি ত্রিভুবন-সুন্দর তমাল তুল্য নীলবর্ণ, রবিকিরণসদৃশ পীত বসন পরিহিত এবং কুন্তলজালাবৃত মুখপদ্মশোভিত রুচির দেহধারী, সেই পার্থসখাতে আমার ফলকামনা শূন্য রতি হউক ॥ ২

রণস্থলে অশ্বখুররজোতে যাঁহার ধূসরবর্ণ কেশজাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া বদনকমলে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মজাল উৎপাদন করিয়াছিল, সেই রুচির বদন কমল ধারী এবং আমার তীক্ষ্ণশরে বিক্ষত দেহ ও উজ্জ্বল কবচ ধারী কৃষ্ণে আমার আত্মা স্থিত হউক ॥ ৩

যিনি সখা অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বকীয় ও পরকীয় সৈন্য মধ্যে রথ স্থাপন করত অবস্থিত হইয়া দৃষ্টি দ্বারাই যেন

ব্যবহিতপৃতনামুখং নিরীক্ষ্য স্বজনবধাদ্বিমুখস্য দোষবুদ্ধ্যা।
কুমতিমহরদাত্মবিদ্যয়া যশ্চরণরতিঃ পরমস্য মেহস্তু তস্য ॥৫
স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞা মৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃতরথচরণোহভ্যয়াচ্চলদ্গুর্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ ॥ ৬
শিতবিশিখহতো বিশীর্ণদংশঃ ক্ষতজপরিপ্লুত আততায়িনো মে
প্রসভমভিসসার মদ্বধার্থং স ভবতু মে ভগবান্ গতির্মুকুন্দঃ ॥ ৭
বিজয়রথকুটুম্ব আত্ততোত্রে ধৃতহয়রশ্মিনি তচ্ছ্রিয়েক্ষণীয়ে।
ভগবতি রতিরস্তু মে মুমূর্ষোর্যমিহ নিরীক্ষ্য হতাগতাঃ স্বরূপম্ ॥৮

...নের আয়ু হরণ করিয়াছিলেন সেই পার্থসখাতে আমার মতি অচঞ্চল হউক ॥ ৪

অর্জ্জুন বিপক্ষসৈন্যগণের অগ্রভাগে আত্মীয়গণকে দেখিয়া দোষ-বোধে স্বজনবধে বিমুখ হইলে যে কৃষ্ণ অধ্যাত্মবিদ্যা উপদেশ দ্বারা অর্জ্জুনের কুমতি দূর করিয়াছিলেন সেই পরমেশ্বর কৃষ্ণের চরণে আমার মতি হউক ॥ ৫

যিনি আমার প্রতিজ্ঞা সত্য ও অধিক করিবার নিমিত্ত নিজের নিগম প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া, রথ হইতে লম্ফন পূর্ব্বক চক্র ধারণ করিয়া হস্তীবধোদ্যত সিংহের ন্যায় মদভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন, যাঁহার ত্বরিত গমনে পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল এবং দ্রুতগমনে যাঁহার উত্তরীয় বস্ত্র স্খলিত হইয়াছিল ; পরে আততায়ী আমি আমার সুতীক্ষ্ণ শরে আহত, রক্তাক্ত দেহও ছিন্ন-কবচ হইয়া যিনি আমার বধের নিমিত্ত ধাবিত হইয়াছিলেন, সেই ভগবান মুকুন্দ আমার গতি হউন ॥ ৬। ৭ ॥

যুদ্ধক্ষেত্রে, মৃত্যু সময়ে যাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া সৈন্যগণ সারূপ্য মুক্তিলাভ করিয়াছেন, সেই এক হস্তে অশ্ববল্গা ও অপর হস্তে

ললিতগতিবিলাসবল্গুহাস প্রণয়নিরীক্ষণকল্পিতোরুমানাঃ।
কৃতমনুকৃতবত্য উন্মদান্ধাঃ প্রকৃতিমগন্ কিল যস্য গোপবধ্বঃ॥ ৯
মুনিগণনৃপবর্য্যসঙ্কুলেঽন্তঃ-সদসি যুধিষ্ঠিররাজসূয় এষাম্
অর্হণমুপপেদ ঈক্ষণীয়ো মম দৃশি গোচর এষ আবিরাত্মা॥ ১০
তমিমমহমজং শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং সমধিগতোঽস্মিবিধূতভেদমোহঃ॥ ১১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে ভীষ্মকৃত-কৃষ্ণস্তবঃ সমাপ্তঃ।

—:০:—

বেত্রদণ্ড (চাবুক) ধারণ করিয়া অর্জ্জুন-রথে সারথিরূপে শোভমান ভগবান কৃষ্ণে এই মৃত্যুকালে আমার মতি ন্যস্ত হউক॥ ৮

ললিতগতি, মধুরহাস্য, বিলাস এবং প্রণয়-নিরীক্ষণাদিদ্বারা বর্দ্ধিত গুরুমান সুতরাং মদবিহ্বল হইয়া গোপবধূগণ যাঁহার গোবর্দ্ধন-ধারণাদি লীলার অনুকরণ করিয়া সারূপ্য মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল আমারও মৃত্যু সময়ে সেই ভগবানে মতি হউক॥ ৯

মুনিগণ এবং নৃপতিপ্রবর-পরিব্যাপ্ত যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সভামধ্যে যিনি সর্ব্বজনের দর্শনীয় হইয়া পূজোপহার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই এই পরমাত্মা মৃত্যুকালে আমার চক্ষুর গোচরে বিরাজিত হইয়াছেন॥ ১০

প্রতিলোকের দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীয়মান এক সূর্য্যের ন্যায় স্বয়ংনির্ম্মিত জীবের প্রতি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত জন্মরহিত এই বিষ্ণুকে ভেদমোহহীন হইয়া আমি প্রাপ্ত হইলাম॥ ১১

ইতি ভীষ্মকৃত-কৃষ্ণস্তব সমাপ্ত।

—:০:—

অথ বিষ্ণুসহস্রনামারম্ভঃ।

যস্য স্মরণমাত্রেণ জন্মসংসারবন্ধনাৎ। বিমুচ্যতে নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে॥ ১। নমঃ সমস্তভূতানামাদিভূতায় ভূভৃতে। অনেকরূপরূপায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে॥ ২।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা ধর্ম্মানশেষেণ পাবনানি চ সর্ব্বশঃ। যুধিষ্ঠিরঃ শান্তনবং পুনরেবাভ্যভাষত॥ ১। যুধিষ্ঠিরউবাচ। কিমেকং দৈবতং লোকে কিম্বাপ্যেকং পরায়ণম্। স্তুবন্তঃ কং কমর্চ্চন্তঃ প্রাপ্নুয়ুর্মানবাঃ শুভম্॥ ২ কো ধর্ম্মঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভবতঃ পরমোমতঃ। কিং জপন্মুচ্যতে জন্তু-র্জন্মসংসারবন্ধনাৎ॥ ৩। ভীষ্মউবাচ। জগৎপ্রভুং দেবদেবমনন্তং পুরুষোত্তমম্। স্তুবন্নামসহস্রেণ পুরুষঃ সততোত্থিতঃ॥ ৪ তমেব চার্চয়ন্নিত্যং ভক্ত্যা পুরুষমব্যয়ম্। ধ্যায়ন্ স্তুবন্নমস্যংশ্চ যজমান

যাহার স্মরণ মাত্র জীব জন্ম ও সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয় সেই সর্ব্বপ্রভু বিষ্ণুকে নমস্কার করি॥ ১। সমস্ত প্রাণিগণের আদীভূত বহুরূপ প্রভাবশালী বিষ্ণুকে নমস্কার করি॥ ২ বৈশম্পায়ন বলিলেন। —যুধিষ্ঠির সমস্ত ধর্ম্ম এবং বিশুদ্ধিকারক শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার ভীষ্মকে বলিলেন॥ ১ যুধিষ্ঠির বলিলেন—এই লোকে সর্ব্বপ্রধান দেবতা কে, একমাত্র শ্রেষ্ঠ আশ্রয়ই বা কে হন এবং কাহাকে স্তব ও অর্চ্চনা করিয়া মনুষ্য শুভ গতি লাভ করে? ২ আপনার মতে কোন ধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ এবং জীব কি জপ করিয়া জন্ম ও সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়? ভীষ্ম বলিলেন—জগৎপ্রভু দেবদেব অনন্ত পুরুষোত্তম নারায়ণকে সহস্র নামে স্তব করিয়া পুরুষ সর্ব্বদা শ্রেয় লাভ করে। ৪। সেই অব্যয় জন্মমৃত্যুহীন, সর্ব্বলোক-মহেশ্বর লোকা-

স্তমেবচ ॥ ৫ । ব্রহ্মণ্যং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞং লোকানাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্। লোক-
নাথং মহদ্ভূতং সর্ব্বভূতভবোদ্ভবম্ ॥ ৭ । এষ মে সর্ব্বধর্ম্মাণাং ধর্ম্মোঽ-
ধিকতমোমতঃ। যদ্ভক্ত্যা পুণ্ডরীকাক্ষং স্তবৈরর্চ্চেন্নরঃ সদা ॥ ৮ । পরমং
যো মহত্তেজঃ পরমং যো মহত্তপঃ। পরমং যো মহদ্ব্রহ্ম পরমং যঃ পরা-
য়ণম্ ॥ ৯ । পবিত্রাণাং পবিত্রং যো মঙ্গলানাং চ মঙ্গলম্। দৈবতং
দেবতানাঞ্চ ভূতানাং যোঽব্যয়ঃ পিতা ॥ ১০ ॥ যতঃ সর্ব্বানি ভূতানি
ভবন্ত্যাদিযুগাগমে। যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে ॥ ১১ ।
তস্য লোকপ্রধানস্য জগন্নাথস্য ভূপতে। বিষ্ণোর্নামসহস্রং মে
শৃণু পাপভয়াপহম্ ॥ ১২ । যানি নামানি গৌণানি বিখ্যাতানি
মহাত্মনঃ। ঋষিভিঃ পরিগীতানি তানি বক্ষ্যামি ভূতয়ে ॥ ১৩ ।
বিষ্ণোর্নামসহস্রস্য বেদব্যাসো মহানৃষিঃ। ছন্দোঽনুষ্টুপ্ তথাদেবো

ধ্যক্ষ বিষ্ণুকে যজমান অর্চ্চনা ধ্যান স্তুতি প্রণাম করিয়া এবং নিত্য
স্তব করিয়া সর্ব্বদুঃখ অতিক্রম করেন ॥ ৫ । ৬ । তিনি ব্রহ্মণ্য সর্ব্ব-
ধর্ম্মজ্ঞ, লোকগণের কীর্ত্তিবর্দ্ধন, লোকনাথ, মহদ্ভূত এবং সর্ব্বপ্রাণীর
উৎপত্তির নিদান॥ লোকগণ সর্ব্বদা ভক্তিপূর্ব্বক স্তব দ্বারা
পুণ্ডরীকাক্ষের যে অর্চ্চনা করেন তাহাই সর্ব্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ॥ ৮ । যিনি
পরম মহা তেজঃ, যিনি পরম মহত্তপঃ, যিনি পরম মহদ্ব্রহ্ম এবং যিনি
পরম পরায়ণ, সকল পবিত্রের পবিত্র এবং মঙ্গলের মঙ্গল, সর্ব্বদেবতার
দেবতা এবং প্রাণিগণের অব্যয় পিতা ॥ ১০ । প্রথম যুগাগমে
যাঁহা হইতে সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে এবং যুগক্ষয়ে যাহাতে লীন
হইবে ॥ ১১ । হে ভূপতে! সেই লোকপ্রধান জগন্নাথ বিষ্ণুর পাপও
ভয়হর সহস্রনাম শ্রবণ কর ॥ ১২ । যেগুলি গুহ্য ও যেগুলি বিখ্যাত
নাম এবং ঋষিগণ যাহা গান করিয়াছেন মহাত্মার সেই সকল নাম
বলিব ॥ এই শ্রীকৃষ্ণ দিব্যসহস্রনামস্তোত্র মন্ত্রের ঋষি ভগবান্ বেদব্যাস,

ভগবান্ দেবকীসুতঃ॥ ১। অমৃতাংশূদ্ভবং বীজং শক্তির্দেবকীনন্দনঃ। ত্রিসামা হৃদয়ং তস্য শান্ত্যর্থে বিনিযুজ্যতে॥ ২। বিষ্ণুং জিষ্ণুং মহাবিষ্ণুং প্রভবিষ্ণুং মহেশ্বরম্। অনেকরূপং দৈত্যান্তং নমামি পুরুষোত্তমম্॥ ৩। অস্য শ্রীবিষ্ণোর্দ্দিব্যসহস্রনামস্তোত্রমহামন্ত্রস্য শ্রীভগবান্ বেদব্যাসঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা শ্রীমন্নারায়ণো দেবতা অমৃতাংশূদ্ভবো-ভানুরিতি বীজং দেবকীনন্দনঃ স্রষ্টেতি শক্তিঃ। ত্রিসামা সামগস্সামেতি হৃদয়ম্। শঙ্খভৃন্নন্দকী চক্রীতি কীলকম্। শার্ঙ্গধন্বাগদাধর-ইত্যস্ত্রম্। রথাঙ্গপাণি রক্ষোভ্য ইতি কবচম্। উদ্ভবঃ ক্ষোভণোদেব ইতি পরমোমন্ত্রঃ। শ্রীকৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রজপে বিনিয়োগঃ॥ অথ করন্যাসঃ। ওঁ উদ্ভবায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ॥ ওঁ ক্ষোভণায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ দেবায় মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ উদ্ভবায় অনামিকাভ্যাং হুঁ। ওঁ ক্ষোভণায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ দেবায় করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।— ইতি করন্যাসঃ॥ অথ হৃদয়াদি-ষড়ঙ্গন্যাসঃ। সুব্রতঃ সুমুখঃ সূক্ষ্মঃ জ্ঞানায় হৃদয়ায় নমঃ ওঁ সহস্রমূর্দ্ধা বিশ্বাত্মা ঐশ্বর্য্যায় শিরসে স্বাহা। ওঁ সহস্রার্চ্চিঃ সপ্তজিহ্বঃ শক্ত্যৈ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ত্রিসামা সামগঃ সাম বলায় কবচায় হুঁ। ওঁ রথাঙ্গপাণি রক্ষোভ্যস্তেজসে নেত্রাভ্যাং বৌষট্। শার্ঙ্গধন্বা গদাধরঃ বীর্য্যায় অস্ত্রায় ফট্। ওঁ ক্রতুঃ

ছন্দ অনুষ্টুপ, দেবতা শ্রীকৃষ্ণ, পরমাত্মা শ্রীমন্নারায়ণ অমৃতাংশূদ্ভব ভানু বীজ, দেবকী নন্দন স্রষ্টা, শক্তি ত্রিসাম সাম সামগস্সাম হৃদয়, শঙ্খভৃৎ নন্দকী চক্রী কীলক, শার্ঙ্গধন্বা গদাধর অস্ত্র, রথাঙ্গপাণি (চক্রপাণি) রক্ষোভ্য কবচ, উদ্ভব ক্ষোভণদেব এই পরম মন্ত্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির নিমিত্ত বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্র জপে বিনিয়োগ। অনন্তর উপরি উক্ত যথা মন্ত্রে করন্যাস ষড়ঙ্গন্যাস করিতে হইবে। অনন্তর-

সুদর্শনঃ কালঃ ভূর্ভুর্বস্বরোমিতি দিগ্বন্ধঃ। ইতি হৃদয়াদিন্যাসঃ। অথ ধ্যানম্। শান্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশং বিশ্বাধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্। লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগিভির্ধ্যানগম্যং বন্দে বিষ্ণুং ভবভয়হরং সর্ব্বলোকৈকনাথম্॥ ওঁ বিশ্বং বিষ্ণুর্ব্বষট্কারো ভূতভব্যভবৎপ্রভুঃ। ভূতকৃদ্ ভূতভৃদ্ভাবোভূতাত্মা ভূতভাবনঃ॥১ পূতাত্মা পরমাত্মা চ মুক্তানাং পরমা গতিঃ। অব্যয়ঃ পুরুষঃ সাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞোঽক্ষর এবচ॥ ২॥ যোগী যোগবিদাং নেতা প্রধানপুরুষেশ্বরঃ। নারসিংহবপুঃ শ্রীমান্ কেশবঃ পুরুষোত্তমঃ॥৩। সর্ব্বঃ শিবঃ স্থাণুর্ভূতাদিনিধিরব্যয়ঃ। সম্ভবো ভাবনো ভর্ত্তা প্রভুরীশ্বরঃ॥ ৪ স্বয়ম্ভূঃ শম্ভুরাদিত্যঃ পুষ্করাক্ষো-মহাস্বনঃ। অনাদিনিধনো ধাতা বিধাতা ধাতুরুত্তমঃ॥ ৫। অপ্রমেয়ো-হৃষীকেশঃ পদ্মনাভোঽমরপ্রভুঃ। বিশ্বকর্ম্মা মনুস্ত্বষ্টা স্থবিষ্ঠঃ স্থবিরো ধ্রুবঃ॥ ৬ অগ্রাহ্যঃ শাশ্বতঃ কৃষ্ণো লোহিতাক্ষঃ প্রতর্দ্দনঃ। প্রভূত-স্ত্রিককুব্ধাম পবিত্রং মঙ্গলং পরম্॥ ৭ ঈশানঃ প্রাণদঃ প্রাণো জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রজাপতিঃ। হিরণ্যগর্ভো ভূগর্ভো মাধবো মধুসূদনঃ॥ ৮ ঈশ্বরো বিক্রমী ধন্বী মেধাবী বিক্রমঃ ক্রমঃ। অনুত্তমোদুরাধর্ষঃ কৃতজ্ঞঃ

ধ্যান। যিনি শান্ত আকৃতি, ভুজগশায়ী, পদ্মনাভ, সর্ব্বদেবের ঈশ্বর, বিশ্বের আধার আকাশতুল্য মহান্, মেঘবর্ণ, শুভাঙ্গবিশিষ্ট লক্ষ্মীকান্ত কমলনয়ন, যোগীগণের ধ্যানগম্য সেই ভবভয়হর সর্ব্ব লোকের একমাত্র অধিপতি বিষ্ণুকে বন্দনা করি। (১)। ভূতভব্য ভবৎপ্রভু ভূতভৃৎ, ভাব। (২) মুক্তের গতি, ক্ষেত্রজ্ঞ, অক্ষর। ৩। যোগবিদের নেতা। ৪। ভূতাদি, নিধি অব্যয়। ৫ শম্ভু, আদিত্য, উত্তমধাতু। ৬। অমর, প্রভু ৭। ত্রিককুব্ধাম,। ৯। কৃতি,

কৃতিবাত্মবান্॥ ৯ সুরেশঃ শরণং শর্ম বিশ্বরেতাঃ প্রজাভবঃ। অহঃ সংবৎসবোব্যোলঃ প্রত্যয়ঃ সর্ব্বদর্শনঃ॥ ১০ অজঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিঃ সর্ব্বাদিরচ্যুতঃ। বৃষাকপিবমেয়াত্মা সর্ব্বযোগবিনিঃসৃতঃ॥ ১১ বসুর্বসুমনাঃ সত্যঃ সমাত্মা সম্মিতঃ সমঃ। অমোঘঃ পুণ্ডরীকাক্ষো বৃষকর্ম্মা বৃষাকৃতিঃ॥ ১২ রুদ্রো বহুশিরা বভ্রুর্বিশ্বযোনিঃ শুচিশ্রবাঃ। অমৃতঃ শাশ্বতঃ স্থাণুর্ববাবোহো মহাতপাঃ॥ ১৩ সর্ব্বগ. সর্ব্ববিদভানু-র্বিষ্বক্সেনো জনার্দ্দনঃ। বেদো বেদবিদব্যঙ্গো বেদাঙ্গো বেদবিৎ কবিঃ॥ ১৪ লোকাধ্যক্ষঃ সুরাধ্যক্ষো ধর্ম্মাধ্যক্ষঃ কৃতাকৃতঃ। চতুরাত্মা চতুর্ব্যূহ-শ্চতুর্দংষ্ট্র-শ্চতুর্ভুজঃ॥ ১৫. ভ্রাজিষ্ণুর্ভোজনং ভোক্তা সহিষ্ণু-র্জগদাদিজঃ॥ অনঘো বিজয়োজেতা বিশ্বযোনিঃ পুনর্বসুঃ॥ ১৬ উপেন্দ্রো বামনঃপ্রাংশু বমোঘঃ শুচিরূর্জিতঃ। অতীন্দ্রঃ সংগ্রহঃ সর্গোধৃতাত্মা নিযমোযমঃ॥ ১৭ বেদ্যো বৈদ্যঃ সদাযোগী বীরহা মাধবো মধুঃ। অতীন্দ্রিয়ো মহামায়ো মহোৎসাহো মহাবলঃ॥ ১৮ মহাবুদ্ধি র্মহাবীর্য্যো-মহাশক্তি-র্মহাদ্যুতিঃ। অনির্দ্দেশ্যবপুঃ শ্রীমানমেয়াত্মা মহাদ্রিধৃক্॥ ১৯ মহেষ্বাসো-মহীভর্ত্তা শ্রীনিবাসঃ সতাং গতিঃ। অনিরুদ্ধঃ সুরানন্দো গোবিন্দো গোবিদাং পতিঃ॥ ২০ মরীচির্দমনো হংসঃ সুপর্ণো ভুজগোত্তমঃ। হিরণ্যনাভঃ সুতপাঃ পদ্মনাভঃ প্রজা-পতিঃ॥ ২১ অমৃত্যুঃ সর্ব্বদৃক্সিংহঃ সন্ধাতা সন্ধিমান্ স্থিরঃ। অজো দুর্ম্মর্ষণঃ শাস্তা বিশ্রুতাত্মা সুরারিহা॥ ২২ গুরুগুরুতমো ধাম সত্যঃ সত্যপরাক্রমঃ। নিমিষোহনিমিষঃ স্রগ্বী বাচস্পতিরুদারধীঃ॥ ২৩ অগ্রণীগ্রামণীঃ শ্রীমান্ ন্যায়োনেতা সমীরণঃ। সহস্রমূর্দ্ধা বিশ্বাত্মা

আত্মবান্। ১১ বৃষাকপি অমেয়াত্মা ১৪। বেদবিৎ, অব্যঙ্গ। ১৭। প্রাংশু, অমোঘ শুচি ঊর্জ্জিত। ১৯। অনির্দ্দেশ্যবপু, মহাদ্রিধৃক্। ২০। সতের গতি। ২১। ধাম, সত্যপরাক্রম। ২২। নিমিষ, অনিমিষ

সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥ ২৪ আবর্ত্তনো নিবৃত্তাত্মা সংবৃতঃ সংপ্রমর্দ্দনঃ। অহঃ সংবর্ত্তকো বহ্নিরনিলো ধরণীধরঃ ॥ ২৫ সুপ্রসাদঃ প্রসন্নাত্মা বিশ্বধৃগ্‌বিশ্বভুগ্‌বিভুঃ। সৎকর্ত্তা সৎকৃতিঃ সাধুর্জহ্নুর্নারায়ণো নরঃ ॥২৬ অসংখ্যেয়োঽপ্রমেয়াত্মা বিশিষ্টঃ শিষ্টকৃচ্ছুচিঃ। সিদ্ধার্থঃ সিদ্ধসংকল্পঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধিসাধনঃ ॥ ২৭ বৃষাহী বৃষভো বিষ্ণুর্বৃষপর্ব্বা বৃষোদরঃ। বর্দ্ধনো বর্দ্ধমানশ্চ বিবিক্তঃ শ্রুতিসাগরঃ ॥ ২৮ সুভুজো দুর্দ্ধরোবাগ্মী মহেন্দ্রো বসুদো বসুঃ। নৈকরূপো বৃহদ্রূপঃ শিপিবিষ্টঃ প্রকাশনঃ ॥২৯ ওজস্তেজোদ্যুতিধরঃ প্রকাশাত্মাপ্রতাপনঃ। ঋদ্ধঃ স্পষ্টাক্ষরো মন্ত্র- শ্চন্দ্রাংশুর্ভাস্করদ্যুতিঃ ॥ ৩০ অমৃতাংশূদ্ভবো ভানুঃ শশবিন্দুঃ সুরেশ্বরঃ। ঔষধং জগতঃসেতুঃ সত্যধর্ম্মপরাক্রমঃ ॥ ৩১ ভূতভব্যভবন্নাথঃ পবনঃ পাবনোঽনলঃ। কামহা কামকৃৎকান্তঃ কামঃ কামপ্রদঃ প্রভুঃ ॥ ৩২ যুগাদিকৃদ যুগাবর্ত্তোঽনৈকমায়ো মহাশনঃ। অদৃশ্যোঽব্যক্তরূপশ্চ সহস্রজিদনন্তজিৎ ॥ ৩৩ ইষ্টো বিশিষ্টঃ শিষ্টেষ্টঃ শিখণ্ডী নহুষো বৃষঃ। ক্রোধহা ক্রোধকৃৎকর্ত্তা বিশ্ববাহুর্মহীধরঃ ॥ ৩৪ অচ্যুতঃ প্রথিতঃ প্রাণঃ প্রাণদো বাসবানুজঃ। অপাংনিধিরধিষ্ঠানমপ্রমত্তঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৩৫ স্কন্দঃ স্কন্দধরো ধুর্য্যো বরদো বায়ুবাহনঃ। বাসুদেবো বৃহদ্ভানু- রাদিদেবঃ পুরন্দরঃ ॥ ৩৬ অশোকস্তারণস্তারঃ শূরঃ শৌরির্জনেশ্বরঃ। অনুকূলঃ শতাবর্ত্তঃ পদ্মী পদ্মনিভেক্ষণঃ ॥ ৩৭ পদ্মনাভোঽরবিন্দাক্ষঃ

বাচস্পতি, উদারধী। ২৪। বহ্নি, অনিল। ২৬। অপ্রমেয়াত্মা, শিষ্টকৃৎ, শুচি। ২৯। চন্দ্রাংশু ভাস্করদ্যুতি। ৩০। অমৃতাংশূদ্ভব, জগৎসেতু। ৩১। পবন, অনল, অদৃশ্য অব্যক্তরূপ। ৩৪। অপের নিধি ও অধিষ্ঠান, অপ্রমত্ত। ৩৬। অশোক তারণ জনে- শ্বর। পদ্মনিভেক্ষণ। ৩৭। পদ্মনাভ, অরবিন্দাক্ষ মহোক্ষ।

পদ্মগর্ভঃ শরীরভৃৎ। মহর্দ্ধির্ঋদ্ধোবৃদ্ধাত্মা মহাক্ষোগরুড়ধ্বজঃ॥ ৩৮ অতুলঃ শরভোভীমঃ সময়জ্ঞো হবির্হরিঃ। সর্ব্বলক্ষণলক্ষণ্যো লক্ষ্মীবান্ সমিতিঞ্জয়ঃ॥ ৩৯ বিক্ষরো রোহিতো মার্গো হেতুর্দামোদরঃ সহঃ। মহীধরো মহাভাগো বেগবানমিতাশনঃ॥ ৪০ উদ্ভবঃ ক্ষোভণোদেবঃ শ্রীগর্ভঃ পরমেশ্বরঃ। করণং কারণং কর্ত্তা বিকর্ত্তা গহনোগুহঃ॥ ৪১ ব্যবসায়ো ব্যবস্থানঃ সংস্থানঃ স্থানদোধ্রুবঃ। পরর্দ্ধিঃ পরমঃ স্পষ্টস্তুষ্টঃ পুষ্টঃ শুভেক্ষণঃ॥ ৪২ রামো বিরামো বিরজো মার্গো নেয়ো নয়োহনয়ঃ। বীরঃ শক্তিমতাং শ্রেষ্ঠো ধর্মোধর্ম্মবিদুত্তমঃ॥ ৪৩ বৈকুণ্ঠঃ পুরুষঃ প্রাণঃ প্রাণদঃ প্রণবঃ পৃথুঃ। হিরণ্যগর্ভঃ শত্রুঘ্নো ব্যাপ্তো বায়ুরধোক্ষজঃ॥ ৪৪ ঋতুঃ সুদর্শনঃ কালঃ পরমেষ্ঠী পরিগ্রহঃ। উগ্রঃ সংবৎসরো দক্ষো বিশ্রামোবিশ্বদক্ষিণঃ॥ ৪৫ বিস্তারঃ স্থাবরঃ স্থাণুঃ প্রমাণং বীজমব্যয়ম্। অর্থোঽনর্থো মহাকোশো-মহাভোগো মহাধনঃ॥ ৪৬ অনির্বিণ্ণঃ স্থবিষ্ঠোভূর্ধর্ম্মযূপো মহামখঃ। নক্ষত্রনেমির্নক্ষত্রী ক্ষমঃ ক্ষামঃ সমীহনঃ॥ ৪৭ যজ্ঞইজ্যো মহেজ্যশ্চ ক্রতুঃসত্রং সতাংগতিঃ। সর্ব্বদর্শী বিমুক্তাত্মা সর্ব্বজ্ঞো জ্ঞানমুত্তমম্॥৪৮ সুব্রতঃ সুমুখঃ সূক্ষ্মঃ সুঘোষঃ সুখদঃ সুহৃৎ। মনোহরো জিতক্রোধো-বীরবাহুর্বিদারণঃ॥৪৯ স্বাপনঃ স্ববশো ব্যাপী নৈকাত্মা নৈককর্ম্মকৃৎ। বৎসরো বৎসলো বৎসী রত্নগর্ভো ধনেশ্বরঃ॥ ৫০ ধর্ম্মগুব্ধর্ম্মকৃদ্ধর্ম্মী সদসৎ ক্ষরমক্ষরম্। অবিজ্ঞাতা সহস্রাংশুর্বিধাতা কৃতলক্ষণঃ॥ ৫১ গভস্তিনেমিঃ সত্ত্বস্থঃ সিংহো ভূতমহেশ্বরঃ। আদিদেবো মহাদেবো

৩৮। হবিঃ।, ৩৯। বেগবান্ অমিতাশন। ৪১। স্থানদ, ধ্রুব। ৪২। নয় অনয় শক্তিমান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ। উত্তম ধর্ম্মবিৎ। ৪৩। বায়ু, অধোক্ষজ। ৪৫। অর্থ, অনর্থ। ৪৭। সতের গতি। উত্তমজ্ঞান। ৫০। ধর্ম্মগুপ্ ধর্ম্মকৃৎ, ধর্ম্মী। ৫১। সিংহ,

দেবেশো দেবভৃদ্গুরুঃ॥ ৫২ উত্তরো গোপতির্গোপ্তা জ্ঞানগম্যঃ পুরাতনঃ। শরীরভূতভৃদ্ভোক্তা কপীন্দ্রোভূরিদক্ষিণঃ॥৫৩ সোমপোঽমৃতপঃ সোমঃ পুরুজিৎপুরুসত্তমঃ। বিনয়ো জয়ঃ সত্যসন্ধো দাশার্হঃ সাত্বতাংপতিঃ॥৫৪ জীবো বিনয়িতা সাক্ষী মুকুন্দোঽমিতবিক্রমঃ। অম্ভোনিধিরনন্তাত্মা মহোদধিশয়োঽন্তকঃ॥ ৫৫ অজো মহার্হঃ স্বাভাব্যো জিতামিত্রঃ প্রমোদনঃ। আনন্দো নন্দনো নন্দঃ সত্যধর্ম্মা ত্রিবিক্রমঃ॥ ৫৬ মহর্ষিঃ কপিলাচার্য্যঃ কৃতজ্ঞো মেদিনীপতিঃ। ত্রিপদস্ত্রিদশাধ্যক্ষো মহাশৃঙ্গঃ কৃতান্তকৃৎ॥ ৫৭ মহাবরাহো গোবিন্দঃ সুষেণঃ কনকাঙ্গদী। গুহ্যোগম্ভীরো গহনো গুপ্তশ্চক্রগদাধরঃ॥ ৫৮ বেধাঃ স্বাঙ্গোঽজিতঃ কৃষ্ণো দৃঢ়ঃ সংকর্ষণোঽচ্যুতঃ। বরুণো বারুণো বৃক্ষঃ পুষ্করাক্ষো মহামনাঃ॥ ৫৯ ভগবান্ ভগহা নন্দী বনমালী হলায়ুধঃ। আদিত্যো জ্যোতিরাদিত্যঃ সহিষ্ণুর্গতিসত্তমঃ॥ ৬০ সুধন্বা খণ্ডপরশুর্দারুণো দ্রবিণপ্রদঃ। দিবস্পৃক্ সর্ব্বদৃগ্ব্যাসো বাচস্পতিরযোনিজঃ॥ ৬১ ত্রিসামা সামগঃ সাম নির্ব্বাণং ভেষজং ভিষক্। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তিঃ পরায়ণঃ॥ ৬২ শুভাঙ্গঃ শান্তিদঃ স্রষ্টা কুমুদঃ কুবলেশয়ঃ। গোহিতো গোপতি র্গোপ্তা বৃষভাক্ষো বৃষপ্রিয়ঃ॥ ৬৩ অনিবর্ত্তী নিবৃত্তাত্মা সংক্ষেপ্তা ক্ষেমকৃচ্ছিবঃ। শ্রীবৎসবক্ষাঃ শ্রীবাসঃ শ্রীপতিঃ শ্রীমতাংবরঃ॥ ৬৪ শ্রীদঃ শ্রীশঃ শ্রীনিবাসঃ শ্রীনিধিঃ শ্রীবিভাবনঃ। শ্রীধরঃ শ্রীকরঃ শ্রেয়ঃ শ্রীমাল্লোঁকত্রয়া-

---

ভূতমহেশ্বর দেবভৃৎ, গুরু। ৫৩। সোমপ, অমৃতপ, সাত্বতের পতি। ৫৪। মুকুন্দ, অমিতবিক্রম, মহোদধিশয়, অন্তক। ৫৬। ত্রিদশাধ্যক্ষ। ৫৯। সাঙ্গ, অজিত, অচ্যুত। ৬০। জ্যোতি, আদিত্য, গতিসত্তম। ৬১। খণ্ডপরশু, দ্রবিণপ্রদ, ব্যাস। ৬২। সন্ন্যাসকৃৎ। ৬৩। ক্ষেমকৃৎ। ৬৪। লোকত্রয়াশ্রয়। ৬৬।

শ্রয়ঃ ॥ ৬৫ স্বক্ষঃ স্বঙ্গঃ শতানন্দো নন্দির্জ্যোতির্গণেশ্বরঃ। বিজিতাত্মা বিধেয়াত্মা সংকীর্ত্তিশ্ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ৬৬ উদীর্ণঃ সর্ব্বতশ্চক্ষুরনীশঃ শাশ্বতঃ স্থিরঃ। ভূশয়ো ভূষণো ভূতির্বিশোকঃ শোকনাশনঃ ॥ অর্চিষ্মানর্চিতঃ কুম্ভো বিশুদ্ধাত্মা বিশোধনঃ। অনিরুদ্ধোঽপ্রতিরথঃ প্রদ্যুম্নোঽমিতবিক্রমঃ ॥ ৬৮ কালনেমিনিহা বীরঃ শৌরিঃ শূরজনেশ্বরঃ। ত্রিলোকাত্মা ত্রিলোকেশঃ কেশবঃ কেশিহা হরিঃ ॥ ৬৯ কামদেবঃ কামপালঃ কামী কান্তঃ কৃতাগমঃ। অনির্দ্দেশ্যবপুর্বিষ্ণুর্বীরোঽনন্তো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৭০ ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মকৃদ্ ব্রহ্মা ব্রহ্ম ব্রহ্মবিবর্দ্ধনঃ। ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মী ব্রহ্মজ্ঞো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ ॥ ৭১ মহাক্রমো মহাকর্ম্মা মহাতেজা মহোরগঃ। মহাক্রতুর্মহাযজ্বা মহাযজ্ঞো মহাহবিঃ ॥ ৭২ স্তব্যঃ স্তবপ্রিয়ঃ স্তোত্রং স্তুতিঃ স্তোতা রণপ্রিয়ঃ। পূর্ণঃ পূরয়িতা পুণ্যঃ পুণ্যকীর্ত্তিরনাময়ঃ ॥ ৭৩ মনোজবস্তীর্থকরো বসুরেতা বসুপ্রদঃ। বসুপ্রদো বাসুদেবো বসুর্ব্বসুমনা হবিঃ ॥ ৭৪ সদ্গতিঃ সৎকৃতিঃ সত্তা সদ্ভূতিঃ সৎপরায়ণঃ। শূরসেনো যদুশ্রেষ্ঠঃ সন্নিবাসঃ সুযামুনঃ ॥ ৭৫ ভূতাবাসো বাসুদেবঃ সর্ব্বাসুনিলয়োঽনলঃ। দর্পহা দর্পদোঽদৃপ্তো দুর্ধরোঽথাপরাজিতঃ ॥ ৭৬ বিশ্বমূর্ত্তি র্মহামূর্ত্তি র্দীপ্তমূর্ত্তিরমূর্ত্তিমান্। অনেকমূর্ত্তিরব্যক্তঃ শতমূর্ত্তিঃ সনাতনঃ ॥ ৭৭ একো নৈকঃ স বঃ কঃ কিং যত্তৎপদমনুত্তমম্। লোকবন্ধু র্লোকনাথো মাধবো ভক্তবৎসলঃ ॥ ৭৮ সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। বীরহা বিষমঃ শূন্যো ধৃতাশীরচলশ্চলঃ ॥ ৭৯ অমানী মানদো

সর্ব্বতশ্চক্ষু, অনীশ। ৬৭। অর্চিষ্মান অপ্রতিরথ। ৬৯। কালনেমিনিহা। ৭০। অনির্দেশ্যবপুঃ, অনন্ত। ৭৩। অনাময়। ৭৪ মনোজব, বসুপ্রদ, বাসুদেব, বসুমনা। ৭৫। সর্ব্বাসুনিলয়। ৭৬। অপরাজিত। ৭৭। অব্যক্ত। ৮০। শস্ত্রভৃদ্বর। ৮২। চতুর্ব্বেদবিৎ;

মান্যো লোকস্বামী ত্রিলোকধৃক্। সুমেধা মেধজো ধন্যঃ সত্যমেধা ধরাধরঃ ॥ ৮০ তেজো বৃষো দ্যুতিধরঃ সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ। প্রগ্রহো নিগ্রহো ব্যগ্রো নৈকশৃঙ্গো গদাগ্রজঃ ॥ ৮১ চতুর্ম্মূর্ত্তিশ্চতুর্ব্বাহুশ্চতুর্ব্যূহশ্চতুর্গতিঃ। চতুরাত্মা চতুর্ভাবশ্চতুর্ব্বেদবিদেকপাৎ ॥ ৮২ সমাবর্ত্তো নিবৃত্তাত্মা দুর্জ্জয়ো দুরতিক্রমঃ। দুর্লভো দুর্গমো দুর্গো দুরাবাসো দুরারিহা ॥ ৮৩ শুভাঙ্গো লোকসারঙ্গঃ সুতন্তুস্তন্তুবর্দ্ধনঃ। ইন্দ্রকর্ম্মা মহাকর্ম্মা কৃতকর্ম্মা কৃতাগমঃ ॥ ৮৪ উদ্ভবঃ সুন্দরঃ সুন্দো রত্ননাভঃ সুলোচনঃ। অর্কো বাজসনিঃ শৃঙ্গী জয়ন্তঃ সর্ব্ববিজয়ী ॥ ৮৫ সুবর্ণবিন্দুরক্ষোভ্যঃ সর্ব্ববাগীশ্বরেশ্বরঃ। মহাহ্রদো মহাগর্ত্তো মহাভূতো মহানিধিঃ ॥ ৮৬ কুমুদঃ কুন্দরঃ কুন্দঃ পর্যন্যো-পাবনোঽনিলঃ। অমৃতাংশোঽমৃতবপুঃ সর্ব্বজ্ঞো সর্ব্বতোমুখঃ ॥ ৮৭ সুলভঃ সুব্রতঃ সিদ্ধঃ শত্রুজিচ্ছত্রুতাপনঃ। ন্যগ্রোধোডুম্বরোঽশ্বত্থশ্চাণূরান্ধ্রনিষূদনঃ ॥৮৮ সহস্রার্চ্চিঃ সপ্তজিহ্বঃ সপ্তৈধাঃ সপ্তবাহনঃ ॥ ৮৮ অমূর্ত্তিরনঘোঽচিন্ত্যো ভয়কৃদ্‌ভয়নাশনঃ ॥ ৮৯ অণুর্ব্বৃহৎ কৃষঃ স্থূলো গুণভৃন্নির্গুণো মহান্। অধৃতঃ স্বধৃতঃ স্বাস্যঃ প্রাগ্বংশো-বংশবর্দ্ধনঃ ॥ ৯০ ভারভৃৎ কথিতো যোগী যোগীশঃ সর্ব্বকামদঃ। আশ্রমঃ শ্রমণঃ ক্ষামঃ সুপর্ণো বায়ুবাহনঃ ॥ ৯১ ধনুর্দ্ধরো ধনুর্ব্বেদো দণ্ডো দময়িতা দমঃ। অপরাজিতঃ সর্ব্বসহো নিয়ন্তা নিয়মো যমঃ ॥ ৯২ সত্ত্ববান্ সাত্ত্বিকঃ সত্যঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ। অভিপ্রায়ঃ প্রিয়ার্হোঽর্হঃ প্রিয়কৃৎ প্রীতিবর্দ্ধনঃ ॥ ৯৩ বিহায়সগতির্জ্যোতিঃ সুরুচির্হুতভুগ্বিভুঃ। রবির্বিরোচনঃ সূর্য্যঃ সবিতা রবিলোচনঃ ॥ ৯৪

একপাৎ। ৮৮। শত্রুজিৎ, শত্রুতাপন, ন্যগ্রোধ, উডুম্বর, অশ্বত্থ, চাণূরান্ধ্রনিষূদন। ৮৯ গুণভৃৎ, নির্গুণ। ৯৪ বিহায়সগতি। হুতভুক বিভু। ৯৫, নৈকজ, অগ্রজ

অনন্তো হুতভুগ্ ভোক্তা সুখদো নৈকজোঽগ্রজঃ। অনির্বিণ্ণঃ সদামর্ষী লোকাধিষ্ঠানমদ্ভুতঃ॥ ৯৫ সনাৎ সনাতনতমঃ কপিলঃ কপিরব্যয়ঃ। স্বস্তিদঃ স্বস্তিকৃৎ স্বস্তিঃ স্বস্তিভুক্ স্বস্তিদক্ষিণঃ॥ ৯৬ অরৌদ্রঃ কুণ্ডলী চক্রী বিক্রম্যূর্জিতশাসনঃ। শব্দাতিগঃ শব্দসহঃ শিশিরঃ শর্ব্বরীকরঃ॥ ৯৭ অক্রূরঃ পেশলো দক্ষো দক্ষিণঃ ক্ষমিণাং বরঃ। বিদ্বত্তমো বীতভয়ঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ॥ ৯৮ উত্তারণো দুষ্কৃতিহা পুণ্যো দুঃস্বপ্ন-নাশনঃ। বীরহা রক্ষণঃ সন্তো জীবনং পর্য্যবস্থিতঃ॥৯৯ অনন্তরূপোঽনন্তশ্রীর্জিতমন্যুর্ভয়াপহঃ। চতুরস্রো গভীরাত্মা বিদিশো ব্যাদিশোদিশঃ॥ ১০০ অনাদির্ভূর্ভুবোলক্ষ্মীঃ সুবীরো রুচিরাঙ্গদঃ। জননো জনজন্মাদির্ভীমো ভীমপরাক্রমঃ॥ ১০১ আধারনিলয়ো-ধাতা পুষ্পহাসঃ প্রজাগরঃ। ঊর্দ্ধ্বগঃ সৎপথাচারঃপ্রাণদঃ প্রণবঃ পণঃ॥ ১০২ প্রমাণং প্রাণনিলয়ঃ প্রাণভৃৎ প্রাণজীবনঃ। তত্ত্বং তত্ত্ববিদেকাত্মা জন্মমৃত্যুজরাতিগঃ॥ ১০৩ ভূর্ভুবঃ স্বস্তরুস্তারঃ সবিতা প্রপিতামহঃ। যজ্ঞো যজ্ঞপতির্যজ্বা যজ্ঞাঙ্গো যজ্ঞবাহনঃ॥ ১০৪ যজ্ঞভৃদ্‌যজ্ঞকৃদ্‌যজ্ঞী যজ্ঞভুগ্-যজ্ঞসাধনঃ। যজ্ঞান্তকৃদ্‌যজ্ঞগুহ্য-মন্ন-মন্নাদ এব চ॥ ১০৫ আত্মযোনিঃ স্বয়ংজাতো বৈখানো সামগায়নঃ। দেবকীনন্দনঃ স্রষ্টা ক্ষিতীশঃ পাপনাশনঃ॥ ১০৬ শঙ্খভৃন্নন্দকী চক্রী শার্ঙ্গধন্বা গদাধরঃ। রথাঙ্গপাণিরক্ষোভ্যঃ সর্ব্বপ্রহরণায়ুধঃ। ওঁ সর্ব্বপ্রহরণায়ুধঃ॥১০৭। ইতীদং কীর্ত্তনীয়স্ত কেশবস্ত মহাত্মনঃ। নাম্নাং সহস্রং দিব্যানাম-শেষেণ প্রকীর্ত্তিতম্॥ ১০৮ য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং যশ্চাপি পরিকীর্ত্তয়েৎ। না শুভং প্রাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিৎ সোঽমুত্রেহ চ মানবঃ॥ ১০৯ বেদান্তগো

কীর্ত্তনীয় মহাত্মা কেশবের এই দিব্য সহস্রনাম অশেষরূপে কীর্ত্তিত হইল॥ ১০৮ যিনি নিত্য ইহা শ্রবণ করেন এবং যিনি পরিকীর্ত্তন করেন, সেই লোক ইহকাল ও পরকালে কোন অশুভ

ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ। বৈশ্যো ধনসমৃদ্ধঃ স্যাচ্ছূদ্রঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১১০ ধর্ম্মার্থী প্রাপ্নুয়াদ্ধর্ম্মমর্থার্থীচার্থমাপ্নুয়াৎ। কামানবাপ্নুয়াৎ কামী প্রজার্থী প্রাপ্নুয়াৎ প্রজাঃ॥ ১১১ ভক্তিমান্ যঃ সদোত্থায় শুচিস্তদ্গতমানসঃ। সহস্রং বাসুদেবস্য নাম্নামেতৎ প্রকীর্ত্তয়েৎ॥ ১১২ যশঃ প্রাপ্নোতি বিপুলং জ্ঞাতি-প্রাধান্যমেব চ। অচলাং শ্রিয়মাপ্নোতি শ্রেয়ঃ প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥১০৩ ন ভয়ং কচিদাপ্নোতি বীর্য্যং তেজশ্চ বিন্দতি। ভবত্যরোগো দ্যুতিমান্ বলরূপগুণান্বিতঃ॥ ১১৪ রোগার্ত্তো মুচ্যতে রোগাদ্বদ্ধো-মুচ্যেত বন্ধনাৎ। ভয়ান্মুচ্যেত ভীতস্তু মুচ্যেতাপন্নঃ আপদঃ॥ ১১৫ দুর্গাণ্যতিতরত্যাশু পুরুষং পুরুষোত্তমম্। স্তুবন্নামসহস্রেন নিত্যং ভক্তিসমন্বিতঃ॥ ১১৬ বাসুদেবাশ্রয়ো মর্ত্ত্যো বাসুদেবপরায়ণঃ।

প্রাপ্ত হন না॥ ১০৯ (পাঠকারী) ব্রাহ্মণ হইলে বেদান্তগামী হন, ক্ষত্রিয় বিজয়ী হন, বৈশ্য ধনৈশ্বর্য্যশালী হন এবং শূদ্র সুখলাভ করেন॥ ১১০ ধর্ম্মার্থী ধর্ম্ম লাভ করেন, অর্থার্থী অর্থলাভ করেন, কামী সমস্ত কামনাফল লাভ করেন এবং পুত্রার্থী পুত্র লাভ করেন॥ ১১ যে ভক্তিমান্ ব্যক্তি নিয়ত উত্থিত হইয়া শুচি ও তদ্গতচিত্তে বাসুদেবের এই সহস্রনাম পাঠ করেন॥ ১২ তিনি বিপুল যশ, জ্ঞাতিগণের মধ্যে প্রাধান্য, অচলা লক্ষ্মী, এবং সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট শ্রেয়ঃ লাভ করেন॥ ১৩ তাঁহার কোথায় ও ভয় থাকে না, বীর্য্য ও তেজলাভ করেন, এবং তিনি আরোগ কান্তি বল রূপগুণ যুক্ত হন॥ ১৪ রোগার্ত্ত রোগ হইতে মুক্ত হন, বদ্ধ বন্ধন হইতে মুক্ত হন, ভীত ভয়মুক্ত হন, এবং আপৎগ্রস্ত আপদ্ হইতে মুক্ত হন॥১৫ ভক্তি সমন্বিত হইয়া সহস্র নাম পাঠ পূর্ব্বক নিত্য পুরুষোত্তমের স্তব করিলে শীঘ্র পুরুষ সমস্ত বাধা অতিক্রম করেন॥ ১৬ যে

সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা যাতি ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ১১৭ ন বাসুদেব-ভক্তানামশুভং বিদ্যতে কচিৎ। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিভয়ং নৈবোপজায়তে॥ ১১৮ ইমং স্তবমধীয়ানঃ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ। যুজ্যেতাত্মসুখক্ষান্তি-শ্রীধৃতিস্মৃতিকীর্ত্তিভিঃ॥ ১১৯ ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্য্যং ন লোভো নাশুভা মতিঃ। ভবন্তি কৃতপুণ্যানাং ভক্তানাং পুরুষোত্তমে॥ ১২০ দ্যৌঃ সচন্দ্রার্কনক্ষত্রা খং দিশো ভূর্মহোদধিঃ। বাসুদেবস্য বীর্য্যেন বিধৃতানি মহাত্মনঃ॥ ১২১ সসুরাসুরগন্ধর্ব্বং সযক্ষোরগরাক্ষসম্। জগদ্বশে বর্ত্ততেদং কৃষ্ণস্য সচরাচরম্॥ ১২২ ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিঃ সত্ত্বং তেজো বলং ধৃতিঃ। বাসুদেবাত্মকান্যাহুঃ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ॥ ১২৩ সর্ব্বাগমানামাচারঃ প্রথমং পরিকল্প্যতে। আচারপ্রভবোধর্ম্মো ধর্ম্মস্য প্রভুরচ্যুতঃ॥ ১২৪ ঋষয়ো পিতরো

মানব বাসুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং যিনি বাসুদেব পরায়ণ হন তিনি সর্ব্বপাপ বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া সনাতন ব্রহ্ম লাভ করেন॥১৭ বাসুদেবের ভক্তগণের কোন অশুভ হয় না, জন্ম মৃত্যু জরা ও ব্যাধি ভয় থাকে না॥১৮ শ্রদ্ধাভক্তি-সমন্বিত হইয়া এই স্তব পাঠ করিলে সুখ, ক্ষান্তি শ্রী, ধৈর্য্য, স্মৃতি কীর্ত্তি অন্বিত হয়॥ ১৯ পুণ্যশীল পুরুষোত্তম-ভক্তগণের ক্রোধ, মাৎসর্য্য, লোভ বা অশুভে মতি হয় না॥ ২০ মহাত্মা বাসুদেবের বীর্য্যে, চন্দ্রসূর্য্য নক্ষত্র সহিত স্বর্গ, আকাশ, দশদিক্, পৃথিবী ও মহাসমুদ্র সমস্ত ধৃত হইয়াছে॥ ২১ সুর (দেব) অসুর গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষস-সমন্বিত সমস্ত চরাচর জগৎ কৃষ্ণের বশীভূত॥ ২২ ইন্দ্রিয়গণ, মন বুদ্ধি সত্ত্ব তেজ, বল, ধৈর্য্য, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সমস্ত বাসুদেবাত্মক পণ্ডিতগণ বলেন॥ ২৩ সমস্ত আগমের আচার প্রথম (প্রধান) কল্পিত হইয়াছে, ধর্ম্ম আচারপ্রভব, এবং অচ্যুত ধর্ম্মের প্রভু॥২৪

দেবা মহাভূতানি ধাতবঃ । জঙ্গমাজঙ্গমং চেদং জগন্নারায়ণোদ্ভবম্ ॥১২৫ যোগোজ্ঞানং তথা সাংখ্যং বিদ্যাঃ শিল্পাদিকর্ম চ । বেদাঃ শাস্ত্রাণি বিজ্ঞানমেতৎসর্ব্বং জনার্দ্দনাৎ ॥ ২৬ একোবিষ্ণুর্মহদ্ভূতং পৃথগ্ভূতান্যনেকশঃ । ত্রীল্লোঁকান্ ব্যাপ্য ভূতাত্মা ভুঙ্‌ক্তে বিশ্বভুগব্যয়ঃ ॥ ১২৭ ইমং স্তবং ভগবতো বিষ্ণোর্ব্যাসেন কীর্ত্তিতম্ । পঠেদ্ য ইচ্ছেৎপুরুষঃ শ্রেয়ঃ প্রাপ্তুং সুখানি চ ॥ ১২৮ বিশ্বেশ্বরমজং দেবং জগতঃ প্রভবাপ্যয়ম্ । ভজন্তি যে পুষ্করাক্ষং ন তে যান্তি পরাভবম্ ॥ ১২৯

অর্জ্জুন উবাচ ।—পদ্মপত্রবিশালাক্ষ পদ্মনাভ সুরোত্তম । ভক্তানামনুরক্তানাং ত্রাতা ভব জনার্দ্দন ॥ ১৩০

শ্রীভগবানুবাচ ।—যো মাং নামসহস্রেণ স্তোতুমিচ্ছতি পাণ্ডব । সোঽহমেকেন শ্লোকেন স্তুত এব ন সংশয়ঃ ॥ ৩১ নমোস্ত্বনন্তায় সহস্র-

ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, মহাভূত, ধাতু, সমস্ত স্থাবর জঙ্গম এই জগৎ নারায়ণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ॥ ২৫ যোগ জ্ঞান, সাংখ্য, বিদ্যা, শিল্পাদিকর্ম্ম, বেদ, শাস্ত্র, বিজ্ঞান এ সমস্ত জনার্দ্দন হইতে সম্ভূত হইয়াছে ॥ ২৬ মহদ্ভূত এক বিষ্ণু পৃথকরূপে অনেক হইয়াছেন । সেই অব্যয় বিশ্বভুক্ ভূতাত্মা তিন লোক ব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত বিশ্ব ভোগ করিতেছেন ॥ ২৭ বেদব্যাস-কীর্ত্তিত ভগবান বিষ্ণুর এই স্তব যিনি পাঠ করেন তিনি শ্রেয় ও সুখ লাভ করেন ॥ ২৮ যাঁহারা বিশ্বেশ্বর, অজ (জন্মহীন) জগতের উৎপত্তি ও লয় কারণ কমল লোচন দেব বিষ্ণুকে ভজনা করেন তাঁহাদের কোথায়ও পরাভব হয় না ॥ ২৯ অর্জ্জুন বলিলেন । হে পদ্মপলাশলোচন, পদ্মনাভ দেবশ্রেষ্ঠ জনার্দ্দন ! তুমি অনুরক্ত ভক্তগণকে ত্রাণ কর ॥ ৩০ শ্রীভগবান্ বলিলেন । হে পাণ্ডব ! যে আমাকে সহস্রনামে স্তব করিতে ইচ্ছা করে, আমি তাহার এক শ্লোকেই স্তুত হইয়া থাকি ॥ ৩১

মূর্ত্তয়ে সহস্র-পাদাক্ষি-শিরোরুবাহবে। সহস্রনাম্নে পুরুষায় শাশ্বতে সহস্রকোটীযুগধারিণে নমঃ॥ ৩২ নমঃ কমলনাভায় নমস্তে জল-শায়িনে। নমস্তে কেশবানন্ত বাসুদেব নমোঽস্তুতে॥৩৩ বাসনাদ্বাসুদেবস্য বাসিতং ভুবনত্রয়ম্। সর্ব্বভূতনিবাসোঽসি বাসুদেব নমোঽস্তুতে॥ ৩৪ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ৩৫ আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরম্। সর্ব্বদেবনমস্কারঃ কেশবং প্রতিগচ্ছতি॥ ৩৬ এষ নিষ্কণ্টকঃ পন্থা যত্র সংপূজ্যতে হরিঃ। কুপথং তং বিজানীয়াদ্গোবিন্দ-রহিতাগমম্॥ ৩৭ সর্ব্ববেদেষু যৎপুণ্যং সর্ব্বতীর্থেষু যৎফলম্। তৎ-ফলং সমবাপ্নোতি স্তুত্বা দেবং জনার্দ্দনম্॥ ৩৮ যো নরঃ পঠতে নিত্যং ত্রিকালং কেশবালয়ে। দ্বিকালমেককালং বা ক্রূরং সর্ব্বং

যিনি অনন্ত, সহস্র মূর্ত্তি, সহস্রপাদ সহস্র চক্ষু, সহস্র শির, সহস্র উরু, সহস্র বাহু, সহস্রনাম, শাশ্বতপুরুষ, সহস্রকোটিযুগধারী বিষ্ণু তাঁহাকে প্রণাম। যিনি পদ্মনাভ জলশায়ী কেশব অনন্ত বাসুদেব তাঁহাকে প্রণাম॥ ৩৩ বাসুদেবের বাসনে (সুগন্ধে) ত্রিভুবন বাসিত (সুগন্ধিত); হে বাসুদেব! তুমি সর্ব্বভূতের নিবাস তোমাকে নমস্কার॥ ৩৪ যিনি ব্রহ্মণ্যদেব গোব্রাহ্মণের হিতকারী জগদ্ধিত কৃষ্ণ গোবিন্দ তাঁহাকে বার বার নমস্কার॥ ৩৫ আকাশ হইতে পতিত জল যেরূপ সাগরে যায়, সর্ব্বদেবের নমস্কার তদ্রূপ কেশবে গিয়া থাকে॥ ৩৬ ইহাই নিষ্কণ্টক পথ যাহাতে হরি সংপূজিত হন। গোবিন্দ রহিত আগমও কুপথ বলিয়া জানিবে। সর্ব্ববেদে যে পুণ্য, সর্ব্বতীর্থে যে ফল, দেব জনার্দ্দনকে স্তব করিয়া লোক সেই ফল লাভ করে॥ ৩৮ যে কেশবালয়ে নিত্য ত্রিকাল দ্বিকাল বা এক কাল ইহা পাঠ করে তাহার সমস্ত ক্রূর কর্ম্ম নাশ হয়। এই

[illegible] আচারপ্রভব, এবং অচ্যুত ধর্ম্মের প্রভু॥২৪

ব্যপোহতি ॥ ৩৯ দহ্যন্তে রিপবস্তস্য সৌম্যাঃ সর্ব্বে সদা গ্রহাঃ। বিলীয়ন্তে চ পাপানি স্তবে হ্যস্মিন্ প্রকীর্ত্তিতে ॥ ৪০ যেন ধ্যাতঃ শ্রুতো যেন যেনায়ং পঠিতস্তবঃ। দত্তানি সর্ব্বদানানি সুরাঃ সর্ব্বে সমর্চ্চিতাঃ ॥ ৪১ ইহলোকে পরে বাপি ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ। নাম্নাং সহস্রং যোঽধীতে দ্বাদশ্যাং মম সন্নিধৌ ॥ ৪২ স নির্দহতি পাপানি কল্পকোটিশতানি চ। অশ্বত্থ-সন্নিধৌ পার্থ কৃত্বা মনসি কেশবম্ ॥ ৪৩ পঠেন্নামসহস্রংতু গবাং কোটিফলং লভেৎ। শিবালয়ে পঠেন্নিত্যং তুলসীবনসংস্থিতঃ ॥ ৪৪ নরো মুক্তিমবাপ্নোতি চক্রপাণের্ব্বচো যথা। ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং সর্ব্বং সদ্যো বিনশ্যতি ॥৪৫

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে-শতসহস্রসংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামানুশাসনিকে পর্ব্বণি দানধর্ম্মে ভীষ্মযুধিষ্ঠিরসংবাদে শ্রীবিষ্ণোর্দিব্যসহস্রনাম-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্। শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

স্তব পাঠ করিলে তাহার সমস্ত শত্রু দগ্ধ হয়, গ্রহগণ সৌম্য হয় এবং পাপ বিলীন হয় ॥ ৪০ এই স্তব যিনি চিন্তা করেন যিনি শ্রবণ করেন এবং যিনি পাঠ করেন, তাঁহার সর্ব্ববিধ দান দত্ত হয় এবং সমস্ত দেবতা পূজিত হন ॥ ৪১ ইহলোক বা পরলোকে কোথায়ও ভয় থাকে না ॥ ৪২ দ্বাদশীতে আমার সন্নিধানে যিনি সহস্রনাম পাঠ করেন তিনি কল্পকোটীশত-কৃত পাপ নাশ করেন ॥ ৪৩ অশ্বত্থ-বৃক্ষের নিকটে কেশবকে মনে মনে চিন্তা করিয়া এই সহস্র নাম পাঠ করিলে কোটি গোদান ফল লাভ হয় ॥ ৪৪ তুলসী বনস্থিত হইয়া শিবালয়ে নিত্য পাঠ করিলে চক্রপাণির বচনানুসারে মনুষ্য মুক্তি লাভ করেন এবং তাঁহার ব্রহ্মহত্যাদি সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় ॥৪৫

ইতি মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বে দানধর্ম্মে ভীষ্মযুধিষ্ঠির সংবাদে বিষ্ণুর সহস্রনাম স্তোত্র সমাপ্ত।

রুচিস্তোত্রম্।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

রুচিঃ প্রজাপতিঃ পূর্ব্বং নির্ম্মমো নিরহংকৃতঃ। অত্রস্তো মিতশায়ী চ চচার পৃথিবীমিমাম্ ॥ ১ অনগ্নিমনিকেতঞ্চৈবৈকাহার-মনাশ্রমম্। বিমুক্তসংজ্ঞং ত্বং দৃষ্ট্বা প্রোচুঃ স্বপিতরো মুনিম্ ॥ ২

পিতরউচুঃ।

বৎস কস্মাৎ ত্বয়া পুণ্যো ন কৃতো দারসঙ্গ্রহঃ। স্বর্গাপবর্গহেতুত্বাদ্ বন্ধস্তেনানিশং বিনা ॥ ৩। গৃহী সমস্তদেবনাং পিতৄণাঞ্চ তথার্চ্চনম্। ঋষীণামতিথীনাঞ্চ কুর্ব্বল্লোঁকানুপাশ্নুতে ॥ ৪। স ত্বং দৈবাদৃণাদ্ বৎস বন্ধমস্মদৃণাদপি। অবাপ্নোষি মনুষ্যর্ষিভূতেভ্যশ্চ দিনে দিনে ॥ ৫। অনুৎপাদ্য সুতান্ দেবানসন্তর্প্য পিতৄংস্তথা। অকৃত্বা

পূর্ব্বে প্রজাপতি রুচি মমতা ও অহংকার শূন্য হইয়া নিদ্রা সংযমপূর্ব্বক নির্ভয়ে এই পৃথিবী [illegible] করিয়াছিলেন ॥ ১ তাঁহার পিতৃগণ তাঁহাকে নিরগ্নি, নিকেতনশূন্য, একাহারী, গৃহস্থাদি-আশ্রমহীন এবং মুক্তসঙ্গ দেখিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ২ পিতৃগণ বলিলেন। হে বৎস! দার-পরিগ্রহ স্বর্গ ও মোক্ষের নিদান, তুমি কি নিমিত্ত, সেই পবিত্র দারপরিগ্রহ কর নাই; দারপরিগ্রহ বিনা নিরন্তর বন্ধন হইয়া থাকে ॥ ৩ গৃহস্থ সমস্ত দেবতা, পিতৃগণ, ঋষি ও অতিথিগণের পূজা করিয়া স্বর্গাদিলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বৎস! তুমি দার পরিগ্রহ না করিয়া দৈবঋণ, পিতৃঋণ, মনুষ্য ও ভূতঋণে দিন দিন বদ্ধ হইতেছে। ৫ তুমি পুত্র উৎপাদ